বাংলা ই-ত্রিপিটক
ই-বুকে রূপান্তর- জ্ঞানলোক ভিক্ষু
রাজবন বিহার, রাঙামাটি

অঙ্গুত্তর-নিকায়

৬ষ্ঠ নিপাত

(ভূমিকা, বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা-টীকা সম্বলিত)

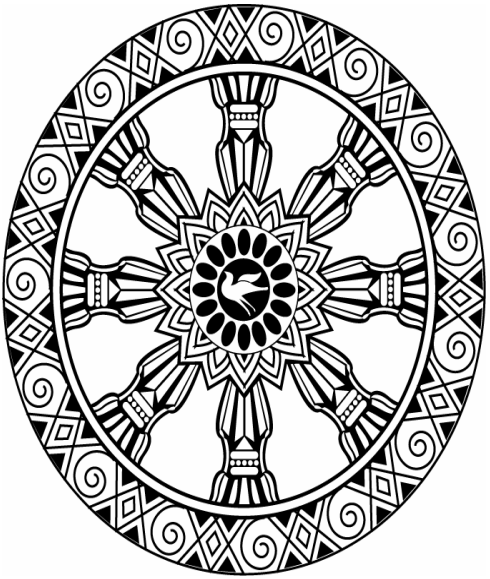

অনুবাদকঃ
ভদন্ত প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু
রাজবন বিহার, রাঙ্গামাটি।

Sutta pitake

Anguttara Nikâya (Sixth Nipâtas)

Translated into Bangali by
Ven. Pragya Darshi Bhikkhu.

Raj Bana Vihâra, Rangamati.

01195 – 041675.

© গ্রন্থকার

প্রকাশনায় ঃ- মিথুন বড়ুয়া, বাবলু বড়ুয়া, সুপান্ত বড়ুয়া বাসিক, লোটন বড়ুয়া, কাকন বড়ুয়া (প্যারিস, ফ্রান্স প্রবাসী)।

প্রকাশকাল ঃ- শ্রাবণী পূর্ণিমা, ২৫৫৩ বুদ্ধবর্ষ; ২০০৯ খ্রিষ্টাব্দ, ১৪১৬ বাংলা।

পুনঃ মুদ্রণের জন্য শ্রদ্ধাদানঃ ২৫০/= (দুইশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র)

ANGUTTARA-NIKAYA (Sixth Nipatas) Translated into Bengali by **Ven. Pragya Darshi Bhikkhu,** Rajbana Vihar, Rangamati, Bangladesh. First Editiont Assari Purnima (Full moon), 2552 B.E., 1415 Bangla, 2009A.D..

গ্রন্থকারের উৎসর্গ

যে **মাতা-পিতার** হৃদয় পুত্র-কন্যাদের জন্য করুণায় পূর্ণ, যারা
সন্তানদের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ করতে অকুণ্ঠচিত্ত, যাদের
স্নেহভরা সুশীতল ছায়াতলে আমি পালিত, বর্ধিত এবং
জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছি, সেই অনন্তগুণী **মাতা-পিতার**
মহাগুণের কথা ভাষায় বর্ণনা করার ক্ষমতা
আমার নেই। আমি কেবল মাতা-পিতার
গুণাবলী ও অবদান স্মরণ করেই
তাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ। এই
ধর্মগ্রন্থ অনুবাদজনিত
অর্জিত পুণ্যরাশি
তাদের নিরোগ
ও সুদীর্ঘ স্বচ্ছন্দ্যময় ধর্মজীবন তথা
নির্বাণ সুখ কামনায় উৎসর্গ করলাম।

ভদন্ত প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু
রাজবন বিহার, রাঙ্গামাটি।

প্রকাশক বৃন্দের কথা

"স্বীয় কর্মে হও রত সাধিতে আপন ব্রত
কর মন সত্যের সন্ধান"
"স্বার্থক জীবন হবে দুঃখ মুক্তি হবে যবে
সাধনার এই কর্মস্থান।"

বুদ্ধ বলেছেন, ধর্মদান সকল দানের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। আরও বলেছেন জন্মের দ্বারা কেহ বৌদ্ধ হয় না, কর্মের দ্বারাই বৌদ্ধ হয়। তাই আমাদের কর্মই আমাদেরকে সৃষ্টি করতে হবে। এই কর্ম সৃষ্টি করতে হলে আমাদের প্রথমে জানতে হবে ভগবান বুদ্ধের উপদেশ ও শিক্ষা। আর এই উপদেশ ও শিক্ষা মূলতঃ সঠিকভাবে পাওয়া যাবে ত্রিপিটক গ্রন্থ থেকে। বুদ্ধের অবর্তমানে ত্রিপিটক গ্রন্থই বৌদ্ধ ধর্মের একমাত্র পথ প্রদর্শক ও অনুশাসকরূপে বিদ্যমান। ত্রিপিটক ব্যতীত অন্য কোথাও বুদ্ধের প্রকৃত শিক্ষা, উপদেশ পাওয়া যায় না। বৌদ্ধধর্ম চর্চা ও এ ধর্মের মৌলিক জ্ঞান লাভ করতে হলে ত্রিপিটকই মূল অবলম্বন। সূত্র-বিনয় ও অভিধর্ম এ তিনটি বিষয় নিয়ে ত্রিপিটক। সূত্রপিটক হচ্ছে সর্ব সাধারণের জন্য হিতকর, মঙ্গলজনক উপদেশাবলী। সূত্রপিটককে পঞ্চ নিকায়ে বিভাগ করা হয়েছে। যেমন, দীর্ঘ নিকায়, মধ্যম নিকায়, সংযুক্ত নিকায়, অঙ্গুত্তর নিকায়, ও খুদ্দক নিকায়। এই পঞ্চ নিকায়ের মধ্যে আমরা আজ অঙ্গুত্তর নিকায়ের ৬ষ্ঠ নিপাতটি প্রকাশ করার এক মহৎ পবিত্র কার্যক্রম হাতে নিয়েছি। ইহা আমাদের জন্য খুবই মঙ্গলজনক। আর এসব বিষয় সম্যকভাবে অবগত হয়ে বুদ্ধ শাসনের ধ্বজাধারী, সদ্ধর্ম হিতৈষী, পূজ্য বনভন্তে সমগ্র ত্রিপিটক শাস্ত্রকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ ও প্রকাশ করার এক মহা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কল্পে তিনি রাজবন বিহারে একটি উন্নতমানের অফসেট প্রেস প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং শক্তিশালী দক্ষ অনুবাদক গোষ্ঠী গড়ে তোলার তাগিদ দিয়ে যাচ্ছেন প্রতিনিয়ত। শ্রদ্ধেয় বনভন্তের এই পরিকল্পনার মাধ্যমে আজ একটির পর একটি ত্রিপিটক গ্রন্থখন্ডের প্রকাশ লাভ হচ্ছে।

আমরা খুবই পুণ্যবান যে আজ এমন একটি ত্রিপিটক গ্রন্থ খন্ডের প্রকাশের কাজ হাতে পেয়েছি। এই বইটির গ্রন্থকার শ্রীমৎ প্রজ্ঞাদর্শী ভন্তের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা এবং বন্দনা জানাই যে তিনি আমাদেরকে এই বই ছাপানোর অনুমতি প্রদান করেন। বইটি প্রকাশনার ব্যাপারে আমরা শ্রদ্ধেয় আনন্দমিত্র ভন্তের সঙ্গে প্রথমে আলাপ করে অনুমতি নিয়ে এই দ্বায়িত্ব নিয়েছি। আমাদেরকে সর্বাত্মক সহযোগিতার জন্য শ্রদ্ধেয় আনন্দমিত্র ভন্তের প্রতি আমরা শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এই বই ছাপানোর জন্য যারা আর্থিকভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন তারা হলেন মিথুন বড়ুয়া, গ্রাম- হোয়ারাপাড়া; বাবলু বড়ুয়া, গ্রাম- বেতাগী; সুপান্ত বড়ুয়া বাসিক, গ্রাম- কেউটিয়া খামার বাড়ী; লোটন বড়ুয়া, গ্রাম- পশ্চিম বিনাজুরী; কাকন বড়ুয়া, গ্রাম- বাথুয়া। এই বইটি বাংলাদেশ তথা সমগ্র বিশ্বে বুদ্ধের অমৃতময় বাণী প্রচারে সহায়ক হবে আশাকরি। এই ধর্মগ্রন্থ প্রকাশনায় অর্জিত পুণ্যফলে আমাদের সকলের অনির্বাণকাল পর্যন্ত সুখ ও শান্তি লাভ হউক এবং আমাদের বর্তমান-ভবিষ্যৎ জীবন সুখ শান্তিময় হয়ে পরম সখ নির্বাণ লাভের হেতু উৎপন্ন হোক। এই পুণ্য কামনা করে প্রকাশকের নিবেদনে কোন ভুল-ত্রুটি, উচ্চ কথন থাকলে তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি। পরিশেষে এই বই ছাপানোর মৈত্রীময় পুণ্যরাশির ফলে "বুদ্ধশাসন চিরজীবি হোক" শ্রদ্ধেয় বনভন্তের আয়ু বৃদ্ধি হোক। এই ধর্মগ্রন্থটি আমরা শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করলাম।

ইতি

১। মিথুন বড়ুয়া
২। বাবলু বড়ুয়া
৩। সুপান্ত বড়ুয়া বাসিক
৪। লোটন বড়ুয়া
৫। কাকন বড়ুয়া

প্রসঙ্গ কথা

বৌদ্ধ সাহিত্যে অঙ্গুত্তর নিকায় শব্দটির রয়েছে একটি বিশেষ অবস্থান। পিটকীয় গবেষকদের নিকট অঙ্গুত্তর নিকায় যেমন গুরুত্বপূর্ণ ততোধিক গুরুত্বাবহ বৌদ্ধদের নিকট। কেননা, এতে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে প্রাচীন যুগের সামাজিক অবস্থা, রীতি-নীতি, আবাহ-বিবাহ প্রথা সহ ভিক্ষু-গৃহীদের আচরণীয় ধর্মীয় ও সামাজিক নিয়মাবলী। অঙ্গুত্তর নিকায়কে আবার অঙ্গুত্তরিক, একুত্তরিক, কিংবা এক নিকায় নামেও অভিহিত করা হয়। *F.L.woodward* মহোদয় ইংরেজীতে এর অর্থ দাঁড় করেছেন *The Book of Gradual Sayings* নামে। অঙ্গুত্তর, একুত্তর কিংবা এক নিকায়, যে নামেই বলি না কেন মূলতঃ গ্রন্থটির রচনাশৈলীই এরূপ নামাকরণের মূল কারণ। নির্বাণমুখী ধর্মরাজ্যে প্রবেশের জন্য সুদীর্ঘ ৪৫ বৎসর ব্যাপী গৌতম বুদ্ধের অমৃতময় উপদেশাবলীর অনন্য সংগ্রহ ত্রিপিটক। আলোচ্য অঙ্গুত্তর নিকায় গ্রন্থটি সেই ত্রিপিটকেরই অংশ বিশেষ। বর্তমান সময়ে প্রচলিত অন্যান্য ধর্মমতের নিজস্ব প্রামাণিক ধর্ম শাস্ত্রের সংখ্যা বৌদ্ধ ধর্মীয় শাস্ত্রাদির তুলনায় নিতান্তই নগণ্য। আর এই বৌদ্ধ ধর্মীয় শাস্ত্র অর্থাৎ ত্রিপিটককে যদি ভাষ্য গ্রন্থ, টীকা গ্রন্থ, অনুটীকা প্রভৃতি ব্যতীত খন্ডাকারে বিভক্ত করি তবে এর সংখ্যা দাঁড়াবে ৪৪[১]-এ। সর্ব সাধারণের নিকট পিটক পরিচিতির বিষয়টি চিন্তা করে এখন আমরা ভাষ্য গ্রন্থসহ ত্রিপিটক ও পিটক বহির্ভূত পালি ভাষায় বিরচিত বিভিন্ন গ্রন্থাদির তুলনামূলক সমীক্ষণের চেষ্টা করব।

বৌদ্ধ গ্রন্থ সমূহকে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভাগ করা যায়। যথা- ১) পালি বা পিটক, ২) অনুপালি বা অনুপিটক। এই বিভাগ অনুযায়ী পালি বা পিটক শব্দের অর্থ হচ্ছে বুদ্ধ মুখনিসৃত উপদেশাবলী বা ত্রিপিটক। সূত্র, বিনয় এবং অভিধর্ম জাতীয় মূল বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহ নিয়ে ত্রিপিটক

---

[১] এই ৪৪ খন্ডের বিভাগটি প্রদত্ত হয়েছে P.T.S বা Pali Text Society কর্তৃক Roman হরফের সম্পাদনা হতে।

গঠিত। জেনে রাখা ভাল, পিটক শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে ঝুঁড়ি। অনুপালি বা অনুপিটক হচ্ছে ত্রিপিটককে উপজীব্য করে রচিত বিভিন্ন ব্যাখ্যা গ্রন্থ। অত্থকথা, আচার্যবাদ, কোষ, সংগ্রহ, বংশ, টীকা, অনুটীকা, ব্যাকরণ, দীপিকা, ইত্যাদি নামে পরিচিত 'পালিমুত্ত' গ্রন্থসমূহ নিয়েই অনুপিটক। প্রাচীন ও আধুনিক সমস্ত বৌদ্ধ গ্রন্থকে নির্দেশ করে এরূপ মাত্র দুটি শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়, যথা- 'পরিযত্তি' (পর্য্যাপ্তি), আর 'সাসন' (শাসন)। 'পরিযত্তি' বা পর্য্যাপ্তি মূলতঃ ত্রিপিটকের প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হয়[1]। 'সাসন' বা শাসন শব্দ কেবল বৌদ্ধ গ্রন্থকে না বুঝিয়ে বৌদ্ধ ধর্ম, সংঘ এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষা, বিধি, বিধান ও গ্রন্থাদি সর্ব বিষয়কে নির্দেশ করে[2]। চৈনিক ভাষায় বৌদ্ধ গ্রন্থ সমূহের যে প্রাচীন তালিকা আছে তাতে ত্রিপিটক শব্দটি অতিশয় ব্যাপক অর্থে ব্য**বহৃত** হয়েছে। এই তালিকায় প্রাচীন ও আধুনিক সকল বৌদ্ধ গ্রন্থকেই ত্রিপিটক নামের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে[3]। স্থবিরবাদ, মহাসাংঘিক, মহীশাসক, সর্বাস্তিবাদ, ও ধর্মগুপ্তাদি প্রাচীন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের গ্রন্থসমূহ হীনযান শ্রেণীর এবং অবশিষ্ট বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহ মহাযান শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত। তিব্বতীয় বৌদ্ধ অনুবাদ গ্রন্থ ত্যঙ্গুর ও ক্যঙ্গুরের বিভাগ অনুসারে বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহকে হীনযান বা থেরোবাদ, মহাযান, ও তান্ত্রিক এই তিন শ্রেণীতে বিভাগ করা যেতে পারে। বুদ্ধঘোষ বিরচিত সমন্তপাসাদিকা, সুমঙ্গল বিলাসিনী, অত্থসালিনী প্রভৃতি অত্থকথা গ্রন্থের ভূমিকায়[4] পালি বা

---

[1] অনাগতবংসে 'পরিয়াত্তি' শব্দের ব্যবহার দ্রষ্টব্য।

[2] সাসনবংশ কিংবা সাসনবংসদীপে 'সাসন' শব্দের ব্যবহার দ্রষ্টব্য।

[3] রেভারেন্ড স্যামুয়েল বীল উক্ত তালিকার প্রথম ইংরেজী সংস্করণ *(Catalogue of the Chinese Buddhist Tripitaka)* এবং জাপান দেশীয় অধ্যাপক ড. বুনিও ন্যনজিও এর দ্বিতীয় সংস্করণ *(Catalogue of the Buddhist Tripitaka)* প্রকাশ করেছেন।

[4] সম-পাসা, পৃঃ ৮, সুম-বিলা ১ম ভাগ, পৃঃ ২০-৩৩, অত্থ-সা, পৃঃ ১৭-১৮ঃ ধম্ম-বিনযবসেন দুবিধং, পঠমমজ্ঝিম-পচ্ছিমবসেন তিবিধং, পিটকবসেন তিবিধং, নিকাযবসেন পঞ্চবিধং, অঙ্গবসেন নববিধং, ধম্মক্খন্ধবসেন চতুরাসীতি সহস্সাবিধং।" 'রসবসেন একবিধং 'রস'।

বুদ্ধবচনের বিভিন্ন শ্রেণী বিভাগ দৃষ্ট হয়। এই শ্রেণীবিভাগগুলো নিম্নে আলোচনা করা হচ্ছেঃ–

১) উপদেশ ও আদেশ অনুসারে বুদ্ধবচন দ্বিবিধঃ- ধর্ম ও বিনয়;
২) কাল পর্য্যায়ক্রমে ত্রিবিধঃ- আদি, মধ্য ও অন্ত;
৩) পিটক অনুসারে ত্রিবিধঃ- সুত্ত (সূত্র), বিনয় ও অভিধর্ম;
৪) নিকায় বা আগম অনুসারে পঞ্চবিধঃ- দীঘ- নিকায় বা দীঘাগম (দীর্ঘাগম), মজ্ঝিম-নিকায় বা মজ্ঝিমাগম (মধ্যমাগম), সংযুক্ত-নিকায় বা সংযুত্তাগম (সংযুক্তাগম), অঙ্গুত্তর-নিকায় বা একুত্তরাগম (একোত্তরাগম), খুদ্দক-নিকায় বা খুদ্দকাগম (খুদ্রকাগম);
৫) অঙ্গ বা শ্রেণী অনুসারে নববিধঃ- সুত্ত (সূত্র), গেয্য (গেয়), বেয্যাকরণ (ব্যাকরণ), গাথা, উদান, ইতিবুত্তক (ইত্যুক্তক), জাতক, অদ্ভুতধম্ম (অদ্ভুতধর্ম), বেদল্ল (বেদল্য);[1]
৬) পাঠ বা পরিচ্ছেদ গণনা অনুসারে চুরাশিহাজার ধর্ম স্কন্ধ বা ৮৪০০০ ধর্ম খন্ড।

এখন আমরা প্রদত্ত বুদ্ধবচনের শ্রেণী বিভাগ নিয়ে সামান্য আলোচনা করব। প্রথমতঃ ধর্ম ও বিনয় বিভাগ। বুদ্ধবচনের মধ্যে ধর্ম ও বিনয় বিভাগটি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। বুদ্ধের নিজের উক্তির মধ্যে এই বিভাগটি দৃষ্ট হয়। 'সিযা খো পনানন্দ, তুমহাকং এবমস্স- অতীত সত্থুক পাবচনং, নত্থি নো সত্থা'তি। ন খো পনেতং আনন্দ, এবং দট্ঠব্বং। যো বো আনন্দ মযা ধম্মো চ বিনযো চ দেসিতো পঞ্ঞত্তো সো বো মমচ্চযেন সত্থা।'[2] অর্থাৎ "আনন্দ, তোমাদের এমনও মনে হতে পারে- শাস্তার প্রবচন (প্রকৃষ্ট বাণীসমূহ) অতীত হয়েছে অতএব

---

[1] বুদ্ধচরিত মহাকাব্যের শেষ সর্গের সমাপ্তি অংশে বার শ্রেণীর গ্রন্থের উলেণ্টখ আছে- অষ্টসাহস্রিকা, নৈগমা গেয়-গাথে নিদানাবদানৌ মহাযানসূত্রাভিধং, ব্যাকরেত্যুক্তকে জাতকবৈপুল্যাখোদ্ভুতে চোপদেশং তপোদানকং দ্বাদশং। ১৭শ সর্গ ১৭ শেণ্টাক।
[2] দীর্ঘ-নিকায়, ২য় খন্ড, পৃঃ ১৫৪।

আমাদের শাস্তা নাই। কিন্তু আনন্দ, এইভাবে বিষয়টি দেখলে চলবে না। কেননা যে ধর্ম ও বিনয় আমার দ্বারা উপদিষ্ট ও প্রজ্ঞাপিত হয়েছে তা আমার অবর্তমানে তোমাদের শাস্তা"। বস্তুতঃ এরূপ আরও অনেক উক্তি আছে যাতে ধর্ম ও বিনয় মুখ্য গ্রন্থ-বিভাগ না বুঝিয়ে শাসন বা শিক্ষা পদ্ধতিকেই নির্দেশ করে। নিম্নে এরূপ দুটি উক্তি দেয়া হল।

১) "যো ইমস্মিং ধম্ম-বিনযে অপ্পমত্তো বিহেস্সতি[৩]....." অর্থাৎ যিনি এই ধর্ম-বিনয়ে অপ্রমত্ত হয়ে চলবেন...."।

২) "ন ত্বমিদং ধম্ম-বিনযং আজানাসি, অহং...আজানামি"। অর্থাৎ তুমি এই ধর্ম-বিনয় জান না, আমি জানি।"

কিন্তু নিম্নোদ্ধৃত বাক্যে প্রতীয়মান হয় যে 'ধর্ম-বিনয়' শব্দ শাসন বা শিক্ষা-পদ্ধতির পরিবর্তে গ্রন্থকেই নির্দেশ করেছে। "ইধ ভিক্খবে ভিক্খু এবং বদেয্য- সম্মুখা মে তং আবুসো ভগবতো সুতং সম্মুখা পটিগ্গহীতং,- অযং ধম্মো, অযং বিনযো, ইদং সত্থু সাসনন্তি। তস্স ভিক্খু ভিক্খুনো ভাসিতং নেব অভিনন্দিতব্বং ন পটিক্কোসিতব্বং। অনভিনন্দিত্বা অপ্পটিকোসিত্বা তানি পদ-ব্যঞ্জনানি সাধুকং উগ্গহেত্বা সুত্তে ওতারেতব্বানি বিনযে সন্দস্সেতব্বানি[১]।" অর্থাৎ "ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু এসে এরূপ বলে- হে বন্ধুগণ, আমি স্বয়ং ভগবানের মুখ হতে শুনেছি এবং তা গ্রহণ করেছি- 'ইহা ধর্ম, ইহা বিনয়, ইহাই শাস্তার শাসন'। ভিক্ষুগণ, ঐ ভিক্ষুর উক্তিতে আগ্রহ প্রকাশ করতে নাই এবং বিরক্তি প্রকাশও করা অনুচিত। আগ্রহ কিংবা বিরক্তি প্রকাশ না করে পদ-ব্যঞ্জনের সাথে তার কথাগুলো যথাযথ গ্রহণ করে সূত্র-ছাঁচে ঢেলে বিনয়ের সাথে মিলিয়ে দেখবে।" উদ্ধৃত পাঠে সূত্র ধর্মের স্থান এবং বিনয় বিনয়ের স্থান অধিকার করেছে। এর আনুষঙ্গিক উক্তিসমূহে ধর্ম্ম-বিনয় কিংবা সুত্ত-বিনয়ের পরিবর্তে ব্যবহৃত ধর্ম, বিনয় ও মাতিকা

---

[৩] দীর্ঘ-নিকায়, ২য় খন্ড, পৃঃ১২১।

[১] দীর্ঘ-নিকায়, ৩য় খন্ড, পৃঃ১২৪; অঙ্গুত্তর নিকায়, ৬ষ্ঠ নিপাত, পৃঃ১৬৭-১৬৮।

আখ্যায় সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম এই ত্রিপিটক বিভাগের পূর্ব সূচনা দৃষ্ট হয়। 'বহুস্‌সুতা, আগতাগমা, ধম্ম-ধরা, বিনয-ধরা, মাতিকা-ধরা,' এই পঞ্চ বিশেষণের পর্যায় হতে আরও প্রতীয়মান হয় যেন শ্রুতি কিংবা আগামাকারে রক্ষিত ধর্ম-বিনয় ক্রমে ধর্ম, বিনয় ও অভিধর্ম পিটকে পরিণত হয়েছে। উদ্বৃত পাঠের সুত্ত ও বিনয় শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বুদ্ধঘোষ নিম্নলিখিত মতগুলি লিপিবদ্ধ করেছেনঃ- (১) 'সুত্ত' সুত্ত-বিভঙ্গ এবং বিনয় খন্ধকেরই অপর নাম। সুত্ত-বিভঙ্গ এবং খন্ধক বর্তমান বিনয় পিটকের দুইটি প্রধান বিভাগ। (২) 'সুত্তন্ত' সুত্ত-পিটকের এবং 'বিনয' বিনয় পিটকেরই অপর নাম। (৩) সূত্র ও অভিধর্ম পিটক 'সুত্ত' আখ্যার এবং বিনয়-পিটক 'বিনয' আখ্যার অন্তর্গত। (৪) জাতক, পটিসম্ভিদামগ্গ, নিদ্দেস, সুত্তনিপাত, ধম্মপদ, ইতিবুত্তক, বিমানবত্থু, পেতবত্থু, থেরগাথা ও অপদান 'সুত্ত' আখ্যার বহির্ভূত বুদ্ধ-বচন (অসুত্তনামকং বুদ্ধবচনং)। (৫) সুদিন্ন (সুদত্ত) নামক জনৈক (সিংহলবাসী?) স্থবিরের মতে- 'সুত্ত' ত্রিপিটকেরই প্রতিশব্দ এবং 'বিনয়' ইহার অন্তর্ভূক্ত কারণ মাত্র। ধর্ম ও বিনয় যে কালক্রমে পিটক বা গ্রন্থ বিভাগকে নির্দেশ করেছে তাতে সন্দেহ নাই। বিনয় পিটকের চুল্লবগ্গ নামক গ্রন্থে প্রথম ও দ্বিতীয় বৌদ্ধ সংগীতের যে বিবরণ নিবদ্ধ আছে তন্মধ্যে ধর্ম ও বিনয় বস্তুতঃ দুইটি পিটকের আখ্যারূপে ব্যবহৃত হয়েছে। এই গ্রন্থের বিবরণ অবলম্বন করেই বুদ্ধঘোষ বলেছেন- 'বিনয পিটকং বিনযো, অবসেসবুদ্ধবচনং ধম্মো'। 'বিনয়-পিটক' বিনয় এবং অবশিষ্ট বুদ্ধবচন ধর্ম '।

প্রথম, মধ্যম ও অন্তিম বুদ্ধ-বচনাঃ- বুদ্ধের মুখ নিঃসৃত বাক্য, আদেশ ও উপদেশ বুদ্ধ বচন। কিন্তু বুদ্ধঘোষের অত্থকথাসমূহের এরূপ সঙ্কীর্ণ অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয় নাই। বুদ্ধ তার শিষ্যগণের যে সকল উপদেশ ও আলোচনাদি অনুমোদন করেছিলেন তা-ও বুদ্ধ-বচনের অন্তর্গত। কথিত আছে, বুদ্ধ বচনের, অর্থাৎ বর্তমান পালি ত্রিপিটকের, চুরাশি হাজার ধর্মস্কন্ধের মধ্যে ৮২ হাজার স্বয়ং বুদ্ধের এবং অবশিষ্ট দু'হাজার তার কতিপয় শিষ্যগণের উক্তি-

'দ্বাসীতি বুদ্ধতো গণ্হিং, দ্বে সহস্সানি ভিক্খুনো,
চতুরাসীতি সহস্সানি যে'মে ধম্ম পবত্তিনো'তি।"[1]

বুদ্ধত্ব লাভের পর ধ্যান ভঙ্গ হলে সিদ্ধার্থের মুখ হতে যে অমৃতবাণী নিঃসৃত হয়েছিল তা **প্রথম বুদ্ধ বচন** বলে খ্যাত। কোন্ বিশিষ্ট উক্তি প্রথম বুদ্ধ বচন সেই বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। অধিক সংখ্যক প্রাচীন বৌদ্ধ ভিক্ষুর মতানুসারে বুদ্ধত্ব লাভের পর সপ্তাহকাল মধ্যে, বুদ্ধ বুদ্ধাসনে উপবিষ্টাবস্থায় তার মুখ হতে যে উদান নির্গত হয়েছিল তাহাই বুদ্ধের প্রথম বাক্য। এই মতানুসারে নিম্নোদ্ধৃত গাথাগুলিই তার প্রথম উক্তি:-

'যদা হবে পাতুভবন্তি ধম্মা আতাপিনো ঝাযতো ব্রাহ্মণস্স।
অথ'স্স কঙ্খা বপযন্তি সব্বা যতো পজানাতি সহেতুধম্মং ॥
যদা হবে পাতুভবন্তি ধম্মা আতাপিনো ঝাযতো ব্রাহ্মণস্স।
অথ'স্স কঙ্খা বা বপযন্ত সব্বা যতো খযং পচ্চযানং চাবেদি ॥
যদা হবে পাতুভবন্তি ধম্মা আতাপিনো ঝাযতো ব্রাহ্মণস্স।
বিধুপযং তিট্ঠতি মার-সেনং সুরিযো ব ওভাসযমন্তলিক্খন্তি ॥[2]

ধম্মপদভাণকদের মতে বুদ্ধত্ব লাভের সঙ্গে সঙ্গেই সিদ্ধার্থের মুখ হতে তৎসূচক যে সকল উদান গাথা নিঃসৃত হয়েছিল তৎসমস্তই বাস্তবিক বুদ্ধের প্রথম বচন। এই মতানুসারে নিম্নোদ্বৃত গাথাগুলিই বুদ্ধের প্রথম বাক্য।

"অনেক জাতি সংসারং সন্ধাবিস্সং অনিব্বিসং
গহকারকং গবেসন্তো দুক্খা জাতি পুনপ্পুনং,
গহকারক! দিট্ঠো'সি পুন গেহং ন কাহসি,
সব্বা তে ফাসুকা ভগ্গা গহকূটং বিসংখতং,
বিসঙ্খারগতং চিত্তং তণ্হানং খযমজ্ঝাগা'তি।"[1]

---

[1] সুম-বিলা, পৃঃ ৩৩; অথ সা, পৃঃ ২৭; সম পাসা, পৃঃ ১৩।
[2] অথ-সা পৃঃ ১৭, সুম-বিলা ১ম ভাগ, পৃঃ ২১; সম-পাসা, পৃঃ ৮; মহাবগ্গা ১,১,৩।

মহাপরিনির্বাণের প্রাক্কালে বুদ্ধ সমাগত শিষ্যদেরকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন তাই **পশ্চিম** বা **অন্তিম বুদ্ধবচন** নামে খ্যাত। নিগোদ্বৃত উক্তিই বুদ্ধের শেষ বাক্য বলে বিদিতঃ- 'হন্দ'দানি ভিক্খবে আনন্তযামি বো বযধম্মা সংখারা, অপ্পমাদেন সম্পাদেথা'তি।"[২]
উক্ত প্রথম ও শেষ উক্তি ব্যতীত ৪৫ বছর ব্যাপী ভগবান বুদ্ধ যে সকল অমৃতময় ধর্মোপদেশ প্রদান করেছিলেন তৎসমস্তই **মধ্যম বুদ্ধবচন** বলে পরিচিত।

ত্রিপিটক বিভাগ:- পিটক শব্দের সাধারণ অর্থ ভাণ্ড, ভাজন বা ঝুড়ি। দৃষ্টান্ত- "কুদ্দাল-পিটকং", "কোদাল ও পেড়া।" এস্থলে পিটক মাটি বহন করার ঝুড়ি বিশেষ। বৌদ্ধ পারিভাষিক অর্থে পিটক 'পরিযত্তি-ভাজন', 'পর্য্যাপ্তিভাজন' বা 'গ্রন্থাধার'। এতে আধার এবং আধেয় উভয় অর্থই সূচিত হয়। কাজেই সূত্র, বিনয় কিংবা অভিধর্ম পিটক বললে তত্তন্নামীয় গ্রন্থের সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থনিবদ্ধ বিষয়গুলিও সূচিত হয়[৩]। ত্রিবিধ মূল গ্রন্থাধার অর্থে ত্রিপিটক শব্দের প্রথম ব্যবহার বিনয় চুল্লবগ্গের **১১**শ খন্ধকের এক গাথায় দৃষ্ট হয়। খ্রীষ্টেয় আবির্ভাবের একশত বৎসর পূর্ব্বে নির্মিত ভর্হুৎ স্তুপ-প্রাচীরে খোদিত দাতা বিশেষের নামের সহিত **পেটকী** আখ্যাযুক্ত দেখা যায়[৪]। পিটকে যার বিশেষ অধিকার আছে, যিনি পিটক ধারণ করেন, অর্থাৎ আদ্যোপান্ত আবৃত্তি করতে পারেন, তিনিই পেটকী। বুদ্ধঘোষের অত্থকথাসমূহে পেটকীর পরিবর্তে তিপিটকো বা তেপিটকো আখ্যার বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ- তেপিটকো চুল্লাভযত্থেরো, তিপিটকো মহাসুমনত্থেরো,

---

[১] অত্থ-সা- পৃঃ ১৯, সুম-বিলা ১ম ভাগ, পৃঃ ২; সম-পাসা, পৃঃ ৮, ধম্মপদ ১৫৩,১৫৪ গাথা।
[২] অত্থ-সা পৃঃ ১৮; সুম-বিলা ১ম ভাগ, পৃঃ ২১; সম-পাসা, পৃঃ ৮; মহাপরি-সু ৬,১০।
[৩] পরম্পরাগত গ্রন্থাধার অর্থে পিটক শব্দের ব্যবহার মজ্ঝিম-নিকায়ের সন্দকসুত্তে দৃষ্ট হয়- "অনুস্সবিকো- অনুস্সবেন ইতিহীতিহপরম্পরায় পিটকসম্পদায় ধম্মং দেসেতি" (মে-নি, পৃঃ ৫২০)। ব্রহ্মণ্য শিক্ষাপদ্ধতি এবং শাস্ত্রকে লক্ষ্য করিয়াই উক্তিটি প্রযুক্ত হইয়াছে। এই উক্তির মূলেও পরস্পরভাবে ঝুড়িতে মাটি বহন করিবার ধারণা আছে। পিটক পিডগ, পিডঅ, পেড়া, পেটকা, পেটরা।
[৪] "অযজাতস পেটকিনো সুচি দানং"।

ইত্যাদি। ভর্হুৎ স্তুপ এবং পেটকোপদেশের পিটক শব্দে ত্রিপিটককেই বুঝানো হয়েছে কিনা তা নির্ণয় করা সমস্যার বিষয়। দীপবংস, মহাবংস ইত্যাদি সিংহল দেশীয় গ্রন্থসমূহের বিবরণ অনুসারে বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের অব্যবহিত পরেই বুদ্ধবচন ত্রিপিটক আকারে সংগৃহীত হয়েছিল। কিন্তু বর্তমান পালি ত্রিপিটক সংগ্রহের মধ্যে এরূপ কোন বিবরণ নাই। বুদ্ধঘোষের কতিপয় অত্থকথা পিটকের সহিত সুত্ত, বিনয় ও অভিধর্ম শব্দত্রয়ের নিম্নলিখিত বাক্যার্থ ও তাৎপর্য দৃষ্ট হয়।-

সুত্ত প্রসঙ্গে উক্ত আছে-

"অত্থানং সূচনতো সুবত্ততো সবনতো'থ সূদনতো।
সুত্তাণ সুত্তসভাগতো চ সুত্তং সুত্তন্তি অক্খাতং ॥"[1]

"সুত্ত শব্দের অর্থ অর্থ-সূচনা, সু-উক্তি বা সুকথন, 'সবন', সূদন, সুত্রাণ, সূত্র-প্রমাণ ও সূত্র গ্রন্থন।"

উদ্বৃত গাথা বুদ্ধঘোষের স্বরচিত নহে, নিম্ন-প্রদর্শিত ব্যাখ্যা তার নিজেরই। তার ব্যাখ্যা শ্লোককর্তার উদ্দিষ্ট অর্থের অনুযায়ী কিনা তা বিবেচ্য বিষয়।

"অর্থ সূচনা- স্বার্থ পরার্থাদি ভেদে অর্থ সূচনা করে (সুত্ত= সূচিত+অত্থ)।

সু-উক্তি-আকাঙ্ক্ষা ও যোগ্যতা অনুযায়ী বিষয়গুলি সুন্দররূপে উক্ত (সুত্ত= সু+বুত্ত)।

'সবন'- ফলপ্রসূ শস্যের ন্যায় অর্থপ্রসূ (সুত্ত= সবিত+অত্থ)।

'সূদন'- ধেনুর দুগ্ধধারার ন্যায় সূদিত বা নিঃসৃত হয় এঅর্থে সূদন (সুত্ত= সূদিত+অত্থ)।

সুত্রাণ= সুন্দর ভাবে ত্রাণ করে বিধায় সুত্রাণ(সুত্ত= সুতারিত+অত্থ)।

---

[1] অত্থ-সা, পৃঃ ১৯।

সূত্র-প্রমাণ-তক্ষকের সূত্র প্রমাণের ন্যায় ইহা বিজ্ঞগণের অর্থ পরিমাপক দঁড়ি (সুত্ত= সুমাপিত+অত্থ)।

সূত্র-গ্রন্থন- সূত্রে গ্রথিত বিষয়গুলি পুষ্পরাশির ন্যায় বিকীর্ণ ও বিধ্বস্ত হয় না (সুত্ত= সুগন্থিত+অত্থ)।"

বিনয় প্রসঙ্গে উক্ত আছে-

'বিবিধ বিসেস নযত্তা বিনযনতো চেব কাযবাচানং।
বিনযত্থবিদূহি অযং বিনযো বিনযো'তি অক্খাতো ॥"[1]

"বিনয় শব্দের অর্থ বিবিধ ও বিশেষ ন্যায়। বিষয়-বিন্যাস এবং কায় ও বাক্যকে বিনয়ন বা বিনীত করে অর্থে বিনয়। এক্ষেত্রেও উদ্বৃত গাথা প্রাচীন উক্তি, ব্যাখ্যা বুদ্ধঘোষের নিজের। তার ব্যাখ্যা মতে বর্তমান পালি বিনয়-পিটকের ভাগ-বিভাগ এবং প্রস্থানই বিবিধ ও বিশেষ ন্যায়।

অভিধর্ম প্রসঙ্গে উক্ত আছে-

'যমেত্থ বুড্ঢিমতো সলক্খনা পূজিতা পরিচ্ছিন্না।
বুত্তা অধিকা চ ধম্মা অভিধম্মো তেন অক্খাতো ॥"[2]

"অভিধর্ম শব্দের অর্থ বর্দ্ধিত, লক্ষণবিশিষ্ট, পূঁজিত, পরিচ্ছিন্ন ও অধিকতরভাবে কথিত ধর্ম।" উদ্ধৃত গাথাও বুদ্ধঘোষের স্বরচিত নহে, ব্যাখ্যাই তার নিজের। তার ব্যাখ্যা বর্তমান পালি অভিধর্ম পিটকের বিষয়-বিন্যাস ও প্রস্থান ইত্যাদির অনুযায়ী।

সুত্ত, বিনয় ও অভিধর্ম পর্যায়ে ত্রিপিটক গণনা করাই সাধারণ রীতি। 'মহাপরিনিব্বান-সুত্তন্তের 'ধম্মধরা', বিনয-ধরা, মাতিকা-ধরা' উক্তির মধ্যে এই পর্যায়ের পূর্বাভাস পাওয়া যায়। বুদ্ধের নিজের উক্তির মধ্যেও ধর্ম সর্বত্র বিনয়ের পূর্বে ব্যবহৃত হয়েছে। "সুত্তে ওতারেতব্বানি, বিনযে সন্দসেস্তব্বানি" উক্তির মধ্যেও বিনয়ের পূর্বে সুত্তের উল্লেখ রয়েছে।

---

[1] ও ।

[2] অত্থ সা পৃঃ ১৯।

বিনয় চুল্লবগ্গ ও দীপবংসাদি যাবতীয় গ্রন্থের বিবরণে সুত্তের পূর্বে বিনয়ের আবৃত্তির কথা আছে। বুদ্ধঘোষ স্পষ্টতঃ সাধারণ ক্রম পরিহার করে সুত্তের পরিবর্তে বিনয়কেই সর্বাগ্রে উল্লেখ করেছেন- "বিনয-পিটকং, সুত্তন্ত-পিটকং, অভিধম্ম-পিটকং।" বুদ্ধঘোষ এবং বুদ্ধদত্ত উভয়েই এই পর্যায়ক্রমে অত্থকথা লিখেছেন। বিনয় শাসন বা ধর্ম-রাজ্যের আয়ু বা সংস্থিতি, এরূপ একটি যুক্তি অবলম্বন করেই বুদ্ধঘোষ ও তার পূর্ববর্তী আচার্যগণ সুত্তের পূর্বে বিনয়ের উল্লেখ করেছেন[৩]। পিটকত্রয়ের মধ্যে একটি সর্বতোভাবে অপরটি হতে বহু পূর্ববর্তী কিংবা পরবর্তী, এরূপ কোন উক্তি দৃষ্ট হয় না। নিম্নের গাথাগুলি উদ্ধৃত করে বুদ্ধঘোষ পিটকত্রয়ের বৈশিষ্ট্য ও সম্বন্ধ নির্দেশ করেছেন-

'দেসনা-সান কথাভেদং তেসু যথারহং।
সিক্খাপ্পহাণং গম্ভীরভাবঞ্চ পরিদীপযে॥
পরিযত্তিভেদং সম্পত্তিং বিপত্তিঞ্চাতি যং যহিং।
পাপুণাতি যথা ভিক্খু তম্পি সব্বং বিভাবযে ॥[১]

(১) বিনয়পিটক হচ্ছে 'আণা দেসনা' বিধি-নিষেধাত্মক উপদেশের সমাহার। 'আণা' শব্দের অর্থ আজ্ঞা বা আদেশ। সূত্রপিটকে 'বোহার-দেসনা' বা ব্যবহারোপযোগী উপদেশের আধিক্য আছে। 'বোহারম্ব শব্দের অর্থ ব্যবহার বা লোকসমাজে প্রচলিত রীতি। আর অভিধর্ম পিটকে 'পরমত্থদেসনা' বা পারমার্থিক উপদেশের বিষয়াবলী অন্তর্ভূক্ত হয়েছে।

(২) বিনয়পিটকে 'যথাপরাধসাসন' বা অপরাধ অনুযায়ী শাস্তির ব্যবস্থা আছে। সূত্রপিটকে 'যথানুলোমসাসন' বা মতিগতি অনুযায়ী পরিচালনার ব্যবস্থা আছে। অভিধর্মপিটকে 'যথাধম্মসাসন' বা যথার্থভাবে সত্য প্রদর্শনের ব্যবস্থা রয়েছে। বিনয়পিটকে 'সংবরাসংবর-কথা' বা

---

[৩] সম পাসা (সিংহল সংস্করণ), পৃঃ ৬ঃ "বিনযো নাম বুদ্ধ-সাসনস্স আযু, বিনযে ঠিতে সাসনং ঠিতং হোতি- তস্মা বিনযং পঠমং...।"

[১] সুম-বিলা, ১ম ভাগ, পৃঃ ২৪; অত্থ-সা, পৃঃ ২৩; সম-পাসা, পৃঃ ১১।

স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিকূল বিধি নিষেধাত্মক উক্তি নিবদ্ধ আছে। সূত্রপিটকে 'দিট্‌ঠিবিনিবেঠন কথা' বা মতবাদ নিরসনের যুক্তিসমূহ এবং অভিধর্মপিটকে 'নামরূপ-পরিচ্ছেদ-কথা' বা নামরূপাদির বিশ্লেষাত্মক উক্তি নিবদ্ধ আছে।

(৩) বিনয়পিটকে 'বিসেসেন অধিসীলসিক্‌খা বুত্তা'- বিশেষভাবে শীলাচার বিষয়ক শিক্ষা প্রদত্ত হয়েছে। সূত্রপিটকে বিশেষভাবে 'অধিচিত্ত বা সমাধি বিষয়ক শিক্ষা এবং অভিধর্মপিটকে বিশেষভাবে 'অধিপঞ্‌ঞা' বা প্রজ্ঞা বিষয়ক শিক্ষা প্রদত্ত হয়েছে।

(৪) বিনয়পিটকে 'বীতিক্কম-পহাণ' বা নীতি-ব্যতিক্রম পরিহারের বিধান আছে। সূত্রপিটকে 'পরিযুট্‌ঠান-পহাণ' বা কুপ্রবৃত্তিসমূহ পরিহারের বিধান প্রদত্ত হয়েছে এবং অভিধর্মপিটকে 'অনুসয়-পহাণ' বা অন্তর্নিহিত কুপ্রবৃত্তিনিচয় পরিহারের ব্যবস্থা আছে।

বিনয়পিটকে 'কিলোসানং তদঙ্গপহাণ' বা কলুষের আংশিক পরিহারের ব্যবস্থা আছে। সূত্রপিটকে কলুষের উচ্ছ্বাস পরিহার করার এবং অভিধর্মপিটকে 'সমুচ্ছেদপ্পহাণম্ব' বা কলুষের মূলচ্ছেদ করিবার পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে।

বিনয়পিটকে 'দুচ্চরিত-সংকিলেস-পহাণ' বা দুর্নীতি পরিহার করিবার উপায় কথিত হয়েছে। সূত্রপিটকে 'তণ্‌হা-সংকিলেসানং পহাণ' বা বাসনা পরিহার করার উপায় এবং অভিধর্মপিটকে 'দিট্‌ঠি-সংকিলেসানং পহাণ' বা মিথ্যাদৃষ্টি পরিহারের পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে।

(৫) প্রত্যেক পিটকে ধর্ম, অর্থ, দেশনা ও প্রতিভেদ এই চতুর্বিধ গম্ভীর ভাব আছে। তন্মধ্যে ধর্ম তন্ত্রস্বরূপ, অর্থ ইহার তাৎপর্য, দেশনা মানসিক বিচার এবং প্রতিভেদ তন্ত্রের প্রকৃত অর্থবোধ। অথবা ধর্ম হেতু, অর্থ হেতুফল, দেশনা ধর্মার্থের প্রজ্ঞাপ্তি এবং প্রতিভেদ যথার্থভাবে ধর্মালাপ।

পঞ্চ-নিকায়-বিভাগ। -বুদ্ধঘোষের ব্যাখ্যানুসারে নিকায় শব্দ 'সমূহ বা নিবাস' বা সন্নিবেশ এই উভয় অর্থই জ্ঞাপন করে। 'দীর্ঘনিকায়' দীর্ঘপ্রমাণ-সূত্রসমূহের নিবাসস্বরূপ, বিষয়ক্রমে সংযুক্ত-সূত্রসমূহের নিবাসস্বরূপ, 'অঙ্গুত্তর' বা 'একুত্তর নিকায় এক, দুই, তিন ইত্যাদি ক্রমে উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত সংখ্যাবদ্ধ সূত্রসমূহের নিবাসস্বরূপ, 'খুদ্দকনিকায়' বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ধর্মস্কন্ধের নিবাসস্বরূপ। বুদ্ধঘোষ বলেন, নিকায় শব্দের লৌকিক ও শাস্ত্রপ্রয়োগে প্রভেদ নাই, কেননা উভয়বিধ প্রয়োগে নিকায় শব্দে সমূহ এবং নিবাস অর্থই সূচিত হয়। পাণিনির সূত্র তার মতেরই অনুকূল[১]। তিনি দেখিয়েছেন যে, বুদ্ধের নিজের উক্তির মধ্যেও নিকায় শব্দ 'সমূহ এবং নিবাস' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপঃ- 'নাহং ভিক্খবে অঞ্ঞং একনিকাযম্পি সমনুপস্সামি এবং চিত্তং যথযিদং ভিক্খবে তিরচ্ছানগতা পাণা। 'ভিক্ষুগণ, আমি তির্যক শ্রেণীর অন্তর্গত প্রাণীসমূহের ন্যায় এত বৈচিত্রপূর্ণ অপর একটি নিকায়ও দেখিতে পাই না।' 'বুদ্ধঘোষ লক্ষ্য করেন নাই যে, উদ্ধৃত উক্তিতে নিকায় শব্দে সমূহ এবং 'নিবাস' ব্যতীত শ্রেণী, জাতি বা বর্ণ অর্থও বুঝায়। মহাভারতের জীববর্ণ= জৈনগ্রন্থের জীবনিকায়= বৌদ্ধগ্রন্থের অভিজাতি। বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহে নিকায়ের পরিবর্তে আগম শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। দীর্ঘনিকায়= দীঘাগম= দীর্ঘাগম; মজ্ঝিমনিকায়= মজ্ঝিমাগম= মধ্যমাগম; সংযুক্তনিকায়= সংযুত্তাগম বা সংযুক্তাগম; অঙ্গুত্তর নিকায়= একুত্তরাগম= একোত্তরাগম; খুদ্দকনিকায়= খুদ্দকাগম বা ক্ষুদ্রাগম। "আগতাগমো, বহুস্সুতো" ইত্যাদি বচনে আগম শ্রুতির প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। নিকায় ও আগম এই দুই শব্দের মধ্যে কোনটি অপেক্ষাকৃত প্রাচীন এবং কোনটি অপ্রাচীন তা নির্ণয় করা সমস্যার বিষয়। দীপবংসের বর্ণনা মতে প্রথম সংগীতিতে স্থবিরগণ যে সূত্র সংগ্রহ প্রস্তুত করেছিলেন তার নাম আগমপিটকঃ "আগম পিটকং নাম অকংসু সুত্ত সঙ্গহং।" মিলিন্দপঞ্হে নিকায় শব্দই ব্যবহৃত হয়েছে। পেটকোপদেশে সংযুক্ত নিকায়কে

---

[১] পাণিনি ৩-৩-৪১ সূত্রের কাশিকা-বৃত্তি দ্রষ্টব্য।

সংযুত্তক নিকায় এবং অঙ্গুত্তর নিকায়কে একুত্তরক নামে নির্দেশ করা হয়েছে।

আবার এই পেটকোপদেশেই মজ্ঝিম-নিকায় নামের ব্যবহার আছে। মজ্ঝিম-নিকায়ের অত্থকথা পপঞ্চসুদনীর প্রারম্ভে বুদ্ধঘোষ মজ্ঝিম-নিকায়কে মজ্ঝিমসঙ্গীতি নামে অভিহিত করেছেনঃ 'মজ্ঝিম-সঙ্গীতি নাম পণ্ণাসতো মূলপণ্ণাসা মজ্ঝিম-পণ্ণাসা উপরি-পণ্ণাসা'তি পণ্ণাসত্তয সঙ্গহা'। অধুনা আবিস্কৃত ও সম্পাদিত নার্গার্জ্জুনিকোণ্ড শিলালিপিতে দীঘমজ্ঝিমাদি পঞ্চ নিকায় 'পংচমাতুকাম্ব বা পঞ্চ মূলগ্রন্থরূপে বর্ণিত হয়েছে (*Indian Culture, Vol. I, No. I,)* দ্র.।

নিকায় থেরবাদ বা স্থবিরবাদের ন্যায় বৌদ্ধ সম্প্রদায় বিশেষের পারিভাষিক শব্দ কিংবা বৌদ্ধ সাধারণের ব্যবহৃত শব্দ কিনা তা ভাববার বিষয়। স্বতঃই প্রশ্ন উঠতে পারে,- যদি নিকায় মূল-বৌদ্ধ-গ্রন্থসমূহের বিভাগ অর্থে বৌদ্ধ সাধারণের ব্যবহৃত শব্দ হবে, তা হলে পালি ব্যতীত অন্যান্য বৌদ্ধগ্রন্থে এই অর্থে এর ব্যবহার নাই কেন? এটা নিশ্চিত যে, পঞ্চ-নিকায়-বিভাগ খ্রীষ্টের আবির্ভাবের দুই কি তিন শতাব্দী পূর্ববর্তী। অধ্যাপক রীস্ ডেভিডস্ দেখিয়েছেন যে, পঞ্চ নিকায় শব্দ ভর্হুৎ স্তূপ প্রাচীরের অংশ বিশেষের দাতার নামের সাথে সংযুক্ত আছে। **'বোধিরখিতস পংচ নেকাযিকস দানং'**। "পঞ্চনৈকায়িক বোধিরক্ষিতের দান।" পঞ্চনৈকায়িক অর্থে যিনি পঞ্চ-নিকায় জানেন। অধ্যাপক রীস্ ডেভিডস্ বলেন যে, তখন পঞ্চ-নিকায় বিভাগ সচরাচর প্রচলিত না থাকলে কখনও পঞ্চনৈকায়িক উপাধির ব্যবহার থাকতো না। নিকায় বা আগমগুলির সংখ্যা প্রথমে কত ছিল তা মীমাংসার বিষয়। দিব্যাবদান নামক সংস্কৃত বৌদ্ধগ্রন্থে স্পষ্টতঃ দীর্ঘ, মধ্যম, সংযুক্ত ও একোত্তর এই চারি আগমের উল্লেখ আছে। দিব্যাবদান 'সব্বত্থিবাদ' বা সর্ব্বাস্তিবাদ সম্প্রদায়ের একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ। অধ্যাপক সিলবেঁ লেঁভী সপ্রমাণ করেছেন যে, ক্ষুদ্রাগম নামে এই সম্প্রদায়ের অপর একটি আগম ছিল। ক্ষুদ্রকাগম বা পঞ্চমাগম উক্ত চারি আগমের সমসাময়িক, অথবা পূর্ববর্তী, কিংবা পরবর্তী তা নির্দ্ধারিত হয় নাই। দীর্ঘ নিকায়ের অত্থকথা

সুমঙ্গল বিলাসিনীর ভূমিকাংশে প্রথম সঙ্গীতির বা প্রথম বৌদ্ধ সভার যে বিবরণ নিবন্ধ আছে তাতে দেখা যায় এক একটি নিকায় সংগৃহীত হবার পর এর আবৃত্তি ও পঠনপাঠনাদির ভার এক একজন খ্যাতনামা স্থবির তাদের শিষ্যবর্গের উপর ন্যস্ত করা হয়েছিল- যেমন দীর্ঘ নিকায়ের ভার আনন্দের উপর, মজ্ঝিম নিকায়ের ভার শারিপুত্রের শিষ্যবর্গের উপর, সংযুক্ত নিকায়ের ভার মহাকাশ্যপের উপর এবং অঙ্গুত্তর নিকায়ের ভার অনুরুদ্ধের উপর। খুদ্দক নিকায়ের ভার কার উপর ন্যস্ত করা হয়েছিল তার কিছুই উল্লেখ নাই। বুদ্ধঘোষ সুদিন্ন নামক যে স্থবিরের মত উদ্ধৃত করেছেন তাতেও দেখা যায়, খুদ্দক-নিকায়ের গ্রন্থগুলিকে কেহ কেহ সূত্রপিটকের অন্তর্ভূক্ত করার পক্ষপাতী ছিলেন না। হিউয়েন সাঙের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে মহাসঙ্গীতির যে বিবরণ আছে তাতেও দেখা যায় খুদ্দক-নিকায়কে ত্রিপিটকের মধ্যে স্থান দেয়া হয় নাই। কাজেই সন্দেহ হবার কথা, পূর্বে নিকায় বা আগমের পঞ্চ বিভাগ ছিল না। আরও সমস্যার বিষয় এই যে, ত্রিপিটক ও পঞ্চনিকায় বিভাগের মধ্যে কোনটি পূর্ববর্তী, কোন্‌টাই বা পরবর্তী, অথবা কি দুইটিই সমকালবর্তী। এই বিভাগদ্বয় সমকালবর্তী বলে বুদ্ধঘোষের অথকথাসমূহে উল্লেখ আছে। কিন্তু বুদ্ধঘোষ এটাও উল্লেখ করেছেন যে, ত্রিপিটক-বিভাগানুসারে পঞ্চনিকায় সূত্রপিটকের এবং পঞ্চনিকায়-বিভাগানুসারে বিনয় ও অভিধর্মপিটক খুদ্দক-নিকায়ের অন্তর্গত। যদি কালের পৌর্ব্বাপর্য্য না থাকে তাহলে এ কথার সার্থকতা কি?

নবাঙ্গ বিভাগঃ- পিটক ও নিকায়ের ন্যায় অঙ্গ শব্দে ঠিক সংগ্রহ বিভাগ সূচিত হয় না। সূত্র, গেয়, ব্যাকরণাদি রচনার বিশিষ্টতা নিয়ে অঙ্গ বিভাগের সার্থকতা। দীর্ঘনিকায় কিংবা মজ্ঝিম-নিকায়ের ন্যায় একটি সংগ্রহেও নয় শ্রেণীর রচনা থাকতে পারে। অঙ্গুত্তর-নিকায়ের মধ্যেই সর্বপ্রথম এই নয় শ্রেণীর রচনার উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। রচনাগুলির প্রভেদ সর্বত্র সুস্পষ্ট নহে। এক সম্প্রদায়ের মতে ধর্মপদ গাথাজাতীয় রচনা, এক সম্প্রদায়ের মতে সূত্রনিপাতের অন্তর্গত রচনাগুলি সূত্রজাতীয় রচনা, অপর এক সম্প্রদায়ের মতে তৎসমস্ত

গাথাজাতীয় রচনা। দৃষ্টান্ত- মুনিসুত্ত= মুনিগাথা। আবার থের-থেরী-গাথা, ইতিবুত্তক, জাতক প্রভৃতি কতিপয় সংগ্রহগ্রন্থের মধ্যে গাথা, ইতিবুত্তক ও জাতক জাতীয় রচনার লক্ষণ বর্তমান। এইরূপ লক্ষণবিশিষ্ট সংগ্রহ গ্রন্থগুলি রচনার শ্রেণীবিভাগের পূর্ববর্তী কিংবা পরবর্তী তা বিবেচ্য। নিম্নে নবাঙ্গের প্রভেদ সম্বন্ধে বুদ্ধঘোষের মত উদ্ধৃত হলো।

১। **সূত্র (সুত্ত)-** বিনয়-পিটকের অন্তর্গত সুত্তবিভঙ্গ, খন্ধক ও পরিবারপাঠ, সুত্তনিপাতের মঙ্গলসুত্ত, রতনসুত্ত ও তুবটকসুত্ত এবং অন্যান্য সুত্তনামধেয় বুদ্ধবচনগুলি সুত্ত বা সূত্র শ্রেণীর অন্তর্গত।

২। **গেয় (গেয্য)-** গাথাযুক্ত সূত্রের নাম গেয়। গানের উপযোগী, গানের সুরে আবৃত্তি করা যায়, এই অর্থে গেয়। দৃষ্টান্ত- সংযুক্ত নিকায়ের সগাথবগ্গ।

৩। **ব্যাকরণ (বেয্যাকরণ)-** বিশদ ব্যাখ্যাযুক্ত গাথাহীন সূত্রের নাম ব্যাকরণ। দৃষ্টান্তস্থলে অভিধর্মের গ্রন্থসমূহকে এই শ্রেণীর অন্তর্গত বলা যেতে পারে।

৪। **গাথা-** গাথাকারে রচিত সূত্রগুলির নাম গাথা। থেরগাথা, থেরীগাথা, ধর্মপদ ও সুত্তনিপাতের গাথাজাতীয় সূত্রগুলি গাথা নামে পরিচিত।

৫। **উদান-** সৌমনস্য বা আত্ম প্রসাদযুক্ত সূত্রের নাম উদান। ত্রিপিটকের মধ্যে এই শ্রেণীর ৮২সংখ্যক সূত্র আছে।

৬। **ইত্যুক্তক (ইতিবুত্তক)-** ভগবানের উক্তিরূপে রচিত সূত্রের নাম ইত্যুক্তক। এর বিশেষত্ব এই যে, এই শ্রেণীর সূত্রের প্রারম্ভে 'বুত্তং হেতং ভগবতা', "ইহা ভগবান কর্তৃক উক্ত হয়েছে"- বাক্যটি যুক্ত আছে। ইতিবুত্তক সংগ্রহে এরূপ **১১০**টি সূত্রের সমাবেশ আছে।

৭। **জাতক-** বুদ্ধের জন্মবিষয়ক, বিশেষত পূর্বজন্ম বিষয়ক উক্তিগুলির নাম জাতক। অপণ্ণাকাদি বর্তমান জাতক সংগ্রহের ৫৫০ জাতক এই শ্রেণীভুক্ত।

৮। **অদ্ভুতধর্ম্ম (অব্ভুতধম্ম)**- বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের জীবনী প্রসঙ্গে বর্ণিত আশ্চর্য্য ও অদ্ভুত ঘটনাযুক্ত সূত্রগুলির নাম অদ্ভুতধর্ম্ম।

৯। **বেদল্য (বেদল্ল)**- প্রশ্নোত্তরাকারে কথিত বেদ-যুক্ত বা তুষ্টিকর সূত্রগুলির নাম বেদল্য। চুল্লবেদল্লাসুত্ত, মহাবেদল্লসুত্ত, সম্মাদিট্ঠিসুত্ত, সক্কপঞ্হসুত্ত, সংখারভাজনীয়সুত্ত ও মহাপুণ্ণামসুত্ত এই শ্রেণীরই রচনা।

ধর্মস্কন্ধ-বিভাগ- পিটক গ্রন্থসমূহে পরিচ্ছেদ গণনার যে সকল রীতি অবলম্বন করা হয়েছে তদনুসারে একানুসন্ধিক সূত্র বা বচনসমূহ এক একটি ধর্ম্মস্কন্ধ বা পরিচ্ছেদরূপে গণনা করা হয়; গাথাসমূহে প্রশ্ন ও উত্তর দুই অনুসন্ধি বা ধর্ম্মস্কন্ধরূপে গণনা করা হয়; অভিধর্মপিটকে এক, দুই প্রভৃতি বিভাগের প্রত্যেক ভাগ এবং চিত্তবিভাগের প্রত্যেক চিত্ত বিভাগ এক এক ধর্ম্মস্কন্ধ; বিনয় পিটকের বস্তু, মাতিকা, পদভাজনীয়, আপত্তি, অনাপত্তি ও ত্রিকচ্ছেদ প্রত্যেকটি এক একটি ধর্মস্কন্ধ। এরূপে পরিচ্ছেদ গণনা করলে বর্তমান পালি ত্রিপিটকের মধ্যে সর্বশুদ্ধ ৮৪হাজার ধর্ম্মস্কন্ধ দেখতে পাওয়া যায়।

এতক্ষণ বুদ্ধবচনের শ্রেণীবিভাগ নিয়ে আলোচনার পর এখন আমরা ভাষ্য গ্রন্থ সহ মূল ত্রিপিটক এবং পিটক বহির্ভূত পালি ভাষায় বিরচিত গ্রন্থাদির তালিকা প্রদান করছি। এতে করে আমরা থেরোবাদ ত্রিপিটকের সাথে পূর্ণাঙ্গভাবে হতে পারব পরিচিত।

বিনয় পিটকঃ বিনয় পিটকে ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের আচরণীয় নিয়মাদির সুশৃঙ্খল বিধি প্রজ্ঞাপ্ত হয়েছে। নিম্নে বিনয় পিটকের অন্তর্গত গ্রন্থাদির তালিকা প্রদত্ত হল।

(১) ভিক্খু-বিভঙ্গ } সুত্ত বিভঙ্গ বা উভতো
(২) ভিক্খুণী-বিভঙ্গ } বিভঙ্গ[1]

[1] উভতো বিভঙ্গানি এবং দ্বে-বিভঙ্গা পাঠও দৃষ্ট হয়। পারাজিকা ও পাচিত্তিয় নামে দ্বিবিধ বিভঙ্গের নামকরণ অযৌক্তিক।

(৩) মহাবগ্গ
(৪) চুল্লবগ্গ } খন্ধক
(৫) পরিবার পাঠো
(৬) ভিক্খু-পাতিমোক্খ
(৭) ভিক্খুণী-পাতিমোক্খ } উভযানি পাতিমোক্খানি

বিনয় পিটকে সর্বমোট ১৬৯ ভানবার আছে এবং ১,৩৫২,০০০ অক্ষর আছে অথবা ৪২,২৫০ গ্রন্থি আছে। বিনয় পিটকের অথকথা, টীকা হচ্ছে -সামন্ত পাসাদিকা, বজিরবুদ্ধি টীকা, সারথ দীপনী, বিমতি বিনোদনী কংখা বিতরণী প্রভৃতি।

সূত্র পিটকঃ

(১) দীঘনিকায় ঃ এতে ৩৪টি সূত্রে ৩টা বর্গ এবং ২৫ অযুত অক্ষর আছে। অথকথার নাম হচ্ছে সুমঙ্গল বিলাসিনী।

(২) মধ্যম নিকায়ঃ মধ্যম নিকায় মূল তিনটি বর্গে সম্পাদিত। যথা মুলপঞ্ঞাস, মজ্ঝিম পঞ্ঞাস, ও উপরিপঞ্ঞাস। এই ৩টি বর্গকে আরও ১৫টি উপ বর্গে ১৫২ সূত্রযোগে সাজানো হয়েছে। ৩ লক্ষ ৮৪ হাজার অক্ষর রয়েছে এতে। পপঞ্চসূদনী হচ্ছে মধ্যম নিকায়ের অথকথা বা ভাষ্য গ্রন্থ।

(৩)সংযুক্ত নিকায়ঃ সংযুক্ত নিকায়ে মোট ছয়টি বর্গে ৭৭৬২ টি সূত্র এবং ৮ লক্ষ অক্ষর আছে। অথকথা হচ্ছে সারথদীপনী।

(৪) অঙ্গুত্তর নিকায়ঃ অঙ্গুত্তর নিকায়ে ক্রমিক বর্ণনানুসারে ১১টি নিপাত আছে। এর সূত্র সংখ্যা হচ্ছে ৯৫৫৭টি এবং ৯ লক্ষ ৫০ হাজার ৪০০ অক্ষর আছে।

(৫) খুদ্দক নিকায়ঃ খুদ্দক নিকায় পনেরটি গ্রন্থের সমন্বয়ে গঠিত। যথাঃ

(ক) খুদ্দক নিকায়ের প্রথম গ্রন্থ হলো খুদ্দকপাঠো। এর অথকথা হচ্ছে পরমত্থ জ্যোতিকা।

(খ) দ্বিতীয় গ্রন্থ হচ্ছে ধর্মপদ। এতে ২৬টি বর্গ এবং ৪২৩টি গাথা আছে। অথকথার নাম হলো ধর্মপদ অথকথা।

(গ) উদান। অথকথার নাম হলো পরমত্থদীপনী। এতে ৮টি বর্গ রয়েছে।

(ঘ) ইতিবুত্তক- অথকথা হচ্ছে পরমত্থদীপনী। এই ইতিবুত্তকে ৪টি নিপাতে ১০টি করে ১২২টি সূত্র সন্নিবেশিত হয়েছে।

(ঙ) সূত্র নিপাত- অথকথা পরমত্থ জ্যোতিকা, ৫টা বর্গে ৭০টা সূত্র আছে।

(চ) বিমান বত্থু- অথকথা- পরমত্থ দীপনী ৭টা বর্গে- ৮৫ বিমান কাহিনী, এবং ১২৮২ গাথা আছে।

(ছ) প্রেতবত্থু অথকথা- পরমত্থ দীপনী ৪টা বর্গে ৫১টা প্রেতকাহিনী এবং ৮১৪ গাথা আছে।

(জ) থেরগাথা- অথকথা পরমত্থ দীপনী ১ হতে ২১ নিপাতে বিভক্ত। ২৬৪ জন স্থবিরের কথা উল্লেখ আছে।

(ঞ) থেরীগাথা- অথকথা পরমত্থ দীপনী ৭৩ জন থেরীর ৪৯৮টি গাথা আছে।

(ট) জাতক- অথকথা হচ্ছে জাতক অথকথা বর্ণনা। এক হতে ১৩টি নিপাতে বিভক্ত। এতে ৫৪৭টি জাতক কাহিনীর উল্লেখ আছে।

(ঠ) নিদ্দেস- অথকথা সদ্ধর্মপজ্যোতিকা দুই খন্ডে বিভক্ত-

(১) মহা নিদ্দেস- সূত্র নিপাতের অট্ঠক বর্গের অথকথা।

(২) চুল্লনিদ্দেস- সূত্র নিপাতের পারায়ন বর্গ ও খগ্গটিসান সূত্রের অথকথা। সারিপুত্র স্থবির কর্তৃক রচিত।

(ড) পটিসম্ভিদামগ্গ- অথকথা সধম্মপকাসিনী। এখানে ৭৩ প্রকার জ্ঞানের কথা আছে।

(ঢ) অপদান- অথকথা বিসুদ্ধ জনবিলাসিনী, চারভাগে বিভক্ত- যথা

(১) বুদ্ধ অপদান- বুদ্ধগুণ এবং ক্ষেত্র বর্ণনা।

(২) প্রত্যেক বুদ্ধ অপদান- স্থবির আনন্দের প্রশ্নোত্তরে প্রত্যেক বুদ্ধের বর্ণনা।

(৩) থের অপদান- ভিক্ষুগণ কর্তৃক ১০ অপদানে ৫৫ বর্গ।

(৪) থেরী অপদান- ভিক্ষুণীগণ কর্তৃক **১০** অপদানে ৪ বর্গ।
(ণ) বুদ্ধবংশ- অত্থকথা মধুরত্থবিলাসিনী। ২৪ জন সম্যক সম্বুদ্ধের জীবনী এবং গৌতমবুদ্ধের সহিত তাঁদের সম্পর্ক।
(ত) চরিযা পিটক- অত্থকথা পরমত্থ দীপনী। ভদ্রকল্পে বোধিসত্ত্বের পারমী পূরণের তিন পরিচ্ছেদে ৩৫টি কাহিনী।

অভিধর্ম পিটক- ৭টা খন্ড

১। **ধর্ম সঙ্গনীঃ** ধর্ম সঙ্গনী গ্রন্থে **১৩**টা ভানবার এবং এর অত্থকথা হচ্ছে অত্থসালিনী।
২। **বিভঙ্গঃ** ৩৫ ভানবার, অত্থকথা হচ্ছে সম্মোহবিনোদিনী।
৩। **ধাতুকথাঃ** ৬ ভানবার রয়েছে। অত্থকথার নাম পঞ্চপ্পনকরণত্থকথা।
৪। **পুগ্গলপঞ্ঞত্তিঃ** ৫ ভানবার লোক সম্বন্ধীয় বিষয় এতে সন্নিবেশিত হয়েছে। এর অত্থকথার নাম পঞ্চপ্পণকরণত্থকথা।
৫। **কথাবত্থুঃ** পরবাদ খন্ডনসহ সদ্ধর্ম প্রকাশের এক অনন্য তর্কশাস্ত্র এই কথাবত্থু। মোগ্গলীপুত্র তিষ্য স্থবির এটা রচনা করেন। এতে ৬৪ ভানবার এবং গ্রন্থটির অত্থকথা হচ্ছে পঞ্চপ্পণকরণত্থকথা।
৬। **যমকঃ** যমক শব্দের অর্থ হচ্ছে জোড়া বা যৌথ। এতে ২০০০ ভানবার রয়েছে। এবং এর অত্থকথার নাম পঞ্চপ্পণকরণত্থকথা।
৭। **পট্ঠানঃ** অসংখ্য ভানবারে বিরচিত পট্ঠান গ্রন্থটির অত্থকথা হচ্ছে পঞ্চপ্পণকরণত্থকথা।

থেরবাদ বৌদ্ধ ধর্মে ত্রিপিটক বহির্ভুত পালিভাষায় রচিত গ্রন্থাবলীর তালিকা নিম্নে উল্লেখ করা হচ্ছে। এই গ্রন্থাবলী থেরবাদ বৌদ্ধদের দ্বারা থেরবাদ বৌদ্ধ ধর্মের মূল আদর্শে রচিত হওয়াতে বৌদ্ধ ধর্মের একটা সুদৃঢ় ভিত্ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই এই সব বই সম্বন্ধে ধারণা থাকলে থেরবাদী বৌদ্ধ ধর্মের প্রকৃত তথ্য অবগত হওয়া যায়।

১। ত্রিপিটক বহির্ভুত পালি গ্রন্থাবলী

(১) সূত্র সংগ্রহ (২) নেত্তিপ্রকরণ (৩) পেটকোপদেশ (৪) মিলিন্দ প্রশ্ন (৫) বিমুক্তি মার্গ (৬) বিশুদ্ধিমার্গ।

২। বংশ গ্রন্থাবলী

(১) দীপবংশ (২) মহাবংশ (৩) বংসমালি বিলাসিনী (৪) মহাবোধিবংশ (৫) থুপবংশ (৬) দাঠা বংশ (৭) নলাট ধাতু বংশ (৮০) ছকেসধাতু বংশ (৯) হত্থবন পল্লবিহার বংশ (১০) সমন্তকূট বন্নন্না (১১) সংগীতিবংশ (১২) অনাগত বংশ (১৩) দসবোধিসম্বুদ্দেশ (১৪) দস বোধিসত্তুপত্তিকথা। **৩। পদ্যাকারে রচিত গ্রন্থাবলী-**

(১) পজ্জমধু (২) তেলকঠাহ গাথা (৩) জিনচরিত (৪) জিনলংকার (৫) সাধু চরিতোদয (৬) জিনবোধিবলী।

৪। উপখ্যানমূলক রচনা

(১) দসবত্থুপ্পকরণ (২) সহস্সবত্থুপ্পকরণ (৩) রস বাহিনী (৪) সিহল বত্থুপ্পকরণ।

৫। সংকলিত গ্রন্থাবলী

(১) সারসংগ্রহ (২) উপাসক জালংকার (৩) মঙ্গলত্থ দীপনী (৪) জিনমহানিদান।

৬। জগত সম্বন্ধীয় গ্রন্থাবলী-

(১) পঞ্চগতিদীপনী (২) ছগতি দীপনী (৩) লোক পঞ্ঞত্তি (৪) লোক দীপকসার (৫) চক্রবাল দীপনী (৬) চন্দসূরিয দীপনী।

৭। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় রচিত পালি গ্রন্থাবলীঃ

(১) লোকনীতি- মায়ানমার (২) লোকনেয়্যপ্পকরণ- মায়ানমার (৩) মনুস্স বিনেয়- মায়ানমার (৪) চামদেবী বংশ- থাইল্যাণ্ড (৫) জিনকাল মালীপ্পকরণ- থাইল্যাণ্ড (৬) পঞ্চবুদ্ধব্যাকরণ- থাইল্যাণ্ড।

এবম্বিধ বিশাল শাস্ত্রের আধাঁর এই ত্রিপিটক। প্রতিপাদ্য গ্রন্থ সেই ত্রিপিটকের ক্ষুদ্র অংশ বিশেষমাত্র। অঙ্গুত্তর নিকায়, ৬ষ্ঠ নিপাতটি মাত্র দুটি পঞ্চাশকে ১২টি বর্গে সমাপ্ত হয়েছে। আকারগত দিকে ক্ষুদ্র হলেও বিষয় বৈচিত্রতা এবং নানান তথ্যের কারণে এই গ্রন্থটি ভিক্ষু-গৃহী উভয়ের জন্য সমানভাবে উপযোগী এক অনন্য ধর্ম গ্রন্থ। এখন ৬ষ্ঠ নিপাতে অন্তর্ভূক্ত সূত্রাদি নিয়ে আলোচনায় আসা যাক্–

১ম পঞ্চাশকের শুরুটি হয়েছে আহ্বানীয় বর্গ দিয়ে। এই আহ্বানীয় বর্গে সন্নিবেশিত হয়েছে ১০টি সূত্র। প্রথম আহ্বানীয় সূত্রে ছয়টি গুণধর্মের কথা উল্লেখ করে বুদ্ধ বলেছেন, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, কায় ও মন এই ছয়টি দ্বারে দর্শন, শ্রবণ, আঘ্রাণ, আস্বাদন, স্পর্শন, ও বিজানন হেতু চিত্তের উৎপন্ন দ্বিধাদ্বন্ধ, তুষ্টি-বিরক্তিভাব প্রভৃতি পরিত্যাগ করে যিনি সাম্যভাব রক্ষা করেন, তিনি জগতপূজ্য হন। ২য় সূত্রের নামও একই। এতে নানান ঐশীশক্তি, দিব্যকর্ণ, দিব্যচক্ষু, পরচিত্ত নিরীক্ষণের ক্ষমতা, জাতিস্মর এবং অর্হত্বফল এই ছয়টি গুণধর্মের কথা বলা হয়েছে যা লাভ করলে একজন ভিক্ষু আহ্বানীয়, পূজ্য হন। অঙ্গুত্তর নিকায়, ৫ম নিপাতের ২৩নং সূত্রের সাথে আলোচ্য সূত্রের শেষ পঙ্‌ক্তির সাদৃশ পরিলক্ষিত হয়। ইন্দ্রিয় নামধেয় ৩য় সূত্রে শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি, প্রজ্ঞা ইন্দ্রিয়সম্পন্ন এবং অর্হত্বফল লাভী ভিক্ষু পুণ্যক্ষেত্র হন, তা বিবৃত হয়েছে। পরের সূত্রটির সাথে ইন্দ্রিয় সূত্রের পার্থক্য শুধু ইন্দ্রিয় শব্দের স্থলে বল বা ক্ষমতা শব্দটির। এছাড়া অর্থগত বিশেষ পার্থক্য নাই। এই বর্গের ৫, ৬, ৭নং সূত্রাদি অর্থগত ও নামাকরণের ক্ষেত্রে সামান্য পার্থক্য ব্যতীত প্রায় একই। যেমন, ৫নং সূত্র অর্থাৎ ১ম সুবংশীয় সূত্রে ছয়টি গুণে গুণান্বিত সুবংশীয় অশ্ব রাজার ব্যবহার্য হয়। সেই ছয়টি গুণ যথাক্রমে- রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, ও স্পর্শের প্রতি ধৈর্যশীল এবং বর্ণসম্পন্ন হয়। এই উপমাযোগে মূলতঃ আহ্বানীয়, পুণ্যক্ষেত্র ভিক্ষুরই গুণ বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ অশ্বের মধ্যে যে ছয়টি গুণের কথা বলা হয়েছে সেই ছয়টি গুণ একজন ভিক্ষুর নিকট থাকলে তিনিও হবেন সর্বপূজ্য, বরেণ্য। অঙ্গুত্তর নিকায়, ৫ম নিপাতের ১৩৯নং সূত্রের সাথে আলোচ্য সূত্রের সামঞ্জস্যতা বিদ্যমান। পরের সূত্রদ্বয়ে বর্ণসম্পন্নের স্থলে বলবান ইত্যাদি মাত্র যুক্ত হয়েছে। পরবর্তী সূত্রাদি হলো সর্বশ্রেষ্ঠ সূত্র, অনুস্মৃতির বিষয় সূত্র এবং মহানাম সূত্র। সর্বশ্রেষ্ঠ সূত্রটির বিস্তৃতার্থ পাওয়া যাবে এই নিপাতেরই ৩০নং সূত্রে এবং দীর্ঘ নিকায়, ৩য় খন্ড, ২৫০, ২৪১ প্রভৃতিতে। অনুস্মৃতির বিষয় সূত্রে বুদ্ধগুণ, ধর্মগুণ, সংঘগুণ, শীলগুণ, ত্যাগগুণ এবং দেবতাগুণ বিষয়ক অনুস্মৃতি বা ভাবনার কথা বিধৃত হয়েছে। বর্গের শেষ সূত্রটি

হচ্ছে মহানাম সূত্র। মহানাম কে- এ বিষয় পাদটীকায় সংযোজন করেছি বিধায় এস্থলে সে বিষয়ের আলোচনা নিস্প্রয়োজন। সূত্রটিতে দেখা যায়, মহানাম নামক জনৈক উপাসক বুদ্ধকে আর্যফল লাভী ও বুদ্ধশাসন সম্পর্কে প্রাজ্ঞ আর্যশ্রাবকের জীবন ধারণ সম্বন্ধীয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। প্রত্যুত্তরে তথাগত বুদ্ধ পূর্বোক্ত ছয়টি অনুস্মৃতিই বিস্তৃতভাবে দেশনা করেন। তিনি দেশনায় বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি, ও দেবতানুস্মৃতি অনুশীলনের পদ্ধতি ও তার সুফল প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। বর্গের শেষে তস্‌সুদ্দানং বা সূত্রসূচি সংযুক্ত হয়েছে। অঙ্গুত্তর নিকায়, ৫ম নিপাতের বঙ্গানুবাদে **'তস্‌সুদ্দানং'** শব্দটির অর্থ করেছিলাম **'স্মারক গাথা'**। সেস্থলে এবার আরও প্রাঞ্জলভাবে **'সূত্রসূচি'** ব্যবহার করলাম। ১ম পঞ্চাশকের ২য় বর্গের নাম স্মারনীয় বর্গ। বর্গের প্রথম দুটি সূত্রের নাম স্মারনীয় সূত্র। ১ম সূত্রে ভিক্ষুর ছয় প্রকার স্মারনীয় বা সহানুভূতিশীল বিষয়ের কথা বলা হয়েছে। যেমন, ভিক্ষুর নিকট সবসময় তার সব্রহ্মচারীদের প্রতি আন্তরিক ভালোবাসা থাকে। সে আচরণে, কথনে, চিন্তা-চেতনায় সেই আন্তরিকতার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। ধর্মলব্ধ ভোগ্য বিষয় সব্রহ্মচারীদের সাথে ভাগ করে পরিভোগ করে। সে সবসময়ই শীল আচরণে সচেষ্ট থাকে। শুধুমাত্র সব্রহ্মচারীদের সম্মুখে নয়, পশ্চাতেও শীলানুগত হয়ে অবস্থান করে। ভিক্ষু সম্যকদৃষ্টি সম্পন্ন ও যেরূপ দৃষ্টি মুক্তি লাভের সহায়ক সেরূপ দৃষ্টি পোষণ করে সব্রহ্মচারীদের সম্মুখ ও পশ্চাতে অবস্থান করে। এই ছয়টি বিষয়ের পরিবেশনা হয়েছে ১ম স্মারনীয় সূত্রে। এর দ্বারা ভিক্ষুদের পারস্পারিক সৌহার্দ্য- সম্প্রীতিভাবের গুরুত্ব সহজেই অনুমেয়। ২য় স্মারনীয় সূত্রেও একই গুণধর্মের কথা বলা হয়েছে। আরও বলা হয়েছে এই ছয়টি বিষয় সর্বদা একতা, অবিবাদ, সমন্বয় সাধনের জন্যই পরিচালিত হয়। বর্গের ৩য় সূত্রটি হলো নিঃসরণীয় সূত্র। সূত্রে সন্নিবেশিত বিষয়টি অত্যন্ত দারুণ। বিশেষতঃ সন্দেহবাতিক ভিক্ষুকে যথার্থভাবে ধর্ম শিক্ষা দেয়া এবং তার মনে উৎপন্ন ভ্রান্ত ধারণার বিলোপের জন্য এই সূত্রটি অত্যন্ত কার্যকর। সূত্রে প্রথমত বলা হচ্ছে,

– হয়তো বা কোন ভিক্ষু বলতে পারে 'আমিতো মৈত্রী ভাবনা করি। আমা কর্তৃক মৈত্রীপূর্ণ চিত্ত বিমুক্তি ভাবিত, বহুলীকৃত, অনুষ্ঠিত, কিন্তু তবুও হিংসাত্মক চিন্তা আমার মনকে পর্যুদস্ত করে।' এরূপ বললে তাকে বুঝাতে হবে যে তার চিন্তা-ধারণা ভ্রান্ত। কেননা ভগবান তা বলেন নাই। মৈত্রীপূর্ণ চিত্ত বিমুক্তি ভাবিত হলে হিংসাত্মক চিন্তা ভাবনা কারও মনে উদিত হওয়া সম্ভব নয়। এটাই বুদ্ধের উপদেশ। এভাবে করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা বা সুখ-দুঃখে সাম্যভাব, অনিমিত্ত চিত্ত বিমুক্তি এবং আমিত্বভাব সম্বন্ধেও একই ধারা অনুসৃত হয়েছে। পরবর্তী সূত্র মঙ্গলজনক হতে গাথার শুরু। সূত্রটি স্বয়ং ভগবান বুদ্ধ ভাষিত নয়, শারিপুত্র স্থবির ভাষিত। পরের সূত্র অর্থাৎ অনুতপ্ত সূত্রটিও শারিপুত্র স্থবির ভাষিত। সামান্য পার্থক্য ব্যতীত পূর্বোক্ত সূত্রের সাথে আলোচ্য সূত্রের হুবহু মিল রয়েছে। সূত্রদ্বয়ে সুন্দর জীবন গঠন সম্পর্কীত দেশনা সন্নিবেশিত হয়েছে। বর্গের ৬নং সূত্রটি হলো নকুলপিতা সূত্র। নকুলপিতা-মাতা উভয়েই ছিল বুদ্ধ শাসনের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ও আস্থাশীল। নকুলপিতার অসুস্থাবস্থায় তদীয় পত্নী বিবিধ ধর্মবাক্যে তাকে অনুপ্রাণিত করেন। সতৃষ্ণ হয়ে অর্থাৎ কামনা-বাসনাযুক্ত চিত্তে মৃত্যুবরণ করা তথাগত কর্তৃক গর্হিত। কেননা এতে সুগতি লাভের পথ প্রশস্থ হয় না। এই বিষয়টি বারংবার স্মৃতিপটে তুলে ধরার মানসে নকুলমাতা তার স্বামীকে সাংসারিক দুশ্চিন্তা করতে বারণ করেন। সৌহার্দ্য ও আন্তরিক ভালবাসার এক অপূর্ব মেলবন্ধন দেখা যায় এই সূত্রে। প্রকৃত বৌদ্ধ স্বামী-স্ত্রীদের পারস্পারিক আন্তরিকতা কতটা যে জ্ঞানমন্ডিত, তারই প্রমাণ এতে সুস্পষ্টরূপে ফুঁটে উঠেছে। সূত্রের একস্থলে স্ত্রী স্বামীকে বলছে-

"স্বামীন্! এমন ধারণা করবেন না যে আপনার মৃত্যুর পর আমি অন্যের ঘরণী হব। কেননা আপনিতো জানেনই কিভাবে আমরা একত্রে গৃহস্থ জীবনে ষোল বছর ব্রহ্মচর্য জীবন পালন করছি।"

উদ্ধৃত অংশে দেখা যায়, স্ত্রী তার স্বামীকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন অপরের ঘরণী না হওয়ার। এতে করে বুদ্ধ সময়কালীন নারীদের যে বহু বিবাহের রীতি ছিল তা সহজেই অনুমিত হয়। বর্গের ৭নং সূত্র হচ্ছে

নিদ্রা সূত্র। বিষয়বস্তুর সাথে যতটা সম্ভব মিল রেখেই মূলতঃ সূত্রসমূহের নামাকরণ হয়েছে। এই সূত্রটির ক্ষেত্রেও একই। সূত্রে নব প্রব্রজিত ভিক্ষুদের জাগরণশীলতা সম্বন্ধে উপদেশ দিতে দেখা যায় তথাগত বুদ্ধকে। কিছু নব প্রব্রজিত সূর্যোদয়ের পরও নাক ডেকে ডেকে ঘুমানোর দরুণ তথাগত বুদ্ধ তাদের নানান উপমাযোগে বুঝান যে প্রব্রজিতের পক্ষে অধিক নিদ্রা পরিহানিকর ও নিন্দনীয়। উদাহরণসরূপ বুদ্ধ ভিক্ষুদের বলছেন–

"ভিক্ষুরা! তোমরা কি দেখেছো কিংবা শুনেছো যে রাজরূপে অভিষিক্ত কোন রাজা যাবজ্জীবন রাজত্বকালে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে, বিছানায় পড়ে থেকে, এবং আলস্য তন্দ্রায় বিভোর হয়ে অবস্থান করে জনসাধারণের প্রিয় ও মনোজ্ঞ হয়েছে?"

প্রত্যুত্তরে ভিক্ষুরা না বলেন। এরূপ বেশ কিছু উপমাযোগে বুদ্ধ কর্তৃক উপদিষ্ট হন সেই ভিক্ষুরা। পরের সূত্রটি হচ্ছে জেলে সূত্র। সূত্রটিতে বুদ্ধ নিন্দিত প্রাণী ও মাংস বানিজ্যের কুফল তুলে ধরা হয়েছে। কোন জেলে যদি জীবন ব্যাপীও মাছ ধরে তথাপি সে কখনও মহাধনী হতে পারে না। অধিকন্তু স্বীয় পাপকর্মের দরুণ তাকে নরকে দগ্ধ হতে হয়। এ বিষয়টি সূত্রে তুলে ধরা হয়েছে। বর্গের অন্তিম দুটি সূত্রে নাম মরণানুস্মৃতি। মরণানুস্মৃতি ভাবনার বিভিন্ন পর্যায় আছে। মৃদু, মধ্যম, ও কঠোরভাব। এই তিনটির মধ্যে কঠোরভাবে মৃত্যুস্মৃতি অনুধ্যানই বুদ্ধ প্রশংসিত। ১ম মরণানুস্মৃতি সূত্রে বুদ্ধের সাথে ভিক্ষুদের আলাপচারিতায় প্রতিপাদ্য বিষয়টি ফুঁটে উঠেছে। ভগবান বুদ্ধ মরণানুস্মৃতি ভাবনার প্রশংসা করলে জনৈক ভিক্ষু উত্তর দেন, তিনি মরণানুস্মৃতি অনুধ্যান করেন। এরূপে দশজন ভিক্ষু নিজ নিজ মৃত্যুস্মৃতি ভাবনার বিষয় সবিস্তরে বুদ্ধের নিকট বর্ণনা করেন। তারপর বুদ্ধ তাদের মধ্যে শেষ দুজনের মৃত্যুস্মৃতি অনুধ্যানকে যথার্থ এবং কঠোর বলে প্রশংসা করেন এবং অপরদের অনুধ্যানকে শিথিল বলে ঘোষণা করতঃ গভীরভাবে সকলকে মরণানুস্মৃতি অনুধ্যানের উপদেশ দেন। পরের সূত্রের বিষয়বস্তুও একই। মৃত্যুস্মৃতি বিষয়ক উপদেশ এতে বিধৃত হয়েছে। এই দশটি সূত্রযোগে সহানুভূতিবর্গ গঠিত। এতে

ভিক্ষুদের উপযোগী ধ্যান-ধারণাসহ গৃহী নীতিমালার এক অপূর্ব সমন্বয় দেখা যায়। পরবর্তী বর্গটি হচ্ছে অনুত্তর বর্গ। অনুত্তর শব্দের অর্থ শ্রেষ্ঠ। বর্গের প্রথম সূত্রের নাম সামক সূত্র। সাম বা সামক নামধেয় গ্রামে অবস্থানের সময় তথাগত আলোচ্য সূত্রটি দেশনা করেন। জনৈক ,দেবতা কিছু ভিক্ষুর পরিহানিকর বিষয় দেখতে পান এবং তথাগতের নিকট উপস্থিত হয়ে তা পরোক্ষভাবে প্রকাশ করেন। সর্বজ্ঞ বুদ্ধ দেবতার অভিপ্রায় বুঝতে পেরে পরের দিন প্রত্যুষেই ভিক্ষুদের সমবেত করে সে বিষয়ে অনুশাসন করেন। অপরিহানিকর সূত্রে এমন ছয় প্রকার অপরিহানিকর বিষয়ের কথা বলা হয়েছে যে বিষয়াদি আচরণ করলে কুশলধর্মে শ্রীবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। সেই ছয় প্রকার যথাক্রমে- কর্ম বাহুল্যতার প্রতি উদাসীনতা, বৃথা ভাষণে অনীহা, নিদ্রা কম যাওয়া, সংসর্গপ্রিয় না হওয়া, অবিবাদপ্রিয়তা এবং কল্যাণমিত্রতা। পরের ভয় সূত্রে নানান সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত কামনাসমূহ আলোচিত হয়েছে। কামনার সমার্থবোধক নাম এবং তৎসমস্তের নামাকরণের কারণও সূত্রে ব্যক্ত হয়েছে। বর্গের ৪র্থ সূত্র হিমালয়ে এমন ছয়টি গুণের কথা বলা হয়েছে যে গুণাবলী অর্জনের মাধ্যমে ভিক্ষু হিমালয় পর্বতের মতোন সর্ববৃহৎ পর্বতকেও বিদীর্ণ করার ক্ষমতা অর্জন করেন অকিঞ্চিৎকর অবিদ্যার কথাই বা কি! এই উপমাযোগে মূলতঃ অবিদ্যাস্রব ধ্বংসের প্রোৎসাহই দেয়া হয়েছে। অনুস্মৃতির বিষয় সূত্রে বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি, ও দেবতানুস্মৃতি করার পদ্ধতি বিশদভাবে প্রদত্ত হয়েছে। এই ছয়টি ভাবনার মধ্যে ইচ্ছানুরূপ ভাবনা চর্চার মাধ্যমে কেউ কেউ বিশুদ্ধিতা লাভ করে থাকে, এ বিষয় এতে বিধৃত হয়েছে। পরের মহাকাত্যায়ন সূত্রের সাথে পূর্বের সূত্রের বিষয়বস্তু একই হলেও বক্তা এক্ষেত্রে মহাকাত্যায়ন ভন্তে। তথাগত কর্তৃক ভাষিত বিষয় যে সত্যিই অমৃতপ্রদ সেই বিষয় উত্থাপন করে মহাকাত্যায়ন ভন্তে ২৭ নং সূত্রে প্রদত্ত দেশনার পুনরাবৃত্তি করেন। বর্গের ৭নং সূত্রের নাম ১ম সময় সূত্র। সূত্রটিতে ভাবনাকারী অরহৎ ভিক্ষু দর্শনের যথাযথ সময় সম্পর্কীত দেশনা বিধৃত হয়েছে। সূত্রে ছয়টি উপযুক্ত সময় দর্শানো হয়েছে। যেমন যদি কেউ কামরাগে

উৎপীড়িত হয় এবং উৎপন্ন কামরাগের বিনাশ সাধন স্বয়ং কতে না পারে তবে সে সময় তার উচিত কামরাগ প্রহানের জন্য ভাবনাকারী ভিক্ষুর সন্নিধানে গমন করা। ভবানাকারী ভিক্ষুর নিকট গমনপূর্বক তাকে কামরাগ প্রহানোপযোগী ধর্ম দেশনা প্রদানের প্রার্থনা করতে হবে। এরূপে ব্যাপাদ, আলস্য-তন্দ্রা, উৎপন্ন অহংকার-অনুশোচনাভাব, সন্দেহভাব এবং ভাবনার জন্য সহায়ক নিমিত্ত সম্পর্কে ওয়াকিবহাল না থাকা। এই পাঁচটি বিষয়েও অনুরূপ ধারা অনুসৃত হয়েছে। ভিক্ষুর নিকট এই ছয়টি বিষয় পৃথক পৃথকভাবে কিংবা একত্রে যখনই উৎপন্ন হোক না কেন তখনই তার উচিত ভাবনাকারী ভিক্ষুর নিকট গমনপূর্বক সদুপদেশ প্রার্থনা করা। পরের সূত্রের নাম ও মূল বিষয় পূর্বের সময় সূত্রের ন্যায় প্রায় একই। বারাণসীর মৃগদায়ে অবস্থানের সময় জনাকয়েক প্রবীণ ভিক্ষু সমবেত হয়ে পারস্পারিক ধর্মালোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে একজন বলে উঠল, 'ভাবনাকারী ভিক্ষুকে দর্শনার্থে গমন করার যথাযথ সময় কয়টি?' প্রত্যুত্তরে চারজন স্থবির ভিক্ষু পৃথক পৃথকভাবে নিজস্ব মন্তব্য প্রকাশ করেন। অতঃপর মহাকাত্যায়ন স্থবির বলেন যে তিনি স্বয়ং এই প্রসঙ্গে তথাগত বুদ্ধের মুখ নিঃসৃত বাণী শুনেছেন এবং ধারণ করেছেন। তারপর পূর্বোক্ত ১ম সময় সূত্রের বুদ্ধভাষিত ছয়টি যথার্থ সময় সম্পর্কীত ধর্ম দেশনা মহাকাত্যায়ন ভন্তে পুনরাবৃত্তি করেন। সূত্রে বুদ্ধের উপস্থিতি পরিলক্ষিত না হলেও পরোক্ষভাবে তথাগত বুদ্ধের দেশিত উপদেশমালাই এতে স্থান পেয়েছে। বর্গের ৯নং সূত্রটি হলো উদায়ী সূত্র। সূত্রে তথাগত অনুস্মৃতির বিষয় কয়টি এ প্রশ্ন উদায়ীকে করেন। কিন্তু অজ্ঞানতার দরুণ তিনি অর্থাৎ উদায়ী প্রত্যুত্তর না দিয়ে মৌন থাকেন। এভাবে তিনবার জিজ্ঞাসিত হওয়ার পর পুনঃ আনন্দ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে ভুল উত্তর দেন। ফলে তথাগত কর্তৃক উদায়ী তিরস্কৃত হন মূর্খরূপে। পিটকীয় গ্রন্থাবলীতে বেশ কিছু উদায়ী নামধেয় প্রব্রজিতের উপস্থিতি দৃষ্ট হয়। খুব সম্ভবত তন্মধ্যে ইনিই লালুদায়ী। তথাগত উদায়ীকে ভর্ৎসনা করে আনন্দ ভন্তেকে অনুস্মৃতির বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। প্রত্যুত্তরে আনন্দ পাঁচটি অনুস্মৃতির বিষয় বিবৃত করেন।

তন্মধ্যে প্রথমতঃ তিনি ১ম, ২য়, ৩য় ধ্যান স্তরলাভী ভিক্ষুর কথা তুলে ধরে বলেন যে, এই অনুস্মৃতির বিষয় ভাবিত হলে তা সুখ অবস্থানের জন্য পরিচালিত হয়। দ্বিতীয়তঃ আলোক সংজ্ঞায় মনোনিবেশের মাধ্যমে প্রভাস্বর চিত্ত ভাবিত করার কথা বলেন। এরূপে অনুধ্যান করা হলে তা জ্ঞানদর্শন লাভের জন্য সংবর্তিত হয়। সম্ভবতঃ এটা কসিণ ভাবনার অন্তর্গত আলোক কসিণ ভাবনা। তৃতীয় অনুস্মৃতির বিষয় সম্পর্কে বলতে গিয়ে আনন্দ স্থবির ৩২ প্রকার কায়িক অশুচি পদার্থের কথা বলেন। যারা এই বিষয়টি সর্বদা ভাবনা করেন তাদের কামরাগ প্রহীন হয়। চতুর্থতঃ সীবথিক ভাবনার কথা উল্লেখ করে বলেন যে, 'যারা এই অনুস্মৃতির বিষয় সর্বদা ভাবিত করবে তাদের আমিত্বরূপ মানের মূলোৎপাটন হবে। সর্বশেষে তিনি ৪র্থ ধ্যানের কথা উল্লেখ করেন। আনন্দ ভন্তের এবম্বিধ পান্ডিত্যপূর্ণ ভাবগম্ভীর উত্তর শুনে তথাগত সন্তুষ্ট হন এবং ৬ষ্ঠ অনুস্মৃতির বিষয়টি সকলের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করে বলেন যে– "ভিক্ষু চারি ঈর্যাপথে স্মৃতিমান হয়ে অবস্থান করে। এই অনুস্মৃতির বিষয়টি ভাবিত বহুলীকৃত হলে তা স্মৃতি সম্প্রজ্ঞানতার জন্য চালিত হয়। আলোচ্য সূত্রটিতে ৬ প্রকার ভাবনার পদ্ধতি এবং সুফল সম্পর্কে বলা হয়েছে। বর্গের শেষ সূত্রটির নাম অনুত্তর বা শ্রেষ্ঠ সূত্র। সূত্রের নামানুসারেই বর্গের নামাকরণ করা হয়েছে। সূত্রে ছয় প্রকার শ্রেষ্ঠ বিষয়ের কথা বলা হয়েছে। যেমন- দর্শনের শ্রেষ্ঠ, শ্রবণ, লাভ, শিক্ষা, পরিচর্চা এবং অনুস্মৃতির শ্রেষ্ঠ। এই ছয়টি বিষয় পর্যায়ক্রমে বর্ণনা করা হয়েছে। কেন এই ছয়টি বিষয় শ্রেষ্ঠ সে সম্পর্কীত উপদেশ এতে বিধৃত হয়েছে। ১ম পঞ্চাশকের ৪র্থ নং বর্গের নাম দেবতা বর্গ। দেবতা বর্গে মোট ১২টি সূত্র রয়েছে। শৈক্ষ্য সূত্রে ছয়টি বিষয় শিক্ষার্থী ভিক্ষুর পরিহানিকর তা বলা হয়েছে। যথা– কর্ম প্রিয়তা, বাজে আলাপাসক্তি, নিদ্রালুতা, সংসর্গপ্রিয়তা, ইন্দ্রিয়ে অসংযত এবং ভোজনে অমাত্রাজ্ঞতা। বিপরীতে আবার বলা হচ্ছে, উপরোক্ত ৬টি বিষয়ের বিপরীত গুণ ভিক্ষুর মধ্যে বিদ্যমান থাকলে তার শ্রীবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। পরের সূত্রটি হল ১ম অপরিহানি সূত্র। সূত্রে জনৈক দেবতার সাথে তথাগতের সম্মুক্ষাত আলাপচারিতার বিষয় ফুঁটে

উঠেছে। রাত্রির শেষ সময়ে এক দেবসূত তথাগতের সন্নিধানে এসে ভিক্ষু অপরিহানিকর ছয় প্রকার বিষয়ের কথা জ্ঞাপন করেন। যথা- বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘ, শিক্ষা, অপ্রমাদ এবং মৈত্রীপূর্ণ সাদর সম্ভাষণের প্রতি গৌরবতা। এই ৬টি বিষয় জ্ঞাপন করে দেবপুত্র অন্তর্হিত হন। পরের দিন প্রত্যুষে সম্মিলিত ভিক্ষু সংঘের উদ্দেশ্যে এই প্রসঙ্গে তথাগত ধর্মদেশনা করেন। ২য় অপরিহানি সূত্রের বিষয় বস্তুও পূর্বের ন্যায়। বর্গের ৪নং সূত্র বুদ্ধের অগ্র মহাশ্রাবক দ্বয়ের মধ্যে ঋদ্ধি শ্রেষ্ঠ মৌদ্গাল্যায়ন স্থবিরের নামানুসারেই। সূত্রে অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে মর্ত্যলোক হতে ব্রহ্মলোকে গমনাগমন করতে দেখা যায় মৌদ্গাল্যায়ন স্থবিরকে। অধুনা কালগত তিষ্য নামক ভিক্ষু দেহান্তে ব্রহ্মলোকে অত্যন্ত বিভবশালী ব্রহ্মারূপে জন্ম হন। আর তার নিকটেই ধর্ম সম্পর্কীত প্রশ্ন জিজ্ঞাসার মানসে মৌদ্গাল্যায়ন স্থবিরের এই পরিক্রমা। কোন্ কোন্ দেবগণ স্রোতাপন্ন এই প্রশ্নের উত্তরে তিষ্য ব্রহ্মা মৌদ্গাল্যায়নকে উত্তর দেন যে, ছয়টি সুগতি ভূমির যে সকল দেবগণ বুদ্ধ, ধর্ম, ও সংঘের প্রতি অবিচলিত প্রসাদ সম্পন্ন এবং শীলবান শুধুমাত্র তারাই স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী। পক্ষান্তরে, যে সকল দেবগণ ত্রিরত্নে অবিশ্বাসী তারা স্রোতাপন্ন নন। সূত্রে মৌদ্গাল্যায়ন স্থবিরের অদ্ভুত ঋদ্ধি শক্তিমত্তার পরিচয় মেলে। বর্গের অন্যান্য সূত্রগুলো হচ্ছে বিদ্যার অংশ সূত্র, বিবাদের মূল সূত্র, ছলঙ্গদান সূত্র, আত্মকারী সূত্র, আদি কারণ সূত্র, কিমিল সূত্র, গাছের গুঁড়ি সূত্র এবং নাগিত সূত্র।

বিবাদের মূল সূত্রে বিবাদ সংগঠিত হওয়ার ছয় প্রকার মূখ্য কারণের কথা বলা হয়েছে। প্রথমতঃ ক্রোধী ও দ্বোষান্বেষণকারী ভিক্ষুর কথা বলা হয়েছে। ক্রোধ পরবশ হয়ে সেরূপ ভিক্ষু ত্রিরত্নকে মান্য করে না, শিক্ষা পরিপূর্ণ না করে সংঘ মধ্যে বিবাদ উৎপন্ন করে। এরূপে পর নিন্দুক, বিদ্বেষ পরায়ণ, ঈর্ষুক, শঠ, পাপেচ্ছুক ও একগুঁয়ে ভিক্ষুর সম্বন্ধেও একই। সূত্রে তথাগত ভিক্ষুদের বলেন, ‘যদি তোমরা বিবাদের এই মূল কারণসমূহ নিজ কিংবা অপরের মধ্যে দেখতে পাও তবে তা প্রহানের জন্য চেষ্টা করবে। আর দেখতে না পেলে ভবিষ্যতে যাতে তা

উৎপন্ন হতে না পারে সেরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।' সূত্রে একতাবদ্ধ হয়ে অবস্থানের দিক্ নির্দেশনা পরিলক্ষিত হয়। ছলঙ্গদান বা ছয় প্রকার অঙ্গ সম্বন্বিত দান সূত্রে ছয় প্রকার দান অঙ্গের কথা বলা হয়েছে। তন্মধ্যে দাতার ত্রিবিধ এবং গ্রহীতার ত্রিবিধ অঙ্গ রয়েছে। দাতার ত্রিবিধ দান অঙ্গ সমূহ হচ্ছে দান পূর্বে পবিত্রমনা হওয়া, দানকালে প্রসন্ন হয়ে দান দেয়া এবং দান দেয়ার পর প্রফুল্ল হওয়া। অপর পক্ষে গ্রহীতার ত্রিবিধ অঙ্গ সমূহ যথাক্রমে, প্রতিগ্রাহকেরা এক্ষেত্রে রাগাসক্তি হীন অথবা রাগাসক্তি প্রহানে রত, দ্বেষ ও মোহ সম্বন্ধেও অনুরূপ। এই ত্রিবিধ অঙ্গ সহ মোট ছয় প্রকার অঙ্গ সমন্বিত দান যজ্ঞ। এরূপ দানের পুণ্যফল পরিমাপ করা সুকর নয়। কিন্তু, অসম্ভবপরও নয়। এভাবে সূত্রটিতে দানকর্ম সম্পাদনের নিয়ম প্রণালী ব্যক্ত হয়েছে। কিমিল সূত্রে আয়ুষ্মান কিমিলকে তথাগতের সাথে ধর্মের দীর্ঘস্থায়ীত্ব নিয়ে আলোচনা করতে দেখা যায়। তথাগত বলেন, ছয়টি গুণধর্ম বিদ্যমান থাকলে তথাগতের পরিনির্বাণের পরও সদ্ধর্ম দীর্ঘস্থায়ী হয়। যথা- বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘের প্রতি গৌরবী ও বাধ্য হয়ে অবস্থান করা, এবং শিক্ষা, অপ্রমাদ, ও মৈত্রীপূর্ণ সাদর সম্ভাষণের প্রতি গৌরবী ও বাধ্য হয়ে অবস্থান করা। পক্ষান্তরে এই ছয়টি গুণধর্ম না থাকলে বুদ্ধের শাসন দীর্ঘস্থায়ী হয় না। গাছের গুঁড়ি সূত্রটির দেশক আয়ুষ্মান শারিপুত্র স্থবির। গাছের বৃহৎ গুঁড়িকে নির্দেশ করে তিনি ধাতু ভাবনা সম্পর্কে ভিক্ষুদের উদ্দেশ্যে উপদেশ দেন। দেবতা বর্গের শেষ সূত্রটির সাথে অঙ্গুত্তর নিকায়, ৫ম নিপাতের অন্তর্ভুক্ত নাগিত সূত্রের সামঞ্জস্যতা বিদ্যমান। দুই নিপাতে একই সূত্রের উপস্থাপনা দেখে স্বতঃই মনে হয় ক্রমিক ধারা রক্ষার জন্য সংগীতিকারকেরাই এমনটা করেছেন। সূত্রে লাভ-যশ সম্পর্কীত দেশনা বিধৃত হয়েছে। ধার্মিক বর্গের নাগ সূত্রে তথাগত, আনন্দ এবং উদায়ী এই তিন জনের মধ্যকার আলোচনা ধৃত হয়েছে। কোশলরাজ প্রসেনজিতের বৃহদাকার হস্তীর বপু দেখে সবাই বলাবলি করছিল, 'রাজ হস্তী অভিরূপ, কি বিশাল দেহই না তার! সত্যিই এই হস্তী প্রকৃত নাগ।' নাগ শব্দটি এক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সূত্রের উদায়ী যে ব্রাহ্মণপুত্র মহাউদায়ী এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। উদায়ী বর্ণিত চৌষট্টি

পদযুক্ত ষোলটি গাথা ১৪ প্রকার উপমাযোগে সূত্রের শেষে তা যুক্ত হয়েছে। বিস্তারিত দ্রষ্টব্য, থেরগাথা, পৃ. ৩৮৬; উদায়ী স্থবির; অনুবাদক, স্থবির। মিগসালা সূত্রে মিগসালা নাম্নী জনৈক উপাসিকাকে স্বধর্মে দ্বিধাগ্রস্থরূপে দেখা যায়। মিগসালার পিতা বহু বছর ব্রহ্মচর্য সাধনের মাধ্যমে সকৃদাগামী ফল লাভ করে মৃত্যুর পর তুষিত দেবলোকে উৎপন্ন হন। অপরদিকে মিগসালার আপন খুল্লতাঁত ছিলেন গৃহস্থ। তিনিও নাকি সকৃদাগামী ফল লাভ করে মৃত্যুর পর তুষিত দেবলোকে উৎপন্ন হয়েছিলেন। এই দুটি বিষয় বুদ্ধ কর্তৃক বর্ণিত হওয়ার পর উপাসিকা মিগসালার মনে সন্দেহের তরী দোলা দেয়। সে ভাবতে থাকে, 'এ কেমন ধর্ম আচরণ! একজন সাধু-সন্ত জীবন আচরণে যে সুফল পায় পক্ষান্তরে আরেকজন হীন গ্রাম্য গৃহী জীবনে থেকে একই সুফল লাভ করে!' এই বিষয়ে উপাসিকা মিগসালা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন আনন্দ ভন্তেকে। আনন্দ ভন্তে বলেন ভগবান যা বলেছেন তা-ই সঠিক। কিন্তু, মনে মনে তথাগতকে এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করার ইচ্ছা জাগ্রত হলো আনন্দ ভন্তের। পরে তথাগতকে জিজ্ঞাসা করলে তথাগত বলেন, মানুষের প্রভেদ নির্ণয় করা সহজ সাধ্য নয়। এভাবে নানান যুক্তি উপমাযোগে আনন্দ ভন্তেকে তথাগত দেশনা করেন। অপরের দোষ-গুণ মূল্যায়ন করতে নিষেধ করে তথাগত আনন্দ ভন্তেকে উপাসিকা মিগসালার জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের সাধু উত্তর দেন। উপাসিকা মিগসালার পিতা পোরাণ সন্ন্যাসী হলেও তিনি ছিলেন শীল সংযম প্রধান। তার মধ্যে প্রজ্ঞাগুণের আধিক্যতা কম ছিল। পক্ষান্তরে মিগসালার চাচা ঋষিদত্ত গৃহী হলেও অত্যন্ত প্রজ্ঞাবান ছিলেন। তাই দুজনের গতি অভিন্ন হয়েছিল ভিন্ন গুণাবলীর কারণে। সূত্রে পরদোষ তথা পরচর্চার কুফল বর্ণনা সহ ধর্ম বিষয়ক উৎপন্ন দ্বিধা নিরসন করতে দেখা যায় তথাগতকে। ঋণ সূত্রে নিঃস্ব ব্যক্তির ঋণ গ্রহণের উপমাযোগে ভিক্ষুর নির্বাণ লাভের জন্য প্রতিবন্ধক বিষয় বর্ণনা করেন তথাগত। মহাচুন্দ সূত্রে তথাগতের উপস্থিতি দৃষ্ট হয় না হলেও সূত্রে বিধৃত বিষয় বস্তু সম্ভবতঃ তথাগত কর্তৃকই পূর্ব ভাষিত। আয়ুষ্মান মহাচুন্দের সাথে কতেক ভিক্ষুর আলাপচারিতায় ধ্যানী এবং ধর্মদেশক

ভিক্ষুদের পারস্পারিক মনোমালিন্যের বিষয়টি ফুঁটে উঠেছে। ধ্যানীদের মধ্যে কেহ কেহ বিহারবাসী ধর্মদেশক ভিক্ষুদের নিন্দা করেন, পক্ষান্তরে ধর্মদেশক ভিক্ষুগণের মধ্যেও কেহ কেহ ধ্যানীদের বিরূদ্ধ বক্তব্য প্রকাশ করেন। সূত্রে মহাচুন্দ ভন্তে ভিক্ষুদের শিক্ষা দেন যে, ধর্মকথিক ভিক্ষুরা সত্যিই ধর্মের নিগূঢ় অর্থ স্বয়ং উপলব্ধি করে জনসমক্ষে প্রকাশ করেন। তাই তাদের প্রশংসা করা উচিত। আবার ধ্যানী ভিক্ষুরাও সত্যিই পূজার্হ কেননা তারা ইহজীবনেই অমৃত সাক্ষাত করে অবস্থান করছেন। সূত্রে আলোচ্য বিষয় পাঠে স্বতঃই মনে হয় তদনীন্তন সময়ে ধ্যানী ও ধর্মদেশক ভিক্ষুদের মধ্যে কেহ কেহ পারস্পারিক নিন্দা রটনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। আর তার নিরসনের জন্যই এই ধর্মালাপ। পরের দুটি সূত্রের নাম ১ম ও ২য় সন্দৃষ্টিক সূত্র। শ্রোতা ভিন্ন সূত্র দ্বয়ের বিষয় বস্তু একই। সূত্রদ্বয়ে ধর্ম সম্পর্কীত গুণের যথার্থতা প্রমাণে তথাগতকে জিজ্ঞাসা করা হয়। যথাক্রমে এক পরিব্রাজক এবং ব্রাহ্মণকে লোভ-দ্বেষ-মোহের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির এক তুলনামূলক দেশনার মাধ্যমে তথাগত প্রশ্নকর্তাকে মনোপূত উত্তর প্রদান করেন। পরিশেষে সেই প্রশ্নকর্তাদের দেখা যায়, বুদ্ধের সত্য ধর্মে বিশ্বাসী হয়ে আমৃত্যু শরণশীলে প্রতিষ্ঠিত হতে। ক্ষেম সূত্রে আয়ুষ্মান ক্ষেম ও সুমন উভয়েই বুদ্ধেও নিকট তাদেও অরহত্ব প্রাপ্তির বিষয় প্রকাশ করেন অতি সুসংযত, অনুদ্ধতভাবে। অনতিমানী নিরহংকারী হয়ে স্বতন্ত্ররূপে নিজকে ব্যাখ্যা করার দরুণ তারা বুদ্ধ প্রশংসিত হন। ইন্দ্রিয় সংবর সূত্রটির সাথে অঙ্গুত্তর নিকায়ের ৫ম নিপাত, ২৪নং সূত্রের মিল রয়েছে। বর্গের অন্যান্য সূত্রাদি হচ্ছে আনন্দ সূত্র, ক্ষত্রিয় সূত্র, অপ্রমাদ এবং ধার্মিক সূত্র। ধার্মিক বর্গের মাধ্যমে ১ম পঞ্চাশকের পরিসমাপ্তি এবং ২য় পঞ্চাশকের প্রারম্ভ। প্রথম বর্গটির হচ্ছে মহাবর্গ। মহাবর্গে ধৃত সূত্রাদির আকৃতি অন্যান্য বর্গে সন্নিবেশিত সূত্রাদি হতে বড়। তাই বর্গের নাম মহাবর্গ। বর্গের প্রথম সূত্রটি হচ্ছে সোণ সূত্র। সূত্রে সোণ নামক জনৈক শ্রদ্ধাবান ভিক্ষুর চিত্তে উৎপন্ন পরিবিতর্ক দমন পূর্বক তথাগত তাকে অরহত্ব লাভের জন্য প্রোৎসাহিত করেন বিবিধ ধর্মবাক্যে। বিনয় গ্রন্থ, ১ম খন্ড, ১৭৯-১৮৫ পৃষ্ঠায় এ বিষয়ে বিস্তারিত

প্রদত্ত হয়েছে। সোণ স্থবির ছিলেন অধিক মাত্রায় উৎসাহী। তাই দিবারাত্র চংক্রমণের (Walking maditation) ফলে তার কোমল পা ফেঁটে রক্তপাত হয়। তথাপি জ্ঞানোদয়ের লেশমাত্র দেখা না পাওয়ায় তার চিত্তে অনাগ্রহভাব জাগ্রত হয়। আর সেই অনীহার কারণে তিনি পূর্বের গৃহী জীবনে প্রত্যাবর্তনের চিন্তা করেন। মহানুভব তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধ নিজ চিত্তে তা জ্ঞাত হয়ে সহসাৎ সোণের সমক্ষে উপস্থিত হন এবং দেশনা করেন মধ্যম মার্গের। অর্থাৎ অত্যধিক পরাক্রমে চিত্তে চাঞ্চল্যভাব আসে আবার শিথিলভাবে ধর্মচর্চায় আসে আলস্য। তাই এই দু'পথ ত্যাগ পূর্বক মধ্যমভাব গ্রহণের শিক্ষা দেন তথাগত সোণ স্থবিরকে। কর্মকে সফলতায় পর্যবসিত করার এক সুন্দর, যৌক্তিক পদ্ধতি আলোচ্য সূত্রে তথাগত ব্যক্ত করেন। পরের সূত্রটি হচ্ছে ফগ্গুন সূত্র। ফগ্গুন নামক পীড়িত ভিক্ষুকে কেন্দ্র করে সূত্রটি দেশিত। পীড়িত অবস্থায় কিংবা যথাসময়ে ধর্মকথা শ্রবণ এবং তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার বিশ্লেষণের ৬টি সুফল সূত্রে আলোচিত হয়েছে। বুদ্ধের সমসাময়িক বেশ কিছু মতবাদ প্রচারকারী নামসর্বস্ব সাধু-সন্তের আবির্ভাব হয়েছিল। বাক্‌চাতুর্যতার নানান ছলকলায় জনসাধারণের শিরোমণি হয়ে অবস্থান করতো তারা। কিন্তু, বুদ্ধের মহানুভবে, সত্য প্রভাবে তাদের যশ-আধিপত্যের বিনাশ ঘটে চরম পর্যায়ে। পূরণ কশ্যপ নামধেয় তদ্রুপ এক ধর্মমত প্রচারকারী শাস্তা ছয় প্রকার কুল-জাতের প্রচারণা করতেন। যথা, কৃষ্ণ জাতি, নীল জাতি, লোহিত জাতি, হরিদ্রা জাতি, শ্বেত জাতি এবং পরম শ্বেত জাতি। এই প্রসঙ্গে তথাগত দেশিত উপদেশমালা চয়িত হয়েছে ষড়বিধ জাতি সূত্রে। ফগ্গুন সূত্রের পরবর্তী সূত্র এটা। সূত্রে তথাগত পরবাদ খন্ডন পূর্বক নিজ আবিস্কৃত সত্য ধর্মমতের প্রচারণা করেন। পরের সূত্রের নাম আসব বা আস্রব সূত্র। আস্রব শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ করে কোন নির্দেশিত কল্পনা যা মনকে বিহ্বল করে, প্রমত্ততা, আসক্তি ইত্যাদি। মধ্যম নিকায়, ১ম খন্ড, ৯ পৃ. প্রদত্ত সূত্রের সাথে আলোচ্য সূত্রের সাদৃশ্যতা বিদ্যমান। দারুকর্মিক সূত্রে দান দেয়ার প্রসঙ্গে উপদেশমালা বিধৃত হয়েছে। তথাগত বলেন, ব্যক্তি বিশেষকে দানের

চাইতে সংঘের উদ্দেশ্যে দান দিলে পুণ্যফল অপ্রমেয় হয়ে থাকে। কেননা গ্রহীতা যথার্থভাবে শীলবান না হতেও পারে। সেক্ষেত্রে পুণ্যফল আশানুরূপ হবে না। কিন্তু, সংঘের ক্ষেত্রে সে বিধি নিষেধ প্রযোজ্য নয়। বিশেষতঃ সংঘে বহু শীলবান ভিক্ষুর উপস্থিতি থাকে বিধায় প্রদত্ত দান গ্রহীতার দিকে পরিশুদ্ধ হয়। এই বিষয়টি গৃহপতি দারুকর্মিকের উদ্দেশ্যে তথাগত দেশনা করেন। মহাবর্গের অন্যান্য সূত্রাদি হচ্ছে চিত্ত হস্তী শারিপুত্র সূত্র, মধ্য সূত্র, পুরুষ ইন্দ্রিয় জ্ঞান সূত্র, অন্তর্ভেদী সূত্র, এবং সিংহনাদ সূত্র। দেবতা বর্গের অনাগামীফল সূত্রে ছয়টি বিষয়ের কথা বলা হয়েছে যা পরিত্যাগ না করে অনাগামীফল লাভ করা অসম্ভব। যথা- অশ্রদ্ধা, নির্লজ্জতা, পাপে নির্ভয়তা, অলসতা, মনোযোগহীনতা, এবং দুষ্প্রাজ্ঞতা। বিপরীতে যারা এই ছয়টি বিষয় পরিত্যাগ করতে পারবে তারা অবশ্যই অনাগামীফল লাভে সক্ষম। অরহত্ব সূত্রেও ছয়টি সূত্র যথাক্রমে আলস্য, তন্দ্রা, ঔদ্ধত্য, মনস্তাপ, অশ্রদ্ধা, এবং প্রমাদের কথা বলা হয়েছে। যারা এই ছয়টি বিষয় ত্যাগ করতে পারবে তাদের অরহত্ব লাভের সম্ভাবনা শতগুণ বেশী অন্যদের তুলনায়। মিত্র সূত্রটি পাঠে 'সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ'- এই বিষয়টিই প্রতিভাত হয়। যে ভিক্ষু পাপী মিত্রের ভজনা করে সে তাদের নিকট হতে কল্যাণকর বিষয় শিক্ষা করবে তা অসম্ভব। বরঞ্চ অহিতকর পাপ বিষয়েই সে হবে সিদ্ধহস্ত। নির্বাণ লাভের জন্য জনসংস্রব হতে নিরালায় গমন তথা সাধন-ভজনের কথাই বলা হয়েছে সঙ্গপ্রিয় সূত্রে। সূত্রে ধৃত বিষয় ছয়টি। দেবতা সূত্র, সমাধি সূত্র, প্রত্যক্ষভাব সূত্র, বল বা ক্ষমতা সূত্র ও দ্বে অনুধ্যান সূত্র হচ্ছে বর্গের অন্যান্য সূত্র। অরহত্ব বর্গের দুঃখ সূত্রে ছয়টি পাপ বিষয় সমৃদ্ধ ভিক্ষুর কথা বলা হয়েছে, যিনি আমৃত্যুকাল দুঃখ-দূর্দশায় থাকেন এবং মৃত্যুর পর ভয়ানক নরকে প্রজ্জ্বলিত হন। সেই ছয়টি পাপ বিষয় হচ্ছে কাম বিতর্ক, ব্যাপাদ বিতর্ক, বিহিংসা বিতর্ক, কাম সংজ্ঞা, ব্যাপাদ সংজ্ঞা এবং বিহিংসা সংজ্ঞা। পক্ষান্তরে, ভিক্ষুর নিকট তৎ বিপরীত গুণধর্ম বিদ্যমান তিনি ইহ-পর উভয় ধামেই সুখী হন। অরহত্ব সূত্রে বলা হয়েছে মান, ওমান, অতিশয় অহংকার, অধিকমান, ক্রোধে স্তম্ভিত হওয়া এবং নিজকে হীন

হতে হীন ভাবা- এই ছয়টি বিষয় পরিত্যাগ না করে কখনই অরহত্বফল লাভ করা যায় না। লোকত্তর ধর্ম সূত্রে বলা হয়েছে ষড়বিধ বিষয়ের কথা, যা পরিত্যক্ত না হলে লোকত্তর ধর্ম তথা আর্য্যসত্য জ্ঞান দর্শন উপলব্ধি অসম্ভব। সেই ছয়টি বিষয় হচ্ছে যথাক্রমে– বিস্মরণশীলতা, অসম্প্রজ্ঞান ইন্দ্রিয় সমূহের অগুপ্তদ্বারতা, ভোজনে অমাত্রজ্ঞতা, ভন্ডামি এবং লপনতা। বর্গের অন্যান্য সূত্রাদি হলো সুখ-সৌমনস্য, অধিগম, মহানতা দ্বে নরক শ্রেষ্ঠধর্ম এবং দিবারাত্র সূত্র। শান্তবর্গ, আনিশংস বর্গ, তিকবর্গ ও শ্রামণ্য বর্গে ৬ষ্ঠ নিপাত সমাপ্ত। প্রত্যেক বর্গ প্রতি দশ বা এগারটি করে সূত্র ধৃত হয়েছে। সর্বশেষে রাগপেয়্যাল ইত্যাদি বিস্তৃতভাবে সংযোজন করেছি। অঙ্গুত্তর নিকায় ৬ষ্ঠ নিপাতটির মধ্যে অন্তর্ভূক্ত সূত্রাদি বিষয় বৈচিত্রে যেমন বৈচিত্রময় তেমনই ক্ষুদ্রাকৃতির বিধায় সহজপাঠ্য।

বিগত বছর মৎ অনূদিত অঙ্গুত্তর নিকায়ের ৫ম নিপাতটি প্রকাশ হয়। ৫ম নিপাতের অনুবাদ কার্য সমাধার পর পরই ৬ষ্ঠ নিপাতটি অনুবাদে মনোযোগী হই। এবারের অনুবাদ কর্মে মূল পালি, ইংরেজী অনূদিত গ্রন্থ, মূল পালি অত্থকথা, ও টীকাকারের মতানুযায়ী অনুবাদ করার চেষ্টা করেছি। অনুবাদ যাতে সরল, ও সহজবোধ্য হয় সেজন্য চেষ্টার কমতি ছিল না। তথাপি অনাকাঙ্খিত ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়েই গেল। তথাগত সম্বুদ্ধ ভাষিত প্রবচনের যথাযথ অনুবাদ কর্ম করতে গিয়ে যাতে ভাবাতিশর্য্যে অর্থ বিপর্যয় না ঘটে সেদিকটায় সব সময় ছিলাম সতর্ক। তাই অনেক ক্ষেত্রে আক্ষরিক অনুবাদ করতে হয়েছে নির্দ্বিধায়। তবে অপরিস্ফুট বিষয়ের জন্য বন্ধনীর মধ্যে মন্তব্য তথা বিভিন্ন অত্থকথা সহ মূল অত্থকথা হতে তথ্য সংগ্রহ করে সন্নিবেশিত করেছি পাদটীকায়। বিজ্ঞ পাঠক-পাঠিকাগণ আশাকরি তা সহজেই অনুধাবন করতে পারবেন। কোন স্থলে যদি ভুলবশতঃ ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় তবে তা জানালে উপকৃত হবো। কেননা যে কোন গ্রন্থ প্রথম সংস্করণে ত্রুটি মুক্ত রাখ অসম্ভবপ্রায়। তাই ক্রমান্বয়ে ভুল-ভ্রান্তি সংশোধনের জন্য পাঠক-পাঠিকাদের সুপরামর্শ কামনা করছি। এই ধর্মগ্রন্থটি পাঠের সময় অনুগ্রহ করে পাদটীকা সহ পাঠ করলে অনেক বিষয়ে যুগপৎ সম্যক

ধারণা মিলবে। সাধারণত নাটক, উপন্যাস, গল্প প্রভৃতি একবার পাঠ করলে তার ভাবার্থ হৃদয়ঙ্গম হয় সহজেই। কিন্তু শ্বেত-শুভ্র নীবরণমুক্ত মনে ধর্মগ্রন্থ পাঠ করলে আশানুযায়ী সুফল মিলে না। তাই শ্রদ্ধা সহকারে ধর্মগ্রন্থ পাঠে তথা পুনঃ পুনঃ অধ্যয়নে নৈতিক জীবনের ভিত্ রচিত হয়।

আমার গুরুবর, উপাধ্যায় শ্রাবকবুদ্ধ শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তের প্রোৎসাহে উজ্জীবিত হয়ে আজ এমনতরো দুঃসাধ্য সাধনে ব্রতী হয়েছি। সদ্ধর্ম প্রচারের এক মহৎ চিন্তাধারা নিয়ে তিনি সর্বদা শিষ্য সংঘ তথা উপাসক-উপাসিকাদের উৎসাহিত করছেন। ওনার নির্দেশ তথা ভবিষৎ স্বপ্ন বাস্তবায়নেই আমার এই ক্ষুদ্রতর প্রয়াস। এই মহৎপ্রাণা গুরুবরের রাতুল চরণে আনত নয়নে জানাই আমার সশ্রদ্ধ বন্দনা। মদীয় শিক্ষাগুরু বহু গ্রন্থ প্রণেতা শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞাবংশ মহাস্থবির মহোদয় অতি ব্যতিব্যস্ততার মাঝেও দু'কলম লিখে দিয়ে বাধিত করেছেন। সকৃতজ্ঞ চিত্তে বন্দনা জানাই ভন্তের প্রতি। আমার সুহৃদ হিতাকাঙ্খী পাচিত্তয় নামক বিনয় গ্রন্থের বঙ্গানুবাদক শ্রদ্ধেয় করুণাবংশ ভন্তে মহোদয়ের প্রতি আমার আন্তরিক বন্দনা জানাই। তিনি গ্রন্থ সংশোধন, বাক্য পরিবর্তন, বানান শুদ্ধি তথা অমূল্য পরামর্শ দিয়ে সত্যিই অবর্ণনীয় উপকার করেছেন। বিগত বারের মতো এবারও শ্যামল কান্তি বড়ুয়া ***E. M. Hare*** অনূদিত ***The Book Of Gradual saying-*** গ্রন্থের মাধ্যমে অত্র গ্রন্থের সংশোধনীর দায়িত্ব সমাধা করে অশেষ পুণ্যের ভাগী হলেন। বইটির সেটিং-এর ন্যায় কষ্টসাধ্য কাজটি সমাধা করে দিয়ে শ্রদ্ধেয় সম্বোধি ভন্তে মহোদয় আমাকে কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছেন। সকৃতজ্ঞ বন্দনা জানাই ভন্তে মহোদয়ের প্রতি।আমার সহবিহারী বন্ধুবর শ্রদ্ধেয় বঙ্গিশ ও অজিত ভন্তে সহ যারা গ্রন্থটি অনুবাদে কায়-বাক্য-মনে সর্বদা সোৎসাহ যুগিয়েছেন তাদের সকলের প্রতি রইল আমার আন্তরিক মৈত্রীময় শুভকামনা।

"যং ইচ্ছিতং পত্থিতং বা অনুঞ্ঞঞং,
যে যে পি লেখন্তি পরে ভতিং বা;

দদন্তি তং তং সুখংএব সব্বং,
তে তে লভিস্সন্তি অনাগতস্মিং।”

“যারা ত্রিপিটক খন্ড নিজে লিখেন বা অপরকে দিয়ে লিখিয়ে রাখেন, তারা ইস্পিত, প্রার্থিত এবং যা কামনা করেন তা ভবিষ্যতে লাভ করেন।”

(ড. দিলীপ ও বিমান বড়ুয়া অনূদিত- সদ্ধম্ম সংগহো, ৭৪ পৃ.)

ত্রিপিটক শাস্ত্র খন্ড লিখন বা লেখানো, প্রকাশনা তথা কাগজ কলম প্রভৃতি প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি দিয়ে পর্যন্ত সহযোগীতায় মহৎ পুণ্য লাভ হয়। এরূপে ধর্ম হয় সুরক্ষিত। আর যারা এরূপে ধর্মের সুরক্ষা বিধান কল্পে নিজকে সম্পৃক্ত রাখেন তারা অপ্রমেয় পুণ্যফল লাভ করেন। সূত্রপিটকের অন্তর্গত অঙ্গুত্তর নিকায় ৬ষ্ঠ নিপাত গ্রন্থটি প্রকাশনায় অংশ গ্রহণকারী মিথুন বড়ুয়া, গ্রাম- হোয়ারাপাড়া; বাবলু বড়ুয়া, গ্রাম- বেতাগী; সুপান্ত বড়ুয়া বাসিক, গ্রাম- কেউটিয়া খামার বাড়ী; লোটন বড়ুয়া, গ্রাম- পশ্চিম বিনাজুরী; এবং কাকন বড়ুয়া, গ্রাম- বাথুয়া মহা পুণ্যের ভাগী হলেন। আশাকরি এরূপ দৃষ্টান্ত দেখে অনাগতে ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিরাও অনুপ্রাণিত হবেন।

বিগতবারের মতোন এবারও সদ্ধর্ম হিতৈষী শ্রদ্ধেয় বনভন্তের একান্ত সেবক আনন্দমিত্র ভন্তে মহোদয় অত্র গ্রন্থ প্রকাশনায় প্রধান ভূমিকা রাখেন। ফ্রান্স প্রবাসী উপাসকবৃন্দ আনন্দমিত্র ভন্তে মহোদয়ের মাধ্যমেই গ্রন্থটি প্রকাশনায় অংশ গ্রহণ করেন। প্রকাশনায় সার্বিক সহযোগীতা ব্যতীতও বিভিন্ন সময়ে লাইব্রেরী হতে প্রয়োজনীয় পুস্তকাদি প্রদান করে ভন্তে মহোদয় আমাকে করেছেন অশেষ উপকৃত। বস্তুতঃ পক্ষে তার এহেন সহযোগীতা তথা মৈত্রীময় আন্তরিকতা ব্যতীত আমার পক্ষে এতটুকু কখনই সম্ভব হতো না। আমার সশ্রদ্ধ বন্দনা নিবেদন করছি ভন্তে মহোদয়ের প্রতি।

এই পিটকীয় খন্ড অনুবাদজনিত পুণ্যফলে আমার সহ সকলের নির্বাণ লাভের হেতু হোক এই পুণ্য কামনায় বঙ্গীয় পিটকীয় সাহিত্যে আরও নতুন কিছু উপহার দেয়ার অভিপ্রায়ে এখানেই শেষ করছি।

শ্রাবণী পূর্ণিমা, ২৫৫৩ বুদ্ধবর্ষ; প্রণতঃ
২০০৯ খ্রিষ্টাব্দ। প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু
রাজবন বিহার, রাঙ্গামাটি।

মুখবন্ধ

ভারত উপমহাদেশের মাটি বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ দুটি বিষয়ে সর্বশ্রেষ্ঠত্বের আসন অধিকার করে নিয়েছে, তন্মধ্যে একটি হচ্ছে বিশাল হিমালয়ের সুউচ্চ গিরিশৃঙ্গ এভারেষ্ট এবং অপরটি হচ্ছে খৃষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতকের মহামানব গৌতম বুদ্ধ। বিশ্বশান্তির দিক নির্দেশনার অগ্রদূত এই মহামানব জীবন দুঃখের চির অবসানের উপায় গবেষণা করতে গিয়ে আধুনিক বস্তুবিজ্ঞানের জনক বৈজ্ঞানিক নিউটনের *The Law of Gravitation*- সূত্রটির মতোই এক মহা আবিষ্কার এ বিশ্ববাসীকে উপহার দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। হিমালয়ের পাদপ্রান্তে জন্ম নেয়া এ মহামানবের আবিষ্কারের নাম হচ্ছে "চত্তারো অরিয সচ্চানি"- চারি আর্যসত্য জ্ঞান, *The Noble Four Truths.*

জীবন দুঃখের চির অবসান সূত্র এই চারি আর্যসত্য জ্ঞান আবিষ্কারের পর সুদীর্ঘ ৪৫টি বছর ব্যাপী তিনি অবিরাম অবিশ্রান্তভাবে তার সত্যোপলব্ধি জগতবাসীকে প্রকাশ ও প্রচার করে গেছেন। তার সেই অপরিসীম অবদানের স্বীকৃতিতে তিনি বিশ্ববরেণ্য 'সম্যক সম্বুদ্ধ' নামে জগতবাসীর কাছে অভিনন্দিত হলেন বিগত আড়াই হাজারেরও অধিক বছর ধরে। গৌতম বুদ্ধের প্রচারিত সমগ্রবাণীকে তিনভাগে সংগ্রহ করা হয়েছে; বিনয়, সুত্ত, আর অভিধর্ম। এই তিন বিভাগের সমন্বিত নাম বিশ্বখ্যাত 'ত্রিপিটক'। ত্রিপিটকের সুত্ত বিভাগের অন্তর্গত পাঁচটি নিকায় গ্রন্থের মধ্যে 'অঙ্গুত্তর নিকায়' খন্ডটি হচ্ছে চতুর্থ গ্রন্থ। এই গ্রন্থটি ১১টি নিপাতে বিভক্ত এবং ৯৫৫৭টি সুত্ত এতে সন্নিবেশিত হয়েছে। আয়ুষ্মান প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু কর্তৃক পালি হতে বঙ্গানুবাদ কৃত বর্তমান গ্রন্থটি হচ্ছে সেই অঙ্গুত্তর নিকায়ের ৬ষ্ঠ নিপাত। ইহাতে সন্নিবেশিত সুত্ত সংখ্যা ১২১টি।

পালি পিটকে অঙ্গুত্তর নিকায়কে 'একোত্তরাগম' ও 'অঙ্গুত্তর নিকাযো'- বলা হয়েছে। এ গ্রন্থটিকে আবার কোন কোন ক্ষেত্রে অঙ্গুত্তরিক, একুত্তরিক-এ সকল নামেও অভিহিতি করা হয়েছে। অঙ্গুত্তর নিকায়ের ইংরেজী অনুবাদক *"F.L.Woodward"* মহোদয় ইহার অনুবাদ করেছেন *"The Book of Gradual Sayings।* এসকল নামাকরণের তাৎপর্য কি সে বিষয়ে বিতর্ক এখানে অনাবশ্যক। আসল কথা হচ্ছে, অঙ্গুত্তর নিকায়ে সংগৃহীত বিষয় বস্তুর চরিত্র ও ভাব বৈশিষ্ট কি এ বিষয়ে এখানে আলোকপাত করা। সমগ্র সুত্ত পিটকে ধারণকৃত সুত্তসমূহ বুদ্ধভাষিত ও থেরো ভাষিত এই দুই ভাগে বিভাগ করা যায়। তবে থেরো তথা বুদ্ধ শিষ্যগণের ভাষিত সুত্তসমূহ স্বয়ং বুদ্ধ কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ায় এগুলোকে প্রকান্তরে বুদ্ধেরই বক্তব্যরূপে সুত্তপিটকের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। অঙ্গুত্তর নিকায়ের অন্তর্ভূক্ত এসকল বুদ্ধভাষিত ও থেরো ভাষিত সুত্তসমূহের ৬ষ্ঠ নিপাতের কয়েকটি সুত্তের উপর আলোচনা করে আমরা জ্ঞাত হতে চেষ্টা করব ৬ষ্ঠ নিপাতের সুত্তসমূহের ধরণ ও বৈশিষ্টের।

অঙ্গুত্তর নিকায়ের 'ছক্ক নিপাত পালি' এর বঙ্গানুবাদ করা হয়েছে 'অঙ্গুত্তর নিকায়- ৬ষ্ঠ নিপাত'। এ নিপাতের পঠম পণ্ণাসক আহুনেয্য বর্গ- এর প্রথম সুত্তটি হচ্ছে 'পঠম আহুনেয্য সুত্ত' তথা প্রথম আহ্বানীয় সূত্র। বুদ্ধ ভাষিত এই প্রথম আহ্বানীয় সূত্রের শুরুতেই বলা হয়েছে- "ছহি ভিক্খবে ধম্মেহি সমন্নাগতো ভিক্খু আহুনেয্যো হোতি....." ভিক্ষুগণ! ধর্ম দ্বারা সমলঙ্কৃত ভিক্ষু সাদর আহ্বানযোগ্য, উত্তম আসন প্রদানযোগ্য, জোড় হাতে প্রণামযোগ্য, এবং ত্রিলোকের সর্বোত্তম পুণ্যক্ষেত্র বলে বিবেচিতহয়ে থাকে। কী সেই ছয়টি ধর্ম? ভিক্ষু চক্ষু দ্বারা কোন বিষয় বা রূপসমূহ দর্শন করে সুমন-দুর্মন (আসক্ত-বিরক্ত) কোনটাই হবেন না, অধিকন্তু তিনি হবেন স্মৃতি সম্প্রজ্ঞান যুক্ত উপেক্ষক (নিরপেক্ষ দর্শক)। ঠিক একই আচরণ করবেন কর্ণে কোন শব্দ শ্রবণের ক্ষেত্রে, নাকে ঘ্রাণ নেয়ার ক্ষেত্রে, জিহ্বায় আস্বাদনের ক্ষেত্রে, দেহে স্পর্শানুভূতির ক্ষেত্রে এবং মনে

উৎপন্ন বিষয় সমূহের ক্ষেত্রে পর্যন্ত। তবেই সেই ভিক্ষু ত্রিলোক পূজ্য হওয়ার যোগ্যতা অর্জনে সক্ষম হবেন।

একই বর্গের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে আরো ৯টি সুত্রকে। তন্মধ্যে দ্বিতীয় আহুনেয্য সুত্তে সর্বজন মাননীয় পূজনীয় হওয়ার যোগ্যতার গুণাবলী সম্পন্ন হতে বিবিধ ঋদ্ধিশক্তি অর্জন সহ স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা প্রজ্ঞা বিমুক্তি, চিত্ত বিমুক্তি জ্ঞান সহ আসবক্ষয় জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

ইন্দ্রিয় সুত্তে অনুরূপ মাননীয়, পূজনীয় হওয়ার যোগ্যতা সম্পন্ন হতে বলা হয়েছে শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা এই পাঁচটি গুণাবলীকে বিশেষভাবে বর্ধনের দ্বারা ইন্দ্রত্ব (শ্রেষ্ঠত্ব) প্রদান সহ আসবসমূহ ক্ষয়কর জ্ঞান অর্জন করতে। বল সুত্তেও একই বিষয়ের অবতারণা হয়েছে।

অতঃপর 'পঠম আজানীয সুত্তে'- আজানীয় নামে উৎকৃষ্ট জাতের ঘোড়ার ছয়টি গুণাবলীর উল্লেখ করে বলা হয়েছে কোন ভিক্ষু যদি সেই ছয় গুণাবলীর অধিকারী হন তবে তিনি সকলের মাননীয়, পূজনীয়, আদরনীয় হবেন। সেই গুণাবলী সমূহ হচ্ছে রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ ও মনোময়- এই ছয় বিষয়ে 'খমো' তথা সহনশীল হওয়া।

দ্বিতীয়, তৃতীয় আজানীয় সুত্তেও একই কথার পুনরাবৃত্তি হয়েছে। কিন্তু ৮ম অনুত্তরিয় সুত্তে এসে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলো। এখানে বলা হলো, ভিক্ষুগণ! ছয়টি অনুত্তরিয় বিষয় আছে, তা হচ্ছে দর্শনে, শ্রবণে, লাভে, শিক্ষায়, পরিচর্চায় এবং অনুস্মৃতিতে উত্তরীয়। ৯ম অনুস্মৃতি স্থান সুত্তে বলা হয়েছে বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি, দেবতানুস্মৃতি; এই ছয়টি হচ্ছে অনুস্মৃতির স্থান।

থেরো ভাষিত সুত্তগুলোর মধ্যে আয়ুষ্মান শারিপুত্র থেরোর ভাষণকৃত সুত্তসমূহের প্রাধান্যতা লক্ষণীয়। তন্মধ্যে দু'একটি সুত্তের আলোচনা দ্বারা আমরা ইহাদের বৈশিষ্ট্য অনুধাবনের চেষ্টা করবো। এই লক্ষ্যে সারনীয় বর্গের অন্তর্ভূক্ত 'ভদ্দক সুত্তং' এবং 'অনুতপ্পিয সুত্তং'- এ দুটি সুত্তের উপর আলোকপাত করা যেতে পারে।

ভদ্দক সুত্তে ভদন্ত শারিপুত্র থেরো ভিক্ষুদের আহ্বান করে বলছেন; বন্ধুগণ! কোন কোন ভিক্ষু সেই সেই ভাবে জীবন যাপন করে, যেই যেই রূপে জীবন যাপনের কারণে তার মৃত্যু শুভ হয় না, কালক্রিয়া যথার্থ হয় না। বন্ধুগণ! ভিক্ষু কিভাবে জীবন যাপন করে, যদ্দরুণ তার মৃত্যু শুভ হয় না এবং কালক্রিয়া যথার্থ হয় না?

বন্ধুগণ! এখানে ভিক্ষুটি কর্ম বহুল হয়, সর্বদা কর্মে ডুবে থাকে, কর্মে নিযুক্ত থাকতে পছন্দ করে। ভিক্ষু বাজে আলাপ বহুল হয়, সর্বদা বাজে আলাপে ডুবে থাকে, বাজে আলাপে নিযুক্ত থাকতে পছন্দ করে। ভিক্ষু নিদ্রালু হয়, নিদ্রায় ডুবে থাকে, নিদ্রায় ডুবে থাকতে পছন্দ করে। ভিক্ষু সঙ্গীপ্রিয় হয়, সঙ্গী সন্ধানে রত থাকে, সঙ্গীর সাথে থাকতে পছন্দ করে। সংসর্গ প্রিয় হয়, সংসর্গে রত থাকে, সংসর্গে রত থাকতে পছন্দ করে। ভিক্ষু পাপপ্রিয় হয়, পাপে রত থাকে, পাপে রত থাকতে পছন্দ করে। এভাবেই বন্ধুগণ! কোন কোন ভিক্ষু সেই সেই ভাবে জীবন যাপন করে, যেই যেই রূপে জীবন যাপনের কারণে তার মৃত্যু শুভ হয় না, কালক্রিয়া যথার্থ হয় না। বন্ধুগণ! একারণেই ইহা বলা হচ্ছে, যেহেতু ভিক্ষুটি আত্মভাব ত্যাগ করে সম্যকভাবে দুঃখের অন্ত সাধনে নিজেকে অভিরমিত রাখেনি। .....বন্ধুগণ! ভিক্ষুটি উপরোক্ত প্রকারে জীবন যাপন না করে যদি আত্মভাব ত্যাগ করে সম্যকভাবে দুঃখের অন্ত সাধনে নিজেকে নির্বাণের প্রতি অভিরমিত রাখতো; তাহলে তার মৃত্যু শুভ হতো, কালক্রিয়া যথার্থ হতো।

অনুতপ্পিয সুত্তে-ও বলা হয়েছে ভিক্ষু কর্মারাম, কর্মরত, কর্মে নিয়োজিত, ভস্সারাম...., নিদ্রারাম...., সঙ্গীপ্রিয়..., সংসর্গপ্রিয়...., পাপারাম...., হলে ভিক্ষু কালক্রিয়ার সময়ে অনুতপ্ত হয়ে মৃত্যু বরণ করে।

উপরোক্ত আলোচনায় ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, ভগবান বুদ্ধের ভাষিত বিষয়েই থেরোগণ নিজেদের ভাষণকে নিবদ্ধ রেখেছেন, এবং তার উপরেই বিশদ আলোচনা, পর্যালোচনা করেছেন। তবে সম্বোধনের ক্ষেত্রে বুদ্ধ সর্বদা যেখানে 'ভিক্খবে!' বলে সম্বোধন করেছেন, সেখানে

থেরোগণ 'আবুসো' তথা 'বন্ধু' বলে সম্বোধন করার ফলে গুরু-শিষ্যের সম্পর্কের গাম্ভীর্যতা অপসৃত হয়ে সৌভ্রাতৃত্বমূলক হৃদ্যতা, নৈকট্যতার পরিবেশ সৃষ্টি হওয়াটা স্বাভাবিকই ছিল। অঙ্গুত্তর নিকায়ে বিভিন্ন বর্গে বিভক্ত নিপাত সমূহের প্রতি লক্ষ্য করলে বুঝা যাবে যে, এসকল বিভাজনে কোন সময়ে সংখ্যার সাদৃশ্যই কেবল প্রাধান্য পেয়েছে, আবার কোন সময়ে প্রাধান্য পেয়েছে বিষয় বস্তুর সাদৃশ্যতা। এভাবে অঙ্গুত্তর নিকায়ে সন্নিবেশিত সুত্তগুলোর বিষয় বৈচিত্র্য সত্যিই আকর্ষণীয়। এসকল বিষয় বস্তুর মধ্যে রয়েছে গভীর আধ্যাত্মিক বিষয়ে শিক্ষণীয় উপদেশ, চারিত্রিক ও নৈতিক উৎকর্ষতা লাভের পদ্ধতি নির্দেশ, আবার কখনো কখনো পাওয়া যাবে ব্যবহারিক আচার-ভদ্রতা শিক্ষামূলক বিষয়াবলী। এসকল বিষয়াবলীর উল্লেখ করতে গিয়ে কোন কোন সময়ে তৎকালীন অন্যান্য সম্প্রদায়ের ধর্ম দর্শন এবং সমাজ ও চলমান জীবনের অনেক ছবি-চিত্রও ফুঁটে উঠতে দেখা যায় অঙ্গুত্তর নিকায় পিটকে। এক কথায় বলতে গেলে বিষয় বৈচিত্র্যের চমৎকারিত্বে , ব্যক্তি ও সমষ্টি জীবন বিশুদ্ধির আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিক তথ্যগত উপাদানে অঙ্গুত্তর নিকায় সত্যি সত্যিই অপূর্ব উপাদেয় একটি গ্রন্থ।

স্নেহভাজন আয়ুষ্মান প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু আমার নিকটে তার বর্তমান পান্ডুলিপি অঙ্গুত্তর নিকায়ের ৬ষ্ঠ নিপাত-খন্ডটি নিয়ে উপস্থিত হয়েছে গত ১৫ই মে ২০০৯-এ। তার চাপে পড়ে আমার কর্মফলগত ব্যস্ততার মাঝেও এই লেখাটি সমাপ্ত করতে হলো অল্প সময়ে। এজন্যে ক্ষমা প্রার্থী।

ভবতু সব্ব মঙ্গলম্

প্রণত:

প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরো
রাংকূট মহাতীর্থ বনাশ্রম বিহার
রামু, কক্সবাজার।

২৫৫৩ বুদ্ধবর্ষের
৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৪১৬ বাংলা
শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা।

অঙ্গুত্তর নিকায়

ষষ্ঠক নিপাত

(বঙ্গানুবাদ)

"সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধকে বন্দনা"

১. প্রথম পঞ্চাশক

১. আহ্বানীয় বর্গ

(ক) পঠম আহুনেয্য সুত্তং- প্রথম আহ্বানীয় সূত্র

১.১। আমি এরূপ শুনেছি, একসময় ভগবান[1] শ্রাবস্তীর[2] নিকটস্থ

---

[1] **ভগবান** শব্দটি সর্বশ্রেষ্ঠ নাম। নাম চার প্রকার—আবস্থিক, লিঙ্গিক, নৈমিত্তিক ও অধিত্যসমুৎপন্ন (বা ইচ্ছানুরূপ প্রদত্ত নাম)। তন্মধ্যে **'ভগবান'** নামটি নৈমিত্তিকের অন্তর্গত। এটা মা-বাবা কিংবা অন্য কারও প্রদত্ত নয়। যে সকল গুণে এই নাম নৈমিত্তিক, সে সকল গুণ প্রকাশের জন্য নিম্নোক্ত গাথাটি সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য :

ভগী, ভজী, ভাগী, বিভবত্তবা ইতি, অকাসি ভগ্গন্তি গরূতি ভাগ্যবা।
বহুহি এগ্গযেহি সুভাবিতত্তানো, ভবন্তগো সো ভগবাতি বুচ্চতীতি।।

অর্থাৎ ভগী, ভজী, ভাগী, বিভক্তবান (ভগ্ন করেছেন এমন), গুরু, ভাগ্যবান, বহুপ্রকারে সুভাবিতাত্ম এবং ভবান্তগ বলেও তিনি ভগবান নামে উক্ত হন। এই সকল পদের ব্যাখ্যা *নিদ্দেস* গ্রন্থে প্রদত্ত হয়েছে। বিস্তৃতার্থ দেখুন—দীঘনিকায় অট্ঠকথা (প্রথম খণ্ড); বিসুদ্ধিমগ্গ, সমাধি নিদ্দেস; *The path of Purification, p.no. 224; Trsl. by Bhikkhu Ñânamoli.*

[2] ভারতের কোশলরাজ্যের রাজধানী ছিল এই শ্রাবস্তী নগরী। বুদ্ধের জীবদ্দশায় ভারতের ছয়টি মহানগরীর মধ্যে শ্রাবস্তী ছিল অন্যতম। সাকেত হতে এর দূরত্ব ছিল প্রায় ৯ ক্রোশ বা ১৮ মাইল (বিনয় গ্রন্থ, প্রথম খণ্ড, ওলডেনবার্গ সংস্করণ)। সংযুক্ত নিকায় অথকথানুসারে রাজগৃহের উত্তর-পশ্চিম দিকস্থ এই শ্রাবস্তীর সাথে রাজগৃহের মধ্যকার ব্যবধান ছিল প্রায় সাড়ে ৬৭ ক্রোশ বা প্রায় ১৩৫ মাইলের। মি. ফোস্‌বোল সম্পাদিত জাতক ৪র্থ খণ্ড মতে সাংকাশ্য নগর হতে শ্রাবস্তীর দূরত্ব ৪৫ ক্রোশ বা ৯০ মাইল প্রায়। মধ্যম নিকায় অথকথা দ্বিতীয় খণ্ডে প্রদত্ত বিবৃতি অনুযায়ী জানা যায় যে, সুপ্রসিদ্ধ তক্ষশিলা হতে এর ব্যবধান ২২০ ক্রোশের কিছু বেশী (৪৪১ মাইল প্রায়)। তদনীন্তন সমুদ্র বন্দর সুপ্পরক হতে ১৮০ ক্রোশ বা ৩৬০ মাইল (ধর্মপদ অথকথা), আলবী নগর হতে ৪৫ ক্রোশ বা ৯০ মাইল (সুত্ত নিপাত অথকথা), এবং একই দূরত্ব ছিল মচ্ছিকাসন্ডের সাথে শ্রাবস্তীর (ধর্মপদ অর্থকথা)। কুক্কুটাবতীর সাথে ১৮০ ক্রোশ বা ৩৬০ মাইল (ধর্মপদ অথকথা)

জেতবনে[1] অনাথপিন্ডিক নির্মিত আরামে অবস্থান করছিলেন। তথায় ভগবান ভিক্ষুদেরকে "হে ভিক্ষুগণ" বলে আহ্বান করলেন। "হ্যাঁ ভন্তে" বলে ভিক্ষুরা ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলে ভগবান এরূপ বললেন :

২। "ভিক্ষুগণ, ছয়টি ধর্মে সমৃদ্ধ হলে ভিক্ষু আহ্বানীয়, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণার যোগ্য, অঞ্জলি করণীয় বা পূজার যোগ্য এবং জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র হয়। সেই ছয় প্রকার ধর্ম কী কী? যথা :

৩। এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ[1], ভিক্ষু চক্ষু দ্বারা রূপ দর্শন করে সন্তুষ্ট কিংবা বিরক্ত না হয়ে উপেক্ষক[2], স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হয়ে অবস্থান করে। সে কর্ণ দ্বারা শব্দ শুনে সন্তুষ্ট কিংবা বিরক্ত না হয়ে উপেক্ষক, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হয়েই অবস্থান করে। সে নাসিকা দ্বারা গন্ধ আঘ্রাণ করে সন্তুষ্ট কিংবা বিরক্ত না হয়ে উপেক্ষক, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হয়ে অবস্থান করে। সে জিহ্বা দ্বারা রস আস্বাদন করে সুমনা কিংবা দুর্মনা না হয়ে উপেক্ষক, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হয়ে অবস্থান করে। সে কায় দ্বারা সংস্পর্শন পেয়ে সন্তুষ্ট কিংবা

এবং একই ব্যবধান ছিল উগ্গপুর ও কুরুরঘর নগরীর সাথে এই শ্রাবস্তীর। সুত্তনিপাত অথকথা ও পটিসম্ভিদামগ্গ অথকথানুযায়ী, সবথ নামক ঋষির আবাসস্থল কিংবা সমস্ত বস্তু এই স্থানে পাওয়া যেত বলে এর পালি নাম **'সবত্থি'**। সুত্তনিপাত অথকথায় উল্লেখ আছে, তথাগত এই শ্রাবস্তীতে ২৫ বর্ষা উদ্‌যাপন করেন। তন্মধ্যে ১৯ বর্ষা জেতবন আরামে এবং ছয় বর্ষা পূর্বারাম বিহারে।

[1] অনাথপিন্ডিক নামে প্রসিদ্ধ ধনকুবের সুদত্ত জেত নামক রাজকুমার হতে ৫৪ কোটি স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে উদ্যান ক্রয় করে সেখানে সুরম্য বিহার নির্মাণ পূর্বক বুদ্ধকে দান করেছিলেন। রাজকুমার জেতের উদ্যানে নির্মিত বিধায় তা জেতবন আরাম নামে খ্যাত হয়। মধ্যম নিকায় অথকথা, প্রথম খণ্ডমতে এই জেতবন আরামটি শ্রাবস্তীর দক্ষিণ দিকস্থ ছিল।

[1] এই পেরাটির সাথে P.T.S. সম্পাদিত দীর্ঘ নিকায়, তৃতীয় খণ্ড, ২৮১ পৃ; মধ্যম নিকায়, তৃতীয় খণ্ড, ২৪০ পৃ; অঙ্গুত্তর নিকায়, ৪র্থ নিপাত, ১৯৮ পৃ. এবং দশম নিপাতের ৩০ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত অংশের সামঞ্জস্যতা আছে।

[2] 'স্মৃতিমান, সম্প্রজ্ঞাত ও উপেক্ষক হয়ে অবস্থান করেন' -এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, '*Observes that this state is not from want of noticing the object nor from not knowing about it, but from composure.*' বা 'মজ্ঝত্তারম্মণে অসমপেক্খনেন অঞ্ঞানুপেক্খায উপেক্খকভাবং অনাপজ্জিত্বা সতো সম্পজানো হুত্বা আরম্মণে মজ্ঝত্তো বিহরতি'।

বিরক্ত না হয়ে উপেক্ষক, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হয়েই অবস্থান করে। সে মনের দ্বারা ধর্ম বিজ্ঞাত হয়েও সন্তুষ্ট কিংবা বিরক্ত না হয়ে উপেক্ষক, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হয়েই অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, এই ছয় প্রকার ধর্মে সমৃদ্ধ হলে ভিক্ষু আহ্বান যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণার যোগ্য, অঞ্জলি করণীয় বা পূজার যোগ্য এবং জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র হয়।

প্রথম আহ্বানীয় সূত্র সমাপ্ত

(খ) দুতিয আহুনেয্য সুত্তং- দ্বিতীয় আহ্বানীয় সূত্র

২.১। "হে ভিক্ষুগণ, ছয়টি ধর্মে সমৃদ্ধ হলে ভিক্ষু আহ্বান যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণার যোগ্য, শ্রদ্ধাঞ্জলি লাভের যোগ্য বা পূজার যোগ্য এবং জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র হয়। সেই ছয় প্রকার কী কী? যথা :

২। এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু নানাবিধ ঋদ্ধি লাভ করে, যথা : এক হয়েও বহু সংখ্যক হয়, বহু হয়ে পুনঃ একজন হয়, আবির্ভাব, তিরোভাব (অন্তর্ধান) করে; দেয়াল, প্রাকার বা প্রাচীর এবং পর্বতে আকাশের ন্যায় অসংলগ্নভাবে গমন করে; মাটিতেও জলের ন্যায় ভাসে ও ডুবে, মাটির ন্যায় জলে অনার্দ্রভাবে গমন করে; পক্ষীর ন্যায় আকাশে পর্য্যঙ্কাবদ্ধ (বীরাসন) হয়ে ভ্রমণ করে, এরূপ মহাঋদ্ধিসম্পন্ন ও মহানুভব সম্পন্ন চন্দ্র-সূর্যকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ ও পরিমর্দন করে এবং যতদূর ব্রহ্মলোক[1] রয়েছে ততদূর আপন কায়ে বশীভূত করে। সে বিশুদ্ধ, অমানুষিক, দিব্যকর্ণ দ্বারা দূরবর্তী ও সমীপস্থ দিব্য ও মনুষ্য উভয় শব্দ শ্রবণ করে। সে নিজ চিত্ত দ্বারা অপরসত্ত্ব ও

---

[1] **ব্রহ্মলোক**—ব্রহ্মাগণের জগতকে ব্রহ্মলোক বলা হয়। ব্রহ্মলোকের মধ্যে 'প্রজাপতি' হতে 'বিভূ' পর্যন্ত ১৬ প্রকার রূপলোক এবং 'আকাশ অনন্ত আয়তন' হতে 'নৈবসংজ্ঞা-না-সংজ্ঞা আয়তন' পর্যন্ত ৪ প্রকার অরূপ ব্রহ্ম ভূমি রয়েছে। ব্রহ্মলোক হচ্ছে কাম বিবর্জিত স্থান। ব্রহ্মলোকে কোন নারী রূপ উৎপন্ন হয় না (ধর্মপদ অথকথা, প্রথম খণ্ড, ২৭০ পৃ.)। ইহলোকে নারীদের মধ্যে যারা ধ্যানবল প্রাপ্ত হন, তারা দেহান্তে পুরুষাকারে ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হন। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ব্যতীত বহু মুনি-ঋষিদের ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তির বিষয় জাতক গ্রন্থের বিভিন্ন অংশে দেখা যায় (জাতক, দ্বিতীয় খণ্ডের ৪৩, ৬৯, ৯০ নং; ৫ম খণ্ডের ৯৮ নং প্রভৃতি)। ভাবনা বা চিত্তের একাগ্রতা অর্জনের মাধ্যমে বক ব্রহ্মার ন্যায় মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়েও কোন কোন জনের ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তির ঘটনা উল্লেখ রয়েছে মধ্যম নিকায়, মূল পঞ্চাশকের সূত্রে।

ব্যক্তিদের চিত্ত স্বচিত্তে পরীক্ষা করে জানে, সরাগ চিত্তকে (কাম লালসাপূর্ণ চিত্ত) সরাগ চিত্ত হিসাবে জানে, বীতরাগ (কাম লালসাহীন) চিত্তকে বীতরাগ চিত্ত হিসাবে জানে, সদ্বেষ চিত্তকে সদ্বেষ চিত্ত হিসাবে জানে, বীতদ্বেষ (দ্বেষহীন) চিত্তকে বীতদ্বেষ চিত্ত হিসাবে জানে, সমোহ (মোহাচ্ছন্ন) চিত্তকে সমোহ চিত্ত হিসাবে জানে, বীতমোহ (মোহহীন) চিত্তকে বীতমোহ চিত্ত হিসাবে জানে, বিক্ষিপ্ত চিত্তকে বিক্ষিপ্ত চিত্ত হিসাবে জানে, সংক্ষিপ্ত (একাগ্রচিত্ত) চিত্তকে সংক্ষিপ্ত চিত্ত হিসাবে জানে, মহদ্গত বা অত্যুচ্চ চিত্তকে মহদ্গত চিত্ত হিসাবে জানে, অমহদ্গত চিত্তকে অমহদ্গত চিত্ত হিসাবে জানে, সউত্তর (উচ্চতর) চিত্তকে সউত্তর চিত্ত হিসাবে জানে, অনুত্তর (অতুল্য) চিত্তকে অনুত্তর চিত্ত হিসাবে জানে, সমাহিত চিত্তকে সমাহিত চিত্তরূপে জানে এবং অসমাহিত চিত্তকে অসমাহিত চিত্তরূপে জানে, বিমুক্ত চিত্তকে বিমুক্ত চিত্তরূপে জানে এবং অবিমুক্ত চিত্তকে অবিমুক্ত চিত্তরূপে জানে। সে অনেক পূর্বনিবাস অনুস্মরণ করে, যেমন- এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন জন্ম, চার জন্ম, পাঁচ জন্ম, দশ জন্ম, বিশ জন্ম, ত্রিশ জন্ম, চল্লিশ জন্ম, পঞ্চাশ জন্ম, শত জন্ম, সহস্র জন্ম, শত-সহস্র (লক্ষ) জন্ম, এমনকি বহু সংবর্ত কল্প, বহু বিবর্ত কল্প, ও বহু সংবর্ত-বিবর্ত কল্পে অমুক জন্মে আমার এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এইরূপ আহার, এইরূপ ছিল সুখ-দুঃখ ভোগ, এই পরিমাণ ছিল আয়ু। সেখান হতে চ্যুত হয়ে ঐ স্থানে জন্ম গ্রহণ করেছি। সেখানেও এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এইরূপ আহার, এইরূপ ছিল সুখ-দুঃখ ভোগ, এই পরিমাণ ছিল আয়ু। আবার সেই স্থান হতে চ্যুত হয়ে এখানে জন্ম হয়েছি।'– এই প্রকারে আকার ও গতিসহ বহুবিধ পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করে। সে বিশুদ্ধ, লোকাতীত দিব্যচক্ষুর দ্বারা হীন-প্রণীত, সুবর্ণ-দুর্বর্ণ, সুগত-দুর্গত সত্ত্বদেরকে চ্যুতির সময় ও উৎপত্তির সময় দেখতে পায়। সে তাদের এরূপে জানতে পারে যে 'এই সকল সত্ত্বগণ কায়-বাক্য ও মন দুশ্চরিত্র সমন্বিত, আর্যগণের নিন্দুক, মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন, মিথ্যাদৃষ্টিসম্ভূত কর্ম করার দরুন দেহান্তে বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়েছেন। পক্ষান্তরে, এই সকল সত্ত্বগণ কায়-বাক্য ও মন সুচরিত সমন্বিত, আর্যগণের প্রশংসাকারী, সম্যকদৃষ্টি পরায়ণ, সম্যকদৃষ্টি জাত কর্ম সম্পাদন করার ফলে কায় ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়েছেন। স্ব-স্ব কর্মানুসারে গতি প্রাপ্ত, হীনোৎকৃষ্ট, সুবর্ণ-দুর্বর্ণ, সুগত-দুর্গত সত্ত্বদের চ্যুতি ও উৎপত্তির সময় বিশুদ্ধ, লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা সে প্রকৃষ্টরূপে জানে। সে আসবসমূহের ক্ষয়ে অনাসব এবং

ইহ জীবনেই স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি প্রত্যক্ষ করে প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করে।

৩। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি ধর্মে সমৃদ্ধ হলে ভিক্ষু আহ্বান যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণার যোগ্য, অঞ্জলিকরণীয় বা পূজার যোগ্য এবং জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র হয়।"

দ্বিতীয় আহ্বানীয় সূত্র সমাপ্ত

(গ) ইন্দ্রিয় সুত্তং- ইন্দ্রিয় সূত্র

৩.১। "হে ভিক্ষুগণ, ছয় প্রকার ধর্মে সমন্নাগত ভিক্ষু আহ্বান যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণার যোগ্য, অঞ্জলি করণীয় বা পূজার যোগ্য এবং জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র হয়। সেই ছয় প্রকার কী কী? যথা :

২। শ্রদ্ধা ইন্দ্রিয়, বীর্য ইন্দ্রিয়, স্মৃতি ইন্দ্রিয়, সমাধি ইন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞা ইন্দ্রিয়ে সমৃদ্ধ এবং আসবসমূহের ক্ষয়ে অনাসব ও ইহ জীবনেই স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তি প্রত্যক্ষ করে প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, এই ছয় প্রকার ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু আহ্বানযোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণার যোগ্য, অঞ্জলিকরণীয় বা পূজার যোগ্য এবং জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র হয়।"

ইন্দ্রিয় সূত্র সমাপ্ত

(ঘ) বল সুত্তং- বল সূত্র

৪.১। "হে ভিক্ষুগণ, ছয় প্রকার ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু আহ্বান যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণার যোগ্য, অঞ্জলি করণীয় বা পূজার যোগ্য এবং জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র হয়। সেই ছয় প্রকার কী কী? যথা –

২। শ্রদ্ধা বল, বীর্য বল, স্মৃতি বল, সমাধি বল, ও প্রজ্ঞা বলে সমৃদ্ধ এবং আসবসমূহের ক্ষয়ে অনাসব ও ইহ জীবনেই স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তি প্রত্যক্ষ করে প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ, এই ছয় প্রকার ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু আহ্বান যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণার যোগ্য, অঞ্জলি করণীয় বা পূজার যোগ্য এবং জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র হয়।"

বল সূত্র সমাপ্ত

(ঙ) পঠম আজানীয় সুত্তং– প্রথম সুবংশীয় সূত্র

৫.১। "হে ভিক্ষুগণ, ছয় প্রকার গুণে[1] গুণান্বিত রাজার সুবংশীয় ভদ্র, অশ্ব রাজার যোগ্য, রাজ ভোগ্য এবং রাজ অঙ্গরূপে বিবেচিত হয়। সেই ছয় প্রকার কী কী? যথা :

২। এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, রাজার উত্তম বংশজাত ভদ্র, অশ্ব রূপের প্রতি সহনশীল হয়, শব্দের প্রতি সহনশীল হয়, গন্ধের প্রতি সহনশীল হয়, রসের প্রতি সহনশীল হয়, স্পর্শের প্রতি সহনশীল হয় এবং বর্ণসম্পন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, এই ছয় প্রকার গুণে গুণান্বিত রাজার সুবংশজাত ভদ্র অশ্ব রাজার যোগ্য, রাজ ভোগ্য এবং রাজ অঙ্গরূপে বিবেচিত হয়।

৩। ঠিক এরূপেই, হে ভিক্ষুগণ, ছয় প্রকার গুণে গুণান্বিত ভিক্ষু আহ্বানীয়, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণার যোগ্য, শ্রদ্ধাঞ্জলি বা পূজার যোগ্য এবং জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র হয়। সেই ছয় প্রকার কী কী? যথা :

৪। এক্ষত্রে, [1]ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু রূপের প্রতি সহনীয় হয়, শব্দের প্রতি সহনীয় হয়, গন্ধের প্রতি সহনশীল হয়, রসের প্রতি সহনশীল হয়, স্পর্শের প্রতি সহনশীল হয় এবং ধর্ম বা চিত্ত স্বভাবের প্রতি সহনশীল হয়। ভিক্ষুগণ, এই ছয় প্রকার গুণে গুণান্বিত ভিক্ষু আহ্বানীয়, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণার যোগ্য, শ্রদ্ধাঞ্জলি বা পূজার যোগ্য এবং জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র হয়।"

প্রথম সুবংশীয় সূত্র সমাপ্ত

(চ) দুতিয আজানীয সুত্তং[1]দ্বিতীয় সুবংশীয় সূত্র

৬.১। "হে ভিক্ষুগণ, ছয় প্রকার গুণে গুণান্বিত রাজার সুবংশীয় ভদ্র, অশ্ব রাজার যোগ্য, রাজ ভোগ্য এবং রাজ অঙ্গরূপে বিবেচিত হয়। সেই ছয় প্রকার কী কী? যথা :

২। এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, রাজার সুবংশীয় ভদ্র, অশ্ব রূপের প্রতি সহনশীল হয়, শব্দের প্রতি সহনশীল হয়, গন্ধের প্রতি সহনশীল হয়, রসের প্রতি সহনশীল হয়, স্পর্শের প্রতি সহনশীল হয় এবং বলসম্পন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, এই ছয়

---

[1] প্রদত্ত গুণাবলী সাথে তুলনীয়, প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু, অঙ্গুত্তর নিকায়, ৫ম নিপাত, সূত্র নং ১৩৯, পৃ. ১৫৪ ।

[1] তুলনীয়, প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু, অঙ্গুত্তর নিকায়, ৫ম নিপাত, সূত্র নং ৮৫, পৃ. ১১৬।

প্রকার গুণে গুণান্বিত রাজার সুবংশজাত ভদ্র, অশ্ব রাজার যোগ্য, রাজ ভোগ্য এবং রাজ অঙ্গরূপে বিবেচিত হয়।

৩। ঠিক এরূপেই, হে ভিক্ষুগণ, ছয় প্রকার গুণে গুণান্বিত ভিক্ষু আহ্বানীয় আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণার যোগ্য, শ্রদ্ধাঞ্জলি বা পূজার যোগ্য এবং জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র হয়। সেই ছয় প্রকার কী কী? যথা :

৪। এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু রূপের প্রতি ধৈর্যশীল হয়, শব্দের প্রতি ধৈর্যশীল হয়, গন্ধের প্রতি ধৈর্যশীল হয়, রসের প্রতি ধৈর্যশীল হয়, স্পর্শের প্রতি ধৈর্যশীল হয় এবং ধর্ম বা চিত্ত স্বভাবের প্রতি ধৈর্যশীল হয়। ভিক্ষুগণ, এই ছয় প্রকার গুণে গুণান্বিত ভিক্ষু আহ্বানীয়, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণার যোগ্য, শ্রদ্ধাঞ্জলি বা পূজার যোগ্য এবং জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র হয়।"

দ্বিতীয় সুবংশীয় সূত্র সমাপ্ত

(ছ) ততিয আজানীয সুত্তং/তৃতীয় সুবংশীয় সূত্র

৭.১। হে ভিক্ষুগণ, ছয় প্রকার গুণে গুণান্বিত রাজার উত্তম বংশজাত ভদ্র, অশ্ব রাজার যোগ্য, রাজ ভোগ্য, এবং রাজ অঙ্গরূপে বিবেচিত হয়। সেই ছয় প্রকার কী কী? যথা :

২। এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, রাজার সুবংশীয় ভদ্র, অশ্ব রূপের প্রতি সহনশীল হয়, শব্দের প্রতি সহনশীল হয়, গন্ধের প্রতি সহনশীল হয়, রসের প্রতি সহনশীল হয়, স্পর্শের প্রতি সহনশীল হয় এবং বেগবান (বা গতিসম্পন্ন) হয়।

৩। ঠিক এরূপেই, হে ভিক্ষুগণ, ছয় প্রকার গুণে গুণান্বিত ভিক্ষু আহ্বানীয়, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণার যোগ্য, শ্রদ্ধাঞ্জলি বা পূজার যোগ্য এবং জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র হয়। সেই ছয় প্রকার কী কী? যথা :

৪। এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু রূপের প্রতি ধৈর্যশীল হয়, শব্দের প্রতি ধৈর্যশীল হয়, গন্ধের প্রতি ধৈর্যশীল হয়, রসের প্রতি ধৈর্যশীল হয়, স্পর্শের প্রতি ধৈর্যশীল হয় এবং ধর্ম বা চিত্ত স্বভাবের প্রতি ধৈর্যশীল হয়। ভিক্ষুগণ, এই ছয় প্রকার গুণে গুণান্বিত ভিক্ষু আহ্বানীয় আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণার যোগ্য, শ্রদ্ধাঞ্জলি বা পূজার যোগ্য এবং জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র হয়।"

তৃতীয় সুবংশীয় সূত্র সমাপ্ত

(জ) অনুত্তরিয সুত্তং– সর্বশ্রেষ্ঠ সূত্র

৮.১। "হে ভিক্ষুগণ, ছয় প্রকার শ্রেষ্ঠত্ব[1] রয়েছে। সেই ছয় প্রকার কী কী? যথা :

২। দর্শনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ[2], শ্রবণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, লাভের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, শিক্ষার মধ্যে শ্রেষ্ঠ, পরিচর্যার মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং গুণ অনুস্মরণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ভিক্ষুগণ, এই ছয় প্রকার শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে।"

সর্বশ্রেষ্ঠ সূত্র সমাপ্ত

(ঝ) অনুস্সতিট্ঠান[1] সুত্তং Íঅনুস্মৃতির বিষয় সূত্র

৯.১। "হে ভিক্ষুগণ, ছয় প্রকার অনুস্মৃতির বিষয় রয়েছে। সেই ছয় প্রকার কী কী? যথা :

২। বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, এই ছয় প্রকার অনুস্মৃতির বিষয় রয়েছে।"

অনুস্মৃতির বিষয় সূত্র সমাপ্ত

(ঞ) মহানাম সুত্তং Íমহানাম সূত্র

১০.১। একসময় ভগবান শাক্যদের[2] কপিলাবস্তুর[3] সন্নিকটস্থ

---

[1] **শ্রেষ্ঠত্ব** বা পালিতে **অনুত্তরিযানি**। বিস্তৃতার্থের জন্য দেখুন এই নিপাতের ৩০ নং সূত্র; P.T.S. সম্পাদিত দীর্ঘ নিকায়, তৃতীয় খণ্ড, ২৫০, ২৮১। তুলনীয় মধ্যম নিকায়, প্রথম খণ্ড, ২৩৫; দীর্ঘ নিকায়, তৃতীয় খণ্ড ২১৯।

[2] অথকথা মতে, শ্রদ্ধাপূর্ণ ও তন্ময় চিত্তে তথাগত, ভিক্ষুসংঘ কিংবা অশুভ ভাবনাদির নিমিত্ত দর্শনকে **'দস্সনানুত্তরিযং'** বা শ্রেষ্ঠ দর্শন বলা হয়। ত্রিরত্নের গুণ বর্ণনা কিংবা ত্রিপিটকস্থ বুদ্ধ বচন শ্রদ্ধাপূর্ণ চিত্তে শ্রবণ করাকে শ্রবণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সপ্তবিধ আর্যধন লাভকে শ্রেষ্ঠ লাভ, ত্রিবিধ শিক্ষা পূর্ণ করাকে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, ত্রিরত্ন সেবাকে শ্রেষ্ঠ সেবা বা পরিচর্যা এবং অনুস্মরণের মধ্যে ত্রিরত্নের গুণ স্মরণ করাকেই শ্রেষ্ঠ বলা হয়।

[1] **অনুস্সতি** নামধেয় অত্র সূত্রটির সাথে এই নিপাতের ১০ ও ২৫ নং সূত্রের বিষয়বস্তু একই এবং এই সূত্রের আলোচ্য বিষয় ২৫ নং সূত্রে বিস্তারিতভাবে নিবদ্ধ হয়েছে। তুলনীয়– দীর্ঘ নিকায়, তৃতীয় খণ্ড, ২৫০; অঙ্গুত্তর নিকায়, প্রথম খণ্ড, ২০৭, ৫ম খণ্ড, ৩২৯।

[2] **শাক্য** শব্দটি একটি গোত্র বিশেষের নাম। তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধ তার অন্তিম জন্মে এই শাক্যকুলেজন্ম গ্রহণ করেছিলেন। শাক্যদের আদি পুরুষের নাম হচ্ছে **রাজা ওক্কাকা**। শাক্যদের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে দেখুন– দীর্ঘ নিকায়, শীল স্কন্ধ বর্গ, অম্বট্ঠ সূত্র, অনুবাদকঃ ধর্মরত্ন মহাথেরো।

[3] **কপিলাবস্তু** হচ্ছে সিদ্ধার্থের পিতা শুদ্ধোদনের রাজধানী। নেপালের অন্তর্গত লুম্বিনী অথবা বি, এন, ডবণ্ডু. রেলওয়ের সোহরটগর ষ্টেশন হতে সেখানে যেতে হয়। জাতক ৪র্থ

নিগ্রোধারামে[4] অবস্থান করছিলেন। অনন্তর মহানাম শাক্য ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন পূর্বক একপাশে উপবেশন করলেন। অতঃপর একান্তে উপবিষ্ট মহানাম শাক্য[1] ভগবানকে এরূপ বললেন :

২। "ভন্তে[2], যে আর্যশ্রাবক আগতফল ও বিজ্ঞাত শাসন[3], তিনি কিরূপ জীবন যাপন হেতু বহুলরূপে অবস্থান করেন?"

৩। "হে মহানাম, যে আর্যশ্রাবক আগতফল ও বিজ্ঞাত শাসন, তিনি এরূপে জীবন যাপন হেতু বহুলরূপে অবস্থান করেন। যথা, মহানাম, এক্ষেত্রে

খণ্ডের **কন্হ জাতকটি** কপিলাবস্তুতে অবস্থানকালে তথাগত দেশনা করেন। রোহিনী নদীর জল বন্টন নিয়ে শাক্য ও কোলিয়দের মধ্যে উৎপন্ন বিবাদ নিরসনের জন্য বুদ্ধ অত্তদন্ড জাতক সহ ফন্দন, দদ্দভ, লটুকিক, রুক্খ ধম্ম, এবং বট্টক জাতক সমূহ দেশনা করেন এই কপিলাবস্তুতেই। কপিলাবস্তু নিগ্রোধারামে অবস্থানকালে রাজা শুদ্ধোদনের অনুরোধে তথাগত মাতৃ-পিতৃ অনুমতিতে প্রব্রজ্যা প্রদান বিষয়ক বিনয় বিধান করেন (বিনয় পিটক, মহাবর্গ, ৯২পৃ. অনুবাদক: প্রজ্ঞানন্দ স্থবির)।

[4] **নিগ্রোধারাম** হচ্ছে কপিলাবস্তুর নিকটস্থ অরণ্য বিহার। অভিসম্বুদ্ধ প্রাপ্তির প্রথম বছর পর তথাগত কপিলাবস্তুতে আসলে এই আরামটি নির্মিত হয় (মধ্যম নিকায় অথকথা, প্রথম খণ্ড, ২৮৯পৃ.)। নিগ্রোধ নামক জনৈক শাক্য এটা বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু সংঘের উদ্দেশ্যে দান করেন বিধায় নিগ্রোধারাম নামে এটা খ্যাত হয়। আচার্য বুদ্ধঘোষের মতে, কালক্ষেম নামক জনৈক শাক্য নিগ্রোধারামের পাশে আলাদা বিহার নির্মাণ করেছিলেন (মধ্যম নিকায় অথকথা, দ্বিতীয় খণ্ড)।

[1] G.P. Malalsekhara –এর তথ্যানুযায়ী মহানাম শাক্য হলেন অমিতোদনের পুত্র কিন্তু মধ্যম নিকায় অথকথা মতে, মহানামের পিতা হচ্ছেন শুক্লোদন। তিনি অনুরুদ্ধের অগ্রজ এবং বুদ্ধের কাকাতো ভাই হতেন। অঙ্গুত্তর নিকায়, তিন নিপাতের মহানাম সূত্রটি এই মহানাম শাক্যকেই উপলক্ষ্য করে তথাগত দেশনা করেন। অঙ্গুত্তর নিকায়, এক নিপাতের ষষ্ঠ বর্গে উল্লেখ হয়েছে যে, মহানাম শাক্য উত্তম দানীয় বস্তু দানকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ (অঙ্গুত্তর নিকায়, পৃ. ৩২, অনুবাদক : সুমঙ্গল বড়ুয়া)। মহানাম শাক্যের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত ধর্মদেশনার মধ্যে সংযুক্ত নিকায় ৫ম খণ্ডের মহানাম শাক্য সুত্ত, ৩৭০ নং, ৩৭১ নং, ৪০৪ নং; অঙ্গুত্তর নিকায়, তৃতীয়, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ১০ নিপাতের মহানাম সূত্রাদি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

[2] সূত্রটির এই অংশ বিশুদ্ধিমার্গ *(Vism). Trsl. 257 ff.* এর সাথে তুলনীয়। *Gradual sayings, 1st part, pp.185-195,* –এ বিশাখার সাথে কথপোকথনের বিষয়বস্তুর সাথে সূত্রের এ অংশটির মিল রয়েছে।

[3] আর্যফলে আগত বিধায় আগত ফল এবং শিক্ষাত্রয়ী শাসনে বিজ্ঞাত বলে বিজ্ঞাত শাসন (অঙ্গুত্তর নিকায় অথকথা)।

আর্যশ্রাবক তথাগতকে অনুস্মরণ করেন, যথা : 'ইনি সেই ভগবান, অর্হৎ[1], সম্যকসম্বুদ্ধ[2], বিদ্যা আচরণ সম্পন্ন[3], সুগত[4], লোকবিদ্[1], অনুত্তর পুরুষদমনকারী সারথী,[2] দেব-মনুষ্যগণের শাস্তা,[3] বুদ্ধ[4] ভগবান।'

---

[1] **অরহত–** যস্মা রাগাদি সঙ্খাতা সব্বেপি অরযো হতা,
পঞ্ঞাসত্থেন নাথেন তস্মা'তি 'অরহং' মতো।।

লোকনাথ বুদ্ধ জ্ঞানাস্ত্রের দ্বারা রাগ-দ্বেষ মোহ প্রভৃতি অরি বা শত্রুকে হনন করেছেন। সেজন্য তিনি অরহত নামে পরিচিত। বিস্তৃতার্থ– সদ্ধর্ম রত্নাকর, ১২পৃ. ধর্মতিলক স্থবির; মহাপরিনির্বাণ সূত্র, ১৯৭পৃ. ধর্মরত্ন মহাথেরো; বিশুদ্ধিমার্গ, বুদ্ধানুস্মৃতি, ৮২পৃ. অনুবাদক শ্রমণ পূর্ণানন্দ স্বামী।

[2] **সম্মা+সং+বুদ্ধো= সম্মাসম্বুদ্ধো**। এখানে 'সম্মা' শব্দের দ্বারা পচ্চেক বুদ্ধ হতে মহৎ এবং 'সং' শব্দ দ্বারা শ্রাবকগণ হতেও বড় বলে প্রকাশ পাচ্ছে। অথবা 'সম্মা চ বুজ্ঝি সামঞ্চ বুজ্ঝি' সম্যক প্রকারে স্বয়ং গুরুর উপদেশ বিনা চতুরার্য সত্য বুঝেছিলেন বলে সয়ম্ভূ বা সম্যক সম্বুদ্ধ। বিস্তৃতার্থ দেখুন– সদ্ধর্ম রত্নাকর, ১৪পৃ. ধর্মতিলক স্থবির; মহাপরিনির্বাণ সূত্র, ১৯৮পৃ. ধর্মরত্ন মহাথেরো; বিশুদ্ধিমার্গ, বুদ্ধানুস্মৃতি, ৮৬পৃ.।

[3] তিনি আট প্রকার বিদ্যা এবং পনের প্রকার আচরণসম্পন্ন। ড. বেণীমাধব বড়ুয়া অনূদিত মধ্যম নিকায়, প্রথম খণ্ড, ভয়-ভৈরব সূত্র, ১৮পৃষ্ঠায় বিদ্যা আট প্রকার আর ধর্মরত্ন মহাথেরো অনূদিত দীর্ঘ নিকায়, শীলস্কন্ধ, ৯৪পৃ. অম্বট্ঠ সূত্রে বিদ্যা তিন প্রকার বলা হয়েছে। শ্রদ্ধা, লজ্জা, ভয়, বহুশ্রুতি, বীর্য, স্মৃতি ও প্রজ্ঞা এই সাতটি সদ্ধর্ম, ৪টি রূপাবচর ধ্যান এবং প্রাতিমোক্ষ সংবর শীল পালন, ইন্দ্রিয়সমূহে রক্ষণ জ্ঞান, ভোজনে মাত্রাজ্ঞতা ও জাগরণশীলতা- এই পনের প্রকার আচরণ দ্বারা আর্যশ্রাবকগণ নির্বাণের অভিমুখে গমন করেন। তদ্ধেতু চরণ বা আচরণ নামে কথিত হয়। বিস্তৃতার্থ- সদ্ধর্ম রত্নাকর, ১৫পৃ. ধর্মতিলক স্থবির; বিশুদ্ধিমার্গ, বুদ্ধানুস্মৃতি, ৮৭পৃ.।

[4] শোভন বা সুন্দর গমন হেতু, সুন্দর স্থানে গমন হেতু ও সম্যক প্রকারে নির্বাণগামী বলে সুগত। স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী, অনাগামী, ও অরহত্ব মার্গের দ্বারা যে কলুষসমূহ প্রহীন হয়েছে তা আর পুনরাগমন করে না বলে তিনি সুগত। দ্রঃ সদ্ধর্ম রত্নাকর, ১৭পৃ. ধর্মতিলক স্থবির; বিশুদ্ধিমার্গ, বুদ্ধানুস্মৃতি, ৮৮পৃ.।

[1] তিনি দুঃখময় পঞ্চস্কন্ধ লোক সম্বন্ধে জানেন, স্কন্ধ লোকোৎপত্তির হেতু ও তৃষ্ণাদির সমুদয় সম্বন্ধে জানেন। তার নিরোধ এবং নিরোধের উপায় সম্বন্ধে সর্বতোভাবে অবগত আছেন বলে লোকবিদ। দ্রঃ সদ্ধর্ম রত্নাকর, ১৭পৃ; বিশুদ্ধিমার্গ, বুদ্ধানুস্মৃতি, ৮৯পৃ.।

[2] তথাগত ভগবান তির্যক-মনুষ্য-অমনুষ্য সকলকে এমনকি দান্তকেও দমিত করেন। ওনার ন্যায় শ্রেষ্ঠতর নাই বিধায় তিনি অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথী নামে পরিচিত। দ্রঃ সদ্ধর্ম রত্নাকর, ২৫পৃ; বিশুদ্ধিমার্গ, ছয় অনুস্মৃতি নিদ্দেস, ৯৩পৃ.।

[3] বুদ্ধ ইহ-পরলৌকিক পরমার্থ শাসন দ্বারা সকলকে অনুশাসন করেন বলে শাস্তা। বিস্তৃতার্থ দেখুন– সদ্ধর্ম রত্নাকর, ২৫ পৃ; বিশুদ্ধিমার্গ, ছয় অনুস্মৃতি নিদ্দেস, ৯৪পৃ.।

মহানাম, যেই সময়ে একজন আর্যশ্রাবক তথাগতকে অনুস্মরণ করেন, সেই সময়ে তার চিত্ত রাগাসক্তিতে পর্যুদস্ত (বা পরাভূত) হয় না, দ্বেষ এবং মোহেও পর্যুদস্ত হয় না। তথাগতের গুণ অনুস্মরণের কারণে সেই সময়ে তার চিত্ত ঋজু হয়। ঋজু চিত্তসম্পন্ন আর্যশ্রাবক অর্থবেদ, ধর্মবেদ এবং ধর্ম সংযুক্ত প্রমোদিতভাব লাভ করেন। প্রমোদিত জনের প্রীতি উৎপন্ন হয়, প্রীতিপূর্ণ মন হেতু কায় প্রশান্ত হয়। প্রশান্ত কায়ে সুখ অনুভূত হয় এবং সুখী জনের চিত্ত সমাধি প্রাপ্ত হয়। ইহাকে বলা হয়, মহানাম, 'আর্যশ্রাবক লোভ-দ্বেষ-মোহাক্রান্ত সত্ত্বগণের মধ্যে তৎবিপরীত ভাব বা উপশান্ত হয়ে অবস্থান করেন, দুঃখীত সত্ত্বগণের মধ্যে নিদুঃখী হয়ে অবস্থান করেন এবং ধর্মশ্রোত্রে নিযুক্ত হয়ে বুদ্ধানুস্মৃতি অনুশীলন করেন।'

পুনশ্চ, মহানাম, আর্যশ্রাবক ধর্মগুণ অনুস্মরণ করেন, যথা : ''ভগবানের ধর্ম সুব্যাখ্যাত, স্বয়ং দর্শনযোগ্য, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণ প্রাপক, এবং বিজ্ঞ কর্তৃক প্রত্যক্ষনীয়।' মহানাম, যেই সময়ে একজন আর্যশ্রাবক ধর্মের গুণ অনুস্মরণ করেন, সেই সময়ে তার চিত্ত রাগাসক্তিতে পর্যুদস্ত হয় না, দ্বেষ এবং মোহেও পর্যুদস্ত হয় না। ধর্মের গুণ অনুস্মরণের কারণে সেই সময়ে তার চিত্ত ঋজু হয়। ঋজু চিত্তসম্পন্ন আর্যশ্রাবক অর্থবেদ, ধর্মবেদ এবং ধর্ম সংযুক্ত প্রমোদিত ভাব লাভ করেন। প্রমোদিত জনের প্রীতি উৎপন্ন হয়, প্রীতিপূর্ণ মন হেতু কায় প্রশান্ত হয়। প্রশান্ত কায়ে সুখ অনুভূত হয় এবং সুখী জনের চিত্ত সমাধি প্রাপ্ত হয়। ইহাকে বলা হয়, মহানাম, 'আর্যশ্রাবক লোভ-দ্বেষ-মোহাক্রান্ত সত্ত্বগণের মধ্যে তৎবিপরীত ভাব বা উপশান্ত হয়ে অবস্থান করেন, দুঃখীত সত্ত্বগণের মধ্যে নিদুঃখী হয়ে অবস্থান করেন এবং ধর্মশ্রোত্রে নিযুক্ত হয়ে ধর্মানুস্মৃতি ভাবিত করেন।'

পুনশ্চ, মহানাম, আর্যশ্রাবক সংঘের গুণ অনুস্মরণ করেন, যথা : 'ভগবানের শ্রাবক সংঘ সুপথে প্রতিপন্ন (বা অগ্রসরমান), ঋজু পথে প্রতিপন্ন, ন্যায় পথে প্রতিপন্ন, সমীচীন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবক সংঘ যুগ্ম হিসাবে চারি

---

[৩] সকল ধর্ম ভালোরূপে বুঝার ক্ষমতা রাখেন বলে বুদ্ধ, সর্বদর্শী বলে বুদ্ধ, ১০৮ প্রকার তৃষ্ণা বিনাশ করেছেন এজন্য বুদ্ধ। রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ ও ধর্ম এই ছয়প্রকার আলম্বনকে কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা, ও বিভবতৃষ্ণা ভেদে ত্রিগুণ করলে ৩৬প্রকার হয়। এই প্রত্যেকটি তৃষ্ণা বর্তমান, অতীত, ও ভবিষ্যৎ তৃষ্ণা অনুসারে গুণ করলে ৩৬×৩= ১০৮ প্রকার হয়। বিস্তৃতার্থ দেখুন : সদ্ধর্ম রত্নাকর, পৃ. ২৭।

যুগ্ম এবং পুদ্গল হিসাবে অষ্ট আর্য পুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান– আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয়্য, অঞ্জলি করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।' মহানাম, যেই সময়ে একজন আর্যশ্রাবক সংঘের গুণ অনুস্মরণ করেন, সেই সময়ে তার চিত্ত রাগাসক্তিতে পর্যুদস্ত হয় না, দ্বেষ এবং মোহেও পর্যুদস্ত হয় না। সংঘের গুণ অনুস্মরণের কারণে সেই সময়ে তার চিত্ত ঋজু হয়। ঋজু চিত্তসম্পন্ন আর্যশ্রাবক অর্থবেদ, ধর্মবেদ এবং ধর্ম সংযুক্ত প্রমোদিত ভাব লাভ করেন। প্রমোদিত জনের প্রীতি উৎপন্ন হয়, প্রীতিপূর্ণ মন হেতু কায় প্রশান্ত হয়। প্রশান্ত কায়ে সুখ অনুভূত হয় এবং সুখী জনের চিত্ত সমাধি প্রাপ্ত হয়। ইহাকে বলা হয়, মহানাম, 'আর্যশ্রাবক লোভ-দ্বেষ-মোহাক্রান্ত সত্ত্বগণের মধ্যে তৎবিপরীত ভাব বা উপশান্ত হয়ে অবস্থান করেন, দুঃখীত সত্ত্বগণের মধ্যে নিদুঃখী হয়ে অবস্থান করে এবং ধর্মশ্রোত্রে নিযুক্ত হয়ে সংঘানুস্মৃতি ভাবিত করেন।'

পুনশ্চ, মহানাম, আর্যশ্রাবক নিজের অখণ্ড, নিশ্চিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞজন কর্তৃক প্রশংসিত, অদূষিত এবং সমাধি লাভে সহায়ক শীলসমূহ অনুস্মরণ করেন। মহানাম, যেই সময়ে একজন আর্যশ্রাবক নিজের শীলগুণ অনুস্মরণ করেন, সেই সময়ে তার চিত্ত রাগাসক্তিতে পর্যুদস্ত হয় না, দ্বেষ এবং মোহেও পর্যুদস্ত হয় না। শীলগুণ অনুস্মরণের কারণে সেই সময়ে তার চিত্ত ঋজু হয়। ঋজু চিত্তসম্পন্ন আর্যশ্রাবক অর্থবেদ, ধর্মবেদ এবং ধর্ম সংযুক্ত প্রমোদিত ভাব লাভ করেন। প্রমোদিত জনের প্রীতি উৎপন্ন হয়, প্রীতিপূর্ণ মন হেতু কায় প্রশান্ত হয়। প্রশান্ত কায়ে সুখ অনুভূত হয় এবং সুখী জনের চিত্ত সমাধি প্রাপ্ত হয়। ইহাকে বলা হয়, মহানাম, 'আর্যশ্রাবক লোভ-দ্বেষ-মোহাক্রান্ত সত্ত্বগণের মধ্যে তৎবিপরীত ভাব বা উপশান্ত হয়ে অবস্থান করেন, দুঃখীত সত্ত্বগণের মধ্যে নিদুঃখী হয়ে অবস্থান করেন এবং ধর্মশ্রোত্রে নিযুক্ত হয়ে শীলানুস্মৃতি ভাবিত করেন।'

পুনশ্চ, মহানাম, আর্যশ্রাবক নিজের ত্যাগগুণ অনুস্মরণ করেন, যথা : 'সত্যিই তা আমার লাভ, সত্যিই তা আমার সুলব্ধ যে আমি মাৎসর্য মলে পর্যুদস্ত সত্ত্বগণের মধ্যে বিগত মাৎসর্য চিত্তে মুক্তত্যাগী, মুক্তহস্ত, অনুদানে রত, যাঞ্চা মাত্রই দানে প্রবৃত্ত এবং দান বন্টনে রত হয়ে গৃহবাস করছি। মহানাম, যেই সময়ে একজন আর্যশ্রাবক নিজের ত্যাগ গুণ অনুস্মরণ করেন, সেই সময়ে তার চিত্ত রাগাসক্তিতে পর্যুদস্ত হয় না, দ্বেষ এবং মোহেও পর্যুদস্ত

হয় না। ত্যাগগুণ অনুস্মরণের কারণে সেই সময়ে তার চিত্ত ঋজু হয়। ঋজু চিত্তসম্পন্ন আর্যশ্রাবক অর্থবেদ, ধর্মবেদ এবং ধর্ম সংযুক্ত প্রমোদিত ভাব লাভ করেন। প্রমোদিত জনের প্রীতি উৎপন্ন হয়, প্রীতিপূর্ণ মন হেতু কায় প্রশান্ত হয়। প্রশান্ত কায়ে সুখ অনুভূত হয় এবং সুখী জনের চিত্ত সমাধি প্রাপ্ত হয়। ইহাকে বলা হয়, মহানাম, 'আর্যশ্রাবক লোভ-দ্বেষ-মোহাক্রান্ত সত্ত্বগণের মধ্যে তৎবিপরীত ভাব বা উপশান্ত হয়ে অবস্থান করেন, দুঃখীত সত্ত্বগণের মধ্যে নিদুঃখী হয়ে অবস্থান করেন এবং ধর্মশ্রোত্রে নিযুক্ত হয়ে ত্যাগানুস্মৃতি ভাবিত করেন।'

পুনশ্চ, মহানাম, আর্যশ্রাবক দেবতানুস্মৃতি অনুস্মরণ করেন, যথা : 'চতুর্মহারাজিক দেবগণ, তাবত্রিংশবাসী দেবগণ, যামবাসী দেবগণ, তুষিত দেবগণ, নির্মাণরতি দেবগণ, পরনির্মিত বশবর্তী দেবগণ, ব্রহ্মকায়িক এবং তাদের ঊর্ধ্বতন দেবগণও রয়েছেন। যেরূপ শ্রদ্ধায় সুসমৃদ্ধ হয়ে সেই দেবগণ এখান হতে চ্যুত হয়ে তথায় উৎপন্ন হয়েছেন, সেরূপ শ্রদ্ধা আমার মধ্যেও বিদ্যমান। যেরূপ শ্রুতি, ত্যাগ, প্রজ্ঞায় সুসমৃদ্ধ হয়ে সেই দেবগণ এখান হতে চ্যুত হয়ে তথায় উৎপন্ন হয়েছেন সেরূপ শ্রুতি, ত্যাগ, ও প্রজ্ঞা আমার মধ্যেও বিদ্যমান।' মহানাম, যেই সময়ে একজন আর্যশ্রাবক নিজের এবং সেই দেবগণের শ্রদ্ধা, শ্রুতি, ত্যাগ, ও প্রজ্ঞা অনুস্মরণ করেন, সেই সময়ে তার চিত্ত রাগাসক্তিতে পর্যুদস্ত হয় না, দ্বেষ এবং মোহেও পর্যুদস্ত হয় না। নিজের এবং সেই দেবগণের শ্রদ্ধা, শ্রুতি, ত্যাগগুণ, ও প্রজ্ঞাগুণ অনুস্মরণের কারণে সেই সময়ে তার চিত্ত ঋজু হয়। ঋজু চিত্তসম্পন্ন আর্যশ্রাবক অর্থবেদ, ধর্মবেদ এবং ধর্ম সংযুক্ত প্রমোদিত ভাব লাভ করেন। প্রমোদিত জনের প্রীতি উৎপন্ন হয়, প্রীতিপূর্ণ মন হেতু কায় প্রশান্ত হয়। প্রশান্ত কায়ে সুখ অনুভূত হয় এবং সুখী জনের চিত্ত সমাধি প্রাপ্ত হয়। ইহাকে বলা হয়, মহানাম, 'আর্যশ্রাবক লোভ-দ্বেষ-মোহাক্রান্ত সত্ত্বগণের মধ্যে তৎবিপরীত ভাব বা উপশান্ত হয়ে অবস্থান করেন, দুঃখীত সত্ত্বগণের মধ্যে নিদুঃখী হয়ে অবস্থান করেন এবং ধর্মশ্রোত্রে নিযুক্ত হয়ে দেবতানুস্মৃতি ভাবিত করেন।'

৪। মহানাম, যে আর্যশ্রাবক আগতফল ও বিজ্ঞাত শাসন, তিনি এরূপ জীবন-যাপন হেতু বহুলরূপে অবস্থান করেন।"

মহানাম সূত্র সমাপ্ত

আহ্বানীয় বর্গ সমাপ্ত

তস্সুদ্দানং- সূত্রসূচি

দ্বে আহ্বানীয় সূত্র আর ইন্দ্রিয়, ও বল সূত্র,
আজানীয় ত্রয়, ও অনুস্মৃতির বিষয় সূত্র;
সর্বশ্রেষ্ঠ ও মহানাম সূত্রে আহ্বানীয় বর্গ সমাপ্ত।

২. সহানুভূতিশীল বর্গ

(ক) পঠম সারনীয সুত্তং[প্রথম স্মারনীয় সূত্র

১১.১। "হে ভিক্ষুগণ, ছয় প্রকার স্মারনীয় (সহানুভূতিশীল) ধর্ম আছে। সেই ছয় প্রকার কী কী? যথা :

২। এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর নিকট সব্রহ্মচারীদের প্রতি সম্মুখ ও পশ্চাতে মৈত্রীপূর্ণ কায়িক আচার বিদ্যমান থাকে। ইহা হচ্ছে সহানুভূতিশীল ধর্ম।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর নিকট সব্রহ্মচারীদের প্রতি সম্মুখ ও পশ্চাতে মৈত্রীপূর্ণ বাচনিক আচার বিদ্যমান থাকে। ইহাও সহানুভূতিশীল ধর্ম।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর নিকট সব্রহ্মচারীদের প্রতি সম্মুখ ও পশ্চাতে মৈত্রীপূর্ণ মানসিক সহানুভূতি বিদ্যমান থাকে। ইহাও সহানুভূতিশীল ধর্ম।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু যে সমস্ত লাভ ধর্মতঃ উৎপন্ন, ধর্মলব্ধ, অন্তত পিণ্ডচারণের মাধ্যমে কষ্টার্জিত; তা শীলবান সব্রহ্মচারীদের প্রতি সমদর্শী হয়ে এবং সমানভাবে ভাগ করে পরিভোগ করে। ইহাও সহানুভূতিশীল ধর্ম।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, যে সমস্ত শীলাদি অখণ্ড, নিশ্চিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞজন কর্তৃক প্রশংসিত, অদূষিত এবং সমাধি লাভে সহায়ক; সেরূপ শীলানুগত হয়ে ভিক্ষু তার সব্রহ্মচারীদের সম্মুখ ও পশ্চাতে অবস্থান করে। ইহাও সহানুভূতিশীল ধর্ম।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, যে সমস্ত দৃষ্টি আর্য, মুক্তিদাতা, তত্রস্থকর্মীর সম্যকরূপে দুঃখ ক্ষয়ের জন্য চালিত হয়, সেরূপ দৃষ্টির অনুগত হয়ে ভিক্ষু তার সব্রহ্মচারীদের সম্মুখ ও পশ্চাতে অবস্থান করে। ইহাও সহানুভূতিশীল ধর্ম। ভিক্ষুগণ, এই ছয় প্রকার সহানুভূতিশীল ধর্ম আছে।"

প্রথম সহানুভূতিশীল সূত্র সমাপ্ত

(খ) দুতিয সারনীয সুত্তং[দ্বিতীয় স্মারনীয় সূত্র

১২.১। "হে ভিক্ষুগণ, ছয় প্রকার স্মারনীয় বা সহানুভূতিশীল, প্রিয়করণ ও মান্যকরণের ধর্ম আছে, যা সদাশয় আচরণ করার জন্য, অবিবাদ, সমন্বয় এবং একীভাবের জন্যই পরিচালিত হয়। সেই ছয় প্রকার কী কী? যথা :

২। এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর নিকট সব্রহ্মচারীদের প্রতি সম্মুখ ও পশ্চাতে

মৈত্রীপূর্ণ কায়িক আচার বিদ্যমান থাকে। ইহা হচ্ছে সহানুভূতিশীল ধর্ম।
পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর নিকট সব্রহ্মচারীদের প্রতি সম্মুখ ও পশ্চাতে মৈত্রীপূর্ণ বাচনিক আচার বিদ্যমান থাকে। ইহাও সহানুভূতিশীল ধর্ম।
পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর নিকট সব্রহ্মচারীদের প্রতি সম্মুখ ও পশ্চাতে মৈত্রীপূর্ণ মানসিক সহানুভূতি বিদ্যমান থাকে। ইহাও সহানুভূতিশীল ধর্ম।
পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু যে সমস্ত লাভ ধর্মতঃ উৎপন্ন, ধর্মলব্ধ, অন্তত পিণ্ডচারণের মাধ্যমে কষ্টার্জিত, তা শীলবান সব্রহ্মচারীদের প্রতি সমদর্শী হয়ে এবং সমানভাবে ভাগ করে পরিভোগ করে। ইহাও সহানুভূতিশীল ধর্ম।
পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, যে সমস্ত শীলাদি অখণ্ড, নিশ্চিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞজন কর্তৃক প্রশংসিত, অদূষিত এবং সমাধি লাভে সহায়ক, সেরূপ শীলানুগত হয়ে ভিক্ষু তার সব্রহ্মচারীদের সম্মুখ ও পশ্চাতে অবস্থান করে। ইহাও সহানুভূতিশীল ধর্ম।
পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, যে সমস্ত দৃষ্টি আর্য, মুক্তিদাতা, তত্রস্থকর্মীর সম্যকরূপে দুঃখ ক্ষয়ের জন্য চালিত হয়, সেরূপ দৃষ্টির অনুগত হয়ে ভিক্ষু তার সব্রহ্মচারীদের সম্মুখ ও পশ্চাতে অবস্থান করে। ইহাও সহানুভূতিশীল ধর্ম।
ভিক্ষুগণ, এই ছয় প্রকার সহানুভূতিশীল, প্রিয়করণ ও মান্যকরণের ধর্ম আছে, যা সদাশয় আচরণ করার জন্য, অবিবাদ, সমন্বয় এবং একীভাবের জন্যই পরিচালিত হয়।”

দ্বিতীয় সহানুভূতিশীল সূত্র সমাপ্ত

(গ) নিস্‌সারণীয় সুত্তং/নিঃসরণীয় সূত্র

১৩.১। “হে ভিক্ষুগণ, নিঃসরণীয় ধাতু ছয় প্রকার। সেই ছয় প্রকার কী কী? যথা :
২। এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, কোন ভিক্ষু এরূপ বলে যে ‘মৈত্রীপূর্ণ চিত্তবিমুক্তি আমার ভাবিত, বহুলীকৃত, পরস্পরযুক্ত যান সদৃশ আয়ত্বাধীন, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অভ্যাসকৃত, অনুষ্ঠিত, পরিচিত এবং সু-আরব্ধ; অথচ ব্যাপাদ আমার চিত্তকে অভিভূত করে স্থিত হয়।’ তাকে এরূপ বলা উচিত- ‘তদ্রূপ নয়, হে আয়ুষ্মান, এরূপ বলো না, ভগবানকে এরূপে দোষারোপ করো না। ভগবানকে দোষারোপ করা উত্তম নয়। ভগবান এইরূপ বলেন নাই। হে আবুসো, ইহা অসম্ভব, এর কোন অবকাশ নাই যে এক জনের মৈত্রীপূর্ণ চিত্তবিমুক্তি ভাবিত, বহুলীকৃত, পরস্পরযুক্ত যান সদৃশ আয়ত্বাধীন, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অভ্যাসকৃত, অনুষ্ঠিত, পরিচিত এবং সু-আরব্ধ হলেও

ব্যাপাদ তার চিত্তকে অভিভূত করে স্থিত হয়। তা অসম্ভব। আবুসো, মৈত্রীপূর্ণ চিত্তবিমুক্তি-ই হচ্ছে ব্যাপাদের নিঃসরণ বা বিনাশ।'

৩। এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, কোন ভিক্ষু এরূপ বলে যে 'করুণার্দ্র চিত্তবিমুক্তি আমার ভাবিত, বহুলীকৃত, পরস্পরযুক্ত যান সদৃশ আয়ত্বাধীন, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অভ্যাসকৃত, অনুষ্ঠিত, পরিচিত এবং সু-আরব্ধ; অথচ বিক্ষোভ (বিহেসা) আমার চিত্তকে অভিভূত করে স্থিত হয়।' তাকে এরূপ বলা উচিত- 'তদ্রূপ নয়, হে আয়ুষ্মান, এরূপ বলো না, ভগবানকে এরূপে দোষারোপ করো না। ভগবানকে দোষারোপ করা উত্তম নয়। ভগবান এইরূপ বলেন নাই। হে আবুসো, ইহা অসম্ভব, এর কোন অবকাশ নাই যে এক জনের করুণার্দ্র চিত্তবিমুক্তি ভাবিত, বহুলীকৃত, পরস্পরযুক্ত যান সদৃশ আয়ত্বাধীন, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অভ্যাসকৃত, অনুষ্ঠিত, পরিচিত এবং সু-আরব্ধ হলেও বিক্ষোভ তার চিত্তকে অভিভূত করে স্থিত হয়। তা অসম্ভব। আবুসো, করুণার্দ্র চিত্তবিমুক্তি-ই হচ্ছে বিক্ষোভের নিঃসরণ বা বিনাশ।'

৪। এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, কোন ভিক্ষু এরূপ বলে যে 'মুদিতাপূর্ণ চিত্তবিমুক্তি আমার ভাবিত, বহুলীকৃত, পরস্পরযুক্ত যান সদৃশ আয়ত্বাধীন, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অভ্যাসকৃত, অনুষ্ঠিত, পরিচিত এবং সু-আরব্ধ; অথচ অরতি বা বিরোধভাব আমার চিত্তকে অভিভূত করে স্থিত হয়।' তাকে এরূপ বলা উচিত- 'তদ্রূপ নয়, হে আয়ুষ্মান, এরূপ বলো না, ভগবানকে এরূপে দোষারোপ করো না। ভগবানকে দোষারোপ করা উত্তম নয়। ভগবান এইরূপ বলেন নাই। হে আবুসো, ইহা অসম্ভব, এর কোন অবকাশ নাই যে এক জনের মুদিতাপূর্ণ চিত্তবিমুক্তি ভাবিত, বহুলীকৃত, পরস্পরযুক্ত যান সদৃশ আয়ত্বাধীন, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অভ্যাসকৃত, অনুষ্ঠিত, পরিচিত এবং সু-আরব্ধ হলেও অরতি বা বিরোধভাব তার চিত্তকে অভিভূত করে স্থিত হয়। তা অসম্ভব। আবুসো, মুদিতাপূর্ণ চিত্তবিমুক্তিই হচ্ছে অরতির নিঃসরণ বা বিনাশ।'

৫। এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, কোন ভিক্ষু এরূপ বলে যে 'উপেক্ষাপূর্ণ (সহগত) চিত্তবিমুক্তি আমার ভাবিত, বহুলীকৃত, পরস্পরযুক্ত যান সদৃশ আয়ত্বাধীন, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অভ্যাসকৃত, অনুষ্ঠিত, পরিচিত এবং সু-আরব্ধ; অথচ রাগ বা আসক্তি আমার চিত্তকে অভিভূত করে স্থিত হয়।' তাকে এরূপ বলা উচিত- 'তদ্রূপ নয়, হে আয়ুষ্মান, এরূপ বলো না, ভগবানকে এরূপে দোষারোপ করো না। ভগবানকে দোষারোপ করা উত্তম নয়। ভগবান

এইরূপ বলেন নাই। হে আবুসো, ইহা অসম্ভব, এর কোন অবকাশ নাই যে এক জনের উপেক্ষা সহগত চিত্তবিমুক্তি ভাবিত, বহুলীকৃত, পরস্পরযুক্ত যান সদৃশ আয়ত্বাধীন, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অভ্যাসকৃত, অনুষ্ঠিত, পরিচিত এবং সু-আরব্ধ হলেও রাগাসক্তি তার চিত্তকে অভিভূত করে স্থিত হয়। তা অসম্ভব। আবুসো, উপেক্ষাপূর্ণ চিত্তবিমুক্তি-ই হচ্ছে রাগাসক্তির নিঃসরণ বা বিনাশ।'

৬। এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, কোন ভিক্ষু এরূপ বলে যে 'অনিমিত্ত চিত্তবিমুক্তি[1] আমার ভাবিত, বহুলীকৃত, পরস্পরযুক্ত যান সদৃশ আয়ত্বাধীন, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অভ্যাসকৃত, অনুষ্ঠিত, পরিচিত এবং সু-আরব্ধ; অথচ আমার চিত্ত নিমিত্তানুসারী হয়।' তাকে এরূপ বলা উচিত- 'তদ্রূপ নয়, হে আয়ুষ্মান, এরূপ বলো না, ভগবানকে এরূপে দোষারোপ করো না। ভগবানকে দোষারোপ করা উত্তম নয়। ভগবান এইরূপ বলেন নাই। হে আবুসো, ইহা অসম্ভব, এর কোন অবকাশ নাই যে এক জনের অনিমিত্ত চিত্তবিমুক্তি ভাবিত, বহুলীকৃত, পরস্পরযুক্ত যান সদৃশ আয়ত্বাধীন, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অভ্যাসকৃত, অনুষ্ঠিত, পরিচিত এবং সু-আরব্ধ হলেও তার চিত্ত নিমিত্তানুসারী হয়। তা অসম্ভব। আবুসো, অনিমিত্ত চিত্তবিমুক্তি-ই হচ্ছে নিমিত্তের নিঃসরণ বা বিনাশ।'

৭। এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, কোন ভিক্ষু এরূপ বলে যে 'আমার 'আমিত্বভাব' বিগত, আমি নিজ মধ্যে 'ইহাই আমি'- এরূপ ভাব উপলব্ধি করি না; অথচ সন্দেহরূপ অনিশ্চয়তার শল্য আমার চিত্তকে অভিভূত করে স্থিত হয়।' তাকে এরূপ বলা উচিত- 'তদ্রূপ নয়, হে আয়ুষ্মান, এরূপ বলো না, ভগবানকে এরূপে দোষারোপ করো না। ভগবানকে দোষারোপ করা উত্তম নয়। ভগবান এইরূপ বলেন নাই। হে আবুসো, ইহা অসম্ভব, এর কোন অবকাশ নাই যে আমিত্বভাব বিগত এবং 'ইহাই আমি'-এর বিপরীতভাব উপলব্ধিকারীর চিত্তকে সন্দেহরূপ অনিশ্চয়তার শল্য অভিভূত করে স্থিত হয়। তা অসম্ভব। হে আবুসো, আমিত্ব ভাবরূপ মানের সমূলোৎপাটনই হচ্ছে সন্দেহরূপ অনিশ্চয়তার শল্যের নিঃসরণ।' ভিক্ষুগণ, এই ছয় প্রকার হচ্ছে নিঃসরনীয় ধাতু।"

নিঃসরণীয় ধাতু সূত্র সমাপ্ত

---

[1] **অনিমিত্ত চিত্ত বিমুক্তিঃ** অনিমিত্তচিত্তবিমুত্তীতি বলববিপস্সনা। অনিমিত্ত চিত্ত বিমুক্তি বলতে বলবর্তী বিদর্শনকে বুঝানো হচ্ছে।

(ঘ) ভদ্দক সুত্তং[1]মঙ্গলজনক সূত্র

১৪.১। তথায় আয়ুষ্মান শারিপুত্র[1] ভিক্ষুদেরকে "আবুসো ভিক্ষুগণ"- বলে আহ্বান করলেন। "হ্যাঁ আবুসো"- বলে সেই ভিক্ষুরা আয়ুষ্মান শারিপুত্রকে প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান শারিপুত্রকে এরূপ বললেন :

২। "আবুসোগণ, একজন ভিক্ষু এইরূপে তার জীবন গঠন করে, যে যে উপায়ে জীবন গঠন হেতু সে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে মরে এবং তার কালক্রিয়াও মঙ্গলজনক হয় না[1]। আবুসোগণ, কিরূপে একজন ভিক্ষু তার জীবন গঠন করে, যে যে উপায়ে জীবন গঠন হেতু সে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে মরে এবং তার কাল ক্রিয়াও মঙ্গলজনক হয় না?

৩। এক্ষেত্রে, আবুসোগণ, ভিক্ষু কর্ম তৎপরতায় আনন্দিত হয়, কর্মে রত, কর্ম আনন্দে অনুযুক্ত হয়; ভিক্ষু বাজে আলাপে আনন্দিত, বাজে আলাপে রত, বাজে আলাপাসক্তিতে অনুযুক্ত হয়; ভিক্ষু নিদ্রায় আনন্দিত, নিদ্রায় রত, নিদ্রা প্রীতিতে অনুযুক্ত হয়; ভিক্ষু অতিশয় সমাজ অনুরাগী, সামাজিক আনন্দোপভোগী, সামাজিক সঙ্গানন্দে অনুযুক্ত হয়; ভিক্ষু সংসর্গ প্রিয়, সংসর্গে রত, সংসর্গানন্দে অনুযুক্ত হয় এবং ভিক্ষু প্রপঞ্চে (মায়া) আনন্দিত, প্রপঞ্চরত, প্রপঞ্চানন্দে অনুযুক্ত হয়। এরূপেই, আবুসোগণ, একজন ভিক্ষু তার জীবন গঠন করে, যে যে উপায়ে জীবন গঠন হেতু সে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে মরে এবং তার কাল ক্রিয়াও মঙ্গলজনক হয় না। আবুসোগণ, এক বলা হয়– 'সৎকায়ে অভিরত (বা আত্মবাদী) ভিক্ষু সম্যকরূপে দুঃখের অন্ত সাধনের

---

[1] গৌতম বুদ্ধের প্রধান অগ্রশ্রাবক। ইনি ধর্মসেনাপতি নামেও খ্যাত। ভিক্ষুপূর্ববস্থায় ইনি উপতিষ্য নামে পরিচিত ছিলেন (মধ্যম নিকায়, প্রথম খণ্ড)। অত্থকথাচার্যদের মতে, উপতিষ্য তার জন্মজাত গ্রামের নাম এবং শারীপুত্র ছিলেন সেই গ্রাম প্রধানের পুত্র। অধিকন্তু, সেই উপতিষ্য গ্রামটি নালক নামেও পরিচিত। এটা নালন্দা ও ইন্দ্রশিলার মধ্যবর্তী। তার পিতার নাম ছিল বঙ্গান্ত ব্রাহ্মণ এবং মাতার নাম রূপসারী (ধর্মপদঅত্থকথা, দ্বিতীয় খণ্ড)। মাতার নামানুসারে তিনি সারী বা শারীপুত্র নামে পরিচিত হন। সংস্কৃত গ্রন্থে তার নাম এভাবে প্রদত্ত হয়েছে, যথা- সারিপুত্র, সালিপুত্র, সারিসুত, সারদ্বতীপুত্র। **সারিসম্ভব** নামটির ব্যবহারও অপাদান গ্রন্থে দেখা যায়। থেরগাথা, ৪৫৯পৃষ্ঠায় বিস্তৃতার্থ দেখুন।

[1] অত্থকথামতে, কালক্রিয়া মঙ্গলজনক হয় না বলতে, মরণান্তে অপায় গমনকে বুঝানো হচ্ছে।

জন্য সৎকায়কে পরিত্যাগ করে না।'

৪। আবুসোগণ, একজন ভিক্ষু এইরূপে তার জীবন গঠন করে, যে যে উপায়ে জীবন গঠন হেতু সে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে মরে না এবং তার কাল ক্রিয়াও মঙ্গলজনক হয়। আবুসোগণ, কিরূপে একজন ভিক্ষু তার জীবন গঠন করে, যে যে উপায়ে জীবন গঠন হেতু সে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে মরে না এবং তার কাল ক্রিয়াও মঙ্গলজনক হয়?

৫। এক্ষেত্রে, আবুসোগণ, ভিক্ষু কর্ম তৎপরতায় নিরানন্দিত হয়, কর্মে বিরত, কর্ম আনন্দে অননুযুক্ত হয়; ভিক্ষু বাজে আলাপে নিরানন্দিত, বাজে আলাপে বিরত, বাজে আলাপাসক্তিতে অননুযুক্ত হয়; ভিক্ষু নিদ্রায় নিরানন্দিত, নিদ্রায় বিরত, নিদ্রা প্রীতিতে অননুযুক্ত হয়; ভিক্ষু অতিশয় সমাজ অনুরাগী হয় না, সামাজিক আনন্দোপভোগী হয় না, সামাজিক সঙ্গানন্দে অননুযুক্ত হয়; ভিক্ষু অসংসর্গ প্রিয়, অসংসর্গে রত, অসংসর্গানন্দে অনুযুক্ত হয় এবং ভিক্ষু প্রপঞ্চে (মায়া) নিরানন্দিত, প্রপঞ্চে বিরত, প্রপঞ্চানন্দে অননুযুক্ত হয়। এরূপেই, আবুসোগণ, একজন ভিক্ষু তার জীবন গঠন করে, যে যে উপায়ে জীবন গঠন হেতু সে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে মরে না এবং তার কাল ক্রিয়াও মঙ্গলজনক হয়। আবুসোগণ, এক বলা হয়– 'নির্বাণে অভিরত ভিক্ষু সম্যকরূপে দুঃখের অন্ত সাধনের জন্য সৎকায়কে পরিত্যাগ করে।'"

"মৃগ শাবকের মতোন যেবা প্রপঞ্চে অভিরত,
মিথ্যে মায়ায় হচ্ছে যেজন সদা আবর্তিত;
তাদৃশ জন নাহি লভে নির্বাণ কদাচন,
অনুত্তর যোগক্ষেম হতে হয় ব্যর্থ আকিঞ্চন।"

মঙ্গলজনক সূত্র সমাপ্ত

(ঙ) অনুতপ্পিয় সুত্তং/অনুতপ্ত সূত্র

১৫.১। তথায় আয়ুষ্মান শারিপুত্র ভিক্ষুদেরকে "আবুসো ভিক্ষুগণ"- বলে আহ্বান করলেন। "হ্যাঁ আবুসো"- বলে সেই ভিক্ষুরা আয়ুষ্মান শারিপুত্রকে প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান শারিপুত্র এরূপ বললেন :

২। "আবুসোগণ, একজন ভিক্ষু এইরূপে তার জীবন গঠন করে, যে যে উপায়ে জীবন গঠন হেতু সে মৃত্যুর দরুণ অনুতপ্ত হয়। আবুসোগণ, কিরূপে একজন ভিক্ষু তার জীবন গঠন করে, যে যে উপায়ে জীবন গঠন হেতু সে মৃত্যুর দরুণ অনুতপ্ত হয়?

৩। এক্ষেত্রে, আবুসোগণ, ভিক্ষু কর্ম তৎপরতায় আনন্দিত হয়, কর্মে রত, কর্ম আনন্দে অনুযুক্ত হয়; ভিক্ষু বাজে আলাপে আনন্দিত, বাজে আলাপে রত, বাজে আলাপাসক্তিতে অনুযুক্ত হয়; ভিক্ষু নিদ্রায় আনন্দিত, নিদ্রায় রত, নিদ্রা প্রীতিতে অনুযুক্ত হয়; ভিক্ষু অতিশয় সমাজ অনুরাগী, সামাজিক আনন্দোপভোগী, সামাজিক সঙ্গানন্দে অনুযুক্ত হয়; ভিক্ষু সংসর্গ প্রিয়, সংসর্গে রত, সংসর্গানন্দে অনুযুক্ত হয় এবং ভিক্ষু প্রপঞ্চে (মায়া) আনন্দিত, প্রপঞ্চরত, প্রপঞ্চানন্দে অনুযুক্ত হয়। এরূপেই, আবুসোগণ, একজন ভিক্ষু তার জীবন গঠন করে, যে যে উপায়ে জীবন গঠন হেতু সে মৃত্যুর দরুণ অনুতপ্ত হয়। আবুসোগণ, এক বলা হয়– 'সৎকায়ে অভিরত (বা আত্মবাদী) ভিক্ষু সম্যকরূপে দুঃখের অন্ত সাধনের জন্য সৎকায়কে পরিত্যাগ করে না।'

৪। আবুসোগণ, একজন ভিক্ষু এইরূপে তার জীবন গঠন করে, যে যে উপায়ে জীবন গঠন হেতু সে মৃত্যুর দরুণ অনুতপ্ত হয় না। আবুসোগণ, কিরূপে একজন ভিক্ষু তার জীবন গঠন করে, যে যে উপায়ে জীবন গঠন হেতু সে মৃত্যুর দরুণ অনুতপ্ত হয় না?

৫। এক্ষেত্রে, আবুসোগণ, ভিক্ষু কর্ম তৎপরতায় নিরানন্দিত হয়, কর্মে বিরত, কর্ম আনন্দে অননুযুক্ত হয়; ভিক্ষু বাজে আলাপে নিরানন্দিত, বাজে আলাপে বিরত, বাজে আলাপাসক্তিতে অননুযুক্ত হয়; ভিক্ষু নিদ্রায় নিরানন্দিত, নিদ্রায় বিরত, নিদ্রা প্রীতিতে অননুযুক্ত হয়; ভিক্ষু অতিশয় সমাজ অনুরাগী হয় না, সামাজিক আনন্দোপভোগী হয় না, সামাজিক সঙ্গানন্দে অননুযুক্ত হয়; ভিক্ষু অসংসর্গ প্রিয়, অসংসর্গে রত, অসংসর্গানন্দে অনুযুক্ত হয় এবং ভিক্ষু প্রপঞ্চে (মায়া) নিরানন্দিত, প্রপঞ্চে বিরত, প্রপঞ্চানন্দে অননুযুক্ত হয়। এরূপেই, আবুসোগণ, একজন ভিক্ষু তার জীবন গঠন করে, যে যে উপায়ে জীবন গঠন হেতু সে মৃত্যুর দরুণ অনুতপ্ত হয় না। আবুসোগণ, একে বলা হয়– 'নির্বাণেঅভিরত ভিক্ষু সম্যকরূপে দুঃখের অন্ত সাধনের জন্য সৎকায়কে পরিত্যাগ করে'।"

"মৃগ শাবকের মতোন যেবা প্রপঞ্চে অভিরত,
মিথ্যে মায়ায় হচ্ছে যেজন সদা আবর্তিত;
তাদৃশ জন নাহি লভে নির্বাণ কদাচন,
অনুত্তর যোগক্ষেম হতে হয় ব্যর্থ আকিঞ্চন।"

অনুতপ্ত সূত্র সমাপ্ত

(চ) নকুলপিতু সুত্তং[1]নকুলপিতা[1] সূত্র

১৬.১। একসময় ভগবান ভগ্গরাজ্যের[2] সুংসুমার গিরির[3] ভেসকলাবনের মৃগদায়ে[4] অবস্থান করছিলেন। সেই সময়ে গৃহপতি নকুলপিতা পীড়িত, দুঃখিত এবং অত্যন্ত অসুস্থ ছিলেন। অনন্তর গৃহপত্নী নকুলমাতা গৃহপতি নকুলপিতাকে এরূপ বললেন :

২। "হে গৃহপতি, আপনি আশাপূর্ণ বা সতৃষ্ণ হয়ে মৃত্যুবরণ করবেন না। আশাপূর্ণ হয়ে কালগত হওয়া দুঃখজনক। আশাপূর্ণ হয়ে মৃত্যুবরণ করা ভগবান কর্তৃক গর্হিত। হয়তো বা, গৃহপতি, আপনার এরূপ চিন্তার উদ্রেক হতে পারে– 'হায়, গৃহপত্নী নকুলমাতা আমার মৃত্যুর পর পুত্রদের ভরণ-পোষণ করতে এবং ঘর-গৃহস্থালির কাজ কর্ম একা করতে সক্ষম হবে না।' গৃহপতি, তা এরূপ মনে করবেন না। গৃহপতি, আমি কার্পাস কাটায় এবং জট পাকানো লোম আচড়ানো কর্মে নিপুণ। আমি আপনার মৃত্যুর পর পুত্রদের ভরণ-পোষণ করতে এবং ঘর-গৃহস্থালির কাজ কর্ম একা করতে সক্ষম। তাই, গৃহপতি, আপনি আশাপূর্ণ বা সতৃষ্ণ হয়ে মৃত্যুবরণ করবেন

---

[1] **নকুলপিতা :** ভগ্গপ্রদেশের সুংসুমারগিরির জনৈক গৃহপতি। তদীয় পত্নীও নকুলমাতা নামে পরিচিত ছিল। এই নকুলপিতা ও মাতা পাঁচশ জন্মব্যাপী বুদ্ধের বোধিসত্ত্বাবস্থায় মাতা-পিতা ছিলেন। এবং বহু জন্মে নিকট আত্মীয়রূপে জন্ম নেন। অঙ্গুত্তর নিকায়, এক নিপাতের ৬ষ্ঠ বর্গে নকুলপিতাকে এবং সপ্তম বর্গে নকুলমাতাকে বুদ্ধ বিশ্বস্তদের মধ্যে অগ্রগণ্য অভিধায় ভূষিত করেন (অঙ্গুত্তর নিকায়, প্রথম খণ্ড, সুমঙ্গল বড়ুয়া)। সংযুক্ত নিকায়ের তৃতীয় ও ৪র্থ খণ্ডে নকুলপিতার সঙ্গে বুদ্ধের কথোপকথন দৃষ্ট হয়।

[2] বৈশালী এবং শ্রাবস্তীর পাশেই অবস্থিত এই জনপদ। তথাগত তার ধর্ম পরিক্রমায় বহুবার এই জনপদে আসেন (অঙ্গুত্তর নিকায়, ৪র্থ নিপাত, ৭ম নিপাত ইত্যাদি)। তথাগত এই রাজ্যে ভিক্ষুদের বিনয় সংক্রান্ত তিনটি বিষয় প্রজ্ঞাপ্ত করেন (বিনয়গ্রন্থ, ৫ম খণ্ড)। মধ্যম নিকায় প্রথম খণ্ডে উল্লেখ আছে, এই ভগ্গরাজ্যে অবস্থানকালে মৌদ্গাল্যায়ন স্থবিরের তলপেটে মার প্রবেশ করেছিল অন্তরায়ের নিমিত্তে (মধ্যম নিকায়, প্রথম খণ্ড, মার তর্জন সূত্র, ৩৫৪ পৃ. অনুবাদক : বেণীমাধব বড়ুয়া)।

[3] সুংসুমার গির নামক নগর। এই নগর স্থাপনের সময় শিশুমার শব্দ করেছিল বলে সুংসুমার গির নামে অভিহিত হয় (মধ্যম নিকায় অত্থকথা, প্রথম খণ্ড, অনুমান সূত্র বর্ণনা)।

[4] এটা ভগ্গ রাজ্যের অন্তর্গত অরণ্য বিশেষ। সংযুক্ত নিকায় অত্থকথা, দ্বিতীয় খণ্ড মতে, ভেসকলা নাম্নী যক্ষিণী পরিগৃহীত ছিল বিধায় অরণ্যটি ভেসকলাবন নামে পরিচিতি লাভ করে। মৃগদায় বলতে হরিণ বিচরণ ক্ষেত্র।

না। আশাপূর্ণ হয়ে কালগত হওয়া দুঃখজনক। আশাপূর্ণ হয়ে মৃত্যুবরণ করা ভগবান কর্তৃক গর্হিত।

হয়তো বা, গৃহপতি, আপনার এরূপ চিন্তার উদ্রেক হতে পারে– 'গৃহপত্নী নকুলমাতা আমার মৃত্যুর পর অন্যের ঘরণী হবে।' গৃহপতি, তা এরূপ মনে করবেন না। আমি এবং আপনিও জানেন যে কিভাবে আমরা দু'জনে একত্রে ষোল বৎসর গৃহস্থ্য জীবনে ব্রহ্মচর্য আচরণ করছি। তাই, গৃহপতি, আপনি আশাপূর্ণ বা সতৃষ্ণ হয়ে মৃত্যুবরণ করবেন না। আশাপূর্ণ হয়ে কালগত হওয়া দুঃখজনক। আশাপূর্ণ হয়ে মৃত্যুবরণ করা ভগবান কর্তৃক গর্হিত।

হয়তো বা, গৃহপতি, আপনার এরূপ চিন্তার উদ্রেক হতে পারে– 'গৃহপত্নী নকুলমাতা আমার মৃত্যুর পর ভগবান ও ভিক্ষুসংঘের দর্শনকামী হবে না।' গৃহপতি, তা এরূপ মনে করবেন না। সত্যিই, গৃহপতি, আপনার মৃত্যুর পর আমি ভগবান ও ভিক্ষুসংঘের অধিকতর দর্শনকামী হব। তাই, গৃহপতি, আপনি আশাপূর্ণ বা সতৃষ্ণ হয়ে মৃত্যুবরণ করবেন না। আশাপূর্ণ হয়ে কালগত হওয়া দুঃখজনক। আশাপূর্ণ হয়ে মৃত্যুবরণ করা ভগবান কর্তৃক গর্হিত।

হয়তো বা, গৃহপতি, আপনার এরূপ চিন্তার উদ্রেক হতে পারে– 'গৃহপত্নী নকুলমাতা আমার মৃত্যুর পর শীলাদি পরিপূর্ণকারীনি হবে না।' গৃহপতি, তা এরূপ মনে করবেন না। সেই ভগবানের শ্বেত বসনধারী গৃহী শিষ্যা যতজন শীল পরিপূর্ণকারীনি রয়েছেন, আমি তাদের মধ্যে অন্যতরা। যার সে বিষয়ে সন্দেহ বা অনিশ্চয়তা রয়েছে সে ভগবানের নিকট গমন পূর্বক জিজ্ঞাসা করুক। অধিকন্তু সেই ভগবান, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ এখন ভগ্ন রাজ্যের সুংসুমার গিরির ভেসকলাবনের মৃগদায়ে অবস্থান করছেন। তাই, গৃহপতি, আপনি আশাপূর্ণ বা সতৃষ্ণ হয়ে মৃত্যুবরণ করবেন না। আশাপূর্ণ হয়ে কালগত হওয়া দুঃখজনক। আশাপূর্ণ হয়ে মৃত্যুবরণ করা ভগবান কর্তৃক গর্হিত।

হয়তো বা, গৃহপতি, আপনার এরূপ চিন্তার উদ্রেক হতে পারে– 'গৃহপত্নী নকুলমাতা অধ্যাত্ম চিত্ত সমাধিলাভী নয়।' গৃহপতি, তা এইরূপ মনে করবেন না। গৃহপতি, সেই ভগবানের শ্বেত বসনধারী গৃহী শিষ্যা যতজন অধ্যাত্ম চিত্ত সমাধিলাভী রয়েছেন, আমি তাদের মধ্যে অন্যতরা। যার সে বিষয়ে সন্দেহ বা অনিশ্চয়তা রয়েছে সে ভগবানের নিকট গমন পূর্বক তা জিজ্ঞাসা করুক। অধিকন্তু সেই ভগবান, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ এখন ভগ্ন রাজ্যের

সুংসুমার গিরির ভেসকলাবনের মৃগদায়ে অবস্থান করছেন। তাই, গৃহপতি, আপনি আশাপূর্ণ বা সতৃষ্ণ হয়ে মৃত্যুবরণ করবেন না। আশাপূর্ণ হয়ে কালগত হওয়া দুঃখজনক। আশাপূর্ণ হয়ে মৃত্যুবরণ করা ভগবান কর্তৃক গর্হিত।

হয়তো বা, গৃহপতি, আপনার এরূপ চিন্তার উদ্রেক হতে পারে– 'গৃহপত্নী নকুলমাতা এই ধর্ম-বিনয়ে সম্পূর্ণরূপে যুক্ত, প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত, আশ্বাস প্রাপ্ত, সন্দেহোতীর্ণ, বিগতশঙ্কা, বৈশারদ্য প্রাপ্ত ও স্বাধীন নয় এবং শাস্তার শাসনে অবস্থান করে না।' গৃহপতি, তা এইরূপ মনে করবেন না। গৃহপতি, সেই ভগবানের শ্বেত বসনধারী গৃহী শিষ্যা যতজন এই ধর্ম-বিনয়ে সম্পূর্ণরূপে যুক্ত, প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত, আশ্বাস প্রাপ্ত, সন্দেহোতীর্ণ, বিগতশঙ্কা, বৈশারদ্য প্রাপ্ত ও স্বাধীন এবং শাস্তার শাসনে অবস্থান করে, আমি তাদের অন্যতরা। যার সে বিষয়ে সন্দেহ বা অনিশ্চয়তা রয়েছে সে ভগবানের নিকট গমন পূর্বক তা জিজ্ঞাসা করুক। অধিকন্তু সেই ভগবান, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ এখন ভগ্ন রাজ্যের সুংসুমার গিরির ভেসকলাবনের মৃগদায়ে অবস্থান করছেন। তাই, গৃহপতি, আপনি আশাপূর্ণ বা সতৃষ্ণ হয়ে মৃত্যুবরণ করবেন না। আশাপূর্ণ হয়ে কালগত হওয়া দুঃখজনক। আশাপূর্ণ হয়ে মৃত্যুবরণ করা ভগবান কর্তৃক গর্হিত।"

৩। অতঃপর গৃহপত্নী নকুলমাতা কর্তৃক এরূপ উপদেশ দ্বারা উপদিষ্ট হয়ে নকুলপিতার সেই অসুখ উপশম হল। গৃহপতি নকুলপিতা সেই অসুখ হতে মুক্ত হলেন। এভাবে গৃহপতি নকুলপিতার সেই অসুখ প্রহীণ হল। তারপর গৃহপতি নকুলপিতা রোগমুক্ত হয়ে, রোগ মুক্তির অনতিবিলম্বে লাঠিতে ভর করে ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে একপাশে উপবেশন করলেন। একপার্শ্বে উপবিষ্ট গৃহপতি নকুলপিতাকে ভগবান এরূপ বললেন :

৪। "গৃহপতি, ইহা তোমার লাভ, ইহা তোমার সু-লব্ধ যে গৃহপত্নী নকুলমাতা অনুকম্পাকারীনি, হিতাকাঙ্খী, উপদেশ দানকারীনি, ও উপদেষ্টা। গৃহপতি, শ্বেতবসনধারী আমার যতজন গৃহী শিষ্যা শীল পরিপূর্ণকারীনি রয়েছে, তাদের মধ্যে গৃহপত্নী নকুলমাতা অন্যতরা। গৃহপতি, শ্বেতবসনধারী আমার যতজন গৃহী শিষ্যা অধ্যাত্ম চিত্ত সমাধিলাভী রয়েছে, তাদের মধ্যে গৃহপত্নী নকুলমাতা অন্যতরা। গৃহপতি,

শ্বেত বসনধারী আমার যতজন গৃহী শিষ্যা এই ধর্ম-বিনয়ে সম্পূর্ণরূপে যুক্ত, প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত, আশ্বাস প্রাপ্ত, সন্দেহোতীর্ণ, বিগতশঙ্কা, বৈশারদ্য প্রাপ্ত ও স্বাধীন এবং শাস্তার শাসনে অবস্থান করে, তাদের গৃহপত্নী নকুলমাতা অন্যতরা। সত্যিই, গৃহপতি, ইহা তোমার লাভ, ইহা তোমার সুলব্ধ যে গৃহপত্নী নকুলমাতা অনুকম্পাকারীনি, হিতাকাঙ্খী, উপদেশ দানকারীনি, ও উপদেষ্টা।"

নকুল পিতা সূত্র সমাপ্ত

(ছ) সোপ্প সুত্তং[1]নিদ্রা সূত্র

১৭.১। একসময় ভগবান শ্রাবস্তীর নিকটস্থ জেতবনে অনাথপিন্ডিক নির্মিত আরামে অবস্থান করছিলেন। অনন্তর ভগবান সায়াহ্নকালে নির্জনতারূপ ধ্যান হতে উত্থিত হয়ে উপস্থান শালা বা সভাগৃহে গমনপূর্বক প্রজ্ঞাপ্ত আসনে উপবেশন করলেন। আয়ুষ্মান শারিপুত্রও সান্ধ্য সময়ে নির্জনতারূপ ধ্যান হতে উত্থিত হয়ে উপস্থান শালা বা সভাগৃহে গমনপূর্বক ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। অনুরূপভাবে আয়ুষ্মান মহামৌদ্যগলায়ন[1], আয়ুষ্মান মহাকশ্যপ[2], আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়ন[3],

---

[1] **মহামৌদ্গল্যায়ন** হচ্ছেন বুদ্ধের দ্বিতীয় অগ্রশ্রাবক। তিনি রাজগৃহের নিকটস্থ কোলিত গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তার মাতার নাম ছিল মোগ্গলী ব্রাহ্মণী এবং তার পিতা ছিলেন গ্রামের প্রধান গৃহপতি। বুদ্ধের অপর প্রধান অগ্রশ্রাবক শারীপুত্রের সাথে মৌদ্গল্যায়নের পরিবার সাত প্রজন্ম ধরে এক সুদৃঢ় বন্ধুত্বতা রক্ষা করে আসছিল। আর সে সুবাদে তারা দুজনও ছোটকাল হতে বেশ ঘনিষ্ট ছিল। থেরগাথা, ৫১৪ পৃ. বিস্তৃতার্থ দ্রষ্টব্য।

[2] **মহাকশ্যপ** ছিলেন ভগবান বুদ্ধের প্রথম মহাশ্রাবক। গৃহীকলে তার নাম ছিল পিপ্ফলী মানব। তিনি ব্রহ্মলোক হতে চ্যুত হয়ে মগধ রাজ্যের অন্তর্গত মহাতীর্থ ব্রাহ্মণ গ্রামে ব্রাহ্মণ মহাশালকুলে জন্ম নেন। অঙ্গুত্তর নিকায়, প্রথম নিপাতের এতদগ্গ বর্গের প্রথম বর্গে বুদ্ধ মহাকশ্যপকে ধুতাঙ্গজীবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অভিধায় ভূষিত করেন (অঙ্গুত্তর নিকায়, প্রথম খণ্ড, ৩০পৃ. অনুবাদক সুমঙ্গল বড়ুয়া)। সংযুক্ত নিকায়ের নিদান বর্গ, কশ্যপ সংযুক্ত, পৃ.২৮৬ (অনুবাদক শীলানন্দ ব্রহ্মচারী)-এ দেখা যায়, তথাগত মহাকশ্যপ স্থবিরের ধুতাঙ্গ পালন বিষয়ে প্রশংসা বাক্য ভাষণ করছেন। থেরগাথা, পৃ. ৪৮৬-এ বিস্তৃতার্থ দেখুন।

[3] **মহাকাত্যায়ন স্থবির** সংক্ষিপ্ত বিষয় বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিল (অঙ্গুত্তর নিকায়, ১নিপাত, ৩০ পৃ. অনু. সুমঙ্গল বড়ুয়া)। বুদ্ধের অশীতি মহাশ্রাবকদের মধ্যে তিনি অন্যতম ছিলেন। উজ্জেনীর রাজা চন্ডপ্রদ্যোতের পুরোহিতের গৃহে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। সুবর্ণময় দেহবর্ণের জন্য কাঞ্চন মানব এবং গোত্রের নাম কচ্চান বা কাত্যায়ন হওয়ায় তিনি কাত্যয়িন নামেও প্রসিদ্ধি লাভ করেন। অপাদান গ্রন্থ, দ্বিতীয় খণ্ডে দেখা যায়, কাত্যায়ন

আয়ুষ্মান মহাকোট্ঠিক[4], আয়ুষ্মান মহাচুন্দ, আয়ুষ্মান মহাকপ্পিন, আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ, আয়ুষ্মান রেবত, এবং আয়ুষ্মান আনন্দও সান্ধ্য সময়ে নির্জনতারূপ ধ্যান হতে উত্থিত হয়ে উপস্থানশালা বা সভাগৃহে গমনপূর্বক ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। অতঃপর ভগবান রাত্রির বহুক্ষণ উপবিষ্টাবস্থায় সময় কাটিয়ে আসন হতে উঠে বিহার কক্ষে প্রবেশ করলেন। সেই আয়ুষ্মানগণও ভগবানের প্রস্থানের অনতিবিলম্বে আসন হতে উঠে নিজ নিজ কক্ষে প্রবেশ করলেন। তখন যে সকল ভিক্ষু নতুন, অচির প্রব্রজিত, এই ধর্ম-বিনয়ে অধুনাগত; তারা সূর্যোদয়ের পরও সশব্দে নিশ্বাস ফেলে ঘুমাতে লাগল। ভগবান অমানুষিক, বিশুদ্ধ দিব্যনেত্র দ্বারা সেই ভিক্ষুদের সূর্যোদয়ের পরও নাক ডেকে ডেকে ঘুমাতে দেখলেন। তা দেখে সভাগৃহে গমনপূর্বক প্রজ্ঞাপ্ত আসনে উপবেশন করলেন। উপবিষ্ট হয়ে ভগবান ভিক্ষুদের ডেকে বললেন :

২। "হে ভিক্ষুগণ, শারিপুত্র কোথায়? মৌদ্যগলায়ন কোথায়? মহাকশ্যপ, মহাকাত্যায়ন, মহাকোট্ঠিক, মহাচুন্দ[1], মহাকপ্পিন[2], অনুরুদ্ধ[1], রেবত[2]

স্থবিরের পিতার নাম তিরীটিবচ্ছ বা তিদিববচ্ছ এবং মাতার নাম চন্দপদুম। ৩১৮ পৃ. থেরগাথায় বিস্তৃতার্থ দ্রষ্টব্য।

[4] মহাকোট্ঠিক বা মহাকোট্ঠিত ছিলেন প্রতিসম্ভিদা তথা বিশেণ্ঢষণাত্বক প্রজ্ঞা প্রাপ্তদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন (অঙ্গুত্তর নিকায়, প্রথম খণ্ড, ৩১ পৃ, সুমঙ্গল বড়ুয়া; দীপবংস, ৪র্থ ও ৫ম খণ্ড, ওলর্ডেনবার্গ সম্পাদিত)। তিনি ৮০ জন মহাশ্রাবকদের মধ্যে ছিলেন অন্যতর। শ্রাবস্তীর ধনাঢ্য পরিবারে জন্মজাত এই স্থবিরের পিতার নাম অশ্বলায়ন এবং মাতার নাম ছিল চন্দ্রবতী। সংযুক্ত নিকায়, নিদান বর্গের নলকলাপিয় সুত্ত; খন্ধ বর্গের সীল সুত্ত; একই বর্গের সমুদয় ধর্ম বিষয়ক তিনটি সুত্ত; অস্সাদ বিষয়ক দুটি সুত্ত; সমুদয় বিষয়ক দুটি সুত্ত; এবং তিনটি অবিদ্যা ও বিদ্যা বিষয়ক সুত্তে মহাকোট্ঠিক স্থবিরকে প্রশ্নকর্তা এবং শারিপুত্র স্থবিরকে উত্তরদাতার ভূমিকায় দেখা যায়। থেরগাথা, পৃ. ৫-এ পূর্বযোগ দ্রষ্টব্য।

[1] মহাচুন্দ ছিলেন ধর্মসেনাপতি শারিপুত্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। শারিপুত্রের পরে প্রব্রজিত হয়ে তারই আশ্রয়ে ষড়াভিজ্ঞা সহ অরহত্ব ফল লাভ করেন (থেরগাথা, পৃ.১৫৮)। পালি সাহিত্যে মহাচুন্দ, চুল্লচুন্দ এবং চুন্দ সমনুদ্দেস নামে তিনটি নামের ব্যবহার রয়েছে। অথকথাচার্যদেরও এই তিনটি নাম নিয়ে সংশয়াপন্ন হতে দেখা যায়। বিস্ড়তার্থ দেখুন– *Pali Proper Names by G.P.Malalasekera,Vol.1.Page no. 878.*

[2] সুমঙ্গল বড়ুয়া অনূদিত অঙ্গুত্তর নিকায়, এক নিপাত, পৃ. ৩১–এ মহাকপ্পিন সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, ইনি বুদ্ধ শাসনে ভিক্ষুদের উপদেশ দানকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। বুদ্ধের

এবং আনন্দই[৩] বা কোথায়? ভিক্ষুগণ, স্থবির শ্রাবকেরা কোথায় গিয়েছে?"
"ভন্তে, ভগবানের প্রস্থানের অনতিবিলম্বে সেই আয়ুষ্মানগণও আসন হতে উঠে নিজ নিজ অবস্থান কক্ষে চলে গিয়েছিলেন।"
"তাহলে, ভিক্ষুগণ, তোমরাই এখন স্থবির (বা বয়োজেষ্ঠ্য)। কিন্তু তথাপি সূর্যোদয়ের পরও তোমরা সশব্দে নিশ্বাস ফেলে ঘুমাচ্ছো? ভিক্ষুগণ, তা তোমরা কিরূপ মনে কর, তা কি তোমরা দেখেছো কিংবা শুনেছো যে 'রাজরূপে অভিষিক্ত ক্ষত্রিয় রাজা যাবজ্জীবন রাজত্বকালে বিছানায় পড়ে থেকে, পাশ ফিরিয়ে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে, এবং আলস্য-তন্দ্রায় বিভোর হয়ে অবস্থান করে জনপ্রিয় ও জন নন্দিত হয়েছে?'"
"না ভন্তে, তা আমরা দেখিনি এবং শুনিও নাই।"
"সাধু ভিক্ষুগণ, আমার দ্বারাও তা দৃষ্ট কিংবা শ্রুত হয়নি যে– 'রাজরূপে অভিষিক্ত ক্ষত্রিয় রাজা যাবজ্জীবন রাজত্বকালে বিছানায় পড়ে থেকে, পাশ ফিরিয়ে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে, এবং আলস্য-তন্দ্রায় বিভোর হয়ে অবস্থান করে জনপ্রিয় ও জননন্দিত হয়েছে।'

চেয়ে বয়সে জেষ্ঠ মহাকপ্পিন জন্ম গ্রহণ করেন কুক্কুটবতী রাজ্য হতে তিনশ যোজন দূরে সীমান্তবর্তী এক রাজ্যে।

[১] অনুরূদ্ধ বুদ্ধের আপন কাকাতো ভাই হতেন এবং তিনি ছিলেন শ্রাবক সংঘের মধ্যে অন্যতম। অনুরূদ্ধের পিতার নাম অমিতোদন শাক্য এবং তার বড় ভাইয়ের নাম মহানাম শাক্য। ধর্মরত্ন মহাথেরো অনূদিত মহাপরিনির্বাণ সুত্তং, পৃ. ২৪৮– এ উল্লেখ আছে অনুরূদ্ধের পিতার নাম শুক্লোদন। সঠিক কোনটি তা বিবেচ্য বিষয়। তথাগতের অনুপিয় আম্রকাননে অবস্থানকালে আনন্দ, ভৃগু, কিম্বিল, দেবদত্ত এবং নাপিত উপালি সহ অনুরূদ্ধ প্রব্রজিত হন (বিনয় গ্রন্থ, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৮০-৩; মহাবস্তু, তৃতীয় খণ্ড, ১৭৭; P.T.S সম্পাদনা)। বিস্তৃতার্থ থেরগাথা, ২৫৬ নং, পৃ. ৪৩৮ এবং রাজগুরু ধর্মরত্ন মহাথেরো অনূদিত মহাপরিনির্বাণ সুত্তং, পৃ. ২৪৮।

[২] অরণ্য বিহারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান প্রাপ্ত রেবত থেরো ছিলেন বুদ্ধের শ্রাবকদের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ (অঙ্গুত্তর নিকায়, ১ নিপাত, পৃ. ৩১; অনু-সুমঙ্গল বড়ুয়া)। তিনি শারিপুত্রের ভ্রাতা ছিলেন।

[৩] শুদ্ধোদনের ভ্রাতা অমিতোদন হচ্ছে আনন্দের পিতা আর মহানাম ও অনুরূদ্ধ সম্ভবত তার সৎভাই (249 p. vol.1, dic of pali proper names)। কিন্তু মহাবস্তু, তৃতীয় খণ্ড, ১৭৬ পৃ. দেখা যায় যে, শুক্লোদন হচ্ছে তার পিতা এবং দেবদত্ত ও উপধান হচ্ছে তার ভাই। বহুশ্রুত, স্মৃতিমান ইত্যাদির মধ্যে আনন্দ স্থবিরই শ্রেষ্ঠ বলে বুদ্ধ কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছেন (সুমঙ্গল বড়ুয়া অনূদিত, অঙ্গুত্তর নিকায়, এক নিপাত, ৩১ পৃ.।

ভিক্ষুগণ, তা তোমরা কিরূপ মনে কর, তা কি তোমাদের দৃষ্ট বা শ্রুত যে 'রাষ্ট্রীয় লোক যাবজ্জীবন রাষ্ট্রীয় কার্যে বহাল থাকার সময় বিছানায় পড়ে থেকে, পাশ ফিরিয়ে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে, এবং আলস্য-তন্দ্রায় বিভোর হয়ে অবস্থান করে অন্য রাষ্ট্রীয় লোকদের জনপ্রিয় ও জননন্দিত হয়েছে?'"

"না ভন্তে, তা আমরা দেখিনি এবং শুনিও নাই।"

"সাধু ভিক্ষুগণ, আমার দ্বারাও তা দৃষ্ট কিংবা শ্রুত হয়নি যে– 'রাষ্ট্রীয় লোক যাবজ্জীবন রাষ্ট্রীয় কার্যে বহাল থাকার সময় বিছানায় পড়ে থেকে, পাশ ফিরিয়ে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে, এবং আলস্য-তন্দ্রায় বিভোর হয়ে অবস্থান করে অন্য রাষ্ট্রীয় লোকদের জনপ্রিয় ও জন নন্দিত হয়েছে।'

ভিক্ষুগণ, তা তোমরা কিরূপ মনে কর, তা কি তোমাদের দৃষ্ট বা শ্রুত যে 'পৈতৃক সম্পত্তিতে জীবন যাপনকারী ব্যক্তি যাবজ্জীবন পৈতৃক সম্পত্তিতে জীবন যাপন করার সময় বিছানায় পড়ে থেকে, পাশ ফিরিয়ে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে, এবং আলস্য-তন্দ্রায় বিভোর হয়ে অবস্থান করে অন্যদের প্রিয় ও মনোজ্ঞ হয়েছে?'"

"না ভন্তে, তা আমাদের দ্বারা দৃষ্ট কিংবা শ্রুত নয়।"

"সাধু ভিক্ষুগণ, আমার দ্বারাও তা দৃষ্ট কিংবা শ্রুত হয়নি যে– 'পৈতৃক সম্পত্তিতে জীবন যাপনকারী ব্যক্তি যাবজ্জীবন পৈতৃক সম্পত্তিতে জীবন যাপন করার সময় বিছানায় পড়ে থেকে, পাশ ফিরিয়ে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে, এবং আলস্য-তন্দ্রায় বিভোর হয়ে অবস্থান করে অন্যদের প্রিয় ও মনোজ্ঞ হয়েছে।'

ভিক্ষুগণ, তা তোমরা কিরূপ মনে কর, তা কি তোমরা দেখেছো কিংবা শুনেছো যে 'সেনাপতি যাবজ্জীবন সেনাপতিত্ব করার সময় বিছানায় পড়ে থেকে, পাশ ফিরিয়ে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে, এবং আলস্য-তন্দ্রায় বিভোর হয়ে অবস্থান করে অন্য সেনাদের প্রিয় ও মনোজ্ঞ হয়েছে?'"

"না ভন্তে, তা আমরা দেখিনি এবং শুনিও নাই।"

"সাধু ভিক্ষুগণ, আমার দ্বারাও তা দৃষ্ট কিংবা শ্রুত হয়নি যে– 'সেনাপতি যাবজ্জীবন সেনাপতিত্ব করার সময় বিছানায় পড়ে থেকে, পাশ ফিরিয়ে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে, এবং আলস্য-তন্দ্রায় বিভোর হয়ে অবস্থান করে অন্য সেনাদের প্রিয় ও মনোজ্ঞ হয়েছে ।'

ভিক্ষুগণ, তা তোমরা কিরূপ মনে কর, তা কি তোমাদের দৃষ্ট বা শ্রুত যে 'গ্রাম্য মোড়ল যাবজ্জীবন সেই দায়িত্ব পালন করার সময় বিছানায় পড়ে

থেকে, পাশ ফিরিয়ে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে, এবং আলস্য-তন্দ্রায় বিভোর হয়ে অবস্থান করে অন্য মোড়লদের প্রিয় ও মনোজ্ঞ হয়েছে?'"

"না ভন্তে, তা আমাদের দ্বারা দৃষ্ট কিংবা শ্রুত নয়।"

"সাধু ভিক্ষুগণ, আমার দ্বারাও তা দৃষ্ট কিংবা শ্রুত হয়নি যে– 'গ্রাম্য মোড়ল যাবজ্জীবন সেই দায়িত্ব পালন করার সময় বিছানায় পড়ে থেকে, পাশ ফিরিয়ে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে, এবং আলস্য-তন্দ্রায় বিভোর হয়ে অবস্থান করে অন্য মোড়লদের প্রিয় ও মনোজ্ঞ হয়েছে।'

ভিক্ষুগণ, তা তোমরা কিরূপ মনে কর, তা কি তোমাদের দৃষ্ট বা শ্রুত যে 'সমাজ প্রধান যাবজ্জীবন সেই দায়িত্ব পালন করার সময় বিছানায় পড়ে থেকে, পাশ ফিরিয়ে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে, এবং আলস্য-তন্দ্রায় বিভোর হয়ে অবস্থান করে অন্যদের প্রিয় ও মনোজ্ঞ হয়েছে?'"

"না ভন্তে, তা আমাদের দ্বারা দৃষ্ট কিংবা শ্রুত নয়।"

"সাধু ভিক্ষুগণ, আমার দ্বারাও তা দৃষ্ট কিংবা শ্রুত হয়নি যে– 'সমাজ প্রধান যাবজ্জীবন সেই দায়িত্ব পালন করার সময় বিছানায় পড়ে থেকে, পাশ ফিরিয়ে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে, এবং আলস্য-তন্দ্রায় বিভোর হয়ে অবস্থান করে অন্যদের প্রিয় ও মনোজ্ঞ হয়েছে।'

ভিক্ষুগণ, তা তোমরা কিরূপ মনে কর, তা কি তোমাদের দৃষ্ট বা শ্রুত যে 'কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ যথেচ্ছা বিছানায় পড়ে থেকে, পাশ ফিরিয়ে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে, এবং আলস্য-তন্দ্রায় বিভোর হয়ে অবস্থান করে, ইন্দ্রিয়সমূহে অগুপ্তদ্বার, ভোজনে অমাত্রাজ্ঞ, জাগরণে অননুযুক্ত, কুশল ধর্মাদির প্রতি বিশেষভাবে অদর্শনকারী, রাত্রির পূর্ব ও পরভাগে বোধিপক্ষীয় ধর্মে মনোসংযোগে অননুযুক্ত, কিন্তু আসবসমূহ ক্ষয়ে অনাসব এবং ইহ জীবনে চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা প্রত্যক্ষ করে প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করছে?"

"না ভন্তে, তা আমাদের দ্বারা দৃষ্ট কিংবা শ্রুত নয়।"

"সাধু ভিক্ষুগণ, আমার দ্বারাও তা দৃষ্ট কিংবা শ্রুত হয়নি যে– 'কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ যথেচ্ছা বিছানায় পড়ে থেকে, পাশ ফিরিয়ে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে, এবং আলস্য-তন্দ্রায় বিভোর হয়ে অবস্থান করে, ইন্দ্রিয়সমূহে অগুপ্তদ্বার, ভোজনে অমাত্রাজ্ঞ, জাগরণে অননুযুক্ত, কুশল ধর্মাদির প্রতি বিশেষভাবে অদর্শনকারী, রাত্রির পূর্ব ও পরভাগে বোধিপক্ষীয় ধর্মে মনোসংযোগে অননুযুক্ত, কিন্তু আসবসমূহ ক্ষয়ে অনাসব এবং ইহ জীবনে

চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা প্রত্যক্ষ করে প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করছে।

৩। তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ, তোমদের এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য– 'আমরা ইন্দ্রিয়সমূহে গুপ্তদ্বার হব। ভোজনে মাত্রাজ্ঞ, জাগরণে অনুযুক্ত, কুশল ধর্মাদির প্রতি বিশেষভাবে দর্শনকারী, রাত্রির পূর্ব ও পরভাগে বোধিপক্ষীয় ধর্মে মনোসংযোগে অনুযুক্ত হয়ে অবস্থান করব।' এরূপই, ভিক্ষুগণ, তোমাদের শিক্ষা করা কর্তব্য।"

নিদ্রা সূত্র সমাপ্ত

(জ) মচ্ছবন্ধ সুত্তং/জেলে সূত্র

১৮.১। একদা ভগবান মহতী ভিক্ষুসংঘের সাথে কোশল রাজ্যে[1] পর্যটন করছিলেন। ভগবান কোশলের অর্দ্ধপথে উপনীত হয়ে এক প্রদেশে জনৈক জেলেকে জাল দ্বারা মাছ ধরে বিক্রয় করতে দেখলেন। তা দেখে রাস্তা হতে অবতরণ পূর্বক এক বৃক্ষমূলের প্রজ্ঞাপ্ত আসনে বসলেন। তথায় উপবিষ্ট হয়ে ভগবান ভিক্ষুদের ডেকে বললেন :

২। "হে ভিক্ষুগণ, তোমরা অমুক জেলেকে জাল দ্বারা মাছ ধরে বিক্রয় করতে দেখো নাই?"

"ভন্তে, আমরা তা দেখেছি।"

"ভিক্ষুগণ, তা তোমরা কিরূপ মনে কর, তা কি তোমাদের দৃষ্ট বা শ্রুত হয়েছে যে– 'কোন জেলে জাল দ্বারা মাছ ধরে বিক্রয় করে করে তাদৃশ কর্ম দ্বারা, সেরূপ জীবিকা নির্বাহ দ্বারা হস্তীর পিঠে আরোহণ পূর্বক গমন করতে পেরেছে, কিংবা অশ্ব, রথ বা অন্য কোন বাহনে আরূঢ় হতে পেরেছে, অথবা মহা ভোগ্য সম্পত্তি ভোগ করতে বা ভোগ্য সম্পত্তিতে বাস করতে

---

[1] †কাশলার অধিকৃত ছিল কোশল রাজ্যটি। এটা মগধের উত্তর-পশ্চিম দিকে এবং কাশী রাজ্যের পরে অবস্থিত ছিল। তদনীন্তন ষোলটি মহাজনপদের মধ্যে এটা দ্বিতীয় ছিল (অঙ্গুত্তর নিকায়, প্রথম খণ্ড, ২১৩ পৃ. ৪র্থ খণ্ড, ২৫২ পৃ. ইত্যাদি)। বুদ্ধের সময়ে এই রাজ্য প্রসেনজিত রাজার মহানুভবে অত্যন্ত সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। সে সময়ে কাশী জনপদ ছিল কোশলের অধীনে। প্রসঙ্গে জাতকের ২খণ্ড, ২৩৭ এবং ৪র্থ খণ্ড ৩৪২ পৃষ্ঠায় দেখা যায়, মহাকোশলের কন্যা এবং প্রসেনজিতেরবোন কোশলদেবীকে যখন মগধরাজ বিম্বিসার বিবাহ করেন তখন তিনি উপঢৌকন হিসেবে কাশীর অন্তর্গত একটি গ্রাম পান। কোশল ও কাশীর মধ্যকার যুদ্ধ যে অত্যন্ত প্রলম্বিত হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় জাতক দ্বিতীয় খণ্ড, ২১; তৃতীয় খণ্ড, ১১৫, ২১১ এবং ৫ম খণ্ড, ৩১৬, ৪২৫ প্রভৃতিতে।

পেরেছে?'"

"না ভন্তে, তা আমাদের দ্বারা দৃষ্ট কিংবা শ্রুত নয়।"

"সাধু ভিক্ষুগণ, আমার দ্বারাও তা দৃষ্ট কিংবা শ্রুত হয়নি যে– কোন জেলে জাল দ্বারা মাছ ধরে বিক্রয় করে করে তাদৃশ কর্ম দ্বারা, সেরূপ জীবিকা নির্বাহ দ্বারা হস্তীর পিঠে আরোহণ পূর্বক গমন করতে পেরেছে, কিংবা অশ্ব, রথ বা অন্য কোন বাহনে আরূঢ় হতে পেরেছে, অথবা মহা ভোগ্য সম্পত্তি ভোগ করতে বা ভোগ্য সম্পত্তিতে বাস করতে পেরেছে।' তার কারণ কি? কারণ হচ্ছে, ভিক্ষুগণ, সেই জেলে বধ্য ও হত্যার জন্য আনীত মৎস্যসমূহকে পাপ চিত্তে বিবেচনা করে[1]। তাই সে হস্তী, অশ্ব, রথ, কিংবা অন্য কোন বাহনে আরূঢ় হয়ে গমন করতে সক্ষম হয় না এবং মহা ভোগ্য সম্পত্তি ভোগকারী হয় না ও ভোগ্যরাশিতে বাস করতেও পারে না।

"ভিক্ষুগণ, তা তোমরা কিরূপ মনে কর, তা কি তোমাদের দৃষ্ট বা শ্রুত হয়েছে যে– 'কোন কসাই পশু বধ করে করে তাদৃশ কর্ম দ্বারা, সেরূপ জীবিকা নির্বাহ দ্বারা হস্তীর পিঠে আরোহণ পূর্বক গমন করতে পেরেছে, কিংবা অশ্ব, রথ বা অন্য কোন বাহনে আরূঢ় হতে পেরেছে, অথবা মহা ভোগ্য সম্পত্তি ভোগ করতে বা ভোগ্য সম্পত্তিতে বাস করতে পেরেছে?'"

"না ভন্তে, তা আমাদের দ্বারা দৃষ্ট কিংবা শ্রুত নয়।"

"সাধু ভিক্ষুগণ, আমার দ্বারাও তা দৃষ্ট কিংবা শ্রুত হয়নি যে– 'কোন কসাই পশু বধ করে করে তাদৃশ কর্ম দ্বারা, সেরূপ জীবিকা নির্বাহ দ্বারা হস্তীর পিঠে আরোহণ পূর্বক গমন করতে পেরেছে, কিংবা অশ্ব, রথ বা অন্য কোন বাহনে আরূঢ় হতে পেরেছে, অথবা মহা ভোগ্য সম্পত্তি ভোগ করতে বা ভোগ্য সম্পত্তিতে বাস করতে পেরেছে।' তার কারণ কি? কারণ হচ্ছে, ভিক্ষুগণ, সেই কসাই বধ্য ও হত্যার জন্য আনীত পশুদেরকে পাপ চিত্তে বিবেচনা করে। তাই সে হস্তী, অশ্ব, রথ, কিংবা অন্য কোন বাহনে আরূঢ় হয়ে গমন করতে সক্ষম হয় না এবং মহা ভোগ্য সম্পত্তি ভোগকারী হয় না ও ভোগ্যরাশিতে বাস করতেও পারে না।

"ভিক্ষুগণ, তা তোমরা কিরূপ মনে কর, তা কি তোমাদের দৃষ্ট বা শ্রুত

---

[1] ইংরেজী অনুবাদে এই লাইনটির ভিন্ন অর্থ করা হয়েছে। যা মূল পালির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

হয়েছে যে– 'কোন শুকরিক (শুকরের মাংস ব্যবসায়ী) মাংস ব্যবসা করে করে তাদৃশ কর্ম দ্বারা, সেরূপ জীবিকা নির্বাহ দ্বারা হস্তীর পিঠে আরোহণ পূর্বক গমন করতে পেরেছে, কিংবা অশ্ব, রথ বা অন্য কোন বাহনে আরূঢ় হতে পেরেছে, অথবা মহা ভোগ্য সম্পত্তি ভোগ করতে বা ভোগ্য সম্পত্তিতে বাস করতে পেরেছে?'"

"না ভন্তে, তা আমাদের দ্বারা দৃষ্ট কিংবা শ্রুত নয়।"

"সাধু ভিক্ষুগণ, আমার দ্বারাও তা দৃষ্ট কিংবা শ্রুত হয়নি যে– 'কোন শুকরিক মাংস ব্যবসা করে করে তাদৃশ কর্ম দ্বারা, সেরূপ জীবিকা নির্বাহ দ্বারা হস্তীর পিঠে আরোহণ পূর্বক গমন করতে পেরেছে, কিংবা অশ্ব, রথ বা অন্য কোন বাহনে আরূঢ় হতে পেরেছে, অথবা মহা ভোগ্য সম্পত্তি ভোগ করতে বা ভোগ্য সম্পত্তিতে বাস করতে পেরেছে।' তার কারণ কি? কারণ হচ্ছে, ভিক্ষুগণ, সেই শুকরিক বধ্য ও হত্যার জন্য আনীত শুকরদেরকে পাপ চিত্তে বিবেচনা করে। তাই সে হস্তী, অশ্ব, রথ, কিংবা অন্য কোন বাহনে আরূঢ় হয়ে গমন করতে সক্ষম হয় না এবং মহা ভোগ্য সম্পত্তি ভোগকারী হয় না ও ভোগ্যরাশিতে বাস করতেও পারে না।

"ভিক্ষুগণ, তা তোমরা কিরূপ মনে কর, তা কি তোমাদের দৃষ্ট বা শ্রুত হয়েছে যে– 'কোন পক্ষী শিকারী পাখি শিকার করে করে তাদৃশ কর্ম দ্বারা, সেরূপ জীবিকা নির্বাহ দ্বারা হস্তীর পিঠে আরোহণ পূর্বক গমন করতে পেরেছে, কিংবা অশ্ব, রথ বা অন্য কোন বাহনে আরূঢ় হতে পেরেছে, অথবা মহা ভোগ্য সম্পত্তি ভোগ করতে বা ভোগ্য সম্পত্তিতে বাস করতে পেরেছে?'"

"না ভন্তে, তা আমাদের দ্বারা দৃষ্ট কিংবা শ্রুত নয়।"

"সাধু ভিক্ষুগণ, আমার দ্বারাও তা দৃষ্ট কিংবা শ্রুত হয়নি যে– 'কোন পক্ষী শিকারী পাখি শিকার করে করে তাদৃশ কর্ম দ্বারা, সেরূপ জীবিকা নির্বাহ দ্বারা হস্তীর পিঠে আরোহণ পূর্বক গমন করতে পেরেছে, কিংবা অশ্ব, রথ বা অন্য কোন বাহনে আরূঢ় হতে পেরেছে, অথবা মহা ভোগ্য সম্পত্তি ভোগ করতে বা ভোগ্য সম্পত্তিতে বাস করতে পেরেছে।' তার কারণ কি? কারণ হচ্ছে, ভিক্ষুগণ, সেই পক্ষী শিকারী হত্যার জন্য পাখিদের পাপ চিত্তে বিবেচনা করে। তাই সে হস্তী, অশ্ব, রথ, কিংবা অন্য কোন বাহনে আরূঢ় হয়ে গমন করতে সক্ষম হয় না এবং মহা ভোগ্য সম্পত্তি ভোগকারী হয় না ও ভোগ্যরাশিতে বাস করতেও পারে না।

"ভিক্ষুগণ, তা তোমরা কিরূপ মনে কর, তা কি তোমাদের দৃষ্ট বা শ্রুত হয়েছে যে– 'কোন পশু শিকারী পশু শিকার করে করে তাদৃশ কর্ম দ্বারা, সেরূপ জীবিকা নির্বাহ দ্বারা হস্তীর পিঠে আরোহণ পূর্বক গমন করতে পেরেছে, কিংবা অশ্ব, রথ বা অন্য কোন বাহনে আরূঢ় হতে পেরেছে, অথবা মহা ভোগ্য সম্পত্তি ভোগ করতে বা ভোগ্য সম্পত্তিতে বাস করতে পেরেছে?'"

"না ভন্তে, তা আমাদের দ্বারা দৃষ্ট কিংবা শ্রুত নয়।"

"সাধু ভিক্ষুগণ, আমার দ্বারাও তা দৃষ্ট কিংবা শ্রুত হয়নি যে– 'কোন পশুশিকারী পশু শিকার করে করে তাদৃশ কর্ম দ্বারা, সেরূপ জীবিকা নির্বাহ দ্বারা হস্তীর পিঠে আরোহণ পূর্বক গমন করতে পেরেছে, কিংবা অশ্ব, রথ বা অন্য কোন বাহনে আরূঢ় হতে পেরেছে, অথবা মহা ভোগ্য সম্পত্তি ভোগ করতে বা ভোগ্য সম্পত্তিতে বাস করতে পেরেছে।' তার কারণ কি? কারণ হচ্ছে, ভিক্ষুগণ, সেই পশুশিকারী বধ্য ও হত্যার জন্য পশুদেরকে পাপ চিত্তে বিবেচনা করে। তাই সে হস্তী, অশ্ব, রথ, কিংবা অন্য কোন বাহনে আরূঢ় হয়ে গমন করতে সক্ষম হয় না এবং মহা ভোগ্য সম্পত্তি ভোগকারী হয় না ও ভোগ্যরাশিতে বাস করতেও পারে না।

৩। ভিক্ষুগণ, বধ্য ও হত্যার জন্য আনীত সেই তির্যক প্রাণীদের হত্যাকারী ব্যক্তি তাদৃশ কর্ম হেতু হস্তী, অশ্ব, রথ কিংবা অন্য কোন যানারূঢ় হবে এবং মহা ভোগ্য সম্পত্তি ভোগী ও মহা ভোগ্যরাশিতে বাস করবে, তা কখনোই সম্ভব নয়। আর যে বধ্য ও হত্যার জন্য আনীত মনুষ্যদের পাপ চিত্তে বিবেচনা করে, তার সম্পর্কে কি-বা বলার আছে, ভিক্ষুগণ, তা নিশ্চয়ই তার দীর্ঘদিনের অহিত ও দুঃখের কারণ হয়। সে কায় ভেদে মৃত্যুর পর অপায়, দূর্গতি, বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হয়।"

জেলে সূত্র সমাপ্ত

(ঝ) পঠম মরণস্সতি সুত্তং[প্রথম মরণানুস্মৃতি সূত্র[1]

১৯.১। একসময় ভগবান নাতিকে[2] ইষ্টক নির্মিত আবাসে অবস্থান

---

[1] অঙ্গুত্তর নিকায়, ৮ম নিপাতের যমক বর্গে সূত্রটির পুনরাবৃত্তি হয়েছে।

[2] বজ্জী জনপদের অন্তর্গত নাতিক বা ঞাতিক অথবা নাদিক অবস্থিত ছিল কোটিগ্রাম ও বৈশালীর সংযোগসড়কের পাশে। বুদ্ধ ধর্ম প্রচারার্থে এখানে আগমন করলে গিঞ্জকাবসথ নামক একটি সুরম্য ইষ্টকের বিহার নির্মিত হয়েছিল (মধ্যম নিকায়, অথকথা, প্রথম খণ্ড,

করছিলেন। সে সময় ভগবান ভিক্ষুদের "হে ভিক্ষুগণ"- বলে আহ্বান করলেন। "হ্যাঁ ভন্তে"- বলে ভিক্ষুরা প্রত্যুত্তর দিলে ভগবান বললেন :

২। "হে ভিক্ষুগণ, মরণস্মৃতি ভাবিত, বহুলীকৃত হলে মহা ফল প্রদায়ী, মহা আনিশংসকর, অমৃত সুধায় নিমজ্জন সদৃশ হয় এবং অমৃতেই পর্যাবসান হয়। ভিক্ষুগণ, তোমরা মৃত্যু চিন্তা কর কি?"

৩। এরূপ বলা হলে জনৈক ভিক্ষু ভগবানকে বললেন, "ভন্তে, আমি মরণস্মৃতি ভাবনা করি।"

"হে ভিক্ষু, কিরূপে তুমি মরণস্মৃতি ভাবনা কর?"

"ভন্তে, এক্ষেত্রে আমার এরূপ চিত্তোদয় হয় যে 'অহো, সত্যিই আমি যদি এক দিবারাত্র বেঁচে থাকতে পারি তাহলে ভগবানের শাসনে মনোনিবেশ করতে পারব। এতে আমি বহু ব্রত সম্পাদন করতে পারব।' ভন্তে, আমি এরূপেই মরণস্মৃতি ভাবনা করি।"

৪। অপর এক ভিক্ষুও ভগবানকে এরূপ বললেন, "ভন্তে, আমিও মৃত্যু স্মৃতি অনুধ্যান করি।"

"হে ভিক্ষু, কিরূপে তুমি মরণস্মৃতি ভাবনা কর?"

"ভন্তে, এক্ষেত্রে আমার এরূপ চিত্তোদয় হয় যে 'অহো, সত্যিই আমি যদি একদিনও বেঁচে থাকতে পারি তাহলে ভগবানের শাসনে মনোনিবেশ করতে পারব। এতে আমার দ্বারা বহু কিছু করা যেত।' ভন্তে, আমি এরূপেই মরণস্মৃতি ভাবনা করি।"

৫। অপর এক ভিক্ষুও ভগবানকে বললেন, "ভন্তে, আমিও মরণস্মৃতি অনুধ্যান করি।"

"হে ভিক্ষু, কিরূপে তুমি মরণস্মৃতি ভাবনা কর?"

"ভন্তে, এক্ষেত্রে আমার এরূপ চিত্তোদয় হয় যে 'অহো, সত্যিই আমি যদি অর্ধ দিবসও বেঁচে থাকতে পারি তাহলে ভগবানের শাসনে মনোনিবেশ করতে পারব। এতে আমার দ্বারা বহু কিছু করা যেত।' ভন্তে, আমি এরূপেই মরণস্মৃতি ভাবনা করি।"

---

৪২৪)। ধর্মরত্ন মহাস্থবির অনূদিত মহাপরিনির্বাণ সুত্তের ২৩৮ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, এক তড়াগের দুপাশে চুল্লতাত ও জেষ্ঠ্যতাত ভাইয়ের দুটি গ্রাম ছিল। সেই দুই গ্রাম একই জ্ঞাতির বলে পরবর্তীতে এর নামাকরণ হয় জ্ঞাতিক। এঞ্জাতিক, নাতিক, বা নাদিক নামেও এর পরিচিতি ছিল।

৬। অন্য এক ভিক্ষু ভগবানকে বললেন, "ভন্তে, আমিও মরণস্মৃতি ভাবনা করি।"

"হে ভিক্ষু, কিরূপে তুমি মরণস্মৃতি ভাবনা কর?"

"ভন্তে, এক্ষেত্রে আমার এরূপ চিত্তোদয় হয় যে 'অহো, সত্যিই আমি যদি ততক্ষণ জীবিত থাকি যতক্ষণে এক পিণ্ডপাত পরিভোগ করা যায় তাহলে ভগবানের শাসনে মনোনিবেশ করতে পারব। এতে আমার দ্বারা বহু কিছু করা যেত।' ভন্তে, আমি এরূপেই মরণস্মৃতি ভাবনা করি।"

৭। অতঃপর অপর এক ভিক্ষুও ভগবানকে বললেন, "ভন্তে, আমিও মরণস্মৃতি ভাবনা করি।"

"হে ভিক্ষু, কিরূপে তুমি মরণস্মৃতি ভাবনা কর?"

"ভন্তে, এক্ষেত্রে আমার এরূপ চিত্তোদয় হয় যে 'অহো, সত্যিই আমি যদি ততক্ষণ জীবিত থাকি যতক্ষণে অর্ধ পিণ্ডপাত পরিভোগ করা যায় তাহলে ভগবানের শাসনে মনোনিবেশ করতে পারব। এতে আমার দ্বারা বহু কিছু করা যেত।' ভন্তে, আমি এরূপেই মরণস্মৃতি ভাবনা করি।"

৮। অন্য এক ভিক্ষুও ভগবানকে বললেন, "ভন্তে, আমিও মরণস্মৃতি ভাবনা করি।"

"হে ভিক্ষু, কিরূপে তুমি মরণস্মৃতি ভাবনা কর?"

"ভন্তে, এক্ষেত্রে আমার এরূপ চিত্তোদয় হয় যে 'অহো, সত্যিই আমি যদি ততক্ষণ জীবিত থাকি যতক্ষণে চার বা পাঁচ গ্রাসে আহার গলধঃকরণ করা যায় তাহলে ভগবানের শাসনে মনোসংযোগ করতে পারব। এতে আমার দ্বারা বহু কিছু করা যেত।' ভন্তে, আমি এরূপেই মরণস্মৃতি ভাবনা করি।"

৯। অতঃপর অন্য এক ভিক্ষুও ভগবানকে বললেন, "ভন্তে, আমিও মরণস্মৃতি ভাবনা করি।"

"হে ভিক্ষু, কিরূপে তুমি মরণস্মৃতি ভাবনা কর?"

"ভন্তে, এক্ষেত্রে আমার এরূপ চিত্তোদয় হয় যে 'অহো, সত্যিই আমি যদি ততক্ষণ জীবিত থাকি যতক্ষণে এক গ্রাস আহার গলধঃকরণ করা যায় তাহলে ভগবানের শাসনে মনোনিবেশ করতে পারব। এতে আমার দ্বারা বহু কিছু করা যেত।' ভন্তে, আমি এরূপেই মরণস্মৃতি ভাবনা করি।"

১০। অন্য এক ভিক্ষুও ভগবানকে বললেন, "ভন্তে, আমিও মরণস্মৃতি ভাবনা করি।"

"হে ভিক্ষু, কিরূপে তুমি মরণস্মৃতি ভাবনা কর?"

"ভন্তে, এক্ষেত্রে আমার এরূপ চিত্তোদয় হয় যে 'অহো, সত্যিই আমি যদি ততক্ষণ জীবিত থাকি যতক্ষণে নিশ্বাস গ্রহণ করে প্রশ্বাস ফেলি কিংবা প্রশ্বাস ফেলে নিশ্বাস গ্রহণ করি তাহলে ভগবানের শাসনে মনোনিবেশ করতে পারব। এতে আমার দ্বারা বহু কিছু করা যেত।' ভন্তে, আমি এরূপেই মরণস্মৃতি অনুধ্যান করি।"

১১। এরূপ বলা হলে ভগবান সেই ভিক্ষুদের বললেন, "ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু এভাবে মরণ চিন্তা অনুধ্যান করে, যথা :

'অহো, সত্যিই আমি যদি এক দিবারাত্র বেঁচে থাকতে পারি তাহলে ভগবানের শাসনে মনোসংযোগ করতে পারব। এতে আমার দ্বারা বহু কিছু করা যেত।'

ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু এভাবে মরণ চিন্তা অনুধ্যান করে, যথা :

'অহো, সত্যিই আমি যদি এক দিন মাত্র বেঁচে থাকতে পারি তাহলে ভগবানের শাসনে মনোসংযোগ করতে পারব। এতে আমার দ্বারা বহু কিছু করা যেত।'

ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু এভাবে মরণ চিন্তা অনুধ্যান করে, যথা :

'অহো, সত্যিই আমি যদি অর্ধ দিবসও বেঁচে থাকতে পারি তাহলে ভগবানের শাসনে মনোসংযোগ করতে পারব। এতে আমার দ্বারা বহু কিছু করা যেত।'

ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু এভাবে মরণ চিন্তা অনুধ্যান করে, যথা :

'অহো, সত্যিই আমি ততক্ষণ জীবিত থাকি যতক্ষণে এক পিণ্ডপাত পরিভোগ করা যায় তাহলে ভগবানের শাসনে মনোনিবেশ করতে পারব। এতে আমার দ্বারা বহু কিছু করা যেত।'

ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু এভাবে মরণ চিন্তা অনুধ্যান করে, যথা :

'অহো, সত্যিই আমি ততক্ষণ জীবিত থাকি যতক্ষণে অর্ধ পিণ্ডপাতও পরিভোগ করা যায় তাহলে ভগবানের শাসনে মনোনিবেশ করতে পারব। এতে আমার দ্বারা বহু কিছু করা যেত।'

ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু এভাবে মরণ চিন্তা অনুধ্যান করে, যথা :

'অহো, সত্যিই আমি ততক্ষণ জীবিত থাকি যতক্ষণে চার বা পাঁচ গ্রাসে আহার গলধঃকরণ করা যায় তাহলে ভগবানের শাসনে মনোসংযোগ করতে পারব। এতে আমার দ্বারা বহু কিছু করা যেত।'

ভিক্ষুগণ, যেসব ভিক্ষুরা এরূপ বলে তারা প্রমত্ত; তারা শিথিলভাবে আসক্তি ক্ষয়ের জন্য মরণস্মৃতি অনুধ্যান করে। কিন্তু, হে ভিক্ষুগণ, যে

ভিক্ষু এরূপে মৃত্যু চিন্তা করে, যথা : 'অহো, সত্যিই আমি ততক্ষণ জীবিত থাকি যতক্ষণে এক গ্রাস আহার গলধঃকরণ করা যায় তাহলে ভগবানের শাসনে মনোনিবেশ করতে পারব। এতে আমার দ্বারা বহু কিছু করা যেত।' অথবা যে ভিক্ষু এরূপে মৃত্যু চিন্তা করে, যথা : 'অহো, সত্যিই আমি ততক্ষণ জীবিত থাকি যতক্ষণে নিশ্বাস গ্রহণ করে প্রশ্বাস ফেলি কিংবা প্রশ্বাস ফেলে নিশ্বাস গ্রহণ করি তাহলে ভগবানের শাসনে মনোনিবেশ করতে পারব। এতে আমার দ্বারা বহু কিছু করা যেত।' ভিক্ষুগণ, এসব ভিক্ষুদের বলা যায় এরা অপ্রমত্তভাবে বাস করে এবং আসক্তি ক্ষয়ের জন্য গভীরভাবে মৃত্যুস্মৃতি অনুধ্যান করে।

১২। তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ, তোমাদের এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য যে 'আমরা অপ্রমত্তভাবে অবস্থান করব এবং আসক্তি ক্ষয়ের জন্য গভীরভাবে মৃত্যু স্মৃতি অনুধ্যান করব।' ভিক্ষুগণ, তোমাদের এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।"

প্রথম মরণানুস্মৃতি সূত্র সমাপ্ত

(ঞ) দুতিয মরণস্সতি সুত্তং।দ্বিতীয় মরণস্মৃতি সূত্র

২০.১। একসময় ভগবান নাতিকে ইষ্টক নির্মিত আবাসে অবস্থান করছিলেন। সে সময় ভগবান ভিক্ষুদের "হে ভিক্ষুগণ"- বলে আহ্বান করলেন। "হ্যাঁ ভন্তে"- বলে ভিক্ষুরা প্রত্যুত্তর দিলে ভগবান বললেন :

২। "হে ভিক্ষুগণ, মরণস্মৃতি ভাবিত, বহুলীকৃত হলে মহা ফল প্রদায়ী, মহা আনিশংসকর, অমৃত সুধায় নিমজ্জন সদৃশ হয় এবং অমৃতেই পর্যাবসান হয়। কিভাবে মৃত্যু স্মৃতি ভাবিত, বহুলীকৃত হলে মহা ফল প্রদায়ী, মহা আনিশংসকর, অমৃত সুধায় নিমজ্জন সদৃশ হয় এবং অমৃতেই পর্যাবসান হয়?

৩। এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, দিবাবসানে যখন রাত্রি ঘনিয়ে আসে তখন ভিক্ষু গভীরভাবে এরূপ চিন্তা করে- 'আমার মৃত্যুর নানা কারণ রয়েছে, যেমন- সর্প, বৃশ্চিক কিংবা শতপদীর কামড়ে আমার মৃত্যু ঘটতে পারে। তা আমার পক্ষে অন্তরায়কর। আমি হোঁচট খেয়ে পড়ে যেতে পারি; ভুক্ত খাদ্য-দ্রব্য আমাকে পীড়াগ্রস্থ করতে পারে; পিত্ত, শ্লেষ্মা ও শস্ত্র সদৃশ আমার অভ্যন্তরে বায়ু কুপিত হতে পারে; ফলে আমার মৃত্যুও হতে পারে। তা আমার পক্ষে অন্তরায়কর।'

ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুর চিন্তা করা উচিত যে 'অদ্য রাতে আমি যদি মৃত্যুবরণ করি তাহলে তাতে বাধা হতে পারে এরূপ কোন অপ্রহীন পাপমূলক অকুশল

বিষয় আমার মধ্যে কি আছে?'

যদি ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু চিন্তা করে জ্ঞাত হয় যে 'অদ্য রাতে আমি যদি মৃত্যুবরণ করি তাহলে তাতে বাধা হতে পারে এরূপ কোন অপ্রহীন পাপমূলক অকুশল বিষয় আমার মধ্যে আছে।' তাহলে ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুকে সেসব পাপ অকুশল বিষয় প্রহীনের জন্য অধিকমাত্রায় ছন্দ বা আগ্রহী, উদ্যমী, উৎসাহী, প্রচেষ্টাকারী, উদ্দীপনাপূর্ণ, স্মৃতিমান ও করণীয় বিষয়ে সম্প্রজ্ঞানী হতে হবে। যেমন ভিক্ষুগণ, মাথার পাগড়ীতে বা চুলে যার আগুন ধরেছে, তার সেই জলন্ত আগুন নিভানোর জন্য তাকে যেমন ঐকান্তিক আগ্রহ, উদ্যম, উৎসাহ, প্রয়াস, উদ্দীপনা, স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞানতা কাজে লাগাতে হয়, ঠিক তদ্রূপ ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুকে সেসব পাপ অকুশল বিষয় প্রহীণের জন্য অধিকমাত্রায় আগ্রহী, উদ্যমী, উৎসাহী, প্রচেষ্টাকারী, উদ্দীপনাপূর্ণ, ও স্মৃতিমান হতে হবে এবং তার মধ্যে করণীয় বিষয়ে সম্প্রজ্ঞানতা থাকতে হবে।

যদি ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু চিন্তা করে জ্ঞাত হয় যে 'অদ্য রাতে আমি যদি মৃত্যুবরণ করি তাহলে তাতে বাধা হতে পারে এরূপ কোন অপ্রহীণ পাপমূলক অকুশল বিষয় আমার মধ্যে নাই।' তাহলে ভিক্ষুগণ, সে ভিক্ষুর স্বয়ং দিবারাত্র কুশল ধর্মের অনুশীলনে প্রীতি-প্রমোদে অবস্থান করা উচিত।"

দ্বিতীয় মরণস্মৃতি সূত্র সমাপ্ত

সহানুভূতিশীল বর্গ সমাপ্ত

তস্সুদ্দানং- সূত্রসূচি

দ্বে সারণীয়, নিঃসরণীয় ও ভদ্রক সূত্র,
অনুতপ্ত, নকুলপিতা ও নিদ্রা হল বুক্ত;
জেলে ও দ্বে মরণস্মৃতি মিলে বর্গ সমাপ্ত।

৩. অনুত্তর বর্গ

(ক) সামক[1] সুত্তং/সামক সূত্র

২১.১। একসময় ভগবান সক্ক বা শাক্যদের সাম গ্রামের[2] সন্নিকটস্থ

---

[1] ইরেজী অনুবাদে 'সামগাম' উল্লেখ থাকলেও আমাদের মূল পালিতে 'সামক' শব্দটিই ধৃত হয়েছে। উভয়ই অর্থগত দিকে অভিন্ন।

[2] এই সামগ্রামটি ছিল শাক্যদের। এস্থানে সামগ্রাম সূত্রটি তথাগত দেশনা করেন (মধ্যম নিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড, ২৪৩ পৃ)। সম্ভবতঃ বেধঞ্ঞ নামক শাক্য এখানে বাস করতেন।

পোক্খরণীতে[৩] অবস্থান করছিলেন। অনন্তর জনৈক দেবতা রাত্রির শেষভাগে পোক্খরণীকে কমনীয়রূপে উদ্ভাসিত করে ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে স্থিত হলেন। একপাশে স্থিত হয়ে সেই দেবতা ভগবানকে এরূপ বললেন :

২। "ভন্তে, ত্রিবিধ বিষয় ভিক্ষুকে পরিহানির দিকে নিয়ে যায়। সেই ত্রিবিধ কী কী? যথা : কর্মপ্রিয়তা, বাজে আলাপে আসক্তি এবং নিদ্রাসক্তি। ভন্তে, এই ত্রিবিধ ধর্ম ভিক্ষুর পরিহানির জন্য সংবর্তিত হয়।" সেই দেবতা এরূপ বললে শাস্তা তা অনুমোদন করলেন। অতঃপর সেই দেবতা 'শাস্তা আমার বাক্য অনুমোদন করেছেন'- এরূপ জ্ঞাত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে প্রদক্ষিণ পূর্বক তথায়ই অন্তর্হিত হলেন।

৩। অতঃপর ভগবান সেই রাত্রির অবসানে ভিক্ষুদের ডেকে বললেন :

"হে ভিক্ষুগণ, আজ রাত্রির শেষ যামে জনৈক দেবতা পোক্খরণীকে কমনীয়রূপে উদ্ভাসিত করে আমার নিকট উপস্থিত হয়েছিল। উপস্থিত হয়ে আমাকে অভিবাদন পূর্বক একপাশে স্থিত হয়ে এরূপ বলল–

৪। 'ভন্তে, ত্রিবিধ বিষয় ভিক্ষুকে পরিহানির দিকে নিয়ে যায়। সেই ত্রিবিধ কী কী? যথা : কর্মপ্রিয়তা, বাজে আলাপে আসক্তি এবং নিদ্রাসক্তি। ভন্তে, এই ত্রিবিধ ধর্ম ভিক্ষুর পরিহানির জন্য সংবর্তিত হয়।' সেই দেবতা এরূপ বলে আমাকে অভিবাদন করে প্রদক্ষিণ পূর্বক তথায়ই অন্তর্হিত হল। ভিক্ষুগণ, তা তোমাদের অলাভ, তা তোমাদের দূর্লব্ধ যে দেবতাগণও অকুশল ধর্মে তোমাদের পরিহানি জ্ঞাত আছে। ভিক্ষুগণ, আমি এখন অপর ত্রিবিধ পরিহানিকর ধর্ম দেশনা করব। তা শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনোসংযোগ কর; আমি বলছি।" সেই ভিক্ষুরা "তথাস্তু ভন্তে" বলে প্রত্যুত্তর দিলে ভগবান বলতে লাগলেন–

৫। "ভিক্ষুগণ, ত্রিবিধ পরিহানিকর ধর্ম কী কী? যথা : সামাজিক সঙ্গানন্দতা,

---

কেননা দীর্ঘ নিকায়, তৃতীয় খণ্ড, ১১৭ পৃষ্ঠার পাসাদিক সুত্ত অনুসারে, বুদ্ধ বেধঞ্ঞ শাক্যের আম্রকাননে অবস্থানকালে সামগ্রাম সুত্তটি দেশনা করেন এবং নিগ্রন্থ নাথপুত্রের মৃত্যু সংবাদ পান।

[৩] সামগ্রামে প্রতিষ্ঠিত বিহারকে পোক্খরণীয় বলা হতো। অঙ্গুত্তর নিকায় ৬ষ্ঠ নিপাতের ইংরেজী অনুবাদক এর অর্থ করেছেন পদ্ম পুষ্করিণী নামে। কিন্তু অত্থকথায় একে বিহার বলে উক্ত হয়েছে। অঙ্গুত্তর নিকায় অত্থকথা, দ্বিতীয় খণ্ড ৬৬০ পৃ।

বিবাদ প্রিয়তা ও পাপ মিত্রতা। ভিক্ষুগণ, এই ত্রিবিধ হচ্ছে পরিহানিকর ধর্ম। ভিক্ষুগণ, অতীতে যারা কুশল ধর্ম হতে পরিহানি প্রাপ্ত হয়েছিল তারা সকলেই এই ছয় প্রকারের দ্বারা কুশল ধর্ম হতে পরিহানি প্রাপ্ত হয়েছিল। ভিক্ষুগণ, অনাগতে যারা কুশল ধর্ম হতে পরিহানি প্রাপ্ত হবে তারাও সকলেই এই ছয় প্রকারের দ্বারা কুশল ধর্ম হতে পরিহানি প্রাপ্ত হবে। এবং বর্তমানে যারা কুশল ধর্ম হতে পরিহানি প্রাপ্ত হচ্ছে তারাও সকলেই এই ছয় প্রকারের দ্বারা কুশল ধর্ম হতে পরিহানি প্রাপ্ত হচ্ছে।"

সামক সূত্র সমাপ্ত

(খ) অপরিহানিয সুত্তং/অপরিহানিকর সূত্র

২২.১। "হে ভিক্ষুগণ, ছয় প্রকার অপরিহানিকর ধর্ম দেশনা করব। তা শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনোসংযোগ কর; আমি বলছি।" সেই ভিক্ষুরা "তথাস্তু ভন্তে" বলে প্রত্যুত্তর দিলে ভগবান বলতে লাগলেন–

২। "ভিক্ষুগণ, ছয় প্রকার অপরিহানিকর ধর্ম কী কী? যথা : কর্মের প্রতি অনাসক্তি, বাজে আলাপে অনাসক্তি, নিদ্রার প্রতি অনাসক্তি, সামাজিক সঙ্গানন্দে বিমুখতা, অবিবাদ প্রিয়তা এবং কল্যাণ বন্ধুত্ব। ভিক্ষুগণ, এই ছয় প্রকার হচ্ছে অপরিহানিকর ধর্ম। ভিক্ষুগণ, যারা অতীতে কুশল ধর্ম হতে অপরিহানি প্রাপ্ত হয়েছিল তারা সকলেই এই ছয় প্রকারের দ্বারা কুশল ধর্ম হতে অপরিহানি প্রাপ্ত হয়েছিল। ভিক্ষুগণ, অনাগতে যারা কুশল ধর্ম হতে অপরিহানি প্রাপ্ত হবে তারাও সকলেই এই ছয় প্রকারের দ্বারা কুশল ধর্ম হতে অপরিহানি প্রাপ্ত হবে। এবং বর্তমানে যারা কুশল ধর্ম হতে অপরিহানি প্রাপ্ত হচ্ছে তারাও সকলেই এই ছয় প্রকারের দ্বারা কুশল ধর্ম হতে অপরিহানি প্রাপ্ত হচ্ছে।"

অপরিহানিকর সূত্র সমাপ্ত

(গ) ভয সুত্তং/ভয় সূত্র

২৩.১। "ভিক্ষুগণ, 'ভয়' শব্দটি ইন্দ্রিয়পরতা বা কামের অপর একটি নাম। এরূপে ভিক্ষুগণ, 'দুঃখ, রোগ, গণ্ড (ফোড়াঁ বা ব্রণ), বন্ধন ও পঙ্ক (কাদাঁমাটি)' এই শব্দগুলোও কামের সমার্থবোধক নাম। কিরূপে ভিক্ষুগণ, 'ভয়' ইন্দ্রিয়পরতা বা কামের অপর একটি নাম? ভিক্ষুগণ, যেহেতু, কামরাগাসক্ত, ছন্দরাগাবদ্ধ ব্যক্তি ইহ জাগতিক ভয় থেকেও মুক্ত নহে কিংবা পরলৌকিক ভয় হতেও মুক্ত নহে; একারণে ভয় কামনাসমূহের অপর একটি নাম।

২। কিভাবে ভিক্ষুগণ, দুঃখ, রোগ, গণ্ড (ফোড়াঁ বা ব্রণ), বন্ধন ও পঙ্ক ইন্দ্রিয়পরতা বা কামের অপর একটি নাম? ভিক্ষুগণ, যেহেতু, কামরাগাসক্ত, ছন্দরাগাবদ্ধ ব্যক্তি ইহ জাগতিক কিংবা পরলৌকিক দুঃখ, রোগ, গণ্ড (ফোড়াঁ বা ব্রণ), বন্ধন ও পঙ্ক হতেও মুক্ত নহে; একারণে দুঃখ, রোগ, গণ্ড (ফোড়াঁ বা ব্রণ), বন্ধন ও পঙ্ক কামনাসমূহের ভিন্ন সংজ্ঞা বা নাম।"

"ভয়, দুঃখ, রোগ, গন্ড, পঙ্ক, আর বন্দিত্ব,
কামনার সংজ্ঞা এসব যাতে সত্ত্ব গ্রথিত;
জীবন-মৃতের আদি কারণ হচ্ছে উপাদান,
সে উপাদানে ভীত হন জ্ঞানী সম্প্রজ্ঞান;
ভীত হয়ে করেন ধ্বংস জন্ম-মরণ যিনি,
উপাদানহীনতায় হন সুবিমুক্ত তিনি।
ক্ষেমপ্রাপ্ত, হন আরও সুখী অতিশয়,
ইহলোকেই নিবৃতি লভেন সেই মহাশয়;
সর্ব ভয় বৈরাতীত হন সকল ধামে,
মহাসুখে থাকেন সদা সর্ব দুঃখ অতিক্রমে।

ভয় সূত্র সমাপ্ত

(ঘ) হিমবন্ত সুত্তং/হিমালয় সূত্র

২৪.১। হে ভিক্ষুগণ, ষড়বিধ গুণে গুণান্বিত ভিক্ষু পর্বতরাজ হিমালয়কে বিদীর্ণ করতে সক্ষম। অকিঞ্চিৎকর অবিদ্যার সম্পর্কে কি-বা বলার আছে, সেই ছয় প্রকার কী কী? যথা :

২। এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু সমাধি অর্জনে (সমাপত্তি) নিপুণ হয়, সমাধির স্থিতিতে কুশলী হয়, সমাধি হতে উত্থানে নিপুণ হয়, সমাধিতে মনোজ্ঞ কুশলী হয়, সমাধির গোচর কুশলী হয় এবং সমাধি মীমাংসায় কুশল বা দক্ষ হয়। ভিক্ষুগণ, এই ছয় প্রকার গুণে গুণান্বিত ভিক্ষু পর্বতরাজ হিমালয়কে বিদীর্ণ করতে সক্ষম। অকিঞ্চিৎকর অবিদ্যার সম্পর্কে কি-বা বলার আছে,"

হিমালয় সূত্র সমাপ্ত

(ঙ) অনুস্সতিট্ঠান সুত্তং/অনুস্মৃতির বিষয় সূত্র

২৫.১। "হে ভিক্ষুগণ, অনুস্মৃতির ছয় প্রকার পর্যায় রয়েছে। সেই ছয় প্রকার

কী কী? যথা :

২। এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবক তথাগতকে অনুস্মরণ করে, যথা : 'ইনি সেই ভগবান, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণ সম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ্, অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথী, দেব-মনুষ্যগণের শাস্তা, বুদ্ধ ভগবান।' মহানাম, যেই সময়ে একজন আর্যশ্রাবক তথাগতের গুণ অনুস্মরণ করে, সেই সময়ে তার চিত্ত ঋজু, বাঁধামুক্ত, গৃধ্ন বা লোভ হতে উত্থিত হয়। ভিক্ষুগণ, 'গৃধ্ন বা লোভ' হচ্ছে পঞ্চ কামগুণের[1] অপর একটি সংজ্ঞা বা নাম। ভিক্ষুগণ, এরূপে ইহাকে কোন কোন ব্যক্তিরা আলম্বনরূপে গ্রহণ করতঃ (ভাবনার বিষয় বস্তুরূপে গ্রহণ করতঃ) বিশুদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবক ধর্মগুণ অনুস্মরণ করে, যথা : 'ভগবানের ধর্ম সুব্যাখ্যাত, স্বয়ং দর্শনযোগ্য, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণ প্রাপক, এবং বিজ্ঞ কর্তৃক প্রত্যক্ষনীয়।" ভিক্ষুগণ, যেই সময়ে একজন আর্যশ্রাবক ধর্মের গুণ অনুস্মরণ করে, সেই সময়ে তার চিত্ত ঋজু, বাঁধামুক্ত, গৃধ্ন বা লোভ হতে উত্থিত হয়। ভিক্ষুগণ, 'গৃধ্ন বা লোভ' হচ্ছে পঞ্চ কামগুণের অপর একটি সংজ্ঞা বা নাম। ভিক্ষুগণ, এরূপে ইহাকে কোন কোন ব্যক্তিরা ভাবনার বিষয় বস্তুরূপে গ্রহণ করতঃ বিশুদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবক সংঘের গুণ অনুস্মরণ করে, যথা : 'ভগবানের শ্রাবক সংঘ সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজু পথে প্রতিপন্ন, ন্যায় পথে প্রতিপন্ন, সমীচিন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবক সংঘ যুগ্ম হিসাবে চারি যুগ্ম এবং পুদ্গল হিসাবে অষ্ট আর্য পুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান– আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয়্য, শ্রদ্ধাঞ্জলি লাভের যোগ্য এবং জগতে অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।' ভিক্ষুগণ, যেই সময়ে একজন আর্যশ্রাবক সংঘের গুণ অনুস্মরণ করে, সেই সময়ে তার চিত্ত ঋজু, বাঁধামুক্ত, গৃধ্ন বা লোভ হতে উত্থিত হয়। ভিক্ষুগণ, 'গৃধ্ন বা লোভ' হচ্ছে পঞ্চ কামগুণের অপর একটি সংজ্ঞা বা নাম। ভিক্ষুগণ, এরূপে ইহাকে কোন কোন ব্যক্তিরা ভাবনার বিষয় বস্তুরূপে গ্রহণ করতঃ বিশুদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবক নিজের অখণ্ড, নিশ্চিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞজন কর্তৃক প্রশংসিত, অদূষিত এবং সমাধি লাভে সহায়ক শীলসমূহ অনুস্মরণ করে। ভিক্ষুগণ, যেই সময়ে একজন

---

[1] পঞ্চ কামগুণ হচ্ছে রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস এবং স্পর্শ।

আর্যশ্রাবক নিজের অখণ্ড, নিশ্চিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞজন কর্তৃক প্রশংসিত, অদূষিত এবং সমাধি লাভে সহায়ক শীলসমূহ অনুস্মরণ করে, সেই সময়ে তার চিত্ত ঋজু, বাঁধামুক্ত, গৃধ্ন বা লোভ হতে উত্থিত হয়। ভিক্ষুগণ, 'গৃধ্ন বা লোভ' হচ্ছে পঞ্চ কামগুণের অপর একটি সংজ্ঞা বা নাম। ভিক্ষুগণ, এরূপে ইহাকে কোন কোন ব্যক্তিরা ভাবনার বিষয় বস্তুরূপে গ্রহণ করতঃ বিশুদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবক নিজের ত্যাগগুণ অনুস্মরণ করে, যথা : 'সত্যিই তা আমার লাভ, সত্যিই তা আমার সুলব্ধ যে আমি মাৎসর্য মলে পর্যুদস্ত সত্ত্বগণের মধ্যে বিগত মাৎসর্য মল চিত্তে মুক্তত্যাগী, মুক্তহস্ত, অনুদানে রত, যাঞ্চা মাত্রই দানে প্রবৃত্ত এবং দান বন্টনে রত হয়ে গৃহবাস করছি।' ভিক্ষুগণ, যেই সময়ে একজন আর্যশ্রাবক নিজের ত্যাগগুণ অনুস্মরণ করে, সেই সময়ে তার চিত্ত ঋজু, বাঁধামুক্ত, গৃধ্ন বা লোভ হতে উত্থিত হয়। ভিক্ষুগণ, 'গৃধ্ন বা লোভ' হচ্ছে পঞ্চ কামগুণের অপর একটি সংজ্ঞা বা নাম। ভিক্ষুগণ, এরূপে ইহাকে কোন কোন ব্যক্তিরা ভাবনার বিষয় বস্তুরূপে গ্রহণ করতঃ বিশুদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবক দেবতানুস্মৃতি অনুস্মরণ করে, যথা : 'চতুর্মহারাজিক দেবগণ, তাবত্রিংশবাসী দেবগণ, যামবাসী দেবগণ, তুষিত দেবগণ, নির্মাণরতি দেবগণ, পরনির্মিত বশবর্তী দেবগণ, ব্রহ্মকায়িক এবং তাদের ঊর্ধ্বতন দেবগণও রয়েছেন। যেরূপ শ্রদ্ধায় সুসমৃদ্ধ হয়ে সেই দেবগণ এখান হতে চ্যুত হয়ে তথায় উৎপন্ন হয়েছেন, সেরূপ শ্রদ্ধা আমার মধ্যেও বিদ্যমান। যেরূপ শ্রুতি, ত্যাগগুণ, প্রজ্ঞায় সুসমৃদ্ধ হয়ে সেই দেবগণ এখান হতে চ্যুত হয়ে তথায় উৎপন্ন হয়েছেন, সেরূপ শ্রুতি, ত্যাগগুণ, প্রজ্ঞা আমার মধ্যেও বিদ্যমান।' ভিক্ষুগণ, যেই সময়ে একজন আর্যশ্রাবক নিজের এবং সেই দেবগণের শ্রদ্ধা, শ্রুতি, ত্যাগগুণ, ও প্রজ্ঞা অনুস্মরণ করে, সেই সময়ে তার চিত্ত ঋজু, বাঁধামুক্ত, গৃধ্ন বা লোভ হতে উত্থিত হয়। ভিক্ষুগণ, 'গৃধ্ন বা লোভ' হচ্ছে পঞ্চ কামগুণের অপর একটি সংজ্ঞা বা নাম। ভিক্ষুগণ, এরূপে ইহাকে কোন কোন ব্যক্তিরা ভাবনার বিষয় বস্তুরূপে গ্রহণ করতঃ বিশুদ্ধি প্রাপ্ত হয়।"

অনুস্মৃতির বিষয় সূত্র সমাপ্ত

(চ) মহাকচ্চায়ন সুত্তং/মহাকাত্যায়ন সূত্র

২৬.১। তথায় আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়ন ভিক্ষুদের 'আবুসো ভিক্ষুগণ' বলে

আহ্বান করলেন। 'হ্যাঁ বন্ধু' বলে ভিক্ষুরা প্রত্যুত্তর দিলেন আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়নকে। অতঃপর আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়ন এরূপ বললেন :

২। "আশ্চর্য, আবুসোগণ, সত্যিই তা অদ্ভুত যে ফাঁদ হতে সত্ত্বগণের আত্ম মুক্তির জন্য, বিশুদ্ধিতার জন্য, শোক-পরিদেবন অতিক্রমের জন্য, দুঃখ-দৌর্মনস্যের অস্তগমনের জন্য, জ্ঞানের অধিগম ও নির্বাণ লাভের জন্য ছয় প্রকার অনুস্মৃতির বিষয় সেই ভগবান, জ্ঞানী, দর্শনজ্ঞ, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক সুচিন্তিত। সেই প্রকার কী কী?

৩। এক্ষেত্রে, আবুসোগণ, আর্যশ্রাবক তথাগতের গুণ অনুস্মরণ করে, যথা : 'ইনি সেই ভগবান, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণ সম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ্, অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথী, দেব-মনুষ্যগণের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবান।' মহানাম, যেই সময়ে একজন আর্যশ্রাবক তথাগতকে অনুস্মরণ করে, সেই সময়ে তার চিত্ত ঋজু, বাঁধামুক্ত, গৃধ্ন বা লোভ হতে উত্থিত হয়। আবুসোগণ, 'গৃধ্ন বা লোভ' হচ্ছে পঞ্চ কামগুণের অপর একটি সংজ্ঞা বা নাম। আবুসোগণ, সেই আর্যশ্রাবক সর্ববিধ আকাশসম বিপুল, অত্যুচ্চ (মহগ্গত), অপ্রমাণ, অবৈর ও অব্যাপাদ চিত্তে অবস্থান করে। আবুসোগণ, ইহাকে কোন কোন ব্যক্তি ভাবনার আলম্বনরূপে গ্রহণ করে বিশুদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

পুনশ্চ, আবুসোগণ, আর্যশ্রাবক ধর্মগুণ অনুস্মরণ করে, যথা : 'ভগবানের ধর্ম সুআখ্যাত, স্বয়ং দর্শনযোগ্য, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণ প্রাপক, এবং বিজ্ঞ কর্তৃক প্রত্যক্ষনীয়।' আবুসোগণ, যেই সময়ে একজন আর্যশ্রাবক ধর্মের গুণ অনুস্মরণ করে, সেই সময়ে তার চিত্ত ঋজু, বাঁধামুক্ত, গৃধ্ন বা লোভ হতে উত্থিত হয়। আবুসোগণ, 'গৃধ্ন বা লোভ' হচ্ছে পঞ্চ কামগুণের অপর একটি সংজ্ঞা বা নাম। আবুসোগণ, সেই আর্যশ্রাবক সর্ববিধ আকাশসম বিপুল, অত্যুচ্চ (মহগ্গত), অপ্রমাণ, অবৈর ও অব্যাপাদ চিত্তে অবস্থান করে। আবুসোগণ, এরূপে ইহাকে কোন কোন ব্যক্তিরা ভাবনার বিষয় বস্তুরূপে গ্রহণ করতঃ বিশুদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

পুনশ্চ, আবুসোগণ, আর্যশ্রাবক সংঘের গুণ অনুস্মরণ করে, যথা : 'ভগবানের শ্রাবক সংঘ সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজু পথে প্রতিপন্ন, ন্যায় পথে প্রতিপন্ন, সমীচিন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবক সংঘ যুগ্ম হিসাবে চারি যুগ্ম এবং পুদ্গল হিসাবে অষ্ট আর্য পুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান– আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয়্য, শ্রদ্ধাঞ্জলি লাভের যোগ্য এবং জগতে অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।' আবুসোগণ, যেই সময়ে একজন আর্যশ্রাবক সংঘের গুণ

অনুস্মরণ করে, সেই সময়ে তার চিত্ত ঋজু, বাঁধামুক্ত, গৃধ্ম বা লোভ হতে উত্থিত হয়। আবুসোগণ, 'গৃধ্ম বা লোভ' হচ্ছে পঞ্চ কামগুণের অপর একটি সংজ্ঞা বা নাম। আবুসোগণ, সেই আর্যশ্রাবক সর্ববিধ আকাশসম বিপুল, অত্যুচ্চ (মহগ্গত), অপ্রমাণ, অবৈর ও অব্যাপাদ চিত্তে অবস্থান করে। আবুসোগণ, এরূপে ইহাকে কোন কোন ব্যক্তিরা ভাবনার বিষয় বস্তুরূপে গ্রহণ করতঃ বিশুদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

পুনশ্চ, আবুসোগণ, আর্যশ্রাবক নিজের অখণ্ড, নিশ্চিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞজন কর্তৃক প্রশংসিত, অদূষিত এবং সমাধি লাভে সহায়ক শীলসমূহ অনুস্মরণ করে। আবুসোগণ, যেই সময়ে একজন আর্যশ্রাবক নিজের অখণ্ড, নিশ্চিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞজন কর্তৃক প্রশংসিত, অদূষিত এবং সমাধি লাভে সহায়ক শীলসমূহ অনুস্মরণ করে, সেই সময়ে তার চিত্ত ঋজু, বাঁধামুক্ত, গৃধ্ম বা লোভ হতে উত্থিত হয়। আবুসোগণ, 'গৃধ্ম বা লোভ' হচ্ছে পঞ্চ কামগুণের অপর একটি সংজ্ঞা বা নাম। আবুসোগণ, সেই আর্যশ্রাবক সর্ববিধ আকাশসম বিপুল, অত্যুচ্চ (মহগ্গত), অপ্রমাণ, অবৈর ও অব্যাপাদ চিত্তে অবস্থান করে। আবুসোগণ, এরূপে ইহাকে কোন কোন ব্যক্তিরা ভাবনার বিষয়বস্তুরূপে গ্রহণ করতঃ বিশুদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

পুনশ্চ, আবুসোগণ, আর্যশ্রাবক নিজের ত্যাগগুণ অনুস্মরণ করে, যথা : 'সত্যিই তা আমার লাভ, সত্যিই তা আমার সুলব্ধ যে আমি মাৎসর্য মলে পর্যুদস্ত সত্ত্বগণের মধ্যে বিগত মাৎসর্য চিত্তে মুক্তত্যাগী, মুক্তহস্ত, অনুদানে রত, যাঞ্চা মাত্রই দানে প্রবৃত্ত এবং দান বন্টনে রত হয়ে গৃহবাস করছি।' আবুসোগণ, যেই সময়ে একজন আর্যশ্রাবক নিজের ত্যাগগুণ অনুস্মরণ করে, সেই সময়ে তার চিত্ত ঋজু, বাঁধামুক্ত, গৃধ্ম বা লোভ হতে উত্থিত হয়। আবুসোগণ, 'গৃধ্ম বা লোভ' হচ্ছে পঞ্চ কামগুণের অপর একটি সংজ্ঞা বা নাম। আবুসোগণ, সেই আর্যশ্রাবক সর্ববিধ আকাশসম বিপুল, অত্যুচ্চ (মহগ্গত), অপ্রমাণ, অবৈর ও অব্যাপাদ চিত্তে অবস্থান করে। আবুসোগণ, এরূপে ইহাকে কোন কোন ব্যক্তিরা ভাবনার বিষয় বস্তুরূপে গ্রহণ করতঃ বিশুদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

পুনশ্চ, আবুসোগণ, আর্যশ্রাবক দেবতানুস্মৃতি অনুস্মরণ করে, যথা : 'চতুর্মহারাজিক দেবগণ, তাবত্রিংশবাসী দেবগণ, যামবাসী দেবগণ, তুষিত দেবগণ, নির্মাণরতি দেবগণ, পরনির্মিত বশবর্তী দেবগণ, ব্রহ্মকায়িক এবং

এসমস্ত ব্যতীতও ঊর্ধ্বতন দেবগণ রয়েছেন। যেরূপ শ্রদ্ধায় সুসমৃদ্ধ হয়ে সেই দেবগণ এখান হতে চ্যুত হয়ে তথায় উৎপন্ন হয়েছেন, সেরূপ শ্রদ্ধা আমার মধ্যেও বিদ্যমান। যেরূপ শ্রুতি, ত্যাগগুণ, প্রজ্ঞায় সুসমৃদ্ধ হয়ে সেই দেবগণ এখান হতে চ্যুত হয়ে তথায় উৎপন্ন হয়েছেন, সেরূপ শ্রুতি, ত্যাগগুণ, প্রজ্ঞা আমার মধ্যেও বিদ্যমান।' আবুসোগণ, যেই সময়ে একজন আর্যশ্রাবক নিজের এবং সেই দেবগণের শ্রদ্ধা, শ্রুতি, ত্যাগ, ও প্রজ্ঞা অনুস্মরণ করে, সেই সময়ে তার চিত্ত ঋজু, বাঁধামুক্ত, গৃধ্ম বা লোভ হতে উত্থিত হয়। আবুসোগণ, 'গৃধ্ম বা লোভ' হচ্ছে পঞ্চ কামগুণের অপর একটি সংজ্ঞা বা নাম। আবুসোগণ, সেই আর্যশ্রাবক সর্ববিধ আকাশসম বিপুল, অত্যুচ্চ (মহগ্গত), অপ্রমাণ, অবৈর ও অব্যাপাদ চিত্তে অবস্থান করে। আবুসোগণ, এরূপে ইহাকে কোন কোন ব্যক্তিরা ভাবনার বিষয় বস্তুরূপে গ্রহণ করতঃ বিশুদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

৪। আশ্চর্য, আবুসোগণ, সত্যিই তা অদ্ভুত যে ফাঁদ হতে সত্ত্বগণের আত্মমুক্তির জন্য, বিশুদ্ধিতার জন্য, শোক-পরিদেবন অতিক্রমের জন্য, দুঃখ-দৌর্মনস্যের অস্তগমনের জন্য, জ্ঞানের অধিগম ও নির্বাণ লাভের জন্য ছয় প্রকার অনুস্মৃতির বিষয় সেই ভগবান, জ্ঞানী, দর্শনজ্ঞ, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ কর্তৃক সুচিন্তিত।"

মহাকাত্যায়ন সূত্র সমাপ্ত

(ছ) পঠম সময সুত্তং/প্রথম সময় সূত্র

২৭.১। একদা জনৈক ভিক্ষু ভগবান সকাশে উপনীত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন পূর্বক একপার্শ্বে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট হয়ে সেই ভিক্ষু ভগবানকে এরূপ বললেন :

২। "ভন্তে, মনভাবনীয় বা ভাবনাকারী[1] ভিক্ষুকে দর্শনের জন্য গমন করার উপযুক্ত সময় কয়টি?"

"হে ভিক্ষু, ছয় প্রকার হচ্ছে ভাবনাকারী ভিক্ষুকে দর্শনের জন্য গমন করার উপযুক্ত সময়। সেই ছয় প্রকার কী কী? যথা :

---

[1] অত্থকথানুসারে মনোভাবনীযস্সাতি এত্থ মনং ভাবেতি বড্ঢেতী'তি মনোভাবনীযো। অর্থাৎ যিনি মনকে স্মৃতি পথে ভাবিত ও স্মৃতি সম্প্রজ্ঞান বর্দ্ধিত করেন। রাজগুরু ধর্মরত্ন ভন্তে তৎ অনুদিত মহাপরিনির্বাণ সূত্র গ্রন্থের পরিশিষ্টে মনভাবনীয- এর অর্থ করেছেন 'ভাবিতমনা বা বর্দ্ধিতমনা যারা রাগ-রজাদি ত্যাগ করেছেন।

৩। এক্ষেত্রে, ভিক্ষু, যে সময়ে কোন ভিক্ষু কামরাগে পর্যুদস্ত ও কামরাগে উৎপীড়িত চিত্তে অবস্থান করে, উৎপন্ন কামরাগের নিঃসরণ বা প্রতিকার যথার্থরূপে জানে না। সেই সময়ে ভাবনাকারী ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হয়ে তার এরূপ বলা উচিত- 'আবুসো, আমি কামরাগে পর্যুদস্ত ও পরাস্ত চিত্তে অবস্থান করি এবং উৎপন্ন কামরাগের বিনাশ বা নিঃসরণ যথার্থরূপে জানি না। সত্যিই, আয়ুষ্মান, তা উত্তম হয় যদি আপনি আমাকে কামরাগ প্রহাণের জন্য ধর্ম দেশনা প্রদান করেন।' তাকে ভাবনাকারী ভিক্ষু কামরাগ প্রহাণের জন্য ধর্ম দেশনা প্রদান করেন। ভিক্ষু, ইহা হচ্ছে ভাবনাকারী ভিক্ষুকে দর্শনের জন্য গমন করার প্রথম উপযুক্ত সময়।

পুনশ্চ, ভিক্ষু, যে সময়ে কোন ভিক্ষু ব্যাপাদে পর্যুদস্ত ও ব্যাপাদে উৎপীড়িত চিত্তে অবস্থান করে, উৎপন্ন ব্যাপাদের নিঃসরণ বা প্রতিকার যথার্থরূপে জানে না। সেই সময়ে ভাবনাকারী ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হয়ে তার এরূপ বলা উচিত- 'আবুসো, আমি ব্যাপাদে পর্যুদস্ত ও পরাস্ত চিত্তে অবস্থান করি এবং উৎপন্ন ব্যাপাদের বিনাশ বা নিঃসরণ যথার্থরূপে জানি না। সত্যিই, আয়ুষ্মান, তা উত্তম হয় যদি আপনি আমাকে ব্যাপাদ প্রহাণের জন্য ধর্ম দেশনা প্রদান করেন।' তাকে ভাবনাকারী ভিক্ষু ব্যাপাদ প্রহাণের জন্য ধর্ম দেশনা প্রদান করেন। ভিক্ষু, ইহা হচ্ছে ভাবনাকারী ভিক্ষুকে দর্শনের জন্য গমন করার দ্বিতীয় উপযুক্ত সময়।

পুনশ্চ, ভিক্ষু, যে সময়ে কোন ভিক্ষু আলস্য-তন্দ্রায় পর্যুদস্ত ও আলস্য-তন্দ্রায় উৎপীড়িত চিত্তে অবস্থান করে, উৎপন্ন আলস্য-তন্দ্রার নিঃসরণ বা প্রতিকার যথার্থরূপে জানে না। সেই সময়ে ভাবনাকারী ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হয়ে তার এরূপ বলা উচিত- 'আবুসো, আমি আলস্য-তন্দ্রায় পর্যুদস্ত ও পরাস্ত চিত্তে অবস্থান করি এবং উৎপন্ন আলস্য-তন্দ্রার বিনাশ বা নিঃসরণ যথার্থরূপে জানি না। সত্যিই, আয়ুষ্মান, তা উত্তম হয় যদি আপনি আমাকে আলস্য-তন্দ্রা প্রহাণের জন্য ধর্ম দেশনা প্রদান করেন।' তাকে ভাবনাকারী ভিক্ষু আলস্য-তন্দ্রা প্রহাণের জন্য ধর্ম দেশনা প্রদান করেন। ভিক্ষু, ইহা হচ্ছে ভাবনাকারী ভিক্ষুকে দর্শনের জন্য গমন করার তৃতীয় উপযুক্ত সময়।

পুনশ্চ, ভিক্ষু, যে সময়ে কোন ভিক্ষু ঔদ্ধত্য কৌকৃত্যে (অহংকার ও অনুশোচনাভাব) পর্যুদস্ত ও ঔদ্ধত্য কৌকৃত্যে উৎপীড়িত চিত্তে অবস্থান করে, উৎপন্ন ঔদ্ধত্য কৌকৃত্যের নিঃসরণ বা প্রতিকার যথার্থরূপে জানে না। সেই

সময়ে ভাবনাকারী ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হয়ে তার এরূপ বলা উচিত- 'আবুসো, আমি ঔদ্ধত্য কৌকৃত্যে পর্যুদস্ত ও পরাস্ত চিত্তে অবস্থান করি এবং উৎপন্ন ঔদ্ধত্য কৌকৃত্যের বিনাশ বা নিঃসরণ যথার্থরূপে জানি না। সত্যিই, আয়ুষ্মান, তা উত্তম হয় যদি আপনি আমাকে ঔদ্ধত্য কৌকৃত্য প্রহাণের জন্য ধর্ম দেশনা প্রদান করেন।' তাকে ভাবনাকারী ভিক্ষু ঔদ্ধত্য কৌকৃত্য প্রহাণের জন্য ধর্ম দেশনা প্রদান করেন। ভিক্ষু, ইহা হচ্ছে ভাবনাকারী ভিক্ষুকে দর্শনের জন্য গমন করার চতুর্থ উপযুক্ত সময়।

পুনশ্চ, ভিক্ষু, যে সময়ে কোন ভিক্ষু বিচিকিৎসা বা সন্দেহভাবে পর্যুদস্ত ও বিচিকিৎসায় উৎপীড়িত চিত্তে অবস্থান করে, উৎপন্ন বিচিকিৎসার নিঃসরণ বা প্রতিকার যথার্থরূপে জানে না। সেই সময়ে ভাবনাকারী ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হয়ে তার এরূপ বলা উচিত- 'আবুসো, আমি বিচিকিৎসায় পর্যুদস্ত ও পরাস্ত চিত্তে অবস্থান করি এবং উৎপন্ন বিচিকিৎসার বিনাশ বা নিঃসরণ যথার্থরূপে জানি না। সত্যিই, আয়ুষ্মান, তা উত্তম হয় যদি আপনি আমাকে বিচিকিৎসা প্রহাণের জন্য ধর্ম দেশনা প্রদান করেন।' তাকে ভাবনাকারী ভিক্ষু বিচিকিৎসা প্রহাণের জন্য ধর্ম দেশনা প্রদান করেন। ভিক্ষু, ইহা হচ্ছে ভাবনাকারী ভিক্ষুকে দর্শনের জন্য গমন করার পঞ্চম উপযুক্ত সময়।

পুনশ্চ, ভিক্ষু, যে সময়ে কোন ভিক্ষু যেরূপ নিমিত্তের (পূর্বাভাসের) দরুণ, যেরূপ নিমিত্তাদির বিবেচনা করার দরুণ সর্বদা আসবসমূহ ক্ষয় পায়, তাদৃশ নিমিত্তাদি জানে না। সেই সময়ে ভাবনাকারী ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হয়ে তার এরূপ বলা উচিত- 'আবুসো, যেরূপ নিমিত্তাদির বিবেচনা করার দরুণ সর্বদা আসবসমূহ ক্ষয় পায়, তাদৃশ নিমিত্তাদি আমি জানি না। সত্যিই, আয়ুষ্মান, তা উত্তম হয় যদি আপনি আমাকে আসবসমূহ ক্ষয়কর নিমিত্তাদি সম্পর্কে ধর্ম দেশনা প্রদান করেন। ভিক্ষু, ইহা হচ্ছে ভাবনাকারী ভিক্ষুকে দর্শনের জন্য গমন করার ৬ষ্ঠ উপযুক্ত সময়। হে ভিক্ষু, এই ছয় প্রকার হচ্ছে ভাবনাকারী ভিক্ষুকে দর্শনের জন্য গমন করার উপযুক্ত সময়।"

প্রথম সময় সূত্র সমাপ্ত

(জ) দুতিয সময সুত্তং/দ্বিতীয় সময় সূত্র

২৮.১। একসময় বহু স্থবির ভিক্ষু বারাণসীর[1] নিকটস্থ ঋষিপতনের মৃগদায়ে[2] অবস্থান করছিলেন। সেই স্থবির ভিক্ষুরা পিণ্ডচারণ হতে প্রত্যাবর্তনের এবং আহার কৃত্য সম্পাদনের পর মণ্ডলমালে (বা ভোজনশালায়) বসে এরূপ আলোচনা করতে লাগলেন–

২। "বন্ধুগণ, ভাবনাকারী ভিক্ষুকে দর্শনের জন্য গমন করার উপযুক্ত সময় কয়টি?"

এরূপে আলোচনার সূত্রপাত হলে জনৈক ভিক্ষু স্থবির ভিক্ষুদের বললেন :

৩। "আবুসোগণ, যে সময়ে ভাবনাকারী ভিক্ষু পিণ্ডচারণ সমাপনে আহার কৃত্য সমাধা করে পাদ প্রক্ষালন পূর্বক পর্যঙ্কাবদ্ধ (পদ্মাসন) হয়ে দেহকে ঋজুভাবে রেখে, সম্মুখে স্মৃতি উপস্থাপিত করে উপবেশন করেন, সেই সময়ই তাকে দর্শনের জন্য উপযুক্ত।"

৪। এরূপ বলা হলে অন্য এক ভিক্ষু সেই স্থবির ভিক্ষুদের বললেন :

"নহে, আবুসো, ভাবনাকারী ভিক্ষুকে দর্শনের জন্য গমনের উপযুক্ত সময় তা নয়। কেননা, আবুসো, যখন ভাবনাকারী ভিক্ষু পিণ্ডচারণ ও আহার কৃত্য সমাপনে পাদ প্রক্ষালন পূর্বক পদ্মাসনে দেহকে ঋজুভাবে রেখে সম্মুখে স্মৃতি উপস্থাপিত করে উপবেশন করেন, কিন্তু পিণ্ডচারণ বা ভুক্ত খাদ্যের দরুণ তিনি অবসন্ন বোধ করেন এবং ক্লান্ত হন। তাই, ভাবনাকারী ভিক্ষুকে দর্শনের জন্য গমনের উপযুক্ত সময় তা নয়। আবুসো, যখন ভাবনাকারী ভিক্ষু সন্ধ্যাকালীন সময়ে নির্জনতা হতে উত্থিত হয়ে আবাসের ছায়াময় স্থানে পদ্মাসনে বসে দেহকে ঋজুভাবে রেখে সম্মুখে স্মৃতি উপস্থাপিত করে উপবেশন করেন, সেই সময়ই তাকে দর্শনের জন্য গমন করার উপযুক্ত।"

৫। এরূপ বলা হলে অন্য আর এক ভিক্ষু সেই ভিক্ষুকে বললেন :

"নহে আবুসো, ভাবনাকারী ভিক্ষুকে দর্শনের জন্য গমনের উপযুক্ত সময় তা

---

[1] প্রাচীন কাশী জনপদের রাজধানী ছিল এই বারাণসী। মহারাজ দিসম্পতির মন্ত্রী মহাগোবিন্দ কর্তৃক নির্মিত। বারাণসীস্থ ঋষিপতন সারনাথে ভগবান বুদ্ধ প্রথম ধর্মচক্র প্রবর্তন করেন (দীর্ঘ নিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৪১ পৃ.)।

[2] বারাণসীর সন্নিকটস্থ উন্মুক্ত স্থান। সুবিখ্যাত মৃগদায় এতে অবস্থিত ছিল। সাতাশ ক্রোশ বা ৫৪ মাইল দূরত্ব ছিল উরুবেলা হতে মৃগদায়ের। বিনয় গ্রন্থ, প্রথম প্রথম খণ্ড, ১০- এ উল্লেখ আছে, ৮০ কোটি ব্রহ্মা এবং অসংখ্য দেবগণ সত্য ধর্ম লাভ করেছিল এইস্থানে প্রদত্ত ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র শ্রবণের মাধ্যমে। দিনটি ছিল আষাঢ়ী পূর্ণিমা। বুদ্ধ এই স্থানে তার প্রথম বর্ষাবাস উদ্‌যাপন করেন।

নয়। কেননা, আবুসো, যখন ভাবনাকারী ভিক্ষু সন্ধ্যাকালীন সময়ে নির্জনতা হতে উত্থিত হয়ে আবাসের ছায়াময় স্থানে পদ্মাসনে বসে দেহকে ঋজুভাবে রেখে সম্মুখে স্মৃতি উপস্থাপিত করে উপবেশন করেন, সেই সময়ে দিনের বেলায় গৃহীত ভাবনার নিমিত্তাদি তার চিত্তে উদিত হয়। তাই, আবুসো, ভাবনাকারী ভিক্ষুকে দর্শনের জন্য গমনের উপযুক্ত সময় তা নয়। আবুসো, যখন ভাবনাকারী ভিক্ষু রাত্রির অন্তিম যামে জাগ্রত হয়ে পদ্মাসনে বসে দেহকে ঋজুভাবে রেখে সম্মুখে স্মৃতি উপস্থাপিত করে উপবেশন করেন, সেই সময়ই তাকে দর্শনের জন্য গমন করার উপযুক্ত।"

৬। এরূপ বলা হলে অন্য আরেক ভিক্ষু সেই ভিক্ষুকে বললেন :

"নহে আবুসো, ভাবনাকারী ভিক্ষুকে দর্শনের জন্য গমনের উপযুক্ত সময় তা নয়। কেননা, আবুসো, যখন ভাবনাকারী ভিক্ষু রাত্রির অন্তিম যামে জাগ্রত হয়ে পদ্মাসনে বসে দেহকে ঋজুভাবে রেখে সম্মুখে স্মৃতি উপস্থাপিত করে উপবেশন করেন, সেই সময়ে তার শরীর রসপূর্ণ[1] হয় এবং বুদ্ধের শাসনে বা শিক্ষায় গভীরভাবে মনোনিবেশ করতে সক্ষম হন। তাই, ভাবনাকারী ভিক্ষুকে দর্শনের জন্য গমনের উপযুক্ত সময় তা নয়।"

৭। এরূপ বলার পর আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়ন স্থবির ভিক্ষুদের বললেন :

"হে আবুসোগণ, আমি ভগবানের নিকট শুনেছি এবং ধারণ করেছি যে ''হে ভিক্ষু, ছয় প্রকার হচ্ছে ভাবনাকারী ভিক্ষুকে দর্শনের জন্য গমনের উপযুক্ত সময়। সেই ছয় প্রকার কী কী? যথা :

৮। এক্ষেত্রে, ভিক্ষু, যে সময়ে কোন ভিক্ষু কামরাগে পর্যুদস্ত ও কামরাগে উৎপীড়িত চিত্তে অবস্থান করে, উৎপন্ন কামরাগের নিঃসরণ বা প্রতিকার যথার্থরূপে জানে না। সেই সময়ে ভাবনাকারী ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হয়ে তার এরূপ বলা উচিত- 'আবুসো, আমি কামরাগে পর্যুদস্ত ও পরাস্ত চিত্তে অবস্থান করি এবং উৎপন্ন কামরাগের বিনাশ বা নিঃসরণ যথার্থরূপে জানি না। সত্যিই, আয়ুষ্মান, তা উত্তম হয় যদি আপনি আমাকে কামরাগ প্রহাণের জন্য ধর্ম দেশনা প্রদান করেন।' তাকে ভাবনাকারী ভিক্ষু কামরাগ প্রহাণের জন্য ধর্ম দেশনা প্রদান করেন। ভিক্ষু, ইহা হচ্ছে ভাবনাকারী ভিক্ষুকে দর্শনের জন্য গমন করার প্রথম উপযুক্ত সময়।

পুনশ্চ, ভিক্ষু, যে সময়ে কোন ভিক্ষু ব্যাপাদে পর্যুদস্ত ও ব্যাপাদে উৎপীড়িত

---

[1] রসপূর্ণ হওয়া– ওজট্ঠায়ি। অথকথায় ওজাযঠিতো, পতিট্ঠিতো।

চিত্তে অবস্থান করে, উৎপন্ন ব্যাপাদের নিঃসরণ বা প্রতিকার যথার্থরূপে জানে না। সেই সময়ে ভাবনাকারী ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হয়ে তার এরূপ বলা উচিত- 'আবুসো, আমি ব্যাপাদে পর্যুদস্ত ও পরাস্ত চিত্তে অবস্থান করি এবং উৎপন্ন ব্যাপাদের বিনাশ বা নিঃসরণ যথার্থরূপে জানি না। সত্যিই, আয়ুষ্মান, তা উত্তম হয় যদি আপনি আমাকে ব্যাপাদ প্রহাণের জন্য ধর্ম দেশনা প্রদান করেন।' তাকে ভাবনাকারী ভিক্ষু ব্যাপাদ প্রহাণের জন্য ধর্ম দেশনা প্রদান করেন। ভিক্ষু, ইহা হচ্ছে ভাবনাকারী ভিক্ষুকে দর্শনের জন্য গমন করার দ্বিতীয় উপযুক্ত সময়।

পুনশ্চ, ভিক্ষু, যে সময়ে কোন ভিক্ষু আলস্য-তন্দ্রায় পর্যুদস্ত ও আলস্য-তন্দ্রায় উৎপীড়িত চিত্তে অবস্থান করে, উৎপন্ন আলস্য-তন্দ্রার নিঃসরণ বা প্রতিকার যথার্থরূপে জানে না। সেই সময়ে ভাবনাকারী ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হয়ে তার এরূপ বলা উচিত- 'আবুসো, আমি আলস্য-তন্দ্রায় পর্যুদস্ত ও পরাস্ত চিত্তে অবস্থান করি এবং উৎপন্ন আলস্য-তন্দ্রার বিনাশ বা নিঃসরণ যথার্থরূপে জানি না। সত্যিই, আয়ুষ্মান, তা উত্তম হয় যদি আপনি আমাকে আলস্য-তন্দ্রা প্রহাণের জন্য ধর্ম দেশনা প্রদান করেন।' তাকে ভাবনাকারী ভিক্ষু আলস্য-তন্দ্রা প্রহাণের জন্য ধর্ম দেশনা প্রদান করেন। ভিক্ষু, ইহা হচ্ছে ভাবনাকারী ভিক্ষুকে দর্শনের জন্য গমন করার তৃতীয় উপযুক্ত সময়।

পুনশ্চ, ভিক্ষু, যে সময়ে কোন ভিক্ষু ঔদ্ধত্য কৌকৃত্যে (অহংকার ও অনুশোচনাভাব) পর্যুদস্ত ও ঔদ্ধত্য কৌকৃত্যে উৎপীড়িত চিত্তে অবস্থান করে, উৎপন্ন ঔদ্ধত্য কৌকৃত্যের নিঃসরণ বা প্রতিকার যথার্থরূপে জানে না। সেই সময়ে ভাবনাকারী ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হয়ে তার এরূপ বলা উচিত- 'আবুসো, আমি ঔদ্ধত্য কৌকৃত্যে পর্যুদস্ত ও পরাস্ত চিত্তে অবস্থান করি এবং উৎপন্ন ঔদ্ধত্য কৌকৃত্যের বিনাশ বা নিঃসরণ যথার্থরূপে জানি না। সত্যিই, আয়ুষ্মান, তা উত্তম হয় যদি আপনি আমাকে ঔদ্ধত্য কৌকৃত্য প্রহাণের জন্য ধর্ম দেশনা প্রদান করেন।' তাকে ভাবনাকারী ভিক্ষু ঔদ্ধত্য কৌকৃত্য প্রহাণের জন্য ধর্ম দেশনা প্রদান করেন। ভিক্ষু, ইহা হচ্ছে ভাবনাকারী ভিক্ষুকে দর্শনের জন্য গমন করার চতুর্থ উপযুক্ত সময়।

পুনশ্চ, ভিক্ষু, যে সময়ে কোন ভিক্ষু বিচিকিৎসা বা সন্দেহভাবে পর্যুদস্ত ও বিচিকিৎসায় উৎপীড়িত চিত্তে অবস্থান করে, উৎপন্ন বিচিকিৎসার নিঃসরণ বা প্রতিকার যথার্থরূপে জানে না। সেই সময়ে ভাবনাকারী ভিক্ষুর নিকট

উপস্থিত হয়ে তার এরূপ বলা উচিত- 'আবুসো, আমি বিচিকিৎসায় পর্যুদস্ত ও পরাস্ত চিত্তে অবস্থান করি এবং উৎপন্ন বিচিকিৎসার বিনাশ বা নিঃসরণ যথার্থরূপে জানি না। সত্যিই, আয়ুষ্মান, তা উত্তম হয় যদি আপনি আমাকে বিচিকিৎসা প্রহাণের জন্য ধর্ম দেশনা প্রদান করেন।' তাকে ভাবনাকারী ভিক্ষু বিচিকিৎসা প্রহাণের জন্য ধর্ম দেশনা প্রদান করেন। ভিক্ষু, ইহা হচ্ছে ভাবনাকারী ভিক্ষুকে দর্শনের জন্য গমন করার পঞ্চম উপযুক্ত সময়।

পুনশ্চ, ভিক্ষু, যে সময়ে কোন ভিক্ষু যেরূপ নিমিত্তের (পূর্বাভাসের) দরুণ, যেরূপ নিমিত্তাদির বিবেচনা করার দরুণ সর্বদা আসবসমূহ ক্ষয় পায়, তাদৃশ নিমিত্তাদি জানে না। সেই সময়ে ভাবনাকারী ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হয়ে তার এরূপ বলা উচিত- 'আবুসো, যেরূপ নিমিত্তাদির বিবেচনা করার দরুণ সর্বদা আসবসমূহ ক্ষয় পায়, তাদৃশ নিমিত্তাদি আমি জানি না। সত্যিই, আয়ুষ্মান, তা উত্তম হয় যদি আপনি আমাকে আসবসমূহ ক্ষয়কর নিমিত্তাদি সম্পর্কে ধর্ম দেশনা প্রদান করেন। ভিক্ষু, ইহা হচ্ছে ভাবনাকারী ভিক্ষুকে দর্শনের জন্য গমন করার ষষ্ঠ উপযুক্ত সময়। হে ভিক্ষু, এই ছয় প্রকার হচ্ছে ভাবনাকারী ভিক্ষুকে দর্শনের জন্য গমন করার উপযুক্ত সময়।"

৯। হে আবুসোগণ, আমি ভগবানকে এরূপ বলতে শুনেছি এবং তা ধারণ করেছি যে 'ভিক্ষু, এই ছয় প্রকার হচ্ছে ভাবনাকারী ভিক্ষুকে দর্শনের জন্য গমন করার উপযুক্ত সময়।'

দ্বিতীয় সময় সূত্র সমাপ্ত

(ঝ) উদাযী সুত্তং[1]উদায়ী সূত্র

২৯.১। অতঃপর ভগবান আয়ুষ্মান উদায়ীকে[1] ডেকে বললেন :

"হে উদায়ী, অনুস্মৃতির (বা ভাবনার) কয়টি বিষয় আছে?"

এরূপ জিজ্ঞাসিত হয়ে আয়ুষ্মান উদায়ী চুপ রইলেন। দ্বিতীয় বারও ভগবান আয়ুষ্মান উদায়ীকে ডেকে বললেন :

"হে উদায়ী, অনুস্মৃতির (বা ভাবনার) কয়টি বিষয় আছে?"

দ্বিতীয় বারও আয়ুষ্মান উদায়ী নিরব থাকলেন। তৃতীয় বারও ভগবান আয়ুষ্মান উদায়ীকে ডেকে বললেন :

"হে উদায়ী, অনুস্মৃতির (বা ভাবনার) কয়টি বিষয় আছে?"

---

[1] অত্থকথা মতে ইনি লালুদায়ী। বিনয় গ্রন্থ, প্রথম খণ্ড, ১১৫; দীর্ঘ নিকায়, তৃতীয় খণ্ড, ১০৯ পৃ. দ্রষ্টব্য।

তৃতীয় বারও আয়ুষ্মান উদায়ী নিরব রইলেন।

২। অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দ আয়ুষ্মান উদায়ীকে এরূপ বললেন :

"আয়ুষ্মান উদায়ী, ভগবান আপনাকে কিছু বলছেন।"

"আয়ুষ্মান আনন্দ, আমি ভগবানের কথা শুনেছি। ভন্তে, এক্ষেত্রে, ভিক্ষু নানা প্রকারে পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করেন। যেমন- এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন জন্ম, চার জন্ম, পাঁচ জন্ম, দশ জন্ম, বিশ জন্ম, ত্রিশ জন্ম, চল্লিশ জন্ম, পঞ্চাশ জন্ম, শত জন্ম, সহস্র জন্ম, শত-সহস্র (লক্ষ) জন্ম, এমনকি বহু সংবর্ত কল্প, বহু বিবর্ত কল্প, এবং বহু সংবর্ত-বিবর্ত কল্পে অমুক জন্মে আমার এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এইরূপ আহার, এইরূপ ছিল সুখ-দুঃখ ভোগ, এই পরিমাণ ছিল আয়ু। সেখান হতে চ্যুত হয়ে ঐ স্থানে জন্ম গ্রহণ করেছি। সেখানেও এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এইরূপ আহার, এইরূপ ছিল সুখ-দুঃখ ভোগ, এই পরিমাণ ছিল আয়ু। আবার সেই স্থান হতে চ্যুত হয়ে এখানে জন্ম হয়েছি।'– এই প্রকারে তিনি আকার ও গতিসহ বহুবিধ পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করতে পারেন। ভন্তে, এটাই অনুস্মৃতির বিষয়।"

৩। অতঃপর ভগবান আয়ুষ্মান আনন্দকে ডেকে বললেন, "হে আনন্দ, আমি জানতাম যে এই মূর্খ উদায়ী অধিচিত্তে অনুযুক্ত হয়ে অবস্থান করে না। আনন্দ, তুমিই বল, অনুস্মৃতির বিষয় কয়টি?"

৪। "ভন্তে, অনুস্মৃতির বিষয় পাচঁটি। সেই পাঁচ কী কী? যথা :

এক্ষেত্রে, ভন্তে, ভিক্ষু যাবতীয় কাম সম্পর্ক হতে বিবিক্ত হয়ে এবং অকুশল চিন্তা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে সবিতর্ক, সবিচার এবং বিবেকজনিত প্রীতি-সুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করে অবস্থান করেন। বিতর্ক-বিচারের উপশমে অধ্যাত্মিক সম্প্রসাদী, চিত্তের একীভাব আনয়নকারী বিতর্ক-বিচারাতীত সমাধিজনিত প্রীতি সুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করে অবস্থান করেন। প্রীতির প্রতিও বিরাগী হয়ে উপেক্ষার ভাবে অবস্থান করে, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হয়ে স্বচিত্তে (প্রীতি নিরপেক্ষ) সুখ অনুভব করেন; যেই অবস্থাকে আর্যগণ 'উপেক্ষাসম্পন্ন, স্মৃতিমান ও সুখ বিহারী' বলে আখ্যা দেন সেই তৃতীয় ধ্যান অধিগত করে বিচরণ করেন[1]। ভন্তে, এই অনুস্মৃতির বিষয় এরূপে ভাবিত, বহুলীকৃত হলে তা ইহজীবনেই সুখ বিহারের জন্য চালিত হয়।

পুনশ্চ, ভন্তে, ভিক্ষু আলোক সংজ্ঞায় মনোনিবেশ করেন, দিবা সংজ্ঞায়

---

[1] ৪র্থ ধ্যানের কথা এই অংশে ধৃত হয়নি কেননা তা সুখ বিবর্জিত।

দৃঢ়রূপে মনোযোগ স্থাপন করেন। যেমন দিন তেমনই রাত্রি, যেমন রাত্রি তেমনই দিন। এরূপে উন্মুক্ত, অনাবৃত চিত্তের দ্বারা সে প্রভাস্বর চিত্ত ভাবিত করেন। ভন্তে, এই অনুস্মৃতির বিষয় এরূপে ভাবিত, বহুলীকৃত হলে তা জ্ঞান দর্শন লাভের জন্য সংবর্তিত বা চালিত হয়।

পুনশ্চ, ভন্তে, ভিক্ষু পদতল হতে উর্দ্ধে এবং কেশাগ্র হতে নিম্নে ত্বক পরিবেষ্টিত নানা প্রকার অশুচিপূর্ণ এই দেহকে প্রত্যবেক্ষণ করেন- 'এই দেহে কেশ, লোম, নখ, দন্ত, ত্বক, মাংস, স্নায়ু, অস্থি, অস্থিমজ্জা, মূত্রাশয়, হৃৎপিণ্ড, যকৃত, ক্লোম (পিত্তকোষ), প্লীহা, ফুসফুস্, অন্ত্র, ক্ষুদ্রান্ত্র, উদর, পুরীষ (বা মল), মগজ, পিত্ত, শেষ্মা, পূয, রক্ত, স্বেদ, মেদ, অশ্রু, লালা, নাসামল, লসিকা, ও মূত্র আছে। ভন্তে, এই অনুস্মৃতির বিষয় এরূপে ভাবিত, বহুলীকৃত হলে তা কামরাগ প্রহাণের জন্য চালিত হয়।

পুনশ্চ, ভন্তে, ভিক্ষু শ্মশানে পরিত্যক্ত একদিনের মৃত, দুই দিনের মৃত, তিন দিনের মৃত, স্ফীত, নীল, পূযপূর্ণ দেহ দেখেন। তখন তিনি ঐ দেহকে স্বীয় দেহের সাথে তুলনা করে চিন্তা করেন- 'এই দেহও ঐরূপ ধর্মবিশিষ্ট, ঐরূপ পরিণামী, ইহাও ঐ নিয়মের অনতিক্রম্য।

যেমন তিনি আরও দেখতে পান শ্মশানে পরিত্যক্ত দেহকে কাক, কুলাল বা শ্যেন পাখি, গৃধ্র, কুকুর, শৃগাল প্রভৃতি প্রাণী ভক্ষণ করছে। তখন তিনি ঐ দেহকে স্বীয় দেহের সাথে তুলনা করে চিন্তা করেন- 'এই দেহও ঐরূপ ধর্মবিশিষ্ট, ঐরূপ পরিণামী, ইহাও ঐ নিয়মের অনতিক্রম্য।

যেমন, তিনি আরও দেখতে পান শ্মশানে পরিত্যক্ত দেহ অস্থি শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত, রক্ত-মাংসে যুক্ত এবং স্নায়ু দ্বারা আবদ্ধ। তখন তিনি ঐ দেহকে স্বীয় দেহের সাথে তুলনা করে চিন্তা করেন- 'এই দেহও ঐরূপ ধর্মবিশিষ্ট, ঐরূপ পরিণামী, ইহাও ঐ নিয়মের অনতিক্রম্য।

যেমন, তিনি আরও দেখতে পান শ্মশানে পরিত্যক্ত দেহ অস্থি শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত, মাংসহীন শুধু রক্তমাখা ও স্নায়ুতে বদ্ধ। তখন তিনি ঐ দেহকে স্বীয় দেহের সাথে তুলনা করে চিন্তা করেন- 'এই দেহও ঐরূপ ধর্মবিশিষ্ট, ঐরূপ পরিণামী, ইহাও ঐ নিয়মের অনতিক্রম্য।

যেমন, তিনি আরও দেখতে পান শ্মশানে পরিত্যক্ত দেহ অস্থি শৃঙ্খল, রক্ত-মাংসহীন শুধু স্নায়ু বদ্ধ। তখন তিনি ঐ দেহকে স্বীয় দেহের সাথে তুলনা করে চিন্তা করেন- 'এই দেহও ঐরূপ ধর্মবিশিষ্ট, ঐরূপ পরিণামী, ইহাও ঐ নিয়মের অনতিক্রম্য।

যেমন, তিনি আরও দেখতে পান শ্মশানে পরিত্যক্ত দেহ চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন অস্থিপুঞ্জ, এক স্থানে হস্তাস্থি, অন্য স্থানে কটি অস্থি, অন্য স্থানে পঞ্জরাস্থি, এক স্থানে মেরুদণ্ড অস্থি, অন্য স্থানে স্কন্ধ অস্থি, এক স্থানে গ্রীবাস্থি, অন্য স্থানে চোয়াল অস্থি, এক স্থানে দন্ত অস্থি, অন্য স্থানে মাথার খুলি। তখন তিনি ঐ দেহকে স্বীয় দেহের সাথে তুলনা করে চিন্তা করেন- 'এই দেহও ঐরূপ ধর্মবিশিষ্ট, ঐরূপ পরিণামী, ইহাও ঐ নিয়মের অনতিক্রম্য।

যেমন, তিনি আরও দেখতে পান শ্মশানে পরিত্যক্ত দেহ, তা শ্বেত, শঙ্খবর্ণ সদৃশ, বর্ষাধিকের পুঞ্জীভূত, গলিত, চূর্ণীকৃত অস্থিপুঞ্জ। তখন তিনি ঐ দেহকে স্বীয় দেহের সাথে তুলনা করে চিন্তা করেন- 'এই দেহও ঐরূপ ধর্মবিশিষ্ট, ঐরূপ পরিণামী, ইহাও ঐ নিয়মের অনতিক্রম্য। ভন্তে, তা আমিত্বরূপ মানের মূলোৎপাটনের জন্য চালিত হয়।

পুনশ্চ, ভন্তে, ভিক্ষু সর্ববিধ দৈহিক সুখ-দুঃখ পরিত্যাগ করে, পূর্বেই সৌমনস্য-দৌর্মনস্য (মনের হর্ষ-বিষাদ) অস্তমিত করে, না দুঃখ-না সুখ, উপেক্ষা ও স্মৃতি দ্বারা পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থ ধ্যান লাভ করতঃ অবস্থান করেন। ভন্তে, এই অনুস্মৃতির বিষয় এরূপে ভাবিত, বহুলীকৃত হলে তা নানা ধাতু উপলব্ধির জন্য সংবর্তিত হয়। ভন্তে, এই পাচঁ প্রকার হচ্ছে অনুস্মৃতির বিষয়।"

৫। "সাধু, আনন্দ, সাধু, তাহলে আনন্দ, এই ষষ্ঠ অনুস্মৃতির বিষয়টিও ধারণ কর। এক্ষেত্রে আনন্দ, ভিক্ষু স্মৃতিমান হয়ে অগ্রসর হয়, স্মৃতিমান হয়েই পশ্চাধাবন করে। সে স্মৃতিমান হয়েই দাড়ায়, উপবেশন করে, শয্যা প্রস্তুত করে, এবং স্মৃতিমান হয়েই কর্মাদিতে মনোযোগ স্থাপন করে। আনন্দ, এই অনুস্মৃতির বিষয় এরূপে ভাবিত, বহুলীকৃত হলে তা স্মৃতি সম্প্রজ্ঞানতার জন্য চালিত হয়।"

উদায়ী সূত্র সমাপ্ত

(ঞ) অনুত্তরিয সুত্তং/শ্রেষ্ঠ সূত্র

৩০.১। "হে ভিক্ষুগণ, ছয় প্রকার শ্রেষ্ঠ রয়েছে। সেই ছয় প্রকার শ্রেষ্ঠ কী কী? যথা : দর্শনের শ্রেষ্ঠ, শ্রবণের শ্রেষ্ঠ, লাভের শ্রেষ্ঠ, শিক্ষার শ্রেষ্ঠ, পরিচর্যার শ্রেষ্ঠ, এবং অনুস্মৃতির শ্রেষ্ঠ।

২। ভিক্ষুগণ, দর্শনের মধ্যে কিরূপ দর্শনই শ্রেষ্ঠ?

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, কোন কোন ব্যক্তি হস্তীরত্ন, অশ্ব রত্ন, মনি রত্ন, উচ্চ-নীচ প্রভেদ দর্শনের জন্য এবং মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যায় প্রতিপন্ন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণকে দর্শনের জন্য গমন করে। কিন্তু ভিক্ষুগণ, সত্যিই তা কি দর্শন? নহে, আমি

বলছি- তা প্রকৃত দর্শন নয়। ভিক্ষুগণ, সেইরূপ দর্শন হচ্ছে হীন, গ্রাম্য, সাধারণ, অনার্য ও অনর্থসংহিত। তা নির্বেদ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি এবং নির্বাণ লাভের জন্য চালিত হয় না। ভিক্ষুগণ, যিনি শ্রদ্ধায় নিবিষ্ট, নিবিষ্ট প্রেম, একান্তগত ও অভিপ্রসন্ন হয়ে তথাগত কিংবা তথাগত শ্রাবককে দর্শনের জন্য গমন করেন; তাদৃশ দর্শনই হচ্ছে সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির জন্য, শোক-বিলাপ অতিক্রমের জন্য, দুঃখ-দৌর্মনস্য অস্তমিত করার জন্য, জ্ঞান অধিগম এবং নির্বাণ লাভের জন্য শ্রেষ্ঠ দর্শন। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয় শ্রেষ্ঠ দর্শন। এরূপেই দর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব হয়।

৩। ভিক্ষুগণ, শ্রবণের মধ্যে কিরূপ শ্রবণই শ্রেষ্ঠ?

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, কোন কোন ব্যক্তি ভেরী শব্দ, বীণা শব্দ, গীত শব্দ, উচ্চ-নীচ প্রভেদ শব্দ এবং মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যায় প্রতিপন্ন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণের নিকট ধর্ম শ্রবণের জন্য গমন করে। কিন্তু ভিক্ষুগণ, সত্যিই তা কি শ্রবণ? নহে, আমি বলছি- তা প্রকৃত শ্রবণ নয়। ভিক্ষুগণ, সেইরূপ শ্রবণ হচ্ছে হীন, গ্রাম্য, সাধারণ, অনার্য ও অনর্থসংহিত। তা নির্বেদ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি এবং নির্বাণ লাভের জন্য চালিত হয় না। ভিক্ষুগণ, যিনি শ্রদ্ধায় নিবিষ্ট, নিবিষ্ট প্রেম, একান্তগত ও অভিপ্রসন্ন হয়ে তথাগত কিংবা তথাগত শ্রাবকের নিকট ধর্ম শ্রবণের জন্য গমন করেন; তাদৃশ শ্রবণই হচ্ছে সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির জন্য, শোক-বিলাপ অতিক্রমের জন্য, দুঃখ-দৌর্মনস্য অস্তমিত করার জন্য, জ্ঞান অধিগম এবং নির্বাণ লাভের জন্য শ্রেষ্ঠ শ্রবণ। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয় শ্রেষ্ঠ শ্রবণ। এরূপেই দর্শন ও শ্রবণের শ্রেষ্ঠত্ব হয়।

৪। ভিক্ষুগণ, লাভের মধ্যে কিরূপ লাভই শ্রেষ্ঠ?

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, কোন কোন ব্যক্তি পুত্র, স্ত্রী, ধন সম্পদ, নানা প্রকার বিষয়াদি লাভ করে এবং মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যায় প্রতিপন্ন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণের প্রতি শ্রদ্ধা সম্পত্তি লাভ করে। কিন্তু ভিক্ষুগণ, সত্যিই তা কি লাভ? নহে, আমি বলছি- তা প্রকৃত লাভ নয়। ভিক্ষুগণ, সেইরূপ লাভ হচ্ছে হীন, গ্রাম্য, সাধারণ, অনার্য ও অনর্থসংহিত। তা নির্বেদ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি এবং নির্বাণ লাভের জন্য চালিত হয় না। ভিক্ষুগণ, যিনি শ্রদ্ধায় নিবিষ্ট, নিবিষ্ট প্রেম, একান্তগত ও অভিপ্রসন্ন হয়ে তথাগত কিংবা তথাগত শ্রাবকের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হন; তাদৃশ লাভই হচ্ছে সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির জন্য, শোক-বিলাপ অতিক্রমের জন্য, দুঃখ-দৌর্মনস্য অস্তমিত করার জন্য,

জ্ঞান অধিগম এবং নির্বাণ লাভের জন্য শ্রেষ্ঠ লাভ। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয় শ্রেষ্ঠ লাভ। এরূপেই দর্শন, শ্রবণ ও লাভের শ্রেষ্ঠত্ব হয়।

৫। ভিক্ষুগণ, শিক্ষার মধ্যে কিরূপ শিক্ষাই শ্রেষ্ঠ?

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, কোন কোন ব্যক্তি হস্তী, অশ্ব, রথ চালনা, ধনু বিদ্যা, তরোয়াল চালনা, ও নানাবিধ বিদ্যা শিক্ষা করে এবং মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যায় প্রতিপন্ন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণের নিকট মিথ্যা বিষয় শিক্ষা করে। কিন্তু ভিক্ষুগণ, সত্যিই তা কি শিক্ষা? নহে, আমি বলছি- তা প্রকৃত শিক্ষা নয়। ভিক্ষুগণ, সেইরূপ শিক্ষা হচ্ছে হীন, গ্রাম্য, সাধারণ, অনার্য ও অনর্থসংহিত। তা নির্বেদ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি এবং নির্বাণ লাভের জন্য চালিত হয় না। ভিক্ষুগণ, যিনি শ্রদ্ধায় নিবিষ্ট, নিবিষ্ট প্রেম, একান্তগত ও অভিপ্রসন্ন হয়ে তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ে শ্রেষ্ঠ শীল-সমাধি ও প্রজ্ঞার শিক্ষা করেন; তাদৃশ শিক্ষাই হচ্ছে সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির জন্য, শোক-বিলাপ অতিক্রমের জন্য, দুঃখ-দৌর্মনস্য অস্তমিত করার জন্য, জ্ঞান অধিগম এবং নির্বাণ লাভের জন্য শ্রেষ্ঠ শিক্ষা। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয় শ্রেষ্ঠ শিক্ষা। এরূপেই দর্শন, শ্রবণ, লাভ ও শিক্ষার শ্রেষ্ঠত্ব হয়।

৬। ভিক্ষুগণ, পরিচর্যার মধ্যে কিরূপ পরিচর্যাই শ্রেষ্ঠ?

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, কোন কোন ব্যক্তি ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, গৃহপতি কিংবা জনসাধারণের পরিচর্যা করে এবং মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যায় প্রতিপন্ন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণকে পরিচর্যা করে। কিন্তু ভিক্ষুগণ, সত্যিই কি তা যথার্থ পরিচর্যা? নহে, আমি বলছি- তা প্রকৃত পরিচর্যা নয়। ভিক্ষুগণ, সেইরূপ পরিচর্যা হচ্ছে হীন, গ্রাম্য, সাধারণ, অনার্য ও অনর্থসংহিত। তা নির্বেদ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি এবং নির্বানের জন্য চালিত হয় না। ভিক্ষুগণ, যিনি শ্রদ্ধায় নিবিষ্ট, নিবিষ্ট প্রেম, একান্তগত ও অভিপ্রসন্ন হয়ে তথাগত কিংবা তথাগতশ্রাবককে পরিচর্যা করেন; তাদৃশ পরিচর্যাই হচ্ছে সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির জন্য, শোক-বিলাপ অতিক্রমের জন্য, দুঃখ-দৌর্মনস্য অস্তমিত করার জন্য, জ্ঞান অধিগম এবং নির্বাণ লাভের জন্য শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয় শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা। এরূপেই দর্শন, শ্রবণ, লাভ, শিক্ষা ও পরিচর্যার শ্রেষ্ঠত্ব হয়।

৭। ভিক্ষুগণ, অনুস্মৃতি বা সর্বদা চিন্তনের মধ্যে কিরূপ অনুস্মৃতিই শ্রেষ্ঠ?

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, কোন কোন ব্যক্তি পুত্র, স্ত্রী, ধন সম্পদ, নানা প্রকার বিষয়াদি লাভের কথা সর্বদা চিন্তা করে এবং মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যায় প্রতিপন্ন

শ্রমণ বা ব্রাহ্মণকে সর্বদা চিন্তা করে। কিন্তু ভিক্ষুগণ, সত্যিই কি তা যথার্থ অনুস্মৃতি? নহে, আমি বলছি- তা প্রকৃত অনুস্মৃতি নয়। ভিক্ষুগণ, সেইরূপ অনুস্মৃতি হচ্ছে হীন, গ্রাম্য, সাধারণ, অনার্য ও অনর্থসংহিত। তা নির্বেদ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি এবং নির্বানের জন্য চালিত হয় না। ভিক্ষুগণ, যিনি শ্রদ্ধায় নিবিষ্ট, নিবিষ্ট প্রেম, একান্তগত ও অভিপ্রসন্ন হয়ে তথাগত কিংবা তথাগতের শিষ্যকে অনুস্মৃতি করেন; তাদৃশ চিন্তনই হচ্ছে সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির জন্য, শোক-বিলাপ অতিক্রমের জন্য, দুঃখ-দৌর্মনস্য অস্তমিত করার জন্য, জ্ঞান অধিগম এবং নির্বাণ লাভের জন্য শ্রেষ্ঠ চিন্তন। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয় শ্রেষ্ঠ অনুস্মৃতি। এরূপেই দর্শন, শ্রবণ, লাভ, শিক্ষা, পরিচর্যা ও অনুস্মৃতির শ্রেষ্ঠত্ব হয়। ভিক্ষুগণ, এই ছয় প্রকারই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ।"

"দর্শনের শ্রেষ্ঠভাব লভিলেন যারা,
লব্ধ যাদের শ্রবণ-লাভের শ্রেষ্ঠ ধারা;
আর্য শিক্ষায় আছেন তারা সদা নিয়োজিত,
সেবা পূজাঁয় মতি তাদের পুণ্য হস্তগত;
বিবেকযুক্ত অমৃতগামী পথের সাধনা,
ক্ষেমপ্রদ অনুস্মৃতিতে করেন সদা ভাবনা;
অপ্রমাদে প্রমোদিত বিচক্ষণ শীলবান,
যথাকালে পান সবে অমৃতের সন্ধান।"

শ্রেষ্ঠ সূত্র সমাপ্ত
শ্রেষ্ঠ বর্গ সমাপ্ত

তস্সুদ্দানং- সূত্রসূচি

সামক, অপরিহানিকর, আর ভয় সূত্র,
হিমালয়, অনুস্মৃতির বিষয় হল বিবৃত;
কাত্যায়ন, দ্বে সময় সূত্র মিলে অষ্টবিধ,
উদায়ী ও শ্রেষ্ঠ সূত্রে বর্গ সমাপ্ত।

৪. দেবতা বর্গ

(ক) সেখ সুত্তং[1]শৈক্ষ্য সূত্র

৩১.১। "হে ভিক্ষুগণ, ছয় প্রকার বিষয় শৈক্ষ্য বা শিক্ষার্থী ভিক্ষুর পরিহানির

জন্য সংবর্তিত বা চালিত হয়। সেই ছয় প্রকার কী কী? যথা :

২। কর্ম প্রিয়তা, বাজে আলাপে আসক্তি, নিদ্রা প্রিয়তা, সামাজিক সঙ্গানন্দ প্রিয়তা, ইন্দ্রিয়ে অগুপ্তদ্বারতা এবং ভোজনে অমাত্রাজ্ঞতা। এই ছয় প্রকার বিষয় শিক্ষার্থী ভিক্ষুকে পরিহানির দিকে নিয়ে যায়।

৩। হে ভিক্ষুগণ, ছয় প্রকার বিষয় শিক্ষার্থী ভিক্ষুকে অপরিহানির দিকে নিয়ে যায়। সেই ছয় প্রকার কী কী? যথা :

২। কর্মপ্রিয় না হওয়া, বাজে আলাপে অনাসক্তি, নিদ্রাপ্রিয় না হওয়া, সামাজিক সঙ্গানন্দ প্রিয় না হওয়া, ইন্দ্রিয়সমূহে গুপ্তদ্বার এবং ভোজনে মাত্রাজ্ঞতা। এই ছয় প্রকার বিষয় শিক্ষার্থী ভিক্ষুকে অপরিহানির দিকে নিয়ে যায়।"

শৈক্ষ্য সূত্র সমাপ্ত

(খ) পঠম অপরিহান সুত্তং/প্রথম অপরিহানি সূত্র

৩২.১। অতঃপর জনৈক দেবতা রাত্রির শেষ ভাগে কমনীয়রূপে সমগ্র জেতবন উদ্ভাসিত করে ভগবৎ সকাশে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপার্শ্বে স্থিত হলেন। একপাশে স্থিত সেই দেবতা ভগবানকে বললেন :

২। "ভন্তে, ছয় প্রকার বিষয় ভিক্ষুর অপরিহানির জন্য চালিত হয়। সেই ছয় প্রকার বিষয় কী কী? যথা : শাস্তার প্রতি গৌরবতা, ধর্মের প্রতি গৌরবতা, সঙ্ঘের প্রতি গৌরবতা, শিক্ষার প্রতি গৌরবতা, অপ্রমাদের প্রতি গৌরবতা এবং মৈত্রীপূর্ণ সাদর সম্ভাষণের প্রতি গৌরবতা। ভন্তে, এই ছয় প্রকার বিষয় ভিক্ষুর অপরিহানির জন্য চালিত হয়।" সেই দেবতা এইরূপ বললে ভগবান তা অনুমোদন করলেন। 'শাস্তা আমার বাক্য অনুমোদন করেছেন'- ইহা জ্ঞাত হয়ে সেই দেবতা ভগবানকে অভিবাদন করে প্রদক্ষিণ পূর্বক সেস্থানেই অন্তর্হিত হলেন।

৩। অতঃপর সেই রাত্রির অবসানে প্রত্যুষে ভগবান ভিক্ষুদের আহ্বান করে বললেন, "ভিক্ষুগণ, জনৈক দেবতা অদ্য রাত্রির শেষ ভাগে কমনীয়রূপে সমগ্র জেতবন উদ্ভাসিত করে আমার নিকট উপস্থিত হল। উপস্থিত হয়ে আমাকে অভিবাদন করে একপার্শ্বে দাঁড়ালো। একপাশে স্থিত হয়ে সেই দেবতা আমাকে বলল– 'ভন্তে, ছয় প্রকার বিষয় ভিক্ষুর অপরিহানির জন্য চালিত হয়। সেই ছয় প্রকার বিষয় কী কী? যথা : শাস্তার প্রতি গৌরবতা, ধর্মের প্রতি গৌরবতা, সঙ্ঘের প্রতি গৌরবতা, শিক্ষার প্রতি গৌরবতা,

অপ্রমাদের প্রতি গৌরবতা এবং মৈত্রীপূর্ণ সাদর সম্ভাষণের প্রতি গৌরবতা। ভন্তে, এই ছয় প্রকার বিষয় ভিক্ষুর অপরিহানির জন্য চালিত হয়।' ভিক্ষুগণ, সেই দেবতা আমাকে এরূপ বলে অভিবাদন পূর্বক প্রদক্ষিণ করতঃ সেস্থানেই অন্তর্হিত হল।"

বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘে যার তীব্র গারবতা,
অপ্রমাদ ও মৈত্রীবাক্যে আছে প্রফুল্লতা;
তাদৃশ ভিক্ষুর নহে পরিহানি কদাচন,
নির্বাণের সন্নিধানে হয় তারই গমন।

প্রথম অপরিহানি সূত্র সমাপ্ত

(গ) দুতিয অপরিহান সুত্তং/দ্বিতীয় অপরিহানি সূত্র

৩৩.১। "ভিক্ষুগণ, জনৈক দেবতা অদ্য রাত্রির শেষ ভাগে কমনীয়রূপে সমগ্র জেতবন উদ্ভাসিত করে আমার নিকট উপস্থিত হল। উপস্থিত হয়ে আমাকে অভিবাদন করে একপার্শ্বে দাঁড়ালো। একপাশে স্থিত হয়ে সেই দেবতা আমাকে বলল– 'ভন্তে, ছয় প্রকার বিষয় ভিক্ষুর অপরিহানির জন্য চালিত হয়। সেই ছয় প্রকার বিষয় কী কী? যথা : শাস্তার প্রতি গৌরবতা, ধর্মের প্রতি গৌরবতা, সঙ্ঘের প্রতি গৌরবতা, শিক্ষার প্রতি গৌরবতা, পাপে লজ্জার প্রতি গৌরবতা এবং পাপে ভয়ের প্রতি গৌরবতা। ভন্তে, এই ছয় প্রকার বিষয় ভিক্ষুর অপরিহানির জন্য চালিত হয়।' ভিক্ষুগণ, সেই দেবতা আমাকে এরূপ বলে অভিবাদন পূর্বক প্রদক্ষিণ করতঃ সেস্থানেই অন্তর্হিত হল।"

বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘে যার তীব্র গারবতা,
পাপে লজ্জা আর ভয়ে আছে মান্যতা;
তাদৃশ ভিক্ষুর নহে পরিহানি কদাচন,
নির্বাণের সন্নিধানে হয় তারই গমন।

দ্বিতীয় অপরিহানি সূত্র সমাপ্ত

(ঘ) মহামোগ্গলান সুত্তং/মহামৌদগল্যায়ন সূত্র

৩৪.১। একসময় ভগবান শ্রাবস্তীর সন্নিকটস্থ অনাথপিণ্ডিক নির্মিত জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। সেই সময় আয়ুষ্মান মহামৌদগল্যায়নের একাকী নির্জনবাসের সময় এরূপ চিন্তার উদ্রেক হলো– "কোন্ দেবতাগণের

নিকট এরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, যথা : 'আমরা স্রোতাপন্ন[1], অবিনিপাত ধর্মী, এবং নিয়ত সম্বোধি পরায়ণ?' সেই সময়ে তিষ্য[1] নামক জনৈক ভিক্ষু অধুনা কালগত হয়ে এক ব্রহ্ম লোকে উৎপন্ন হয়েছিলেন। সেস্থানে সকলের নিকট তিনি সুপরিচিত যে, 'তিষ্য ব্রহ্মা মহাঋদ্ধিমান ও মহানুভব সম্পন্ন।'

২। অতঃপর আয়ুষ্মান মহামৌদগল্যায়ন বলবান ব্যক্তির সংকোচিত বাহু প্রসারণ কিংবা প্রসারিত বাহু সংকোচনের ন্যায় অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে জেতবন হতে অন্তর্হিত হয়ে সেই ব্রহ্মলোকে আবির্ভূত হলেন। তিষ্য ব্রহ্মা দূর হতে আয়ুষ্মান মহামৌদগল্যায়নকে আগমনরত দেখে বললেন, "আসুন, প্রভূ মৌদগল্যায়ন, স্বাগতম প্রভূ মৌদগল্যায়ন, দীর্ঘদিন পরই এখানে আসলেন। প্রভূ, এই প্রজ্ঞাপ্ত আসনে বসুন। আয়ুষ্মান মৌদগল্যায়ন প্রজ্ঞাপ্ত আসনে বসলেন। তিষ্য ব্রহ্মাও আয়ুষ্মান মৌদগল্যায়নকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট তিষ্য ব্রহ্মাকে আয়ুষ্মান মহামৌদগল্যায়ন এরূপ বললেন :

৩। "হে তিষ্য, কোন দেবতাগণের নিকট এরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, যথা : 'আমরা স্রোতাপন্ন, অবিনিপাত ধর্মী এবং নিয়ত সম্বোধি পরায়ণ?'"

"প্রভূ মৌদগল্যায়ন, চতুর্মহারাজিক দেবগণের নিকট এরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, যথা : 'আমরা স্রোতাপন্ন, অবিনিপাত ধর্মী এবং নিয়ত সম্বোধি পরায়ণ।'"

"হে তিষ্য, চতুর্মহারাজিক দেবতাগণের সকলের নিকট এরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, যথা : 'আমরা স্রোতাপন্ন, অবিনিপাত ধর্মী এবং নিয়ত সম্বোধি পরায়ণ?'"

"নহে, প্রভূ মৌদগল্যায়ন, চতুর্মহারাজিক দেবগণের সকলের নিকট তাদৃশ জ্ঞান উৎপন্ন হয় না, যথা : 'আমরা স্রোতাপন্ন, অবিনিপাত ধর্মী এবং নিয়ত সম্বোধি পরায়ণ।' প্রভূ মৌদগল্যায়ন, চতুর্মহারাজিক দেবগণের মধ্যে যে

---

[1] †স্রাতাপন্ন শব্দের অর্থ যারা আর্য তথা মুক্তির স্রোতে আপন্ন হয়েছে। যারা মুক্তির ধারায় পড়েছেন। স্রোতাপন্নের ৬২ প্রকার মিথ্যাদৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রত পরামর্শন, ইর্ষা, মাৎসর্য এই পঞ্চবিধ সংযোজন প্রহীন হয়।

[1]খুব সম্ভবত: এই তিষ্য নামধেয় ভিক্ষু পরবর্তীতে ব্রহ্মলোক হতে চ্যুত হয়ে পুন মোদ্গালিপুত্র ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেন। এবং পরে প্রব্রজিত হন। সম্রাট অশোকের সহায়তায় এই মোদ্গালিপুত্র তিষ্য স্থবিরই তৃতীয় সংগায়নে সভাপতির ভূমিকা রাখেন। দ্র: ৩৫৩পৃ: সদ্ধর্ম রত্নাকর, ধর্মতিলক স্থবির।

সকল দেবগণ বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের প্রতি অবিচলিত প্রসাদ সম্পন্ন নয় এবং আর্যগণ কর্তৃক প্রশংসিত শীলের দ্বারা সুসমৃদ্ধ নয়; সে সকল দেবগণের নিকট এরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয় না, যথা : 'আমরা স্রোতাপন্ন, অবিনিপাত ধর্মী এবং নিয়ত সম্বোধি পরায়ণ।' কিন্তু প্রভূ মৌদগল্যায়ন, যে সকল চতুর্মহারাজিক দেবগণ বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের প্রতি অবিচলিত প্রসাদ সম্পন্ন এবং আর্যগণ কর্তৃক প্রশংসিত শীলের দ্বারা সুসমৃদ্ধ; সে সকল দেবগণের নিকট এরূপ জ্ঞানোদয় হয়, যথা : 'আমরা স্রোতাপন্ন, অবিনিপাত ধর্মী এবং নিয়ত সম্বোধি পরায়ণ।'"

৪। "তিষ্য, এই যে চতুর্মহারাজিক দেবগণের নিকট এরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, যথা : 'আমরা স্রোতাপন্ন, অবিনিপাত ধর্মী এবং নিয়ত সম্বোধি পরায়ণ।' তাদৃশ জ্ঞান কি তাবত্রিংশ দেবগণের নিকট উৎপন্ন হয় না?"

"প্রভূ মৌদগল্যায়ন, তাবত্রিংশ দেবগণের নিকটেও সেরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, যথা : 'আমরা স্রোতাপন্ন, অবিনিপাত ধর্মী এবং নিয়ত সম্বোধি পরায়ণ।'"

"হে তিষ্য, তাবত্রিংশবাসী সকল দেবতাগণের নিকট এরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, যথা : 'আমরা স্রোতাপন্ন, অবিনিপাত ধর্মী এবং নিয়ত সম্বোধি পরায়ণ?'"

"নহে, প্রভূ মৌদগল্যায়ন, তাবত্রিংশবাসী সকল দেবগণের নিকট তাদৃশ জ্ঞান উৎপন্ন হয় না, যথা : 'আমরা স্রোতাপন্ন, অবিনিপাত ধর্মী এবং নিয়ত সম্বোধি পরায়ণ।' প্রভূ মৌদগল্যায়ন, তাবত্রিংশবাসী যে সকল দেবগণ বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের প্রতি অবিচলিত প্রসাদ সম্পন্ন নয় এবং আর্যগণ কর্তৃক প্রশংসিত শীলের দ্বারা সুসমৃদ্ধ নয়; সে সকল দেবগণের নিকট এরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয় না, যথা : 'আমরা স্রোতাপন্ন, অবিনিপাত ধর্মী এবং নিয়ত সম্বোধি পরায়ণ।' কিন্তু প্রভূ মৌদগল্যায়ন, তাবত্রিংশবাসী যে সকল দেবগণ বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের প্রতি অবিচলিত প্রসাদ সম্পন্ন এবং আর্যগণ কর্তৃক প্রশংসিত শীলের দ্বারা সুসমৃদ্ধ; সে সকল দেবগণের নিকট এরূপ জ্ঞানোদয় হয়, যথা : 'আমরা স্রোতাপন্ন, অবিনিপাত ধর্মী এবং নিয়ত সম্বোধি পরায়ণ।'"

৫। "তিষ্য, এই যে তাবত্রিংশবাসী দেবগণের নিকট এরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, যথা : 'আমরা স্রোতাপন্ন, অবিনিপাত ধর্মী এবং নিয়ত সম্বোধি পরায়ণ।' তাদৃশ জ্ঞান কি যামবাসী দেবগণের নিকট উৎপন্ন হয় না?"

"প্রভূ মৌদগল্যায়ন, যামবাসী দেবগণের নিকটেও সেরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, যথা : 'আমরা স্রোতাপন্ন, অবিনিপাত ধর্মী এবং নিয়ত সম্বোধি পরায়ণ।'"

"হে তিষ্য, যামবাসী সকল দেবতাগণের নিকট এরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, যথা : 'আমরা স্রোতাপন্ন, অবিনিপাত ধর্মী এবং নিয়ত সম্বোধি পরায়ণ?'"

"নহে, প্রভূ মৌদগল্যায়ন, সকল যামবাসী দেবগণের নিকট তাদৃশ জ্ঞান উৎপন্ন হয় না, যথা : 'আমরা স্রোতাপন্ন, অবিনিপাত ধর্মী এবং নিয়ত সম্বোধি পরায়ণ।' প্রভূ মৌদগল্যায়ন, যে সকল যামবাসী দেবগণ বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের প্রতি অবিচলিত প্রসাদ সম্পন্ন নয় এবং আর্যগণ কর্তৃক প্রশংসিত শীলের দ্বারা সুসমৃদ্ধ নয়; সে সকল দেবগণের নিকট এরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয় না, যথা : 'আমরা স্রোতাপন্ন, অবিনিপাত ধর্মী এবং নিয়ত সম্বোধি পরায়ণ।' কিন্তু প্রভূ মৌদগল্যায়ন, যে সকল যামবাসী দেবগণ বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের প্রতি অবিচলিত প্রসাদ সম্পন্ন এবং আর্যগণ কর্তৃক প্রশংসিত শীলের দ্বারা সুসমৃদ্ধ; সে সকল দেবগণের নিকট এরূপ জ্ঞানোদয় হয়, যথা : 'আমরা স্রোতাপন্ন, অবিনিপাত ধর্মী এবং নিয়ত সম্বোধি পরায়ণ।'"

৬। "তিষ্য, এই যে যামবাসী দেবগণের নিকট এরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, যথা : 'আমরা স্রোতাপন্ন, অবিনিপাত ধর্মী এবং নিয়ত সম্বোধি পরায়ণ।' তাদৃশ জ্ঞান কি তুষিত লোকের দেবগণের নিকট উৎপন্ন হয় না?"

"প্রভূ মৌদগল্যায়ন, তুষিত লোকের দেবগণের নিকটেও সেরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, যথা : 'আমরা স্রোতাপন্ন, অবিনিপাত ধর্মী এবং নিয়ত সম্বোধি পরায়ণ।'"

"হে তিষ্য, তুষিত লোকের সকল দেবতাগণের নিকট এরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, যথা : 'আমরা স্রোতাপন্ন, অবিনিপাত ধর্মী এবং নিয়ত সম্বোধি পরায়ণ?'"

"নহে, প্রভূ মৌদগল্যায়ন, তুষিত লোকের সকল দেবগণের নিকট তাদৃশ জ্ঞান উৎপন্ন হয় না, যথা : 'আমরা স্রোতাপন্ন, অবিনিপাত ধর্মী এবং নিয়ত সম্বোধি পরায়ণ।' প্রভূ মৌদগল্যায়ন, যে সকল তুষিত লোকের দেবগণ বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের প্রতি অবিচলিত প্রসাদ সম্পন্ন নয় এবং আর্যগণ কর্তৃক প্রশংসিত শীলের দ্বারা সুসমৃদ্ধ নয়; সে সকল দেবগণের নিকট এরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয় না, যথা : 'আমরা স্রোতাপন্ন, অবিনিপাত ধর্মী এবং নিয়ত সম্বোধি পরায়ণ।' কিন্তু প্রভূ মৌদগল্যায়ন, যে সকল তুষিত লোকের দেবগণ বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের প্রতি অবিচলিত প্রসাদ সম্পন্ন এবং আর্যগণ কর্তৃক প্রশংসিত শীলের দ্বারা সুসমৃদ্ধ; সে সকল দেবগণের নিকট এরূপ জ্ঞানোদয় হয়, যথা : 'আমরা স্রোতাপন্ন, অবিনিপাত ধর্মী এবং নিয়ত সম্বোধি

পরায়ণ।'"

৭। "তিষ্য, এই যে তুষিত লোকের দেবগণের নিকট এরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, যথা : 'আমরা স্রোতাপন্ন, অবিনিপাত ধর্মী এবং নিয়ত সম্বোধি পরায়ণ।' তাদৃশ জ্ঞান কি নির্মাণরতির দেবগণের নিকট উৎপন্ন হয় না?"

"প্রভূ মৌদগল্যায়ন, নির্মাণরতির দেবগণের নিকটেও সেরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, যথা : 'আমরা স্রোতাপন্ন, অবিনিপাত ধর্মী এবং নিয়ত সম্বোধি পরায়ণ।'"

"হে তিষ্য, নির্মাণরতির সকল দেবতাগণের নিকট এরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, যথা : 'আমরা স্রোতাপন্ন, অবিনিপাত ধর্মী এবং নিয়ত সম্বোধি পরায়ণ?'"

"নহে, প্রভূ মৌদগল্যায়ন, নির্মাণরতির সকল দেবগণের নিকট তাদৃশ জ্ঞান উৎপন্ন হয় না, যথা : 'আমরা স্রোতাপন্ন, অবিনিপাত ধর্মী এবং নিয়ত সম্বোধি পরায়ণ।' প্রভূ মৌদগল্যায়ন, যে সকল নির্মাণরতির দেবগণ বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের প্রতি অবিচলিত প্রসাদ সম্পন্ন নয় এবং আর্যগণ কর্তৃক প্রশংসিত শীলের দ্বারা সুসমৃদ্ধ নয়; সে সকল দেবগণের নিকট এরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয় না, যথা : 'আমরা স্রোতাপন্ন, অবিনিপাত ধর্মী এবং নিয়ত সম্বোধি পরায়ণ।' কিন্তু প্রভূ মৌদগল্যায়ন, যে সকল নির্মাণরতির দেবগণ বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের প্রতি অবিচলিত প্রসাদ সম্পন্ন এবং আর্যগণ কর্তৃক প্রশংসিত শীলের দ্বারা সুসমৃদ্ধ; সে সকল দেবগণের নিকট এরূপ জ্ঞানোদয় হয়, যথা : 'আমরা স্রোতাপন্ন, অবিনিপাত ধর্মী এবং নিয়ত সম্বোধি পরায়ণ।'"

৮। "তিষ্য, এই যে নির্মাণরতির দেবগণের নিকট এরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, যথা : 'আমরা স্রোতাপন্ন, অবিনিপাত ধর্মী এবং নিয়ত সম্বোধি পরায়ণ।' তাদৃশ জ্ঞান কি পরনির্মিত বশবর্তী লোকের দেবগণের নিকট উৎপন্ন হয় না?"

"প্রভূ মৌদগল্যায়ন, পরনির্মিত বশবর্তী লোকের দেবগণের নিকটেও সেরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, যথা : 'আমরা স্রোতাপন্ন, অবিনিপাত ধর্মী এবং নিয়ত সম্বোধি পরায়ণ।'"

"হে তিষ্য, পরনির্মিত বশবর্তী লোকের সকল দেবতাগণের নিকট এরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, যথা : 'আমরা স্রোতাপন্ন, অবিনিপাত ধর্মী এবং নিয়ত সম্বোধি পরায়ণ?'"

"নহে, প্রভূ মৌদগল্যায়ন, পরনির্মিত বশবর্তী লোকের সকল দেবগণের

নিকট তাদৃশ জ্ঞান উৎপন্ন হয় না, যথা : 'আমরা স্রোতাপন্ন, অবিনিপাত ধর্মী এবং নিয়ত সম্বোধি পরায়ণ।' প্রভূ মৌদগল্যায়ন, যে সকল পরনির্মিত বশবর্তী লোকের দেবগণ বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের প্রতি অবিচলিত প্রসাদ সম্পন্ন নয় এবং আর্যগণ কর্তৃক প্রশংসিত শীলের দ্বারা সুসমৃদ্ধ নয়; সে সকল দেবগণের নিকট এরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয় না, যথা : 'আমরা স্রোতাপন্ন, অবিনিপাত ধর্মী এবং নিয়ত সম্বোধি পরায়ণ।' কিন্তু প্রভূ মৌদগল্যায়ন, যে সকল পরনির্মিত বশবর্তী লোকের দেবগণ বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের প্রতি অবিচলিত প্রসাদ সম্পন্ন এবং আর্যগণ কর্তৃক প্রশংসিত শীলের দ্বারা সুসমৃদ্ধ; সে সকল দেবগণের নিকট এরূপ জ্ঞানোদয় হয়, যথা : 'আমরা স্রোতাপন্ন, অবিনিপাত ধর্মী এবং নিয়ত সম্বোধি পরায়ণ।'"

৯।অতঃপর আয়ুষ্মান মহামৌদগল্যায়ন তিষ্য ব্রহ্মার ভাষণ অভিনন্দন ও অনুমোদন করে বলবান পুরুষেরর সংকোচিত বাহু প্রসারণ কিংবা প্রসারিত বাহু সংকোচনের ন্যায় অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে ব্রহ্মলোক হতে অন্তর্হিত হয়ে জেতবনে উপস্থিত হলেন।

মহামৌদগল্যায়ন সূত্র সমাপ্ত

(ঙ) বিজ্জাভাগিয সুত্তং।বিদ্যার অংশ সূত্র

৩৫.১। "হে ভিক্ষুগণ, ছয় প্রকার বিষয় হচ্ছে বিদ্যা বা প্রজ্ঞার অংশ। সেই ছয় প্রকার কী কী? যথা :

২। অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, এই ছয় প্রকার বিষয় হচ্ছে বিদ্যা বা প্রজ্ঞার অংশ।"

বিদ্যার অংশ সূত্র সমাপ্ত

(চ) বিবাদ মূল সুত্তং।বিবাদের মূল সূত্র

৩৬.১। "হে ভিক্ষুগণ, বিবাদের মূল কারণ ছয় প্রকার। সেই ছয় প্রকার কী কী?

২। এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু ক্রোধী এবং দোষান্বেষণকারী হয়। ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু ক্রোধী, দোষান্বেষণকারী সে শাস্তার প্রতি, ধর্মের প্রতি এমনকি সংঘের প্রতিও অগৌরবী, অবাধ্য হয়ে অবস্থান করে এবং শিক্ষাসমূহও পরিপূর্ণ করে না। ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু শাস্তার প্রতি, ধর্মের প্রতি এমনকি সংঘের প্রতিও অগৌরবী ও অবাধ্য হয়ে অবস্থান করে এবং শিক্ষাসমূহও পরিপূর্ণ করে না; সে সংঘ মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করে। যে বিবাদ বহুজনের

অহিত ও দুঃখের কারণ হয়, বহুজনের অনর্থের কারণ হয় এবং দেব-মনুষ্যের অহিত ও দুঃখের কারণ হয়। এরূপে, ভিক্ষুগণ, তোমরা যদি বিবাদের মূল কারণ নিজ মধ্যে কিংবা অপরের মধ্যে দেখতে পাও, তাহলে তোমরা সেই পাপ বিবাদের মূল প্রহাণের জন্য প্রচেষ্টা করবে। যদি ভিক্ষুগণ, তোমরা বিবাদের মূল নিজ কিংবা অপরের মধ্যে দেখতে না পাও, তাহলে সেই পাপ বিবাদের মূল অনাগতে নিরোধের জন্য পন্থাবলম্বন করবে। এরূপেই পাপ বিবাদ মূলের প্রহাণ সম্ভব। এবং এরূপে পাপ বিবাদ মূল অনাগতে নিরোধ করা সম্ভব হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু ম্রক্ষী (অন্যের নিন্দাকারী) এবং বিদ্বেষ পরায়ণ হয়। ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু ম্রক্ষী, এবং বিদ্বেষ পরায়ণ সে শাস্তার প্রতি, ধর্মের প্রতি এমনকি সংঘের প্রতিও অগৌরবী, অবাধ্য হয়ে অবস্থান করে এবং শিক্ষাসমূহও পরিপূর্ণ করে না। ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু শাস্তার প্রতি, ধর্মের প্রতি এমনকি সংঘের প্রতিও অগৌরবী ও অবাধ্য হয়ে অবস্থান করে এবং শিক্ষাসমূহও পরিপূর্ণ করে না, সে সংঘ মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করে। যে বিবাদ বহুজনের অহিত ও দুঃখের কারণ হয়, বহুজনের অনর্থের কারণ হয় এবং দেব-মনুষ্যের অহিত ও দুঃখের কারণ হয়। এরূপে, ভিক্ষুগণ, তোমরা যদি বিবাদের মূল কারণ নিজ মধ্যে কিংবা অপরের মধ্যে দেখতে পাও, তাহলে তোমরা সেই পাপ বিবাদের মূল প্রহাণের জন্য প্রচেষ্টা করবে। যদি ভিক্ষুগণ, তোমরা বিবাদের মূল নিজ কিংবা অপরের মধ্যে দেখতে না পাও, তাহলে সেই পাপ বিবাদের মূল অনাগতে নিরোধের জন্য পন্থাবলম্বন করবে। এরূপেই পাপ বিবাদ মূলের প্রহাণ সম্ভব। এবং এরূপে পাপ বিবাদ মূল অনাগতে নিরোধ করা সম্ভব হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু ঈর্ষাপরায়ণ ও মৎসরী (লোভী) হয়। ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু ঈর্ষাপরায়ণ ও মৎসরী সে শাস্তার প্রতি, ধর্মের প্রতি এমনকি সংঘের প্রতিও অগৌরবী, অবাধ্য হয়ে অবস্থান করে এবং শিক্ষাসমূহও পরিপূর্ণ করে না। ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু শাস্তার প্রতি, ধর্মের প্রতি এমনকি সংঘের প্রতিও অগৌরবী ও অবাধ্য হয়ে অবস্থান করে এবং শিক্ষাসমূহও পরিপূর্ণ করে না, সে সংঘ মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করে। যে বিবাদ বহুজনের অহিত ও দুঃখের কারণ হয়, বহুজনের অনর্থের কারণ হয় এবং দেব-মনুষ্যের অহিত ও দুঃখের কারণ হয়। এরূপে, ভিক্ষুগণ, তোমরা যদি বিবাদের মূল কারণ নিজ মধ্যে কিংবা অপরের মধ্যে দেখতে পাও, তাহলে তোমরা সেই পাপ

বিবাদের মূল প্রহাণের জন্য প্রচেষ্টা করবে। যদি ভিক্ষুগণ, তোমরা বিবাদের মূল নিজ কিংবা অপরের মধ্যে দেখতে না পাও, তাহলে সেই পাপ বিবাদের মূল অনাগতে নিরোধের জন্য পন্থাবলম্বন করবে। এরূপেই পাপ বিবাদ মূলের প্রহাণ সম্ভব। এবং এরূপে পাপ বিবাদ মূল অনাগতে নিরোধ করা সম্ভব হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু শঠ ও মায়াবী হয়। ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু শঠ ও মায়াবী সে শাস্তার প্রতি, ধর্মের প্রতি এমনকি সংঘের প্রতিও অগৌরবী, অবাধ্য হয়ে অবস্থান করে এবং শিক্ষাসমূহও পরিপূর্ণ করে না। ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু শাস্তার প্রতি, ধর্মের প্রতি এমনকি সংঘের প্রতিও অগৌরবী ও অবাধ্য হয়ে অবস্থান করে এবং শিক্ষাসমূহও পরিপূর্ণ করে না, সে সংঘ মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করে। যে বিবাদ বহুজনের অহিত ও দুঃখের কারণ হয়, বহুজনের অনর্থের কারণ হয় এবং দেব-মনুষ্যের অহিত ও দুঃখের কারণ হয়। এরূপে, ভিক্ষুগণ, তোমরা যদি বিবাদের মূল কারণ নিজ মধ্যে কিংবা অপরের মধ্যে দেখতে পাও, তাহলে তোমরা সেই পাপ বিবাদের মূল প্রহাণের জন্য প্রচেষ্টা করবে। যদি ভিক্ষুগণ, তোমরা বিবাদের মূল নিজ কিংবা অপরের মধ্যে দেখতে না পাও, তাহলে সেই পাপ বিবাদের মূল অনাগতে নিরোধের জন্য পন্থাবলম্বন করবে। এরূপেই পাপ বিবাদ মূলের প্রহাণ সম্ভব। এবং এরূপে পাপ বিবাদ মূল অনাগতে নিরোধ করা সম্ভব হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু পাপেচ্ছুক ও মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু পাপেচ্ছুক ও মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন সে শাস্তার প্রতি, ধর্মের প্রতি এমনকি সংঘের প্রতিও অগৌরবী, অবাধ্য হয়ে অবস্থান করে এবং শিক্ষাসমূহও পরিপূর্ণ করে না। ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু শাস্তার প্রতি, ধর্মের প্রতি এমনকি সংঘের প্রতিও অগৌরবী ও অবাধ্য হয়ে অবস্থান করে এবং শিক্ষাসমূহও পরিপূর্ণ করে না, সে সংঘ মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করে। যে বিবাদ বহুজনের অহিত ও দুঃখের কারণ হয়, বহুজনের অনর্থের কারণ হয় এবং দেব-মনুষ্যের অহিত ও দুঃখের কারণ হয়। এরূপে, ভিক্ষুগণ, তোমরা যদি বিবাদের মূল কারণ নিজ মধ্যে কিংবা অপরের মধ্যে দেখতে পাও, তাহলে তোমরা সেই পাপ বিবাদের মূল প্রহাণের জন্য প্রচেষ্টা করবে। যদি ভিক্ষুগণ, তোমরা বিবাদের মূল নিজ কিংবা অপরের মধ্যে দেখতে না পাও, তাহলে সেই পাপ বিবাদের মূল অনাগতে নিরোধের জন্য পন্থাবলম্বন করবে। এরূপেই পাপ বিবাদ মূলের প্রহাণ সম্ভব। এবং এরূপে পাপ বিবাদ মূল

অনাগতে নিরোধ করা সম্ভব হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু বদ্ধদৃষ্টিক, একগুঁয়ে, ও অবাধ্য হয়। ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু বদ্ধদৃষ্টিক, একগুঁয়ে, ও অবাধ্য সে শাস্তার প্রতি, ধর্মের প্রতি এমনকি সংঘের প্রতিও অগৌরবী, অবাধ্য হয়ে অবস্থান করে এবং শিক্ষাসমূহও পরিপূর্ণ করে না। ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু শাস্তার প্রতি, ধর্মের প্রতি এমনকি সংঘের প্রতিও অগৌরবী ও অবাধ্য হয়ে অবস্থান করে এবং শিক্ষাসমূহও পরিপূর্ণ করে না, সে সংঘ মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করে। যে বিবাদ বহুজনের অহিত ও দুঃখের কারণ হয়, বহুজনের অনর্থের কারণ হয় এবং দেব-মনুষ্যের অহিত ও দুঃখের কারণ হয়। এরূপে, ভিক্ষুগণ, তোমরা যদি বিবাদের মূল কারণ নিজ মধ্যে কিংবা অপরের মধ্যে দেখতে পাও, তাহলে তোমরা সেই পাপ বিবাদের মূল প্রহাণের জন্য প্রচেষ্টা করবে। যদি ভিক্ষুগণ, তোমরা বিবাদের মূল নিজ কিংবা অপরের মধ্যে দেখতে না পাও, তাহলে সেই পাপ বিবাদের মূল অনাগতে নিরোধের জন্য পন্থাবলম্বন করবে। এরূপেই পাপ বিবাদ মূলের প্রহাণ সম্ভব। এবং এরূপে পাপ বিবাদ মূল অনাগতে নিরোধ করা সম্ভব হয়। ভিক্ষুগণ, এই ছয় প্রকার বিবাদের মূল।”

বিবাদের মূল সূত্র সমাপ্ত

(ছ) ছলঙ্গদান সুত্তং[ষড়বিধ অঙ্গ সমন্বিত দান সূত্র

৩৭.১। একসময় ভগবান শ্রাবস্তীর নিকটস্থ জেতবনে অনাথপিণ্ডিক নির্মিত আরামে অবস্থান করছিলেন। সেই সময়ে উপাসিকা বেলুকন্টকী নন্দমাতা শারিপুত্র ও মৌদগল্যায়ন প্রমুখ ভিক্ষু সংঘকে ষড়বিধ গুণ সমৃদ্ধ দানযজ্ঞ সম্পাদন করেছিলেন। ভগবান অতিমানবীয়, বিশুদ্ধ দিব্যচক্ষু দ্বারা সে বিষয় অবলোকন করলেন। তা দেখে ভিক্ষুদের আহ্বান করে বললেন :

২। “ভিক্ষুগণ, উপাসিকা বেলুকন্টকী নন্দমাতা শারিপুত্র ও মৌদগল্যায়ন প্রমুখ ভিক্ষু সংঘের উদ্দেশ্যে ষড়বিধ অঙ্গ সমন্বিত দানযজ্ঞ সম্পাদন করেছে। ভিক্ষুগণ, কিরূপে দক্ষিণা বা দান ষড়বিধ অঙ্গ সমৃদ্ধ হয়?

৩। এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, দায়কের ত্রিবিধ এবং প্রতিগ্রাহকের ত্রিবিধ দানের অঙ্গ আছে। দায়কের ত্রিবিধ দান অঙ্গ কী কী? যথা : এক্ষেত্রে দায়ক দান দেয়ার পূর্বে পবিত্রমনা হয়, দানকালে প্রসন্ন হয়ে দান করে এবং দান দেয়ার পরে সন্তুষ্ট চিত্তে অবস্থান করে। এই ত্রিবিধ হচ্ছে দায়কের দান অঙ্গ।

৪। প্রতিগ্রাহকের ত্রিবিধ দান অঙ্গ কী কী? যথা : ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে প্রতিগ্রাহকেরা বীতরাগ (রাগাসক্তি শূণ্য) কিংবা রাগাসক্তি পরিত্যাগের জন্য

প্রতিপন্ন বা নিযুক্ত হয়, বীতদ্বেষ কিংবা দ্বেষ পরিত্যাগের জন্য নিযুক্ত এবং বীতমোহ বা মোহ পরিত্যাগের নিমিত্তে রত হয়। এই ত্রিবিধ হচ্ছে প্রতিগ্রাহকের দানের অঙ্গ। ভিক্ষুগণ, এরূপে দায়কের ত্রিবিধ এবং প্রতিগ্রাহকের ত্রিবিধ মোট ষড়বিধ অঙ্গ সমৃদ্ধ দক্ষিণা হয়।

৫। ভিক্ষুগণ, এই ষড়বিধ অঙ্গ সমন্বিত দানের পুণ্যফল এরূপে পরিমাপ করা সুকর নহে, যেমন- 'এই পরিমাণ হচ্ছে পুণ্যফল, কুশল ফল, সুখের আহার, স্বর্গের পথ প্রদর্শক, সুখ ফলদায়ী এবং স্বর্গ লাভের সহায়ক। যা ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, হিত ও সুখের জন্যই চালিত হয়।' কিন্তু অসংখ্য ও অপ্রমেয় মহাপুণ্যফলও পরিমাপ করা সম্ভব।

যেমন, ভিক্ষুগণ, এরূপে মহাসমুদ্রের জল পরিমাপ করা সহজ সাধ্য নয়, যথা : 'এত পরিমাণ জলপাত্র, এত শত পরিমাণ জলপাত্র, এত সহস্র পরিমাণ জলপাত্র কিংবা এত শত-সহস্র (লক্ষ) পরিমাণ জলপাত্র।' কিন্তু অসংখ্য, অপ্রমেয় মহাজলরাশিও পরিমাপ করা সম্ভব। ঠিক এরূপেই, ভিক্ষুগণ, এই ষড়বিধ অঙ্গ সমন্বিত দানের পুণ্যফল এরূপে পরিমাপ করা সুকর নহে, যেমন- 'এই পরিমাণ হচ্ছে পুণ্যফল, কুশল ফল, সুখের আহার, স্বর্গের পথ প্রদর্শক, সুখ ফলদায়ী এবং স্বর্গ লাভের সহায়ক। যা ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, হিত ও সুখের জন্যই চালিত হয়।' কিন্তু অসংখ্য ও অপ্রমেয় মহাপুণ্যফলও পরিমাপ করা সম্ভব।"

"দানপূর্বে দাতা হয় সুমনা অতিশয়,
দানকালে চিত্ত তার প্রসাদিত রয়;
সন্তুষ্ট হন তিনি দানযজ্ঞ সম্পাদনে,
দানের পূর্ণতা এরূপে শুন সুধী জনে।
রাগ-দ্বেষ-মোহহীন অনাসবীগণ,
সংযত যতি দানের যোগ্য পাত্র হন।
আচমনে দেহ শুদ্ধি লভিবার পরে,
স্বয়ং হস্তে করেন দান অতি শ্রদ্ধা ভরে;
এইরূপে হলে দান কর্ম সম্পাদিত,
আত্ম-পর পুণ্যফল লভে সুনিশ্চিত;
মুক্তচিত্তে শ্রদ্ধাবান মেধাবী বিদ্বান,
এরূপে দানযজ্ঞ করেন সম্প্রদান;
অব্যাপাদী সুখময় পুণ্যধাম যথায়,

তাদৃশ পন্ডিতজন জনম লভে তথায়।”

ষড়বিধ অঙ্গ সমন্বিত দান সূত্র সমাপ্ত

(জ) অত্তকারী সুত্তং/আত্মকারী সূত্র

৩৮.১। অনন্তর জনৈক ব্রাহ্মণ ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানের সাথে সম্বোধনযোগ্য ও স্মরণীয় কথা আলাপনের পর একপাশে উপবিষ্ট হলেন। একপাশে উপবিষ্ট সেই ব্রাহ্মণ ভগবানকে এরূপ বললেন :

২। “মাননীয় গৌতম, আমি এরূপ মতবাদী, এরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন, যথা : ‘আত্মশক্তি কিংবা পরশক্তি বলে কিছু নাই।’”

“নহে, হে ব্রাহ্মণ, আমি এজাতীয় মতবাদ দেখি নাই এবং শুনিও নাই। কিভাবে একজন নিজে অগ্রগামী ও নিজেই পশ্চাৎগামী হয়ে বলবে যে ‘আত্মশক্তি ও পরশক্তি বলে কিছু নাই’,

৩। ব্রাহ্মণ, তা কিরূপ মনে কর, আরম্ভসূচক বিষয় আছে কি?”

“হ্যাঁ ভন্তে, আছে।”

“তার বিদ্যমানতা থাকলে মানুষেরা কি সেরূপ আরম্ভ বা উপক্রমন করতে পারে?”

“হ্যাঁ ভন্তে, পারে।”

“ব্রাহ্মণ, এই যে আরম্ভসূচক বিষয় রয়েছে এবং মানুষেরা সেরূপ উপক্রমন করতে পারে, আর ইহাই হচ্ছে সত্ত্বগণের আত্মশক্তি ও পরশক্তি।

৪। ব্রাহ্মণ, তা কিরূপ মনে কর, প্রয়াস করার বিষয়, পরাক্রম করার বিষয়, প্রাণশক্তি, স্থিতি অবস্থা, কোন কিছুর অভিমুখে চলার বিষয় আছে কি?”

“হ্যাঁ ভন্তে, আছে।”

“সে সমস্তের বিদ্যমানতা থাকলে মানুষেরা কি সেরূপ বিষয় সম্পাদন করতে পারে?”

“হ্যাঁ ভন্তে, পারে।”

“ব্রাহ্মণ, এই যে প্রয়াস করার বিষয়, পরাক্রম করার বিষয়, প্রাণশক্তি, স্থিতি অবস্থা, কোন কিছুর অভিমুখে চলার বিষয় রয়েছে এবং মানুষেরা সেরূপ বিষয় সম্পাদন করতে পারে, আর ইহাই হচ্ছে সত্ত্বগণের আত্মশক্তি ও পরশক্তি।

৯। নহে, হে ব্রাহ্মণ, আমি এজাতীয় মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গি দেখি নাই ও শুনি নাই। কিভাবে একজন নিজে অগ্রগামী ও নিজেই পশ্চাৎগামী হয়ে বলবে যে

'আত্মশক্তি ও পরশক্তি বলে কিছুই নাই,'"

১০। "আশ্চর্য, মাননীয় গৌতম, অদ্ভুত, মাননীয় গৌতম, যেমন কেউ অধোমুখীকে উন্মুখী, আবৃতকে অনাবৃত, বিমূঢ়কে পথ নির্দেশ কিংবা অন্ধকারে তৈল প্রদীপ ধারণ করে যাতে চক্ষুষ্মান ব্যক্তি রূপসমূহ দেখতে পায়; ঠিক এরূপেই, মহানুভব গৌতম কর্তৃক বহু পর্যায়ে, বিবিধ যুক্তিতে ধর্ম প্রকাশিত হয়েছে। এই আমি মহানুভব গৌতমের এবং তৎ প্রবর্তিত ধর্ম ও তৎ প্রতিষ্ঠিত ভিক্ষুসংঘের শরণাগত হচ্ছি। হে মহানুভব গৌতম, আজ হতে আমাকে আমরণ শরণাগত উপাসকরূপে গ্রহণ করুন।"

আত্মকারী সূত্র সমাপ্ত

(ঝ) নিদান সুত্তং[1]আদি কারণ সূত্র

৩৯.১। "হে ভিক্ষুগণ, কর্ম সমুদয়ের ত্রিবিধ আদি কারণ রয়েছে। সেই ত্রিবিধ কী কী? যথা :

২। লোভ, দ্বেষ ও মোহ হচ্ছে কর্ম সমুদয়ের আদি কারণ। ভিক্ষুগণ, লোভ হতে অলোভ উদ্ভুত হয় না, লোভ হতে লোভই উৎপন্ন হয়। দ্বেষ হতেও অদ্বেষ উদ্ভুত হয় না, দ্বেষই উৎপন্ন হয়। এবং মোহ হতে কখনই অমোহ উৎপন্ন হয় না, মোহ হতে মোহেরই উৎপত্তি হয়। ভিক্ষুগণ, লোভ, দ্বেষ ও মোহজনিত কর্মের দ্বারা কখনই দেব, মনুষ্য কিংবা অন্য যেকোনো সুগতি পাওয়া যায় না। তাদৃশ কর্মের দরুণ নিরয়, তীর্যক, প্রেতলোক কিংবা অন্য যেকোনো দুর্গতিই অবধারিত। ভিক্ষুগণ, এই ত্রিবিধ হচ্ছে কর্ম সমুদয়ের আদি কারণ।

৩। হে ভিক্ষুগণ, কর্ম সমুদয়ের অপর ত্রিবিধ কারণ আছে। সেই ত্রিবিধ কারণ কী কী? যথা :

৪। অলোভ, অদ্বেষ ও অমোহ হচ্ছে কর্ম সমুদয়ের আদি কারণ। ভিক্ষুগণ, অলোভ হতে লোভ উদ্ভুত হয় না, অলোভ হতে অলোভই উৎপন্ন হয়। অদ্বেষ হতেও দ্বেষ উদ্ভুত হয় না, অদ্বেষই উৎপন্ন হয়। এবং অমোহ হতে কখনই মোহ উৎপন্ন হয় না, অমোহ হতে অমোহেরই উৎপত্তি হয়। ভিক্ষুগণ, অলোভ, অদ্বেষ ও অমোহজনিত কর্মের দ্বারা কখনই নরক, তীর্যক, প্রেতলোক কিংবা অন্য যেকোনো দুর্গতি হয় না। তাদৃশ কর্মের দরুণ দেব, মনুষ্য কিংবা অন্য যেকোনো সুগতিই লাভ হয়। ভিক্ষুগণ, এই ত্রিবিধ হচ্ছে কর্ম সমুদয়ের অপর আদি কারণ।"

আদি কারণ সূত্র সমাপ্ত

(ঞ) কিমিল সুত্তং/কিমিল সূত্র

৪০.১। আমি এরূপ শুনেছি– একসময় ভগবান কিমিলের[1] নিকটস্থ নিচুল বনে[2] অবস্থান করছিলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান কিমিল[3] ভগবান সকাশে উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে এক পাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট হয়ে আয়ুষ্মান কিমিল ভগবানকে এরূপ বললেন :

২। "ভন্তে, কি হেতু, কি প্রত্যয়ে তথাগতের পরিনির্বাণ লাভের পর সদ্ধর্ম দীর্ঘস্থায়ী হয় না?"

"এক্ষেত্রে, হে কিমিল, তথাগতের পরিনির্বাণের পর ভিক্ষু-ভিক্ষুণী, উপাসক-উপাসিকারা শাস্তার প্রতি, ধর্মের প্রতি, সংঘের প্রতি অগৌরবী ও অবাধ্য হয়ে অবস্থান করে; এবং শিক্ষার প্রতি, অপ্রমাদের প্রতি, ও মৈত্রীপূর্ণ সাদর সম্ভাষণের প্রতি অগৌরবী ও অবাধ্য হয়ে অবস্থান করে। কিমিল, এই হেতু, এই প্রত্যয়ে তথাগতের পরিনির্বাণ লাভের পর সদ্ধর্ম দীর্ঘস্থায়ী হয় না।"

৩। "ভন্তে, কি হেতু, কি প্রত্যয়ে তথাগতের পরিনির্বাণ লাভের পর সদ্ধর্ম দীর্ঘস্থায়ী হয়?"

"এক্ষেত্রে, হে কিমিল, তথাগতের পরিনির্বাণের পর ভিক্ষু-ভিক্ষুণী, উপাসক-উপাসিকারা শাস্তার প্রতি, ধর্মের প্রতি, সংঘের প্রতি গৌরবী ও সুবাধ্য হয়ে অবস্থান করে; এবং শিক্ষার প্রতি, অপ্রমাদের প্রতি, ও মৈত্রীপূর্ণ সাদর সম্ভাষণের প্রতি গৌরবী ও সুবাধ্য হয়ে অবস্থান করে। কিমিল, এই হেতু, এই প্রত্যয়ে তথাগতের পরিনির্বাণ লাভের পর সদ্ধর্ম দীর্ঘস্থায়ী হয়।"

---

[1] **কিমিল** হচ্ছে গঙ্গার তীরবর্তী নগর। কশ্যপ বুদ্ধের আমলেও এই নগরী ছিল এবং এতে এক নারী বাস করতেন। পরে অবশ্য তিনি পেত্তিবিসয় বা প্রেত লোকে কন্নমুন্ড প্রেতী নামে উৎপন্ন হয়েছিলেন পাপকর্মের দরূণ (পেতবত্থু, ১২, পেতবত্থু অত্থকথা, ১৫১)। জাতক, ৪র্থ খণ্ডে উল্লেখ আছে, রাজা নেমী স্বর্গ ভ্রমণের সময় এই কিমিল বা কিম্বিলা রাজ্যের জনৈক সুবিখ্যাত ব্যক্তির দেখা পেয়েছিলেন।

[2] **নিচুলবন** শব্দের স্থলে বেলুবন বা বাশঁবন শব্দের ব্যবহার দেখা যায় পালি সাহিত্যে। অধিকন্তু, অঙ্গুত্তর নিকায় ৬ষ্ঠ নিপাতের অত্থকথায় নিচুলবন শব্দের ব্যাখ্যায় **মুচলিন্দ বন** শব্দটি ধৃত হয়েছে।

[3] কিম্বিল অথবা কিমিল কিংবা কিম্মিল এই ত্রিবিধ শব্দের ব্যবহার পাওয়া গেছে পালি গ্রন্থে। আয়ুষ্মান কিমিল স্থবির কপিলাবস্তুর জনৈক শাক্যপুত্র। অপদান গ্রন্থে এই কিমিল স্থবিরকেই সম্ভবতঃ সললমন্ডপিয় স্থবির নামে প্রকাশ করা হয়েছে।

কিমিল সূত্র সমাপ্ত

(ট) দারুক্খন্ধ সুত্তং[1]গাছের গুড়ি সূত্র

৪১.১। আমি এরূপ শুনেছি– একসময় আয়ুষ্মান শারিপুত্র রাজগৃহের[1] গৃধ্রকূট পর্বতে[2] অবস্থান করছিলেন। অনন্তর আয়ুষ্মান শারিপুত্র পূর্বাহ্ন সময়ে চীবর পরিধান পূর্বক পাত্র-চীবর নিয়ে বহু ভিক্ষুর সাথে গৃধ্রকূট পর্বত হতে অবতরণ করছিলেন। অবতরণকালে তিনি একস্থানে বৃহৎ গাছের গুড়ি দেখতে পেলেন। তা দেখে ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন :

২। "বন্ধুগণ, তোমরা কি ঐ বৃহৎ বৃক্ষগুড়ি দেখতে পাচ্ছো না?"

"হ্যাঁ বন্ধু, দেখতে পাচ্ছি।"

"বন্ধুগণ, একজন ঋদ্ধিমান, চিত্ত বশীপ্রাপ্ত ভিক্ষু যদি ইচ্ছা করে তাহলে ঐ গাছের গুড়িকে পৃথিবী সংজ্ঞায় পর্যবেক্ষণ করতে পারে। তার কারণ কি? বন্ধুগণ, কারণ সেই বৃক্ষগুড়িতে পৃথিবী ধাতু বিদ্যমান, যাকে নিশ্রয় করে ঋদ্ধিমান, চিত্ত বশীপ্রাপ্ত ভিক্ষু পৃথিবী সংজ্ঞায় সেই গাছের গুড়িকে পর্যবেক্ষণ করতে পারে।

বন্ধুগণ, একজন ঋদ্ধিমান, চিত্ত বশীপ্রাপ্ত ভিক্ষু যদি ইচ্ছা করে তাহলে ঐ গাছের গুড়িকে জল সংজ্ঞায় পর্যবেক্ষণ করতে পারে। তার কারণ কি? বন্ধুগণ, কারণ সেই বৃক্ষগুড়িতে জল (আপ্) ধাতু বিদ্যমান, যাকে নিশ্রয় করে ঋদ্ধিমান, চিত্ত বশীপ্রাপ্ত ভিক্ষু জল সংজ্ঞায় সেই গাছের গুড়িকে পর্যবেক্ষণ করতে পারে।

বন্ধুগণ, একজন ঋদ্ধিমান, চিত্ত বশীপ্রাপ্ত ভিক্ষু যদি ইচ্ছা করে তাহলে ঐ গাছের গুড়িকে তেজ সংজ্ঞায় পর্যবেক্ষণ করতে পারে। তার কারণ কি?

---

[1] মগধের রাজধানী ছিল এই রাজগৃহ। এর বর্তমান নাম রাজগীর। প্রাচীনকালে এটা গিরিব্রজ নামেও খ্যাত ছিল। বেভার, পন্ডব, বেপুল্ল, গৃধকূট, এবং ঋষিগিলি এই পাঁচটি পর্বত দ্বারা এটা পরিবেষ্টিত। খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে রাজা অজাতশত্রুর পিতা রাজা বিম্বিসার এস্থানে রাজধানী স্থাপন করেন।

[2] রাজগৃহকে পরিবেষ্টনকারী পাঁচটি পর্বতের মধ্যে একটি। এই গৃধকূট পর্বতের উপর হতে দেবদত্ত বুদ্ধের জীবন নাশের জন্য মস্ত পাথর নিক্ষেপ করেছিল (বিনয় গ্রন্থ, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৩ ইত্যাদি)। এস্থানে তথাগত বেশ কিছু সুপ্রসিদ্ধ সূত্র ভাষণ করেন। যেমন- মাঘ, ধম্মিক, ছলভিজাতি, সপ্ত অপরিহানি সূত্র, মহাসারোপম এবং আটনাটিয় সূত্র। দেখুন, সংযুক্ত নিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৫৫, ১৮৫, ১৯০, ২৪১; তৃতীয় খণ্ড, ১২১; অঙ্গুত্তর নিকায়, ৪র্থ নিপাত, ৭৩; ৫ম নিপাত, ২১; ৭ম নিপাত, ১৬০ প্রভৃতি।

বন্ধুগণ, কারণ সেই বৃক্ষগুড়িতে তেজ ধাতু বিদ্যমান, যাকে নিশ্রয় করে ঋদ্ধিমান, চিত্ত বশীপ্রাপ্ত ভিক্ষু তেজ সংজ্ঞায় সেই গাছের গুড়িকে পর্যবেক্ষণ করতে পারে।

বন্ধুগণ, একজন ঋদ্ধিমান, চিত্ত বশীপ্রাপ্ত ভিক্ষু যদি ইচ্ছা করে তাহলে ঐ গাছের গুড়িকে বায়ু সংজ্ঞায় পর্যবেক্ষণ করতে পারে। তার কারণ কি? বন্ধুগণ, কারণ সেই বৃক্ষগুড়িতে বায়ু ধাতু বিদ্যমান, যাকে নিশ্রয় করে ঋদ্ধিমান, চিত্ত বশীপ্রাপ্ত ভিক্ষু বায়ু সংজ্ঞায় সেই গাছের গুড়িকে পর্যবেক্ষণ করতে পারে।

বন্ধুগণ, একজন ঋদ্ধিমান, চিত্ত বশীপ্রাপ্ত ভিক্ষু যদি ইচ্ছা করে তাহলে ঐ গাছের গুড়িকে শুভ সংজ্ঞায় পর্যবেক্ষণ করতে পারে। তার কারণ কি? বন্ধুগণ, কারণ সেই বৃক্ষগুড়িতে শুভ ধাতু বিদ্যমান যাকে নিশ্রয় করে ঋদ্ধিমান, চিত্ত বশীপ্রাপ্ত ভিক্ষু শুভ সংজ্ঞায় সেই গাছের গুড়িকে পর্যবেক্ষণ করতে পারে।

বন্ধুগণ, একজন ঋদ্ধিমান, চিত্ত বশীপ্রাপ্ত ভিক্ষু যদি ইচ্ছা করে তাহলে ঐ গাছের গুড়িকে অশুভ সংজ্ঞায় পর্যবেক্ষণ করতে পারে। তার কারণ কি? বন্ধুগণ, কারণ সেই বৃক্ষগুড়িতে অশুভ ধাতু বিদ্যমান, যাকে নিশ্রয় করে ঋদ্ধিমান, চিত্ত বশীপ্রাপ্ত ভিক্ষু অশুভ সংজ্ঞায় সেই গাছের গুড়িকে পর্যবেক্ষণ করতে পারে।”

গাছের গুড়ি সূত্র সমাপ্ত

(ঠ) নাগিত সুত্তং[1]নাগিত সূত্র[1]

৪২.১। আমি এরূপ শুনেছি- একসময় ভগবান মহা ভিক্ষুসংঘের সাথে কোশল রাজ্যে পর্যটন করতে করতে ইচ্ছানঙ্গল[1] নামক ব্রাহ্মণ গ্রামে উপনীত হলেন। ভগবান তথায় ইচ্ছানঙ্গল বনে অবস্থান করতে লাগলেন।

---

[1] অঙ্গুত্তর নিকায় ৮ম নিপাত- এর ৮৬ নং সূত্রের (যশ সূত্র) সাথে এই সূত্রের সামঞ্জস্যতা বিদ্যমান।

[1] এটা কোশল রাজ্যের অন্তর্গত একটি ব্রাহ্মণ গ্রাম। এর সন্নিকটে অবস্থিত বনষন্ডে অবস্থানকালীন সময়ে বুদ্ধ অম্বট্ঠ সূত্র দেশনা করেন (দীর্ঘ নিকায়, প্রথম খণ্ড)। সূত্র নিপাত গ্রন্থে ইচ্ছানঙ্গল শব্দের পরিবর্তে ইচ্ছাঙ্কল শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। সূত্র নিপাত এবং মধ্যম নিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড, বাসিট্ঠ সূত্র, ৩০৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে, এই গ্রামেই তখনকার বিখ্যাত বিখ্যাত বহু ব্রাহ্মণ যথা, চঙ্কী, তারুক্ষ, পোক্ষরসাতি, জানুশ্রোণি, তোদেয়্য, প্রমুখ ব্রাহ্মণেরা বাস করতেন।

২। ইচ্ছানঙ্গলের ব্রাহ্মণ গৃহপতিগণ শুনতে পেলেন যে– 'শাক্যকুল হতে প্রব্রজিত, শাক্যপুত্র শ্রমণ গৌতম ইচ্ছানঙ্গলের নিকটস্থ অরণ্যে অবস্থান করছেন। সেই ভগবৎ গৌতমের সুকীর্তি এরূপে বিঘোষিত হয়েছে যে 'সেই ভগবান অরহৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণ সম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথী, দেব-মনুষ্যের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবান'। তিনি এই পৃথিবী, দেবতা, মার, ব্রহ্মা, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, ও দেব-মনুষ্যদের স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা প্রত্যক্ষ করে প্রকাশ করেন। তিনি ধর্ম দেশনা করেন যা আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, পর্যাবসানে কল্যাণ, সার্থক, সব্যঞ্জক, এবং শুধুমাত্র পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশ করে। সেরূপ অর্হৎ দর্শন মঙ্গলজনক। তাই সেই রাত্রির অবসানে ইচ্ছানঙ্গলের ব্রাহ্মণ গৃহপতিগণ প্রভূত খাদ্য-ভোজ্য সঙ্গে নিয়ে ইচ্ছানঙ্গল বনে উপস্থিত হলেন। এবং উচ্চশব্দ ও মহাশব্দ করে বহির্দ্বারে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

৩। সে সময়ে আয়ুষ্মান নাগিত[২] ভগবানের ব্যক্তিগত সেবকরূপে নিযুক্ত ছিলেন। অতঃপর ভগবান আয়ুষ্মান নাগিতকে ডেকে বললেন :

"হে নাগিত, এরা কারা উচ্চশব্দ, মহাশব্দ করছে? মনে হচ্ছে যেন কৈবর্তেরা (জেলে) মাছ ধরছে,"

"ভন্তে, এরা ইচ্ছানঙ্গলের ব্রাহ্মণ গৃহপতি। এরা ভগবান ও ভিক্ষুসংঘের উদ্দেশ্যে প্রভূত খাদ্য-ভোজ্য নিয়ে বহির্দ্বারে দাড়িয়ে আছেন।"

"নাগিত, আমি যশের দ্বারা কিংবা যশ আমার দ্বারা মিলিত নহে। নাগিত, যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায়, সহজে এবং বিনাকষ্টে এই নৈষ্ক্রম্য সুখ, প্রবিবেক সুখ (নির্জনতা জনিত সুখ), উপশম সুখ, সম্বোধি সুখ লাভ করতে পারে না, যা আমি স্বেচ্ছায়, সহজে, বিনাকষ্টে লাভ করি; সে সেই বিষ্টাসুখ, অসার সুখ, লাভ-সৎকার ও যশ সুখ উপভোগ করুক।"

"ভন্তে, ভগবান তাদের দান গ্রহণ করুন। সুগত, তাদের দান গ্রহণ করুন। ভন্তে, তাদের দান গ্রহণ করার এখনই উপযুক্ত সময়। ভন্তে, ভগবান এখন যেখানেই গমন করুক না কেন, নগর ও জনপদবাসী ব্রাহ্মণ গৃহপতিরাও

---

[২] নাগিত স্থবির কিছু সময়ের জন্য বুদ্ধের ব্যক্তিগত সেবকরূপে নিয়োজিত হন। তিনি ছিলেন সীহ শ্রামণের মাতুল। অঙ্গুত্তর নিকায়, ৫ম নিপাত, ৩০ নং সূত্র; ১০ নিপাত; দীর্ঘ নিকায়, প্রথম খণ্ড, ১৫১; জাতক ৪র্থ খণ্ড সহ পালি ত্রিপিটকের নানান স্থলে এই নাগিত স্থবিরের উপস্থিতি দেখা যায়।

সেখানে উপস্থিত হবেন। যেমন, ভন্তে, যখন বৃষ্টি দেবতা বৃষ্টির বড় ফোঁটা বর্ষণ করলে তখন জল ঢালু ভূমি বেয়ে প্রবাহিত হয়; ঠিক তদ্রূপ, ভন্তে, এখন ভগবান যেখানেই গমন করুক না কেন, নগর ও জনপদবাসী ব্রাহ্মণ গৃহপতিরাও সেখানে গমন করবে। তার কারণ কি? ভন্তে, তথাগতের শীল ও প্রজ্ঞাই তৎ কারণ।"

৪। "নাগিত, আমি যশের দ্বারা কিংবা যশ আমার দ্বারা মিলিত নহে। নাগিত, আমি এই নৈষ্ক্রম্য সুখ, প্রবিবেক সুখ (নির্জনতা জনিত সুখ), উপশম সুখ, সম্বোধি সুখ স্বেচ্ছায়, সহজে এবং বিনাকষ্টে লাভ করি। কিন্তু যে ব্যক্তি তা স্বেচ্ছায়, সহজে এবং বিনাকষ্টে লাভ করতে পারে না; সে-ই তাদৃশ বিষ্টাসুখ, অসার সুখ, লাভ-সৎকার ও যশ সুখ উপভোগ করুক।

৫। এক্ষেত্রে, নাগিত, আমি গ্রামান্ত বিহারী সমাহিত, ও উপবিষ্ট ভিক্ষুকে দেখি। তখন আমার এরূপ চিত্তোদয় হয়– 'অনতিবিলম্বে কোন আরামি (আরাম বা বিহারে অবস্থানকারী) এই ভিক্ষুর নিকট আসবে, অথবা কোন শ্রমণ এসে এই আয়ুষ্মানকে সমাধি হতে স্খলিত করবে। তাই নাগিত, আমি সেই ভিক্ষুর গ্রামান্ত বিহারে সন্তুষ্ট নই।

৬। এক্ষেত্রে, নাগিত, আমি আরণ্যিক ভিক্ষুকে নিদ্রালুবস্থায় অরণ্যে উপবিষ্টরূপে দেখতে পাই। এরূপ দেখে আমি চিন্তা করি– 'এখনই এই আয়ুষ্মান তার নিদ্রালুতা ও তন্দ্রাচ্ছন্নতা পরিত্যাগ করে অরণ্য সংজ্ঞায় ও একাকীত্বে মনোনিবেশ করবে। তাই নাগিত, আমি সেই ভিক্ষুর অরণ্যবাসে প্রসন্ন।

৭। এক্ষেত্রে, নাগিত, আমি আরণ্যিক ভিক্ষুকে অসমাহিতবস্থায় দেখতে পাই। তখন আমার এরূপ চিন্তা হয়– 'এখন এই আয়ুষ্মান অসমাহিত চিত্তকে সমাহিত করবে এবং সমাহিত চিত্তকে রক্ষা করবে।' তাই নাগিত, আমি সেই ভিক্ষুর অরণ্য বিহারে প্রসন্ন।

৮। এক্ষেত্রে, নাগিত, আমি আরণ্যিক ভিক্ষুকে সমাহিতবস্থায় অরণ্যে উপবিষ্টরূপে দেখতে পাই। তখন আমার এরূপ চিত্তোদয় হয়– 'বর্তমানে এই আয়ুষ্মান অবিমুক্ত চিত্তকে বন্ধনমুক্ত করবে এবং বিমুক্ত চিত্তকে রক্ষা করবে।' তাই নাগিত, আমি সেই ভিক্ষুর অরণ্যবাসে প্রসন্ন।

৯। এক্ষেত্রে, নাগিত, আমি গ্রামান্তে অবস্থানকারী ভিক্ষুকে চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, গ্লান-প্রত্যয়, ভৈষজ্য ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লাভ করতে দেখি। সে সেই লাভ-সৎকার ও যশে আপ্লুত হয়ে নির্জনতা পরিত্যাগ করে। অরণ্যের

প্রান্তে, বন প্রান্তের শয্যাসন পরিত্যাগ করে। সে গ্রাম-নিগম কিংবা রাজধানীতে প্রবেশ করে তথায়ই জীবন যাপন করে। তাই নাগিত, আমি সেই ভিক্ষুর গ্রাম্য বিহারে অপ্রসন্ন।

১০। এক্ষেত্রে, নাগিত, আমি অরণ্যে অবস্থানরত ভিক্ষুকে চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, গ্লান-প্রত্যয়, ভৈষজ্য ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লাভ করতে দেখি। সে সেই লাভ-সৎকার ও যশকে অগ্রাহ্য করে নির্জনতা পরিত্যাগ করে না। এবং অরণ্যের প্রান্তে, বন প্রান্তের শয্যাসন পরিত্যাগ করে না। তাই, নাগিত, আমি সেই ভিক্ষুর অরণ্য বিহারে অভিপ্রসন্ন। নাগিত, যে সময়ে আমি অর্ধপথে উপনীত হই, তখন সম্মুখ ও পশ্চাত ভাগে আমার নিকট আনন্দকর কিছুই আমি দর্শন করি না। অন্ততঃ তা বাহ্য-প্রস্রাবের জন্য হলেও।”

নাগিত সূত্র সমাপ্ত

দেবতা বর্গ সমাপ্ত

তস্সুদ্দানং- সূত্রসূচি

শৈক্ষ্য, দ্বে অপরিহানি ও মৌদগল্যায়ন সূত্র,
বিদ্যার অংশ, বিবাদের মূল হলো বিবৃত;
ষড়বিধ দান, আত্মকারী ও আদিকারণ সূত্র,
কিমিল, বৃক্ষগুড়ি ও নাগিত মিলে বর্গ সমাপ্ত।

৫. ধার্মিক বর্গ

(ক) নাগ সুত্তং[1]নাগ সূত্র

৪৩.১। একসময় ভগবান শ্রাবস্তীর নিকটস্থ জেতবনে অনাথপিণ্ডিক নির্মিত আরামে অবস্থান করছিলেন। অতঃপর ভগবান পূর্বাহ্ন সময়ে চীবর পরিধান পূর্বক পাত্র-চীবর নিয়ে শ্রাবস্তীতে পিণ্ডচারণের জন্য প্রবিষ্ট হলেন। শ্রাবস্তীতে পিণ্ডচারণ করে আহার কৃত্য সমাপনে আয়ুষ্মান আনন্দকে ডেকে বললেন :

“হে আনন্দ, চল, দিবা বিহারের নিমিত্তে যেখানে মিগারমাতার[1] পূর্বারাম

---

[1] বিশাখার অপর নাম মিগারমাতা। তার শ্বশুরের নাম ছিল মিগার শ্রেষ্ঠী। বিশাখার স্তন মুখে নিয়ে যেদিন তার শ্বশুর তাকে মাতৃ আসনে অধিষ্ঠিত করেন সেদিন হতেই বিশাখা মিগার মাতা নামে প্রসিদ্ধ হন।

প্রাসাদ[২] সেখানে যাই।"

"হ্যাঁ ভন্তে"- বলে আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর ভগবান আয়ুষ্মান আনন্দের সাথে মিগার মাতার পূর্বারাম প্রাসাদে গেলেন। অতঃপর ভগবান সায়াহ্নকালে নির্জনতা হতে উত্থিত হয়ে আয়ুষ্মান আনন্দকে ডেকে বললেন :

"হে আনন্দ, চল, স্নানের জন্য পূর্বকোষ্টকে[৩] যাই।"

"হ্যাঁ ভন্তে"– বলে আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর ভগবান স্নান করার জন্য আয়ুষ্মান আনন্দের সাথে পূর্বকোষ্টকে গেলেন। পূর্বকোষ্টকে স্নান করে জল হতে উঠে শরীর শুকানোর জন্য একটি চীবর পড়ে দাড়িয়ে রইলেন।

২। সেই সময়ে কোশলরাজ প্রসেনজিতের[৪] শ্বেত নামক হস্তী মহা তূর্যধ্বনিসহ নানান তাল-বাদ্য-বাজনা সহকারে স্নান স্থান হতে চলে আসছিল। তা জন-সাধারণেরা দেখে পরস্পর এরূপ বলতে লাগল– 'সত্যিই মহাশয়, রাজহস্তী অভিরূপ, দর্শনীয়, প্রাসাদিক। সত্যিই মহাশয়, রাজহস্তীর কি বিশাল দেহ, সত্যিই, মহাশয়, এই নাগ (হস্তী) প্রকৃতই নাগ[১]।' এরূপ বলা হলে আয়ুষ্মান উদায়ী ভগবানকে বললেন :

৩। "ভন্তে, জনতারা এই প্রকাণ্ড, বৃহদাকার হস্তী দেখে বলছে যে 'সত্যিই, মহাশয়, এই হস্তী প্রকৃতই নাগ।' অধিকন্তু, আর অন্য কিসের বৃহদাকার দর্শন করে জনতারা বলে যে– 'সত্যিই, মহাশয়, এই নাগ প্রকৃতই নাগ'।"

---

[২] শ্রাবস্তীর পূর্ব তোরণের বহিঃর্পাশে অবস্থিত ছিল এই পূর্বারামটি। এস্থানে বিশাখা নির্মিত আরামটি মিগারমাতুপাসাদ নামেও পরিচিত ছিল। নয় কোটি মুদ্রা ব্যয়ে ভূমি ক্রয় পূর্বক আরো নয় কোটি মুদ্রা দিয়ে সুরম্য বিহার ভবন নির্মাণ করেছিলেন তিনি। বিস্তারিত দ্রষ্টব্য ধর্মপদ অথকথা, প্রথম খণ্ড, ৪১৩ পৃ.।

[৩] শ্রাবস্তীতে অবস্থিত স্নানের নির্দিষ্ট স্থান। এটা পূর্বারাম প্রাসাদের অনতিদূরে অবস্থিত ছিল।

[৪] ইনি ছিলেন কোশল রাজ্যের রাজা এবং বুদ্ধের সমসাময়িক। তিনি ছিলেন মহাকোশল রাজার পুত্র। লিচ্ছবী মহালী ও মল্ল যুবরাজ বন্ধুল সহ প্রসেনজিত তক্ষশিলায় বিদ্যা শিক্ষার্থে গমন করেন। শিক্ষা সমাপনে প্রত্যাবর্তনের পর প্রসেনজিতের বিদ্যা-কলা-কৌশল নৈপুণ্যে পিতা মহাকোশল সন্তুষ্ট হয়ে তাকে রাজরূপে অভিসিক্ত করেন (ধর্মপদ অথকথা, প্রথম খণ্ড, ৩৩৮ পৃ)।

[১] নাগ শব্দটি এক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠার্থে ব্যবহৃত গুণবাচক নাম-বিশেষণ।

"হে উদায়ী, জনতারা প্রকাণ্ড, বৃহদাকার হস্তী দেখে বলছে যে 'সত্যিই, মহাশয়, এই হস্তী প্রকৃতই নাগ বটে।' অধিকন্তু, প্রকাণ্ড, বৃহদাকার অশ্ব দেখে বলে যে 'সত্যিই, মহাশয়, এই অশ্ব প্রকৃতই নাগ বটে।' প্রকাণ্ড, বৃহদাকার গরু দেখে বলে যে 'সত্যিই, মহাশয়, এই গরু প্রকৃতই নাগ বটে।' প্রকাণ্ড, বৃহদাকার সর্প দেখে বলে যে 'সত্যিই, মহাশয়, এই সর্প প্রকৃতই নাগ বটে।' প্রকাণ্ড, বৃহদাকার বৃক্ষ দেখে বলে যে 'সত্যিই, মহাশয়, এই বৃক্ষ প্রকৃতই নাগ বটে।' প্রকাণ্ড, বৃহদাকার মনুষ্য দেখে বলে যে 'সত্যিই, মহাশয়, এই মানুষ প্রকৃতই নাগ বটে।' অপিচ, উদায়ী, মার-ব্রহ্মাসহ দেবলোক ও পৃথিবীস্থ শ্রমণ-ব্রাহ্মণ ও দেব-মনুষ্যদের যিনি কায়-বাক্য ও মনের দ্বারা ক্ষতি সাধন করেন না, তাকেই আমি 'নাগ' বলি।"

৪। "আশ্চর্য, ভন্তে, অদ্ভুত, ভন্তে, ভগবান কর্তৃক তা সত্যিই সুভাষিত হয়েছে যে– 'উদায়ী, মার, ব্রহ্মাসহ দেবলোক ও পৃথিবীস্থ শ্রমণ-ব্রাহ্মণ ও দেব-মনুষ্যদের যিনি কায়-বাক্য ও মনের দ্বারা ক্ষতি সাধন করেন না, তাকেই আমি নাগ বলি।' এখন, অবশ্যই আমি ভগবান কর্তৃক সুভাষিত বিষয়টি এই গাথার দ্বারা অনুমোদন করব–

মানবপুত্র সম্বুদ্ধ আত্মদান্ত সমাহিত,
অবস্থানরত ব্রহ্মপথে চিত্ত দমনে রত;
সর্বধর্মে পারঙ্গম তিনি শ্রেষ্ঠ নমস্য,
সকল লোকের পূজনীয় ধন্য আরাধ্য;
দেবগণও করেন তাকে পূজা আরাধন,
অর্হতের নিকট পাই তারই বিবরণ।
সর্ব সংযোজন যার হয়েছে প্রহীন,
ক্লেশ বন হতে যিনি হলেন বনহীন;
শৈলহীন স্বর্ণের ন্যায় হয়ে কাম বর্জিত,
নৈষ্ক্রম্যে হন তিনি অতীব অভিরত।
পর্বতমালার মধ্যে যেমন শ্রেষ্ঠ হিমালয়,
সকলজনের মধ্যে তেমন নাগ শ্রেষ্ঠ হয়;
সর্ব নাগের মধ্যে আবার শ্রেষ্ঠ অনুত্তর,
সত্য নামক বুদ্ধনাগ মহতো প্রবর।
তেমন বুদ্ধনাগের গুণ করব এখন ভাষণ,
পাপ নাহি করেন তিনি কভূ কদাচন;

শীল, করুণা হচ্ছে যে তার সম্মুখ পদদ্বয়,
তপ, ব্রহ্মচর্যাকে তার অপর চরণ কয়;
শ্রদ্ধা হচ্ছে শৌন্ড তার দন্ত উপেক্ষা,
স্মৃতি হচ্ছে গ্রীবা আর শির যে প্রজ্ঞা;
আঘ্রাণ বা বীমংসা তার ধর্মচিন্তন,
পুচ্ছ হচ্ছে বিবেক আর উদর বিদর্শন;
সুদক্ষ ধ্যানী তিনি পরম শ্বাসে রত,
অধ্যাত্মভাবে হয়েছেন অতি সমাহিত;
গমনকালে সমাহিত দাড়াঁনেও তাই,
উপবেশন ও শয়নে বিস্মৃতিভাব নাই।
এরূপে বুদ্ধনাগ সংযত সর্বক্ষণ,
ইহা বুদ্ধনাগের গুণ জান সর্বজন।
দোষপূর্ণ বিষয়াদি করিয়া বর্জন,
অনবদ্য খাদ্য তিনি করেন ভোজন;
খাদ্য-বস্ত্র লভিয়া ভবিষ্যতের তরে,
মজুদকরণ কর্ম কদাচ না করে;
অনু-স্থুল সংযোজন সব করিয়া ছেদন,
অনপেক্ষভাবে করেন সর্বত্র গমন।
জলে জাত প্রবর্দ্ধিত শ্বেত পদ্ম যেমন,
অনুলিপ্ত নাহি হয় জলে কদাচন।
সেরূপে বুদ্ধনাগ ইহধামে করে জন্ম ধারণ,
পদ্মের ন্যায় সংসার জলে লিপ্ত নাহি কদাচন;
ইন্দনহীনে মহা অগ্নি নিভিয়া গেলে,
অঙ্গার উপশান্তে নিবৃত সকলে বলে।
ঠিক সেরূপে অর্থ প্রকাশিনী নাগের উপমা,
বিজ্ঞজন কর্তৃক হল তার বর্ণনা।
অর্হৎ নাগে করল ভাষণ মহানাগের গুণ,
ক্ষীণাস্রব নাগ সবে তাহা পরিজ্ঞাত হউন;
রাগ-দ্বেষ-মোহ হীন অনাসবী নাগ বুদ্ধ,
রূপকায় ত্যাজিয়া লভিবেন নির্বাণ পরিশুদ্ধ।

নাগ সূত্র সমাপ্ত

(খ) মিগসালা সুত্তং।মিগসালা সূত্র

৪৪.১। অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দ পূর্বাহ্ন সময়ে চীবর পরিধান করে পাত্র-চীবর নিয়ে উপাসিকা মিগসালার[1] গৃহে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে প্রজ্ঞাপ্ত আসনে বসলেন। তারপর উপাসিকা মিগসালা আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান আনন্দকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্টা উপাসিকা মিগসালা আয়ুষ্মান আনন্দকে এরূপ বললেন :

২। "ভন্তে, আনন্দ, কি কারণে ভগবান কর্তৃক দেশিত ধর্ম অজ্ঞেয়, যথা : যে ধর্মে ব্রহ্মচারী ও অব্রহ্মচারী উভয়েই পরলোকে একই গতি প্রাপ্ত হবে? ভন্তে, আমার পিতা পোরাণ গ্রাম্য ধর্ম মৈথুন হতে বিরত, দূরে অবস্থানকারী ব্রহ্মচারী ছিলেন। তার মৃত্যুর পর ভগবান বলেছিলেন যে তিনি সকৃদাগামী এবং তুষিত লোকে উৎপন্ন হয়েছেন। ভন্তে, আমার কাকা ঋষিদত্ত ছিলেন অব্রহ্মচারী এবং শুধুমাত্র নিজ ভার্যায় সন্তুষ্ট। তিনিও কালগত হলে ভগবান বলেছিলেন যে তিনি সকৃদাগামী এবং তুষিত দেবলোকে উৎপন্ন হয়েছেন। ভন্তে, কি কারণে ভগবান কর্তৃক দেশিত ধর্ম অজ্ঞেয়, যথা : যে ধর্মে ব্রহ্মচারী ও অব্রহ্মচারী উভয়েই পরলোকে একই গতি প্রাপ্ত হবে?"

"হে ভগ্নি, ভগবান কর্তৃক এরূপ ব্যাখ্যাই প্রদত্ত হয়েছে।"

৩। অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দ উপাসিকা মিগসালার গৃহে পিণ্ডপাত গ্রহণ করে আসন হতে উঠে প্রস্থান করলেন। তারপর আয়ুষ্মান আনন্দ আহার কৃত্য সমাপনে ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট হয়ে আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে এরূপ বললেন :

৪। "ভন্তে, আমি পূর্বাহ্ন সময়ে চীবর পরিধান করে পাত্র-চীবর নিয়ে উপাসিকা মিগসালার গৃহে গমন করি। সেখানে উপস্থিত হয়ে প্রজ্ঞাপ্ত আসনে উপবেশনের পর উপাসিকা মিগসালা আমার সম্মুখে আসেন। এসে আমাকে অভিবাদন করে একপাশে উপবেশন করেন। একপাশে উপবেশনের পর

---

[1] ইনি বুদ্ধের অনুসারী ছিলেন। মিগসালার পিতা পোরাণ গৃহী অবস্থায় রাজা প্রসেনজিতের গৃহাধ্যক্ষ বা গৃহস্থালি কর্মের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। ঋষিদত্ত পোরাণের আপন ভ্রাতা হতেন। অঙ্গুত্তর নিকায়, ১০ নিপাত দ্রষ্টব্য।

উপাসিকা মিগসালা আমাকে এরূপ জিজ্ঞাসা করলেন–

৫। "ভন্তে, আনন্দ, কি কারণে ভগবান কর্তৃক দেশিত ধর্ম অজ্ঞেয়, যথা : যে ধর্মে ব্রহ্মচারী ও অব্রহ্মচারী উভয়েই পরলোকে একই গতি প্রাপ্ত হবে? ভন্তে, আমার পিতা পোরাণ গ্রাম্য ধর্ম মৈথুন হতে বিরত, দূরে অবস্থানকারী ব্রহ্মচারী ছিলেন। তার মৃত্যুর পর ভগবান বলেছিলেন যে তিনি সকৃদাগামী এবং তুষিত লোকে উৎপন্ন হয়েছেন। ভন্তে, আমার কাকা ঋষিদত্ত ছিলেন অব্রহ্মচারী এবং শুধুমাত্র নিজ ভার্যায় সন্তুষ্ট। তিনিও কালগত হলে ভগবান বলেছিলেন যে তিনি সকৃদাগামী এবং তুষিত দেবলোকে উৎপন্ন হয়েছেন। ভন্তে, কি কারণে ভগবান কর্তৃক দেশিত ধর্ম অজ্ঞেয়, যথা : যে ধর্মে ব্রহ্মচারী ও অব্রহ্মচারী উভয়েই পরলোকে একই গতি প্রাপ্ত হবে?"

এরূপে জিজ্ঞাসিত হয়ে আমি উপাসিকা মিগসালাকে বললাম– "হে ভগ্নি, ভগবান কর্তৃক এরূপ ব্যাখ্যাই প্রদত্ত হয়েছে।"

৬। "হে আনন্দ, কে সেই নির্বোধ, অজ্ঞ, স্ত্রী-কায়িক এমনকি স্ত্রী-বুদ্ধিসম্পন্না উপাসিকা মিগসালা; যে মানুষে মানুষের প্রভেদ নির্ণয় করতে পারে? আনন্দ, জগতে ছয় প্রকার পুদ্গল বা মানুষ বিদ্যমান। সেই ছয় প্রকার কী কী? যথা :

৭। এক্ষেত্রে, আনন্দ, কোন কোন ব্যক্তি সুসংযত, আন্তরিকভাবে সহবস্থানকারী হয়। তার সব্রহ্মচারীরা তাকে সাম্যভাবে অবস্থানের দরুণ অভিনন্দিত করে। ফলে তার ধর্ম শ্রবণ অকৃত বা অসম্পাদিত থেকে যায়, প্রয়াসের দ্বারা সম্পাদনযোগ্য[1] বিষয়ও অকৃত হয়, দৃষ্টির দ্বারা উপলব্ধির যোগ্য বিষয়ও উপলব্ধ হয় না এবং সাময়িক বিমুক্তিও লাভ করে না। সে কায়ভেদে মৃত্যুর পর পরিহানি প্রাপ্ত হয়, সফলতা নয়। সে পরিহানিতেই গমন করে, সফলতায় নহে।

৮। এক্ষেত্রে, আনন্দ, কোন কোন ব্যক্তি সুসংযত, আন্তরিকভাবে সহবস্থানকারী হয়। তার সব্রহ্মচারীরা তাকে সাম্যভাবে অবস্থানের দরুণ অভিনন্দিত করে। ফলে তার ধর্ম শ্রবণ কৃত বা সম্পাদিত হয়, প্রয়াসের দ্বারা সম্পাদনযোগ্য বিষয়ও কৃত হয়, দৃষ্টির দ্বারা উপলব্ধির যোগ্য বিষয়ও উপলব্ধ

---

[1] "বাহুসচ্চ" শব্দটির আভিধানিক অর্থ মহাজ্ঞান। কিন্তু অত্থকথায় "বাহুসচ্চেন" এর অর্থ দেয়া হয়েছে 'বীরিযং'। যথা- বাহুসচ্চেনপি অকতং হোতীতি এত্থ বহুসচ্চং বুচ্চতি বীরিযং, বীরিযেন কত্তব্বযুত্তকং অকতং হোতীতি অত্থো। সম্পূর্ণ বইটিতেই মূল ও অত্থকথার সামঞ্জস্যতা রক্ষা করে অনুবাদের প্রয়াস করেছি।

হয় এবং সাময়িক বিমুক্তিও লাভ করে। সে কায়ভেদে মৃত্যুর পর সফলতা প্রাপ্ত হয়, পরিহানি নয়। সে সফলতাতেই গমন করে, পরিহানিতে নহে।

৯। তথায়, আনন্দ, ব্যক্তির দোষ-গুণ মূল্যায়নকারীরা তাদের মূল্যায়ন করে বলে যে– 'তার গভীরতা এতটুকু আর ওনার গভীরতাও এতটুকু। তবুও কেন তাদের মধ্যে একজন হীন এবং অন্যজন প্রণীত বা শ্রেষ্ঠ,' আনন্দ, তা তাদের দীর্ঘদিনের অহিত ও দুঃখের কারণ হয়।

১০। তথায়, আনন্দ, যে ব্যক্তি সুসংযত, আন্তরিকভাবেসহ অবস্থানকারী হয়। তার সব্রহ্মচারীরা তাকে সাম্যভাবে অবস্থানের দরুণ অভিনন্দিত করে। ফলে তার ধর্ম শ্রবণ কৃত বা সম্পাদিত হয়, প্রয়াসের দ্বারা সম্পাদনযোগ্য বিষয়ও কৃত হয়, দৃষ্টির দ্বারা উপলব্ধির যোগ্য বিষয়ও উপলব্ধ হয় এবং সাময়িক বিমুক্তিও[1] লাভ করে; সে অপর ব্যক্তি হতে অগ্র ও প্রণীততর। তার কারণ কি? কারণ, হে আনন্দ, সেই ব্যক্তিকে ধর্মস্রোত সম্মুখে নিয়ে যায়। আর সেই পার্থক্য তথাগত ব্যতীত আর কে-বা জানতে পারে, তাই, আনন্দ, ব্যক্তির দোষ-গুণ মূল্যায়নকারী হয়ো না এবং তাদৃশ মূল্যায়ন করতেও যেয়ো না। আনন্দ, ব্যক্তির দোষ-গুণ মূল্যায়নে রত জন নিজের জন্যই গর্ত খনন করে। আনন্দ, শুধুমাত্র আমি কিংবা মাদৃশ জনই ব্যক্তির যথার্থ মূল্যায়ন করতে পারে।

১১। এক্ষেত্রে, আনন্দ, কোন কোন ব্যক্তি ক্রোধ ও মান সম্পর্কে বিদিত হয়। কিন্তু তার নিকট সময়ে সময়ে লোভ ধর্ম উৎপন্ন হয়। ফলে তার ধর্ম শ্রবণ অকৃত বা অসম্পাদিত থেকে যায়, প্রয়াসের দ্বারা সম্পাদনযোগ্য বিষয়ও অকৃত হয়, দৃষ্টির দ্বারা উপলব্ধির যোগ্য বিষয়ও উপলব্ধ হয় না এবং সাময়িক বিমুক্তিও লাভ করে না। সে কায়ভেদে মৃত্যুর পর পরিহানি প্রাপ্ত হয়, সফলতা নয়। সে পরিহানিতেই গমন করে, সফলতায় নহে।

১২। এক্ষেত্রে, আনন্দ, কোন কোন ব্যক্তি ক্রোধ ও মান সম্পর্কে বিদিত হয়। কিন্তু তার নিকট সময়ে সময়ে লোভ ধর্ম উৎপন্ন হয়। (লোভ ধর্ম উৎপন্ন হলেও) তার ধর্ম শ্রবণ কৃত বা সম্পাদিত হয়, প্রয়াসের দ্বারা সম্পাদনযোগ্য বিষয়ও কৃত হয়, দৃষ্টির দ্বারা উপলব্ধির যোগ্য বিষয়ও উপলব্ধ হয় এবং সাময়িক বিমুক্তিও লাভ করে। সে কায়ভেদে মৃত্যুর পর সফলতা

---

[1] সাময়িক বিমুক্তি লাভ করে না অর্থাৎ ধর্ম শ্রবণ হেতু উৎপন্ন প্রীতি-প্রামোদ্য লাভ করে না। (অত্থকথা)

প্রাপ্ত হয়, পরিহানি নয়। সে সফলতাতেই গমন করে, পরিহানিতে নহে।

১৩। তথায়, আনন্দ, ব্যক্তির দোষ-গুণ মূল্যায়নকারীরা তাদের মূল্যায়ন করে বলে যে– 'তার গভীরতা এতটুকু আর ওনার গভীরতাও এতটুকু। তবুও কেন তাদের মধ্যে একজন হীন এবং অন্যজন প্রণীত বা শ্রেষ্ঠ,' আনন্দ, তা তাদের দীর্ঘদিনের অহিত ও দুঃখের কারণ হয়।

১৪। তথায়, আনন্দ, যে ব্যক্তি ক্রোধ ও মান সম্পর্কে বিদিত হয়। কিন্তু তার নিকট সময়ে সময়ে লোভ ধর্ম উৎপন্ন হয়। (লোভ ধর্ম উৎপন্ন হলেও) তার ধর্ম শ্রবণ কৃত বা সম্পাদিত হয়, প্রয়াসের দ্বারা সম্পাদনযোগ্য বিষয়ও কৃত হয়, দৃষ্টির দ্বারা উপলব্ধির যোগ্য বিষয়ও উপলব্ধ হয় এবং সাময়িক বিমুক্তিও লাভ করে; সে অপর ব্যক্তি হতে অগ্র ও প্রণীততর। তার কারণ কি? কারণ, হে আনন্দ, সেই ব্যক্তিকে ধর্মস্রোত সম্মুখে নিয়ে যায়। আর সেই পার্থক্য তথাগত ব্যতীত আর কে-বা জানতে পারে, তাই, আনন্দ, ব্যক্তির দোষ-গুণ মূল্যায়নকারী হয়ো না এবং তাদৃশ মূল্যায়ন করতেও যেয়ো না। আনন্দ, ব্যক্তির দোষ-গুণ মূল্যায়নে রত জন নিজের জন্যই গর্ত খনন করে। আনন্দ, শুধুমাত্র আমি কিংবা মাদৃশ জনই ব্যক্তির যথার্থ মূল্যায়ন করতে পারে।

১৫। এক্ষেত্রে, আনন্দ, কোন কোন ব্যক্তি ক্রোধ ও মান সম্পর্কে বিদিত হয়। কিন্তু মাঝে মধ্যে তার নিকট বাচনিক সংস্কার জাগ্রত হয়। ফলে তার ধর্ম শ্রবণ অকৃত বা অসম্পাদিত থেকে যায়, প্রয়াসের দ্বারা সম্পাদনযোগ্য বিষয়ও অকৃত হয়, দৃষ্টির দ্বারা উপলব্ধির যোগ্য বিষয়ও উপলব্ধ হয় না এবং সাময়িক বিমুক্তিও লাভ করে না। সে কায়ভেদে মৃত্যুর পর পরিহানি প্রাপ্ত হয়, সফলতা নয়। সে পরিহানিতেই গমন করে, সফলতায় নহে।

১৬। এক্ষেত্রে, আনন্দ, কোন কোন ব্যক্তি ক্রোধ ও মান সম্পর্কে বিদিত হয়। কিন্তু মাঝে মধ্যে তার নিকট বাচনিক সংস্কার উৎপন্ন হয়। (বাচনিক সংস্কার উৎপন্ন হলেও) তার ধর্ম শ্রবণ কৃত বা সম্পাদিত হয়, প্রয়াসের দ্বারা সম্পাদনযোগ্য বিষয়ও কৃত হয়, দৃষ্টির দ্বারা উপলব্ধির যোগ্য বিষয়ও উপলব্ধ হয় এবং সাময়িক বিমুক্তিও লাভ করে। সে কায়ভেদে মৃত্যুর পর সফলতা প্রাপ্ত হয়, পরিহানি নয়। সে সফলতাতেই গমন করে, পরিহানিতে নহে।

১৭। তথায়, আনন্দ, ব্যক্তির দোষ-গুণ মূল্যায়নকারীরা তাদের মূল্যায়ন করে বলে যে– 'তার গভীরতা এতটুকু আর ওনার গভীরতাও এতটুকু। তবুও কেন তাদের মধ্যে একজন হীন এবং অন্যজন প্রণীত বা শ্রেষ্ঠ,' আনন্দ, তা

তাদের দীর্ঘদিনের অহিত ও দুঃখের কারণ হয়।

১৮। তথায়, আনন্দ, যে ব্যক্তি ক্রোধ ও মান সম্পর্কে বিদিত হয়। কিন্তু মাঝে মধ্যে তার নিকট বাচনিক সংস্কার জাগ্রত হয়। (বাচনিক সংস্কার উৎপন্ন হলেও) তার ধর্ম শ্রবণ কৃত বা সম্পাদিত হয়, প্রয়াসের দ্বারা সম্পাদনযোগ্য বিষয়ও কৃত হয়, দৃষ্টির দ্বারা উপলব্ধির যোগ্য বিষয়ও উপলব্ধ হয় এবং সাময়িক বিমুক্তিও লাভ করে; সে অপর ব্যক্তি হতে অগ্র ও প্রণীততর। তার কারণ কি? কারণ, হে আনন্দ, সেই ব্যক্তিকে ধর্মস্রোত সম্মুখে নিয়ে যায়। আর সেই পার্থক্য তথাগত ব্যতীত আর কে-বা জানতে পারে, তাই, আনন্দ, ব্যক্তির দোষ-গুণ মূল্যায়নকারী হয়ো না এবং তাদৃশ মূল্যায়ন করতেও যেয়ো না। আনন্দ, ব্যক্তির দোষ-গুণ মূল্যায়নে রত জন নিজের জন্যই গর্ত খনন করে। আনন্দ, শুধুমাত্র আমি কিংবা মাদৃশ জনই ব্যক্তির যথার্থ মূল্যায়ন করতে পারে।

১৯। আনন্দ, কে সেই নির্বোধ, অজ্ঞ, স্ত্রী-কায়িক এমনকি স্ত্রী-বুদ্ধিসম্পন্না উপাসিকা মিগসালা; যে মানুষে মানুষের প্রভেদ নির্ণয় করতে পারে, আনন্দ, জগতে এই ছয় প্রকার পুদ্গল বা মানুষ বিদ্যমান। আনন্দ, যেরূপ শীলে পোরাণ সমৃদ্ধ ছিলেন, একই শীলেও ঋষিদত্ত ছিলেন প্রতিষ্ঠিত। তাই, এক্ষেত্রে, পোরাণ ও ঋষিদত্তের পরলৌকিক গতি ভিন্ন হয়নি। আনন্দ, যেরূপ প্রজ্ঞায় ঋষিদত্ত সমৃদ্ধ ছিলেন, একই প্রজ্ঞা বিমণ্ডিত ছিলেন পোরাণও। তাই, ঋষিদত্ত ও পোরাণের গতিও একই স্থানে হয়েছে। আনন্দ, এরূপে এই উভয় ব্যক্তিরই একটি অঙ্গ[1] কম ছিল।"

মিগসালা সূত্র সমাপ্ত

(গ) ইণ সুত্তং[ঋণ সূত্র

৪৫.১। "হে ভিক্ষুগণ, জগতের মধ্যে দারিদ্রতা কি কামভোগীর পক্ষে দুঃখজনক?"

"হ্যাঁ ভন্তে"

"ভিক্ষুগণ, দরিদ্র, নিঃস্ব, অনাঢ্য ব্যক্তি ঋণ গ্রহণ করে। জগতে কি কামভোগীর পক্ষে ঋণ গ্রহণ করাও দুঃখজনক?"

---

[1] 'একঙ্গহীনা' অর্থাৎ 'পূরণো সীলেন বিসেসী অহোসি ইসিদত্তো পঞ্ঞায়'। পুরাণ ছিলেন শীলসমৃদ্ধ আর ঋষিদত্ত প্রজ্ঞামন্ডিত। উভয়েই পৃথক গুণাধিকারী ছিল। এবং একের গুণ অন্যেতে প্রকট ছিল না বিধায় একঙ্গহীনা উল্লেখ আছে।

"হ্যাঁ ভন্তে"

"ভিক্ষুগণ, দরিদ্র, নিঃস্ব, অনাঢ্য ব্যক্তি ঋণ গ্রহণ করে ঋণের সুদ দেয়ার অঙ্গীকার করে। ভিক্ষুগণ, জগতে কামভোগীর পক্ষে ঋণের সুদ দেয়াও কি দুঃখজনক?"

"হ্যাঁ ভন্তে"

"ভিক্ষুগণ, দরিদ্র, নিঃস্ব, অনাঢ্য ব্যক্তি ঋণ গ্রহণ করে ঋণের সুদ দেয়ার অঙ্গীকার করে যথাসময়ে সুদ না দেয়, তবে তাকে ঋণ দানকারীরা অভিযুক্ত করে। ভিক্ষুগণ, জগতে কামভোগীর পক্ষে অভিযুক্ত হওয়াও কি দুঃখজনক?"

"হ্যাঁ ভন্তে"

"ভিক্ষুগণ, দরিদ্র, নিঃস্ব, অনাঢ্য ব্যক্তি অভিযুক্ত হয়েও সুদ না দিলে ঋণদাতারা তার পশ্চাতগামী হয়। ভিক্ষুগণ, জগতে কেহ সুদের জন্য কামভোগীর পশ্চাৎগামী হলে তা কি কামভোগীর পক্ষে দুঃখজনক হবে?"

"হ্যাঁ ভন্তে"

"ভিক্ষুগণ, দরিদ্র, নিঃস্ব, অনাঢ্য ব্যক্তি অপরের দ্বারা পশ্চাৎধাবিত হলেও যদি সে সুদ না দেয়, তবে ঋণ দাতারা তাকে বন্দী করে। ভিক্ষুগণ, জগতে কামভোগীর পক্ষে বন্ধনও কি দুঃখজনক?"

"হ্যাঁ ভন্তে"

২। "এরূপে, হে ভিক্ষুগণ, জগতের মধ্যে কামভোগীর পক্ষে দারিদ্রতা, ঋণ গ্রহণ, সুদ প্রদান, অভিযুক্ত হওয়া, পশ্চাৎ ধাবিত হওয়া এবং বন্দী হওয়াও দুঃখজনক। ঠিক এরূপেই, ভিক্ষুগণ, যার মধ্যে কুশল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা নাই, কুশল ধর্ম রূপ পাপে লজ্জা, পাপে ভয় নাই, কুশল ধর্মেতে উৎসাহ নাই এবং কুশল ধর্মে প্রজ্ঞা নাই; তাকে আর্য বিনয়ে বলা হয়- 'দরিদ্র, নিঃস্ব ও অনাঢ্য।'

৩। ভিক্ষুগণ, সেরূপ দরিদ্র, নিঃস্ব ও অনাঢ্য ব্যক্তি কুশল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধার অনুপস্থিতিতে, কুশল ধর্মরূপ পাপে লজ্জা ও ভয়ের অবিদ্যমানতায় এবং কুশল ধর্মেতে উৎসাহ ও প্রজ্ঞার অনুপস্থিতিতে কায়-বাক্য ও মনের দ্বারা অন্যায় কর্ম করে। ইহা আমি বলি- 'ঋণ গ্রহণ।' সে সেই 'কায় দুশ্চরিত্র গোপন করে পাপ ইচ্ছা পোষণ করে। যথা, সে ইচ্ছা করে যে 'কেহ আমাকে জানতে না পারুক।' সে সংকল্প করে যে 'কেহ আমাকে না জানুক।' সে বলে যে 'কেহ আমাকে না জানুক।' সে কায়ের দ্বারা পরাক্রমও করে যাতে- 'কেহ আমাকে না জানুক।' সে সেই বাক্য দুশ্চরিত্র গোপন করে পাপ ইচ্ছা

পোষণ করে। যথা, সে ইচ্ছা করে যে 'কেহ আমাকে জানতে না পারুক।' সে সংকল্প করে যে 'কেহ আমাকে না জানুক।' সে বলে যে 'কেহ আমাকে না জানুক।' সে কায়ের দ্বারা পরাক্রমও করে যাতে- 'কেহ আমাকে না জানুক।' সে সেই মনো দুশ্চরিত্র গোপন করে পাপ ইচ্ছা পোষণ করে। যথা, সে ইচ্ছা করে যে 'কেহ আমাকে জানতে না পারুক।' সে সংকল্প করে যে 'কেহ আমাকে না জানুক।' সে বলে যে 'কেহ আমাকে না জানুক।' সে কায়ের দ্বারা পরাক্রমও করে যাতে- 'কেহ আমাকে না জানুক।' আমি বলি ইহা হচ্ছে তার 'গৃহীত ঋণের সুদ।'

তাকে তার সদাচারী সব্রহ্মচারীরা বলে যে 'এই আয়ুষ্মান এবম্বিধ কর্ম করে এবং এরূপ আচরণ করে।' আমি বলি ইহা হচ্ছে তার- 'অভিযুক্তকরণ।'

সে অরণ্যাগত, বৃক্ষমূলাগত, শূন্যাগারগত হলেও অনুশোচনারূপ পাপ অকুশল বিতর্ক তার পশ্চাৎ ধাবন করে। আমি বলি ইহা হচ্ছে তার 'পশ্চাৎধাবিত হওয়া।'

৪। ভিক্ষুগণ, সে দরিদ্র, নিঃস্ব ও অনাঢ্য ব্যক্তি কায়-বাক্য ও মনো দ্বারে অসদাচরণ করে কায় ভেদে মৃত্যুর পর নিরয় কিংবা তির্যক বন্ধনে বন্দী হয়। ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক বন্ধনও দেখছি না যা সেইরূপ নিদারুণ, কষ্টকর এবং অনুত্তর যোগক্ষেম লাভের জন্য অন্তরায়কর।

আর তা হচ্ছে নিরয় কিংবা তির্যক বন্ধন।"

দুঃখপূর্ণ বলা হয় দারিদ্রতা আর,
ঋণ গ্রহণও দুঃখময় এজগত মাঝার;
দীন-হীন দরিদ্রজন ঋণ করে গ্রহণ,
পরিভোগকালে পায় দুঃখ অগনন;
ঋণ গ্রহণের দরুণ পায় দুঃখ অতিশয়,
পশ্চাধাবনসহ বন্ধন প্রাপ্ত হতে হয়;
ভোগ্যাকাঙ্খী জনের যদি হয় এরূপ দশা,
দুঃখ তার বাড়ে সদা হয় ভ্রষ্ট দিশা।
আর্য বিনয় মতে যার শ্রদ্ধা নাহি বিদ্যমান,
পাপে নির্লজ্জী,নির্ভয়ী যে পাপেই বলীয়ান;
কায়-বাক্য-মনো দ্বারে করে পাপাচরণ,
আকাঙ্খা করে সে 'ইহা না জানুক কেহ কখন';
বারংবার পাপকর্ম হওয়ায় প্রবর্দ্ধিত,

কায়-বাক্য-মনে হয় সেই পাপী কম্পিত;
আত্মকৃত পাপ জ্ঞাত মূর্খ দীনজন,
নিদারুণ কষ্ট ভোগে করে ঋণ গ্রহণ;
মনস্তাপ, পাপ চিন্তা তার করে অনুস্মরণ,
গ্রামারণ্যে সদা তাকে করে পশ্চাধাবন;
আত্মকৃত পাপ জ্ঞাত মূর্খ দীনজন,
তির্যক বা নিরয়ে গিয়ে পায় দন্ড অনুক্ষণ।
এরূপ বন্ধনাদির ন্যায় দুঃখ যত আছে,
মুক্ত থাকেন ধীর পন্ডিত সর্বদুঃখ মাঝে।
ধর্মলব্ধ ভোগ্য দানে চিত্ত করে প্রসাদিত,
শ্রদ্ধাবান গৃহী হয় উভয়লোকেই প্রীত;
এবম্বিধ গৃহস্থের বদান্যতার দান,
পুণ্য প্রবর্দ্ধিত হয় তার অতিমহীয়ান।
আর্য বিনয়ে তাইতো তিনি প্রাজ্ঞ, শ্রদ্ধান্বিত,
সলজ্জী, ভীত পাপে সদা শীল সংবৃত;
এহেন জনকে বলা হয় আর্য বিনয়ে,
'সুখজীবি' জন তিনি খ্যাত এই নামে।
নিরামিষ সুখ লভিয়া উপেক্ষায় স্থিত,
পঞ্চ নীবরণ ত্যাগে থাকেন নিত্য দৃঢ়বীর্য;
ধ্যানাদি সব অধিগত সুশান্ত মন,
সতর্ক, দক্ষ তিনি স্মৃতিমান হন।
সর্ব সংযোজন ক্ষয়ে জ্ঞাত যথাভূত,
সর্বাসক্তি ক্ষয়ে তার চিত্ত সুবিমুক্ত;
তাদৃশ বিমুক্তজনের হয় এরূপ ভাবোদয়,
ভব বন্ধন ক্ষয়ে মম বিমুক্তি সুনিশ্চয়।
এরূপ জ্ঞানই পরম আর সুখ শ্রেষ্ঠ অতিশয়,
অশোক, বিরজ, ক্ষেম একেই সর্বোত্তম ঋণমুক্তি কয়।
'ঋণ সূত্র সমাপ্ত'

(ঘ) মহাচুন্দ সুত্তং- মহাচুন্দ সূত্র

৪৬.১। আমি এরূপ শুনেছি– একসময় আয়ুষ্মান মহাচুন্দ চেতীরাজ্যের[২] সয়ংজাতিয়াতে[৩] (সহজাতি) অবস্থান করছিলেন। তথায় আয়ুষ্মান মহাচুন্দ ভিক্ষুবৃন্দকে "হে বন্ধু ভিক্ষুগণ" বলে আহ্বান করলেন। "হ্যা আবুসো (বন্ধু) বলে ভিক্ষুরা আয়ুষ্মান মহাচুন্দকে প্রত্যুত্তর দিলে তিনি বলতে লাগলেন–

২। "এক্ষেত্রে আবুসোগণ, ধর্মকথিক ভিক্ষুরা (ধম্মযোগা) ধ্যানী ভিক্ষুদের এরূপে অবজ্ঞা করে। যথা, 'এরা বলে যে 'আমরা ধ্যানী, আমরা ধ্যানী,' এরা ধ্যান করে, প্রকৃষ্টরূপে ধ্যান করে, গভীরভাবে ধ্যান করে, এবং নিখুঁতভাবেই ধ্যান করে। কিন্তু এরা কি ধ্যান করে, কিভাবে ধ্যান করে, এবং কি কারণেই বা ধ্যান করে? সেজন্য ধর্মকথিক ভিক্ষুরা প্রসাদিত হয় না, ধ্যানী ভিক্ষুরা তো নহেই। তারা তাই বহুজনের হিত ও সুখের জন্য প্রতিপন্ন হয় না। বহুজনের কল্যাণ এবং দেব-মনুষ্যের হিত ও সুখের জন্য প্রতিপন্ন হয় না।

৩। এক্ষেত্রে, আবুসোগণ, ধ্যানী ভিক্ষুরা ধর্মকথিক ভিক্ষুদের এরূপে অবজ্ঞা করে, যথা, 'এরা বলে যে আমরা ধর্মকথিক, আমরা ধর্মকথিক। কিন্তু এরা উদ্ধত (অবিনীত), রূঢ়, চপল, মুখর, বিক্ষিপ্তভাষী, অমনোযোগী, অসম্প্রজ্ঞানী, অসমাহিত, বিভ্রান্তচিত্ত এবং স্থুল ইন্দ্রিয়সম্পন্ন। তাদের ধর্ম কথা কিরূপ, তারা ধর্মকথা কিভাবে বলে, কি কারণেই বা তারা ধর্ম কথা বলে?' সেজন্য ধ্যানী ভিক্ষুরা প্রসাদিত হয় না, ধর্মকথিক ভিক্ষুরা তো নয়ই। তারা তাই বহুজনের হিত ও সুখের জন্য প্রতিপন্ন হয় না। বহুজনের কল্যাণ এবং দেব-মনুষ্যের হিত ও সুখের জন্য প্রতিপন্ন হয় না।

৪। এক্ষেত্রে, আবুসোগণ, ধর্মকথিক ভিক্ষুরা শুধুমাত্র ধর্মকথিক ভিক্ষুদেরই প্রশংসা করে, ধ্যানী ভিক্ষুদের নহে। সেজন্য ধ্যানী ভিক্ষুরা প্রসাদিত হয় না, ধর্মকথিক ভিক্ষুরাতো নহেই। তারা তাই বহুজনের হিত ও সুখের জন্য প্রতিপন্ন হয় না। বহুজনের কল্যাণ এবং দেব-মনুষ্যের হিত ও সুখের জন্য

---

[২] বুদ্ধ সময়ে ষোলটি মহাজনপদের মধ্যে এই চেতী অন্যতম (অঙ্গুত্তর নিকায়, প্রথম খণ্ড, ২১৩ প্রভৃতি)। সম্ভবতঃ প্রাচীন ব্যবহারে একে চেদী বলা হতো।

[৩] **সহজাতি বা সহজাতা**– বজ্জীপুত্রদের বিনয় বহির্ভূত দশবত্থু সম্বন্ধে মন্ত্রণা করার জন্য যশ কাকন্ডকপুত্ত এস্থানে সোরেয়্য রেবতের সাথে সাক্ষাত করেন। এই সহজাতি যে চেতীর অন্তর্গত নিগমবা পৌর এলাকা, তা অঙ্গুত্তর নিকায়ের দশক নিপাতেও উল্লেখ আছে। পালি সাহিত্যে সহজাতি শব্দের স্থলে ভুলবশতঃ সহঞ্চনিক শব্দের ব্যবহার দেখা যায়।

প্রতিপন্ন হয় না।

৫। এক্ষেত্রে, আবুসোগণ, ধ্যানী ভিক্ষুরা শুধুমাত্র ধ্যানী ভিক্ষুদেরই প্রশংসা করে, ধর্মকথিক ভিক্ষুদের নহে। সেজন্য ধ্যানী ভিক্ষুরা প্রসাদিত হয় না, ধর্মকথিক ভিক্ষুরাতো নহেই। তারা তাই বহুজনের হিত ও সুখের জন্য প্রতিপন্ন হয় না। বহুজনের কল্যাণ এবং দেব-মনুষ্যের হিত ও সুখের জন্য প্রতিপন্ন হয় না।

৬। তদ্ধেতু, আবুসোগণ, আপনাদের এরূপই শিক্ষা করা কর্তব্য যে 'ধর্মকথিক ভিক্ষুদের ন্যায় ধ্যানী ভিক্ষুদেরও প্রশংসা করব।' তার কারণ কি? কেননা, আবুসোগণ, সেরূপ বিস্ময়কর ব্যক্তি জগতে দূর্লভ, যারা ইহ কায়েই অমৃত অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন। অধিকন্তু, আবুসোগণ, আপনাদের এরূপও শিক্ষা করণীয় যে 'ধ্যানী ভিক্ষুদের ন্যায় ধর্মকথিক ভিক্ষুদেরও প্রশংসা করব।' তার কারণ কি? কেননা, আবুসোগণ, সেরূপ বিস্ময়কর ব্যক্তি জগতে দূর্লভ, যারা গম্ভীর অর্থপদ প্রজ্ঞার দ্বারা উপলব্ধি করে দর্শন করেন।"

মহাচুন্দ সূত্র সমাপ্ত

(ঙ) পঠম সন্দিট্‌ঠিক সুত্তং- প্রথম সন্দৃষ্টিক সূত্র

৪৭.১। অনন্তর পরিব্রাজক মোলিয় সীবক[1] ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানের সাথে সম্বোধন যোগ্য কথা বললেন। সম্বোধনীয় কথা ও স্মরণীয় বিষয় আলাপান্তে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট হয়ে পরিব্রাজক মোলিয় সীবক ভগবানকে জিজ্ঞাসিলেন–

২। "ভন্তে, এই যে ধর্ম সন্দৃষ্টিক বা দর্শনযোগ্য[2], সন্দৃষ্টিক বলা হয়;

---

[1] †মালিয় সীবক ছিল পর্যটনকারী সন্ন্যাস। বুদ্ধ সময়ে এরূপ বহু পরিব্রাজক বুদ্ধ আদিষ্ট ধর্ম-বিনয়ে প্রবিষ্ট হন সাগ্রহে। শারিপুত্র এবং মৌদগল্যায়নও পূর্বে সঞ্জয়ের তত্ত্বাবধানে পরিব্রাজক জীবন আচরণ করেন। দীর্ঘ নিকায়ের ব্রহ্মজাল সূত্রে এদের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, সবিশেষ বর্ণিত হয়েছে। একদা মোলিয় সীবক বেলুবনে অবস্থানরত তথাগতের নিকট উপস্থিত হয়ে পূর্বনির্ধারিত ভাগ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর তথা বুদ্ধের ধর্মদেশনা শুনে তিনি বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন (সংযুক্ত নিকায়, ৪র্থ খণ্ড, ২৩০পৃ.)। এই প্রাসঙ্গিক আলোচনাটি মিলিন্দ প্রশ্নেও দেখা যায়। সংযুকাত নিকায়, তৃতীয় খণ্ড, ৮৮ পৃষ্ঠায় আচার্য বুদ্ধঘোষের মতে, মোলিয় সীবকের আদত নাম ছিল শুধুমাত্র সীবক।

[2] সন্দৃষ্টিক বা স্বয়ং দর্শনীয়। এই আর্য মার্গ কাম-রাগাদি বিহীন অবস্থায় স্বয়ং দর্শনীয়।

কিরূপে ধর্ম সন্দৃষ্টিক, কালা-কাল বিরহিত[৩], এসে দেখার যোগ্য[৪], পথ প্রদর্শক[৫] এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য হয়[৬]?"

"তাহলে হে সীবক, আমি তোমাকে এ বিষয়ে প্রতিপ্রশ্ন করছি। তুমি যেরূপ মনে কর সেরূপ উত্তর দিও। হে সীবক, তা তুমি কিরূপ মনে কর, যথা : তোমার মধ্যে লোভ থাকলে 'লোভ আছে' কিংবা না থাকলে 'আমাতে লোভ নাই' বলে তুমি কি জ্ঞাত হতে পার?"

"হ্যাঁ ভন্তে"

"সীবক, এই যে তুমি নিজ মধ্যে লোভ থাকলে কিংবা না থাকলেও জ্ঞাত হতে পার; ঠিক তদ্রূপই ধর্মকে বলা হয় সন্দৃষ্টিক, কালা-কাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, পথ প্রদর্শক, এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।

হে সীবক, তা তুমি কিরূপ মনে কর, যথা : তোমার মধ্যে দ্বেষ থাকলে 'দ্বেষ আছে' কিংবা না থাকলে 'আমাতে দ্বেষ নাই' বলে তুমি কি জ্ঞাত হতে পার?"

"হ্যাঁ ভন্তে"

"সীবক, এই যে তুমি নিজ মধ্যে দ্বেষ থাকলে কিংবা না থাকলেও জ্ঞাত হতে পার; ঠিক তদ্রূপই ধর্মকে বলা হয় সন্দৃষ্টিক, কালা-কাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, পথ প্রদর্শক, এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।

হে সীবক, তা তুমি কিরূপ মনে কর, যথা : তোমার মধ্যে মোহ থাকলে 'মোহ আছে' কিংবা না থাকলে 'আমাতে মোহ নাই' বলে তুমি কি জ্ঞাত হতে পার?"

"হ্যাঁ ভন্তে"

---

[৩] কালাকাল বিরহিত। এই ধর্মের ফল প্রদানের নির্দিষ্ট কাল নাই বলে অকাল। অকাল স্বভাবযুক্ত বলে অকালিক বা কালাকাল বিরহিত। পাঁচ-সাত দিন পর ফল দিবে বলে নিয়ম নাই। কার্যারম্ভের পরই ফলদায়ক বলে কালাকাল বিরহিত।

[৪] এস দেখ। এই নববিধ লোকত্তর ধর্ম "এস দেখ"- এই বিধির উপযুক্ত হেতু "এস দেখ" বলে আহ্বান করার উপযুক্ত।

[৫] পালিতে ওপনাযিকো অর্থাৎ নির্বান পথ দেখিয়ে দেয়। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবনা বলে চিত্তে উপনয়ন বা আগমন করে বলেও ওপনায়িকো।

[৬] উদ্ঘাটিতজ্ঞ বা উদাহরণে বুঝতে সমর্থ প্রভৃতি বিজ্ঞজন কর্তৃক নিজে নিজেই জ্ঞাতব্য। এই ধর্ম সন্দৃষ্টিক, অকালিক, এসে দেখার যোগ্য, বিধায় বিজ্ঞজনকর্তৃক জ্ঞাতব্য অজ্ঞজন কর্তৃক নয়।

"সীবক, এই যে তুমি নিজ মধ্যে মোহ থাকলে কিংবা না থাকলেও জ্ঞাত হতে পার; ঠিক তদ্রূপই ধর্মকে বলা হয় সন্দৃষ্টিক, কালা-কাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, পথ প্রদর্শক, এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।"

৩। "আশ্চর্য, ভন্তে, অদ্ভুত, ভন্তে, যেমন কেউ অধোমুখীকে উন্মুখী, আবৃতকে অনাবৃত, বিমূঢ়কে পথ নির্দেশ কিংবা অন্ধকারে তৈল প্রদীপ ধারণ করে যাতে চক্ষুষ্মান ব্যক্তি রূপসমূহ দেখতে পায়; ঠিক এরূপেই, মহানুভব গৌতম কর্তৃক বহু পর্যায়ে, বিবিধ যুক্তিতে ধর্ম প্রকাশিত হয়েছে। এই আমি মহানুভব গৌতমের, এবং তৎপ্রবর্তিত ধর্ম ও তৎপ্রতিষ্ঠিত ভিক্ষুসংঘের শরনাগত হচ্ছি। হে মহানুভব গৌতম, আজ হতে আমাকে আমরণ শরণাগত উপাসকরূপে অবধারণ করুন।"

প্রথম সন্দৃষ্টিক সূত্র সমাপ্ত

(চ) দুতিয সন্দিট্‌ঠিক সুত্তং- দ্বিতীয় সন্দৃষ্টিক সূত্র

৪৮.১। অনন্তরঃ জনৈক ব্রাহ্মণ ভগবৎ সকাশে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানের সাথে সম্বোধন যোগ্য কথা বললেন। সম্বোধনীয় কথা ও স্মরণীয় বিষয় আলাপান্তে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট হয়ে ভগবানকে এরূপ বললেন :

২। "মাননীয় গৌতম, এই যে ধর্ম সন্দৃষ্টিক সন্দৃষ্টিক বলা হয়, কিরূপে ধর্ম সন্দৃষ্টিক, কালা-কাল বিরহিত, ,এসে দেখার যোগ্য, পথ প্রদর্শক, এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য হয়?"

"তাহলে, হে ব্রাহ্মণ, আমি তোমাকে এ বিষয়ে প্রতিপ্রশ্ন করছি। তুমি যেরূপ মনে কর সেরূপ উত্তর দিও। হে ব্রাহ্মণ, তা তুমি কিরূপ মনে কর, যথা : তোমার মধ্যে লোভ থাকলে 'লোভ আছে' কিংবা না থাকলে 'আমাতে লোভ নাই' বলে তুমি কি জ্ঞাত হতে পার?

"হ্যাঁ ভন্তে"

"ব্রাহ্মণ, এই যে তুমি নিজ মধ্যে লোভ থাকলে কিংবা না থাকলেও জ্ঞাত হতে পার; ঠিক তদ্রূপই ধর্মকে বলা হয় সন্দৃষ্টিক, কালা-কাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, পথ প্রদর্শক, এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।

ব্রাহ্মণ, তা তুমি কিরূপ মনে কর, যথা : তোমার মধ্যে দ্বেষ থাকলে 'দ্বেষ আছে' কিংবা না থাকলে 'আমাতে দ্বেষ নাই' বলে তুমি কি জ্ঞাত হতে পার?"

"হ্যাঁ ভন্তে"

"ব্রাহ্মণ, এই যে তুমি নিজ মধ্যে দ্বেষ থাকলে কিংবা না থাকলেও জ্ঞাত হতে পার; ঠিক তদ্রূপই ধর্মকে বলা হয় সন্দৃষ্টিক, কালা-কাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, পথ প্রদর্শক, এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।

ব্রাহ্মণ, তা তুমি কিরূপ মনে কর, যথা : তোমার মধ্যে মোহ থাকলে 'মোহ আছে' কিংবা না থাকলে 'আমাতে মোহ নাই' বলে তুমি কি জ্ঞাত হতে পার?"

"হ্যাঁ ভন্তে"

"ব্রাহ্মণ, এই যে তুমি নিজ মধ্যে মোহ থাকলে কিংবা না থাকলেও জ্ঞাত হতে পার; ঠিক তদ্রূপই ধর্মকে বলা হয় সন্দৃষ্টিক, কালা-কাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, পথ প্রদর্শক, এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।

ব্রাহ্মণ, তা তুমি কিরূপ মনে কর, যথা : তোমার মধ্যে কায়িক অপবিত্রতা থাকলে 'কায়িক অপবিত্রতা আছে' কিংবা না থাকলে 'আমাতে কায়িক অপবিত্রতা নাই' বলে তুমি কি জ্ঞাত হতে পার?"

"হ্যাঁ ভন্তে"

"ব্রাহ্মণ, এই যে তুমি নিজ মধ্যে কায়িক অপবিত্রতা থাকলে কিংবা না থাকলেও জ্ঞাত হতে পার; ঠিক তদ্রূপই ধর্মকে বলা হয় সন্দৃষ্টিক, কালা-কাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, পথ প্রদর্শক, এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।

ব্রাহ্মণ, তা তুমি কিরূপ মনে কর, যথা : তোমার মধ্যে বাচনিক অপবিত্রতা থাকলে 'বাচনিক অপবিত্রতা আছে' কিংবা না থাকলে 'আমাতে বাচনিক অপবিত্রতা নাই' বলে তুমি কি জ্ঞাত হতে পার?"

"হ্যাঁ ভন্তে"

"ব্রাহ্মণ, এই যে তুমি নিজ মধ্যে বাচনিক অপবিত্রতা থাকলে কিংবা না থাকলেও জ্ঞাত হতে পার; ঠিক তদ্রূপই ধর্মকে বলা হয় সন্দৃষ্টিক, কালা-কাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, পথ প্রদর্শক, এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।

ব্রাহ্মণ, তা তুমি কিরূপ মনে কর, যথা : তোমার মধ্যে মানসিক অপবিত্রতা থাকলে 'মানসিক অপবিত্রতা আছে' কিংবা না থাকলে 'আমাতে মানসিক অপবিত্রতা নাই' বলে তুমি কি জ্ঞাত হতে পার?"

"হ্যাঁ ভন্তে"

"ব্রাহ্মণ, এই যে তুমি নিজ মধ্যে মানসিক অপবিত্রতা থাকলে কিংবা না থাকলেও জ্ঞাত হতে পার; ঠিক তদ্রূপই ধর্মকে বলা হয় সন্দৃষ্টিক, কালা-কাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, পথ প্রদর্শক, এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।"

৩। "আশ্চর্য, মাননীয় গৌতম, অদ্ভুত, মাননীয় গৌতম, যেমন কেউ অধোমুখীকে উন্মুখী, আবৃতকে অনাবৃত, বিমূঢ়কে পথ নির্দেশ কিংবা অন্ধকারে তৈল প্রদীপ ধারণ করে যাতে চক্ষুষ্মান ব্যক্তি রূপসমূহ দেখতে পায়; ঠিক এরূপেই, মহানুভব গৌতম কর্তৃক বহু পর্যায়ে, বিবিধ যুক্তিতে ধর্ম প্রকাশিত হয়েছে। এই আমি মহানুভব গৌতমের এবং তৎপ্রবর্তিত ধর্ম ও তৎপ্রতিষ্ঠিত ভিক্ষুসংঘের শরণাগত হচ্ছি। হে মহানুভব গৌতম, আজ হতে আমাকে আমরণ শরণাগত উপাসকরূপে অবধারণ করুন।"

দ্বিতীয় সন্দৃষ্টিক সূত্র সমাপ্ত

(ছ) খেম সুত্তং–ক্ষেম সূত্র

৪৯.১। একসময় ভগবান শ্রাবস্তীর সন্নিকটস্থ জেতবনে অনাথপিণ্ডিক নির্মিত আরামে অবস্থান করছিলেন। সেই সময়ে আয়ুষ্মান ক্ষেম এবং আয়ুষ্মান সুমন[1] শ্রাবস্তীর নিকটস্থ অন্ধবনে অবস্থান করছিলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান ক্ষেম ও সুমন ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন পূর্বক এক পাশে উপবেশন করলেন। এক পাশে উপবিষ্ট হয়ে আয়ুষ্মান ক্ষেম ভগবানকে এরূপ বললেন :

২। "ভন্তে, যে ভিক্ষু অর্হৎ, ক্ষীণাস্রব, জীবন উদ্‌যাপিত, যার করণীয় কৃত হয়েছে, যার ভার অপসৃত, নিজের মঙ্গল প্রাপ্ত, ভব সংযোজন পরিক্ষীণ এবং সম্যকরূপে বিমুক্ত, তার এরূপ ভাবোদয় হয় না, যথা : 'আমার হতে উত্তম কিংবা মম সদৃশ অথবা আমার হতেও হীন জন রয়েছে।' আয়ুষ্মান ক্ষেম এরূপ বলায় ভগবান তা অনুমোদন করলেন। 'ভগবান আমার ভাষণ অনুমোদন করেছেন'- ইহা জ্ঞাত হয়ে আয়ুষ্মান ক্ষেম আসন হতে উঠে ভগবানকে অভিবাদন পূর্বক প্রদক্ষিণ করে চলে গেলেন।

৩। অতঃপর আয়ুষ্মান ক্ষেমের প্রস্থানের অনতিবিলম্বে আয়ুষ্মান সুমন ভগবানকে বললেন :

"ভন্তে, যে ভিক্ষু অর্হৎ, ক্ষীণাস্রব, জীবন উদ্‌যাপিত, যার করণীয় কৃত হয়েছে, যার ভার অপসৃত, নিজের মঙ্গল প্রাপ্ত, ভব সংযোজন পরিক্ষীণ এবং সম্যকরূপে বিমুক্ত, তার এরূপ ভাবোদয় হয় না, যথা : 'আমার হতে উত্তম

---

[1] আয়ুষ্মান ক্ষেম এবং সুমনের ইতিবৃত্ত তথা জন্ম গ্রাম, নাম-ধাম প্রভৃতি অত্থকথাসহ বিভিন্ন সহায়ক গ্রন্থাদিতে খুঁজে পাওয়া যায়নি। শুধুমাত্র এই দুজন একত্রে সহ অবস্থানকারীরূপে উক্ত হয়েছে।

কিংবা মম সদৃশ অথবা আমার হতেও হীন জন রয়েছে।'
আয়ুষ্মান সুমনও এরূপ বলায় ভগবান তা অনুমোদন করলেন। 'ভগবান আমার ভাষণ অনুমোদন করেছেন।' ইহা জ্ঞাত হয়ে আয়ুষ্মান সুমনও আসন হতে উঠে ভগবানকে অভিবাদন পূর্বক প্রদক্ষিণ করতঃ প্রস্থান করলেন।
৪। অতঃপর আয়ুষ্মান ক্ষেম ও সুমনের প্রস্থানের পর ভগবান ভিক্ষুদের ডেকে বললেন :
"ভিক্ষুগণ, এরূপে কুলপুত্রেরা স্বতন্ত্ররূপে নিজকে ব্যাখ্যা করে। আত্ম বিষয়ক কথা উল্লেখ না করে তারা অর্থ ভাষণ করে। অথচ আমার নিকট প্রতীয়মান হয় যে এখানে কোন কোন মূর্খ পুরুষ বড়াই করে স্বতন্ত্ররূপে নিজকে ব্যাখ্যা করে। তারাই পরবর্তীতে দুঃখ প্রাপ্ত হয়।"

উচ্চ-নীচ প্রভেদ নহে, নহে সাম্যতা,অপবাদ;
জন্ম ক্ষীণ, উদ্‌যাপিত ব্রহ্মচর্য,
সংযোজনসমূহ হতে হল চিত্ত সুবিমুক্ত।

ক্ষেম সূত্র সমাপ্ত

(জ) ইন্দিয সংবর সুত্তং– ইন্দ্রিয় সংবর সূত্র

৫০.১। "হে ভিক্ষুগণ, ইন্দ্রিয় সংবরের অনুপস্থিতে ইন্দ্রিয় সংবর বিপন্নের শীলরূপ অবলম্বন বিনষ্ট হয়, শীলের অবিদ্যমানতায় শীল বিপন্নের সম্যক সমাধি বিনষ্ট হয়, সম্যক সমাধির অনুপস্থিতিতে সম্যক সমাধি বিপন্নের যথাভূত জ্ঞান দর্শন বিনষ্ট হয়, যথাভূত জ্ঞান দর্শনের অবিদ্যমানতায় যথাভূত জ্ঞান দর্শন বিপন্নের নির্বেদ-বিরাগ বিনষ্ট হয়, নির্বেদ-বিরাগের অনুপস্থিতে নির্বেদ-বিরাগ বিপন্নের বিমুক্তি জ্ঞান দর্শন বিনষ্ট হয়।
যেমন, ভিক্ষুগণ, শাখা-পত্র হীন বৃক্ষের শাখা-পল্লব, বাকল, বহিরভাগের কাষ্ঠ এবং তরূমজ্জাও পরিপূর্ণতা লাভ করে না; ঠিক তদ্রূপ, ভিক্ষুগণ, ইন্দ্রিয় সংবরের অনুপস্থিতে ইন্দ্রিয় সংবর বিপন্নের শীলরূপ অবলম্বন বিনষ্ট হয়, শীলের অবিদ্যমানতায় শীল বিপন্নের সম্যক সমাধি বিনষ্ট হয়, সম্যক সমাধির অনুপস্থিতিতে সম্যক সমাধি বিপন্নের যথাভূত জ্ঞান দর্শন বিনষ্ট হয়, যথাভূত জ্ঞান দর্শনের অবিদ্যমানতায় যথাভূত জ্ঞান দর্শন বিপন্নের নির্বেদ-বিরাগ বিনষ্ট হয়, নির্বেদ-বিরাগের অনুপস্থিতিতে নির্বেদ-বিরাগ বিপন্নের বিমুক্তি জ্ঞান দর্শন বিনষ্ট হয়।
২। ভিক্ষুগণ, ইন্দ্রিয় সংবরের বিদ্যমানতায় ইন্দ্রিয় সংবর সম্পন্নের শীলরূপ অবলম্বন বিনষ্ট হয় না, শীলের উপস্থিতিতে শীলবানের সম্যক সমাধি অর্জিত

হয়, সম্যক সমাধির বিদ্যমানতায় সম্যক সমাধি সম্পন্নের যথাভূত জ্ঞান দর্শন অধিগত হয়, যথাভূত জ্ঞান দর্শনের উপস্থিতিতে যথাভূত জ্ঞান দর্শনকারীর নির্বেদ ও বিরাগ লাভ হয়, নির্বেদ ও বিরাগের উপস্থিতিতে নির্বেদ ও বিরাগীর বিমুক্তি জ্ঞান দর্শন লাভ হয়। যেমন, ভিক্ষুগণ, শাখা-পত্র সম্পন্ন বৃক্ষের শাখা-পল্লব, বাকল, বহিরভাগের কাষ্ঠ ও তরূমজ্জাও পরিপূর্ণতা লাভ করে; ঠিক তদ্রূপ, ভিক্ষুগণ, ইন্দ্রিয় সংবরের বিদ্যমানতায় ইন্দ্রিয় সংবর সম্পন্নের শীলরূপ অবলম্বন বিনষ্ট হয় না, শীলের উপস্থিতিতে শীলবানের সম্যক সমাধি অর্জিত হয়, সম্যক সমাধির বিদ্যমানতায় সম্যক সমাধি সম্পনের যথাভূত জ্ঞান দর্শন অধিগত হয়, যথাভূত জ্ঞান দর্শনের উপস্থিতিতে যথাভূত জ্ঞান দর্শনকারীর নির্বেদ ও বিরাগ লাভ হয়, নির্বেদ ও বিরাগের উপস্থিতিতে নির্বেদ ও বিরাগীর বিমুক্তি জ্ঞান দর্শন লাভ হয়।"

ইন্দ্রিয় সংবর সূত্র সমাপ্ত

(ঝ) আনন্দ সুত্তং– আনন্দ সূত্র

৫১.১। অনন্তরঃ আয়ুষ্মান আনন্দ যেখানে আয়ুষ্মান শারিপুত্র অবস্থান করছিলেন সেখানে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান শারীপুত্রের সাথে সম্বোধন করলেন। সম্বোধনীয় কথা স্মরণীয় বিষয় আলাপান্তে এক পাশে উপবেশন করলেন। অতঃপর একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান আনন্দ আয়ুষ্মান শারিপুত্রকে এরূপ বললেন :

২। "আবুসো শারিপুত্র, কিরূপে একজন ভিক্ষু অশ্রুতপূর্ব ধর্ম শ্রবণ করে এবং শ্রুত ধর্ম ভুলে যায় না। যে সমস্ত ধর্ম পূর্বে মনের দ্বারা সে উপলব্ধি করে, তৎ সমুদয় আচরণ করে এবং অজ্ঞাত বিষয় বিশেষভাবে জ্ঞাত হয়?"

"আয়ুষ্মান আনন্দ বহুশ্রুত। হে আয়ুষ্মান, আপনিই সেই অর্থ প্রকাশ করুন।"

"তাহলে, আবুসো শারিপুত্র, শ্রবণ করুন, উত্তমরূপে মনোনিবেশ করুন। আমি ভাষণ করছি।"

"তথাস্তু" বলে আয়ুষ্মান শারিপুত্র আয়ুষ্মান আনন্দকে প্রত্যুত্তর দিলে আয়ুষ্মান আনন্দ বলতে লাগলেন :

৩।"এক্ষেত্রে,আবুসো শারিপুত্র, ভিক্ষু সূত্র, গেয়্য, বেয়্যাকরণ, গাথা, উদান, ইতিবুত্তক, জাতক, অদ্ভুদ ধর্ম ও বেদল্ল রূপ ধর্ম পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শিক্ষা করে। সে যথাশ্রুত ও যেরূপে কণ্ঠস্থ করেছে সেরূপেই ধর্মাদি অপরের নিকট বিস্তারিতভাবে দেশনা করে। যথাশ্রুত ও যথাকণ্ঠস্থ ধর্ম বিস্তারিতভাবে

অপরের নিকট বলে; এমনকি নিজেও বিস্তারিতভাবে স্বাধ্যয়ন করে এবং চিত্তের দ্বারা বিতর্ক, বিচার করে ও মনের দ্বারা সাবধানে বিবেচনা করে। যেই আবাসে বহুশ্রুত, ত্রিপিটক কণ্ঠস্থকারী, ধর্মধর, বিনয়ধর ও মাতিকাধর স্থবির ভিক্ষুবৃন্দ অবস্থান করেন, সেরূপ আবাসে সে বর্ষা উদ্‌যাপন করে। সে সেরূপ ভিক্ষুবৃন্দের নিকট যথাসময়ে উপস্থিত হয়ে এরূপে প্রতি জিজ্ঞাসা করে, প্রতি প্রশ্ন করে- 'ভন্তে, এই ভাষণের অর্থ কিরূপ?' তারা সেই আয়ুষ্মানের নিকট অবিবৃত বিষয় ব্যক্ত করেন, অপ্রতীত বিষয় প্রতীয়মান করান এবং নানা প্রকারে সন্দেহজনক বিষয় হতে কঙ্খা বা সন্দেহ দূরীভূত করেন। এরূপেই, হে আবুসো শারিপুত্র, একজন ভিক্ষু অশ্রুতপূর্ব ধর্ম শ্রবণ করে এবং শ্রুত ধর্ম ভুলে যায় না। যে সমস্ত ধর্ম পূর্বে মনের দ্বারা সে উপলব্ধি করে, তৎ সমুদয় আচরণ করে এবং অজ্ঞাত বিষয় বিশেষরূপে জ্ঞাত হয়।"

৪। আশ্চর্য, আবুসো, অদ্ভুত আবুসো, আয়ুষ্মান আনন্দ কর্তৃক ইহা উত্তমরূপে ভাষিত হয়েছে। আমরা এই ছয় প্রকার ধর্মে আয়ুষ্মান আনন্দকে সমৃদ্ধরূপে ধারণ করছি। যথা : আয়ুষ্মান আনন্দ সূত্র, গেয়্য, বেয়্যাকরণ, গাথা, উদান, ইতিবুত্তক, জাতক, অদ্ভুদ ধর্ম ও বেদল্ল রূপ ধর্ম পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শিক্ষা করেন। আয়ুষ্মান আনন্দ যথাশ্রুত ও যথাকণ্ঠস্থ ধর্ম বিস্তারিতভাবে অপরের নিকট দেশনা করেন। আয়ুষ্মান আনন্দ যথাশ্রুত ও যথাকণ্ঠস্থ ধর্ম বিস্তারিতভাবে অপরের নিকট বলেন। আয়ুষ্মান আনন্দ যথাশ্রুত ও যথাকণ্ঠস্থ ধর্ম নিজেও বিস্তারিতভাবে স্বাধ্যয়ন করেন। আয়ুষ্মান আনন্দ যথাশ্রুত ও যথাকণ্ঠস্থ ধর্ম বিস্তারিতভাবে চিত্তের দ্বারা বিতর্ক-বিচার এবং সাবধানে বিবেচনা করেন। এবং আয়ুষ্মান আনন্দ যে স্থানে বহুশ্রুত, ত্রিপিটক কণ্ঠস্থকারী, ধর্মধর, বিনয়ধর ও মাতিকাধর স্থবির ভিক্ষুবৃন্দ অবস্থান করেন, সেরূপ আবাসে বর্ষা উদ্‌যাপন করেন। তিনি সেরূপ ভিক্ষুবৃন্দের নিকট যথাসময়ে উপস্থিত হয়ে এরূপ প্রতি জিজ্ঞাসা ও প্রতি প্রশ্ন করেন- 'ভন্তে, এই ভাষণের অর্থ কিরূপ?' তারা আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট অবিবৃত বিষয় ব্যক্ত করেন, অপ্রতীত বিষয় প্রতীয়মান করান এবং নানা প্রকারে সন্দেহজনক বিষয় হতে কঙ্খা বা সন্দেহ দূরীভূত করেন।"

আনন্দ সূত্র সমাপ্ত

(ঞ) খত্তিয সুত্তং– ক্ষত্রিয় সূত্র

৫২.১ অতঃপর জানুশ্রোনি ব্রাহ্মণ[1] ভগবৎ সকাশে উপাস্থিত হলেন উপস্থিত হয়ে ভগবানের সাথে সম্বোধন করলেন। সম্বোধনীয় কথা ও স্মরণীয় বিষয় আলাপান্তে এক পাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট হয়ে জানুশ্রোনি ব্রাহ্মণ ভগবানকে এরূপ বললেন :

২। "মাননীয় গৌতম, একজন ক্ষত্রিয়ের অভিপ্রায় কি? অন্বেষণ কি? সংকল্প, চাহিদা, এবং আদর্শ বা লক্ষ্য কি?

"হে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের অভিপ্রায় হচ্ছে ভোগ্য সম্পদ, অন্বেষণ হচ্ছে প্রজ্ঞা, বল বা ক্ষমতা হচ্ছে তার সংকল্প, তার চাহিদা হচ্ছে পৃথিবী এবং আধিপত্য হচ্ছে তার আদর্শ।"

"মাননীয় গৌতম, একজন ব্রাহ্মণের অভিপ্রায় কি? অন্বেষণ কি? সংকল্প, চাহিদা, এবং আদর্শ বা লক্ষ্য কি?"

"ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের অভিপ্রায় হচ্ছে ভোগ্য সম্পদ, অন্বেষণ হচ্ছে প্রজ্ঞা, মন্ত্র হচ্ছে সংকল্প, তার চাহিদা হচ্ছে যাগ বা হোম এবং ব্রহ্মলোক তার আদর্শ।"

"মাননীয় গৌতম, একজন গৃহপতির অভিপ্রায় কি? অন্বেষণ কি? সংকল্প, চাহিদা, এবং আদর্শ বা লক্ষ্য কি?"

"ব্রাহ্মণ, একজন গৃহপতির অভিপ্রায় হচ্ছে ভোগ্য সম্পদ, অন্বেষণ হচ্ছে প্রজ্ঞা, শিল্প বিদ্যা হচ্ছে তার সংকল্প, তার চাহিদা হচ্ছে কর্ম এবং কর্মের সুসমাধা-ই হচ্ছে তার আদর্শ।"

"মাননীয় গৌতম, একজন স্ত্রী লোকের অভিপ্রায় কি? অন্বেষণ কি? সংকল্প, চাহিদা, এবং আদর্শ বা লক্ষ্য কি?"

"ব্রাহ্মণ, একজন স্ত্রী লোকের অভিপ্রায় হচ্ছে পুরুষ, অন্বেষণ হচ্ছে

---

[1] চঙ্কী, তারুক্ষ, পোক্ষরসাতি, তোদেয়্য প্রভৃতির সম পর্যায়ভূক্ত সুবিখ্যাত মহাশাল শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন এই জানুশ্রোনি (সুত্ত নিপাত, ১১৫পৃ.)। ধর্মপদ অথকথা ৩৯৯ পৃ. মতে, জানুশ্রোনির স্থায়ী আবাস ছিল শ্রাবস্তীতে। তথাগত জেতবনে অবস্থানকালে জানুশ্রোনি তথাগতের সাথে সাক্ষাত করেন এবং বিবিধ ধর্মীয় বিষয়ে আলোচনা করেন। যেমন, অঙ্গুত্তর নিকায়, ১নিপাতে কর্ম বিপাক, সন্দিট্‌ঠিক নিব্বান, তেবিজ্জ ব্রাহ্মণ; ৪র্থ নিপাতে মৃত্যুতে অকুতোভয়ী; ৬ষ্ঠ নিপাতে নানান শ্রেণীর মানুষদের আদর্শ; ৭ম নিপাতে প্রকৃত কৌমার্য; ১০ নিপাতে পচ্চারোহনী উদ্‌যাপন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

অলংকার, পুত্র হচ্ছে তার সংকল্প, তার চাহিদা হচ্ছে পতি হীন হওয়া[1] এবং আধিপত্য-ই তার আদর্শ।"

"মাননীয় গৌতম, একজন চোরের অভিপ্রায় কি? অন্বেষণ কি? সংকল্প, চাহিদা, এবং আদর্শ বা লক্ষ্য কি?"

"ব্রাহ্মণ, একজন চোরের অভিপ্রায় হচ্ছে চুরি করা, অন্বেষণ হচ্ছে গহীন স্থান, ভ্রমণকারীর দল হচ্ছে তার সংকল্প, তার চাহিদা হচ্ছে অন্ধকার এবং অদর্শন-ই হচ্ছে তার আদর্শ।"

"মাননীয় গৌতম, একজন শ্রামণের অভিপ্রায় কি? অন্বেষণ কি? সংকল্প, চাহিদা, এবং আদর্শ বা লক্ষ্য কি?"

"ব্রাহ্মণ, একজন শ্রামণের অভিপ্রায় হচ্ছে ক্ষান্তি ও অমায়িকতা। অন্বেষণ হচ্ছে প্রজ্ঞা, শীল হচ্ছে তার সংকল্প, তার চাহিদা বলে কিছুই নাই এবং নির্বাণই হচ্ছে তার আদর্শ।"

"আশ্চয, মাননীয় গৌতম, অদ্ভুত, মাননীয় গৌতম, ক্ষত্রিয়দের অভিপ্রায়, অন্বেষণ, সংকল্প, চাহিদা এবং আদর্শও মাননীয় গৌতম বিদিত। ব্রাহ্মণদের, গৃহীদের, স্ত্রীদের, চোরদের এবং শ্রমণদেরও অভিপ্রায়, অন্বেষণ, সংকল্প, চাহিদা এবং আদর্শ মাননীয় গৌতম বিদিত।

৩। আশ্চর্য, মাননীয় গৌতম, অদ্ভুত, মাননীয় গৌতম, যেমন কেউ অধোমুখীকে উন্মুখী, আবৃতকে অনাবৃত, বিমূঢ়কে পথ নির্দেশ কিংবা অন্ধকারে তৈল প্রদীপ ধারণ করে যাতে চক্ষুষ্মান ব্যক্তি রূপসমূহ দেখতে পায়; ঠিক এরূপেই, মহানুভব গৌতম কর্তৃক বহু পর্যায়ে, বিবিধ যুক্তিতে ধর্ম প্রকাশিত হয়েছে। এই আমি মহানুভব গৌতমের এবং তৎপ্রবর্তিত ধর্ম ও তৎপ্রতিষ্ঠিত ভিক্ষুসংঘের শরণাগত হচ্ছি। হে মহানুভব গৌতম, আজ হতে আমাকে আমরণ শরণাগত উপাসকরূপে অবধারণ করুন।"

ক্ষত্রিয় সূত্র সমাপ্ত

(ট) অপ্পমাদ সুত্তং– অপ্রমাদ সূত্র

৫৩.১। অনন্তর জনৈক ব্রাহ্মণ ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানের সাথে সম্বোধন করলেন। সম্বোধনীয় কথা ও স্মরণীয় বিষয়

---

[1] অত্থকথা মতে– সে কামনা করে 'অসপতী হুত্বা একিকা'ব ঘরে ক্ষসেয্যুং'তি'। অর্থাৎ স্বামী হীনা হয়ে একাকীই গৃহে বাস করব।

আলাপান্তে এক পাশে উপবেশন করলেন। এক পাশে উপবিষ্ট হয়ে সেই ব্রাহ্মণ ভগবানকে এরূপ বললেন :

২। "মাননীয় গৌতম, একটি মাত্র ধর্ম (বিষয়) আছে কি যা ভাবিত, বহুলীকৃত হলে ইহকাল ও পরকাল এই উভয়কালের কল্যাণে গ্রহণযোগ্য ও স্থিত হয়?"

"হে ব্রাহ্মণ, একটি মাত্র ধর্ম আছে যা ভাবিত, বহুলীকৃত হলে ইহকাল ও পরকাল এই উভয়কালের কল্যাণে গ্রহণযোগ্য ও স্থিত হয়।

"মাননীয় গৌতম, সেই একটি মাত্র ধর্ম কি যা ভাবিত, বহুলীকৃত হলে ইহকাল ও পরকাল এই উভয়কালের কল্যাণে গ্রহণযোগ্য ও স্থিত হয়?"

"ব্রাহ্মণ, অপ্রমাদ হচ্ছে একটি মাত্র বিষয় যা ভাবিত, বহুলীকৃত হলে ইহকাল ও পরকাল এই উভয়কালের কল্যাণে গ্রহণযোগ্য ও স্থিত হয়।

যেমন ব্রাহ্মণ, জঙ্গলের যে সকল প্রাণী রয়েছে, তাদের সকলের পদচিহ্ন হস্তী পদ চিহ্নের মধ্যে সংকুলান হয়। অন্যান্য প্রাণীর পদচিহ্ন হতে বৃহদাকার হেতু হস্তীর পদচিহ্ন শ্রেষ্ঠ। ঠিক তদ্রূপ, ব্রাহ্মণ, অপ্রমাদ হচ্ছে একটি মাত্র ধর্ম যা ভাবিত, বহুলীকৃত হলে ইহকাল ও পরকাল এই উভয়কালের কল্যাণে গ্রহণযোগ্য ও স্থিত হয়।

যেমন, ব্রাহ্মণ, চূড়া যুক্ত গৃহের যে সমস্ত বরগা বা সহায়ক কড়ি কাষ্ঠ *(Rafter on a beam supporting the roof of a house)* রয়েছে; তৎসমস্তই চূড়াগামী, চূড়া হতে নিম্নাভিমুখী এবং চূড়াতেই মিলিত। সে সমস্ত কড়ি কাষ্ঠ হতে চূড়াই শ্রেষ্ঠ। ঠিক তদ্রূপ, ব্রাহ্মণ, অপ্রমাদ হচ্ছে একটি মাত্র বিষয় যা ভাবিত, বহুলীকৃত হলে ইহকাল ও পরকাল এই উভয়কালের কল্যাণে গ্রহণযোগ্য ও স্থিত হয়।

যেমন ব্রাহ্মণ, ঘাস কর্তনকারী তৃণাদি কর্তন করে অগ্রভাগ গ্রহণ পূর্বক নাড়ায়, উভয় পার্শ্বেও নাড়ায় এবং সেই কর্তিত তৃণগুলো দিয়ে কোন কিছুর উপর প্রহার করে। ঠিক তদ্রূপ, ব্রাহ্মণ, অপ্রমাদ হচ্ছে একটি মাত্র বিষয় যা ভাবিত, বহুলীকৃত হলে ইহকাল ও পরকাল এই উভয়কালের কল্যাণে গ্রহণযোগ্য ও স্থিত হয়।

যেমন, ব্রাহ্মণ, আম ফলের বৃন্ত (ডাঁটা) ছেদনে যেমন বৃন্তস্থ সমস্ত গুচ্ছবদ্ধ আম-ই সেই বৃন্তের সাথে চলে আসে; ঠিক সেরূপই, ব্রাহ্মণ, অপ্রমাদ হচ্ছে একটি মাত্র বিষয় যা ভাবিত, বহুলীকৃত হলে ইহকাল ও পরকাল এই

উভয়কালের কল্যাণে গ্রহণযোগ্য ও স্থিত হয়।

যেমন, ব্রাহ্মণ, যে সকল ক্ষুদ্র রাজাগণ রয়েছেন, তারা সকলেই চক্রবর্তী রাজার অধীন হন। এবং তাদের হতে চক্রবর্তী রাজাই শ্রেষ্ঠরূপে বিবেচিত হন। ঠিক তদ্রূপ, ব্রাহ্মণ, অপ্রমাদ হচ্ছে একটি মাত্র বিষয় যা ভাবিত, বহুলীকৃত হলে ইহকাল ও পরকাল এই উভয়কালের কল্যাণে গ্রহণযোগ্য ও স্থিত হয়।

যেমন, ব্রাহ্মণ, সমস্ত তারকারাজির প্রভা চন্দ্র প্রভার ষোল কলার (অংশ) এক কলাও হয় না। সমস্ত তারকার হতে চন্দ্র প্রভাই শ্রেষ্ঠরূপে বিবেচিত হয়। ঠিক তদ্রূপই, ব্রাহ্মণ, অপ্রমাদ হচ্ছে একটি মাত্র বিষয় যা ভাবিত, বহুলীকৃত হলে ইহকাল ও পরকাল এই উভয়কালের কল্যাণে গ্রহণযোগ্য ও স্থিত হয়।

হে ব্রাহ্মণ, এই এক প্রকার ধর্ম ভাবিত, বহুলীকৃত হলে ইহকাল ও পরকাল এই উভয়কালের কল্যাণে গ্রহণযোগ্য ও স্থিত হয়।"

৩। "আশ্চর্য, মাননীয় গৌতম, অদ্ভুত, মাননীয় গৌতম, যেমন কেউ অধোমুখীকে উন্মুখী, আবৃতকে অনাবৃত, বিমূঢ়কে পথ নির্দেশ কিংবা অন্ধকারে তৈল প্রদীপ ধারণ করে যাতে চক্ষুষ্মান ব্যক্তি রূপসমূহ দেখতে পায়; ঠিক এরূপেই, মহানুভব গৌতম কর্তৃক বহু পর্যায়ে, বিবিধ যুক্তিতে ধর্ম প্রকাশিত হয়েছে। এই আমি মহানুভব গৌতমের এবং তৎপ্রবর্তিত ধর্ম ও তৎপ্রতিষ্ঠিত ভিক্ষুসংঘের শরণাগত হচ্ছি। হে মহানুভব গৌতম, আজ হতে আমাকে আমরণ শরণাগত উপাসকরূপে অবধারণ করুন।"

অপ্রমাদ সূত্র সমাপ্ত

(ঠ) ধম্মিক সুত্তং- ধার্মিক সূত্র

৫৪.১। একসময় ভগবান রাজগৃহের নিকটস্থ গৃধ্রকূট পর্বতে অবস্থান করছিলেন। সেই সময় আয়ুষ্মান ধার্মিক[1] সমগ্র জাতিভূমিতে[2] সাতটি আবাসে আবাসিকরূপে অবস্থান করছিলেন। তথায় আয়ুষ্মান ধার্মিক বাক্যতুণ্ড দ্বারা আগন্তুক ভিক্ষুদেরকে গালাগালি দিতেন, বিরক্ত করতেন, খোঁচা দিতেন,

---

[1] ইনি কোশলের ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম গ্রহণ করেন। ভগবানের জেতবন গ্রহণের দিবসে প্রসন্ন হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। থেরগাথা (অনু), ২৪৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

[2] জাতিভূমি সম্পর্কে অথকথা নিশ্চুপ। মধ্যম নিকায়ে জাতিভূমি বলতে "জাতট্ঠান" বা "জন্মস্থান" বলা হয়েছে।

এবং রাগান্বিত করতেন। সেই আগন্তুক ভিক্ষুরা আয়ুষ্মান ধার্মিক কর্তৃক বাক্য দ্বারা তিরষ্কৃত, নিন্দিত, বিরক্ত, ক্ষোভিত, এবং রাগান্বিত হয়ে সেই আবাস হতে প্রস্থান করতেন, তথায় না থেকে একেবারে চলে যেতেন।

২। অতঃপর জাতিভূমির উপাসকদের এরূপ চিন্তা হলো- 'আমরা ভিক্ষুসংঘকে চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, গ্লান প্রত্যয় এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দ্বারা পূজা করি। অথচ আগন্তুক ভিক্ষুরা আবাসে অবস্থান না করে পরিত্যাগ পূর্বক চলে যান। কি হেতু, কি কারণে আগন্তুক ভিক্ষুরা আবাসে অবস্থান না করে পরিত্যাগ পূর্বক চলে যান?' অতঃপর জাতিভূমির উপাসকদের পুনঃ এরূপ চিন্তার উদ্রেক হলো- 'এই আয়ুষ্মান ধার্মিক বাক্যতুণ্ড দ্বারা আগন্তুক ভিক্ষুদেরকে গালাগালি করেন, বিরক্ত করেন, খোঁচা দেন এবং রাগান্বিত করেন। নিশ্চয়ই আয়ুষ্মান ধার্মিক কর্তৃক বাক্যতুণ্ড দ্বারা সেই আগন্তুক ভিক্ষুরা তিরষ্কৃত, নিন্দিত, বিরক্ত, ক্ষোভিত এবং রাগান্বিত হয়ে আবাসে অবস্থান না করে পরিত্যাগ পূর্বক চলে যান। তাহলে আমরা নিশ্চয়ই আয়ুষ্মান ধার্মিকে নির্বাসিত করব।'

৩। তারপর জাতিভূমি উপাসকেরা আয়ুষ্মান ধার্মিকের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান ধার্মিককে বললেন, 'ভন্তে, আয়ুষ্মান ধার্মিক, আপনি এই আবাস হতে প্রস্থান করুন। আপনার এখানে অবস্থান করার প্রয়োজন নেই।' অতঃপর আয়ুষ্মান ধার্মিক সেই আবাস হতে অন্য আবাসে গমন করলেন। তথায়ও আয়ুষ্মান ধার্মিক বাক্যতুণ্ড দ্বারা আগন্তুক ভিক্ষুদেরকে গালাগালি দিতেন, বিরক্ত করতেন, খোঁচা দিতেন, এবং রাগান্বিত করতেন। সেই আগন্তুক ভিক্ষুরা আয়ুষ্মান ধার্মিক কর্তৃক বাক্য দ্বারা তিরষ্কৃত, নিন্দিত, বিরক্ত, ক্ষোভিত, এবং রাগান্বিত হয়ে সেই আবাস হতে প্রস্থান করতেন, তথায় না থেকে একেবারে চলে যেতেন।

৪। অতঃপর জাতি ভূমির উপাসকদের এরূপ চিন্তা হলো- 'আমরা ভিক্ষুসংঘকে চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, গ্লান প্রত্যয় এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দ্বারা পূজা করি। অথচ আগন্তুক ভিক্ষুরা আবাসে অবস্থান না করে পরিত্যাগ পূর্বক চলে যান। কি হেতু, কি কারণে আগন্তুক ভিক্ষুরা আবাসে অবস্থান না করে পরিত্যাগ পূর্বক চলে যান?' অতঃপর জাতিভূমির উপাসকদের পুনঃ এরূপ চিন্তার উদ্রেক হলো- 'এই আয়ুষ্মান ধার্মিক বাক্যতুণ্ড দ্বারা আগন্তুক ভিক্ষুদেরকে গালাগালি করেন, বিরক্ত করেন, খোঁচা দেন এবং রাগান্বিত করেন। নিশ্চয়ই আয়ুষ্মান ধার্মিক কর্তৃক বাকতুণ্ড দ্বারা সেই আগন্তুক ভিক্ষুরা

তিরষ্কৃত, নিন্দিত, বিরক্ত, ক্ষোভিত এবং রাগান্বিত হয়ে আবাসে অবস্থান না করে পরিত্যাগ পূর্বক চলে যান। তাহলে আমরা অবশ্যই আয়ুষ্মান ধার্মিকে নির্বাসিত করব।'

৫। তারপর জাতি ভূমির উপাসকেরা আয়ুষ্মান ধার্মিকের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান ধার্মিককে বললেন, 'ভন্তে, আয়ুষ্মান ধার্মিক, আপনি এই আবাস হতে প্রস্থান করুন। আপনার এখানে অবস্থান করার প্রয়োজন নেই।' অতঃপর আয়ুষ্মান ধার্মিক সেই আবাস হতে অন্য আবাসে গমন করলেন। তথায়ও আয়ুষ্মান ধার্মিক বাক্যতুণ্ড দ্বারা আগন্তুক ভিক্ষুদেরকে গালাগালি দিতেন, বিরক্ত করতেন, খোঁচা দিতেন, এবং রাগান্বিত করতেন। সেই আগন্তুক ভিক্ষুরা আয়ুষ্মান ধার্মিক কর্তৃক বাক্য দ্বারা তিরষ্কৃত, নিন্দিত, বিরক্ত, ক্ষোভিত, এবং রাগান্বিত হয়ে সেই আবাস হতে প্রস্থান করতেন, তথায় না থেকে একেবারে চলে যেতেন।

৬। অতঃপর জাতিভূমির উপাসকদের এরূপ চিন্তা উৎপন্ন হলো- 'আমরা ভিক্ষুসংঘকে চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, গ্লান প্রত্যয় এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দ্বারা পূজা করি। অথচ আগন্তুক ভিক্ষুরা আবাসে অবস্থান না করে পরিত্যাগ পূর্বক চলে যান। কি হেতু, কি কারণে আগন্তুক ভিক্ষুরা আবাসে অবস্থান না করে পরিত্যাগ পূর্বক চলে যান?' অতঃপর জাতিভূমির উপাসকদের পুনঃ এরূপ চিন্তার উদ্রেক হলো- 'এই আয়ুষ্মান ধার্মিক বাক্যতুণ্ড দ্বারা আগন্তুক ভিক্ষুদেরকে গালাগালি করেন, বিরক্ত করেন, খোঁচা দেন এবং রাগান্বিত করেন। নিশ্চয়ই আয়ুষ্মান ধার্মিক কর্তৃক বাক্যতুণ্ড দ্বারা সেই আগন্তুক ভিক্ষুরা তিরষ্কৃত, নিন্দিত, বিরক্ত, ক্ষোভিত এবং রাগান্বিত হয়ে আবাসে অবস্থান না করে পরিত্যাগ পূর্বক চলে যান। তাহলে আমরা অবশ্যই আয়ুষ্মান ধার্মিককে সমগ্র জাতিভূমির সাতটি আবাস হতেই নির্বাসিত করব।'

৭। তারপর জাতিভূমির উপাসকেরা আয়ুষ্মান ধার্মিকের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান ধার্মিককে এরূপ বললেন,'ভন্তে, আয়ুষ্মান ধার্মিক, আপনি সমগ্র জাতিভূমির সাতটি আবাস হতে অন্যত্র চলে যান আপনার এখানে বাস করার কোন প্রয়োজন নেই।' অতঃপর আয়ুষ্মান ধার্মিকের এরূপ চিত্তোদয় হল- 'জাতিভূমির উপাসকদের দ্বারা সমগ্র জাতিভূমির সাতটি আবাস হতেই আমি নির্বাসিত হয়েছি। আমি এখন কোথায় যাব?' তারপর পুনঃ তার এরূপ চিন্তা হল- 'তাহলে আমি যেখানে ভগবান অবস্থান করছেন সেখানেই যাই।'

৮। অতঃপর আয়ুষ্মান ধার্মিক পাত্র-চীবর নিয়ে রাজগৃহের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করলেন। অচিরেই রাজগৃহের গৃধ্রকূট পর্বতে অবস্থানরত ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবেশনের পর আয়ুষ্মান ধার্মিককে ভগবান বললেন :

৯। "হে ব্রাহ্মণ ধার্মিক, তুমি এখন কোথায় হতে আসছ?"

"ভন্তে, জাতিভূমির উপাসকদের দ্বারা সমগ্র জাতিভূমির সাতটি আবাস হতেই আমি নির্বাসিত হয়েছি।"

"সত্যিই কি ব্রাহ্মণ[1] ধার্মিক, তারা সেখান সেখান হতে তোমাকে নির্বাসিত করল, আর সেই তুমি তাদের দ্বারা সেখান সেখান হতে নির্বাসিত হয়ে আমার কাছেই আসলে, ব্রাহ্মণ ধার্মিক, অতীতে সামুদ্রিক বণিকেরা দিসাকাক সাথে নিয়ে জাহাজ যোগে সমুদ্র পথে যেতেন। তারা তীর নির্ণয় করতে না পারলে সঙ্গে আনীত দিসাকাকটিকে দিক নির্ণয়ের জন্য আকাশে ছেড়ে দিত। সেই পাখিটি পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ এবং ঊর্ধ্ব ও অনুদিকে গমন করে যদি অনতিদূরে তীর দেখতে পায়, তবে সেদিকেই গমন করে। আর যদি পাখিটি অনতিদূরে তীর দেখতে না পায়, তাহলে জাহাজেই ফিরে আসতো। ঠিক এরূপেই, ব্রাহ্মণ ধার্মিক, তাদের দ্বারা সেখান হতে নির্বাসিত হয়ে তুমি আমার নিকট উপনীত হয়েছ।

১০। ব্রাহ্মণ ধার্মিক, অতীতে রাজা কোরব্য[2]- এর সুপ্রতিষ্ঠ নামক পঞ্চশাখা যুক্ত, শীতল ছায়া সম্পন্ন, মনোরম নিগ্রোধ বৃক্ষরাজ ছিল। ব্রাহ্মণ ধার্মিক, নিগ্রোধ বৃক্ষরাজ সুপ্রতিষ্ঠ-এর শাখা-প্রশাখার বিস্তৃতি ছিল বার যোজন[1] এবং মূলের পরিধি ছিল পাঁচ যোজন। এর সুবৃহৎ ফলগুলো ছিল হাঁড়ি সদৃশ পাত্রের[2] ন্যায়। সেই নিগ্রোধ বৃক্ষরাজ সুপ্রতিষ্ঠ-এর এক অংশ

---

[1] ব্রাহ্মণ বলতে এখানে ভিক্ষুকেই বুঝানো হয়েছে। কোশলের ব্রাহ্মণ কুল হতে প্রব্রজিত বিধায় সম্ভবত এরূপ সম্বোধন। সংযুক্ত নিকায়, নিদান বর্গের ভিক্ষু সংযুক্তেও এরূপ ব্যবহার দেখা যায়।

[2] †কারব্য শব্দটি সম্ভবতঃ নাম বিশেষণ। উদাহরণ স্বরূপ জাতক, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২৭৩ পৃষ্ঠায় কোরব্য শব্দের ব্যাখ্যায় দেয়া হয়েছে কুরুরট্ঠবাসিক। জাতক, ৪র্থ খণ্ড, ৩৬১ পৃ মতে, কোরব্য রাজা সম্ভবতঃ যুধিট্ঠিল গোত্রীয়।

[1] প্রায় সাত মাইলে এক যোজন।

[2] পালিতে আল্হকথালিকা আছে। অর্থাৎ শস্যাদি মাপার এক প্রকার পাত্র বিশেষ।

অন্তঃপুরবাসিনীদের সাথে রাজা পরিভোগ করতেন, এক অংশ সেনারা, অন্য অংশ নগর ও গ্রাম্য জনগণেরা, আরেক অংশ শ্রমণ-ব্রাহ্মণেরা এবং অপর অংশ পশু-পক্ষীরা পরিভোগ করত। ব্রাহ্মণ ধার্মিক, নিগ্রোধ বৃক্ষরাজ সুপ্রতিষ্ঠ-এর কোন ফলই রক্ষিত হতো না এবং এর ফলসমূহে অন্য কেউ হিংসাও করতো না।

অতঃপর, ব্রাহ্মণ ধার্মিক, একদিন জনৈক ব্যক্তি নিগ্রোধ বৃক্ষরাজ সুপ্রতিষ্ঠ-এর ফল প্রয়োজন মতো খেয়ে একটি শাখা ভেঙ্গে চলে গেল। এতে সুপ্রতিষ্ঠ বৃক্ষের অধিষ্ঠাতা দেবতার এরূপ চিন্তার উদয় হল- 'সত্যিই তা আশ্চর্যজনক, অত্যন্ত অদ্ভুত, এ কেমন পাপী মানুষ। নিগ্রোধ সুপ্রতিষ্ঠ-এর ফল কণ্ঠ পূর্ণ করে খেয়ে শাখা ভেঙ্গে চলে গেল। নিশ্চয়ই, নিগ্রোধ বৃক্ষরাজ সুপ্রতিষ্ঠ আর ফল না দিক,

১১। তারপর, ব্রাহ্মণ, ধার্মিক, রাজা কোরব্য দেবরাজ ইন্দ্রের[৩] নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে দেবরাজ ইন্দ্রকে বললেন, হে প্রভূ, আপনি জানেন কি নিগ্রোধ বৃক্ষরাজ সুপ্রতিষ্ঠ আর ফল দিচ্ছে না?' অতঃপর, ব্রাহ্মণ দেবরাজ ইন্দ্র এমন ঋদ্ধিশক্তি প্রয়োগ করলেন যার ফলে অত্যধিক বাতাস ও বৃষ্টি এসে নিগ্রোধ বৃক্ষরাজ সুপ্রতিষ্ঠকে অভিভূত করলো, সমূলে উৎপাটিত করল। অতঃপর, ব্রাহ্মণ ধার্মিক, নিগ্রোধ বৃক্ষরাজ সুপ্রতিষ্ঠ- এর অধিষ্ঠাতা দেবতা দুঃখী, দুর্মনা হয়ে অশ্রুমুখে কাঁদতে কাঁদতে একপাশে দাড়িয়ে রইল। তারপর, ব্রাহ্মণ ধার্মিক, দেবরাজ ইন্দ্র নিগ্রোধ বৃক্ষরাজ সুপ্রতিষ্ঠ- এর অধিষ্ঠাতা দেবতার নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে তাকে এরূপ বললেন :

"হে দেবতা, তুমি কি কারণে দুঃখী, দুর্মনা হয়ে অশ্রুমুখে কাঁদতে কাঁদতে একপাশে দাড়িয়ে আছো?'

'হে প্রভূ, এক শক্তিশালী ঝড়ো বাতাস এসে আমার ভবনটিকে সমূলে উৎপাটিত করেছে।'

---

[৩] †দবগণের প্রধান। ইন্দ্রকে তিদিবপুরবর এবং সুরবরতর বলা হতো (দীর্ঘ নিকায়, তৃতীয় খণ্ড, ১৭৬পৃ)। তিদিবপুরবর শব্দের অর্থ হচ্ছে তিদিবপুর নগরীর বর বা শ্রেষ্ঠ। আবার সুরবরতর শব্দের অর্থ হলো, সুর বা দেবগণের অবতর বা অবতার। উদান অথকথা, ৬৭ পৃ. মতে দেবরাজ ইন্দ্রের কণ্ঠস্বর বজ্রনির্ঘোষ হওয়ায় সকলে সেই স্বরে ভীত-বিহ্বল হতো সহজেই।

হে দেবতা, তুমি কি বৃক্ষধর্মে স্থিত ছিলে, যার পরও অত্যধিক ঝড়ো বাতাসে তোমার ভবনটিকে পরাস্ত করে সমূলে উৎপাটিত করেছে।'

'প্রভূ, বৃক্ষ কিরূপে বৃক্ষধর্মে স্থিত হয়?'

'এক্ষেত্রে, হে দেবতা, বৃক্ষমূল সংগ্রাহকেরা মূল, বাকল সংগ্রাহকেরা বাকল, পাতা সংগ্রহকারীরা পাতা, পুষ্প চয়ন কারীরা পুষ্প, এবং ফল সংগ্রাহকেরা ফল সংগ্রহ করে। সেহেতু অধিষ্ঠাতা দেবতার কোন করণীয় নাই এবং তৎদরুণ নিরানন্দিত ও দুঃখী হওয়া অনুচিত। এরূপেই, হে দেবতা, বৃক্ষধর্মে একটি বৃক্ষ স্থিত হয়।

'হে প্রভূ, তাহলে বৃক্ষ ধর্মে আমার অস্থিতির জন্যই অত্যধিক ঝড়ো বাতাস এসে আমার ভবনটিকে পরাস্ত করে সমূলে উৎপাটিত করেছে।'

'হে দেবতা, যদি তুমি বৃক্ষধর্মে স্থিত হও তবে তোমার ভবন পূর্বের ন্যায় হবে।'

'প্রভূ, আমি বৃক্ষধর্মে স্থিত হব। আমার ভবন পূর্বের ন্যায় হোক।'

১২। তারপর, ব্রাহ্মণ ধার্মিক, দেবরাজ ইন্দ্র পুনঃ সেরূপ ঋদ্ধি শক্তি প্রয়োগ করল। যদ্দরুণ অত্যধিক ঝড়ো-বাতাস এসে নিগ্রোধ বৃক্ষরাজ সুপ্রতিষ্ঠকে উত্তোলন করে পূর্বের স্থানে স্থাপন করল। এরূপেই, ব্রাহ্মণ ধার্মিক, তুমিও কি শ্রামণ্যধর্মে স্থিত ছিলে, যার পরও জাতিভূমির উপাসকেরা তোমাকে সমগ্র জাতিভূমির সাতটি আবাস হতেই নির্বাসিত করেছে?'

"ভন্তে, একজন শ্রামণ কিরূপে শ্রামণ্যধর্মে স্থিত হয়?"

"এক্ষেত্রে, ব্রাহ্মণ ধার্মিক, শ্রামণ অপরের দ্বারা নিন্দিত হয়ে প্রত্যুত্তরে আক্রোশ করে না, রাগান্বিত হয়ে প্রত্যুত্তরে অপরকে উত্তেজিত করে না এবং কেউ ঝগড়া করলে প্রত্যুত্তরে বিবাদে মগ্ন হয় না।"

"ভন্তে, তাহলে শ্রামণ্যধর্মে আমার অস্থিতির জন্যই জাতিভূমির উপাসকেরা সমগ্র জাতিভূমির সাতটি আবাস হতেই আমাকে নির্বাসিত করেছেন।"

১৩। হে ব্রাহ্মণ ধার্মিক, অতীতে সুনেত্র[১] নামক শাস্তা, তীর্থঙ্কর ছিলেন।

---

[১] বহুপূর্ব জন্মে সুনেত্র, মুগপক্খ, অরনেমি, কুদ্দাল, হস্তীপাল, জ্যোতিপাল এই ছয়জন শাস্তা আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাদের বহুশত অনুসারী ছিল। অঙ্গুত্তর নিকায়, ৪র্থ খণ্ডেও এই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি হয়েছে। তারা সকলে অহিংসা চর্চা সহ মাংসাহার হতে বিরত থাকার চেষ্টা করতো এবং সেই আসক্তি ক্ষয় করতে সক্ষমও হয়েছিল। সংস্কৃত গ্রন্থ দিব্যাবদান, ৬৩পৃ. গ্রন্থে অরক নামক সপ্তম জনের নাম প্রদত্ত হয়েছে।

তিনি ছিলেন কামে বীতরাগ (আসক্তিশূন্য)। ব্রাহ্মণ ধার্মিক, সুনেত্র শাস্তার অনেক শত শিষ্য ছিল। তিনি শ্রাবকদেরকে ব্রহ্মলোকের সহব্যতার (বা লাভের) ধর্ম শিক্ষা দিতেন। ব্রাহ্মণ ধার্মিক, সুনেত্র শাস্তার যে সকল শ্রাবকবৃন্দ ব্রহ্মলোকের সহব্যতার দেশনানুসারে চিত্তকে পবিত্র করতে পারেননি তারা কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায়, দূর্গতি, বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হয়েছিলেন। অপর পক্ষে, যে সকল শ্রাবকেরা তার দেশনানুসারে চিত্তকে প্রসাদিত করেছিলেন, তারা কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি, স্বর্গলোকে পুনর্জন্ম লাভ করেন।

১৪। ব্রাহ্মণ, ধার্মিক, অতীতে মৃগপক্খ নামক শাস্তা, তীর্থঙ্কর ছিলেন। তিনি ছিলেন কামে বীতরাগ (আসক্তিশূন্য)। ব্রাহ্মণ ধার্মিক, মৃগপক্খ শাস্তার অনেক শত শিষ্য ছিলেন। তিনি শ্রাবকদেরকে ব্রহ্মলোকের সহব্যতার (বা লাভের) ধর্ম শিক্ষা দিতেন। ব্রাহ্মণ ধার্মিক, মৃগপক্খ শাস্তার যে সকল শ্রাবকবৃন্দ ব্রহ্মলোকের সহব্যতার দেশনানুসারে চিত্তকে পবিত্র করতে পারেননি তারা কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায়, দূর্গতি, বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হয়েছিলেন। অপর পক্ষে, যে সকল শ্রাবকেরা তার দেশনানুসারে চিত্তকে প্রসাদিত করেছিলেন, তারা কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি, স্বর্গলোকে পুনর্জন্ম লাভ করেন।

১৫। ব্রাহ্মণ ধার্মিক, অতীতে অরনেমী নামক শাস্তা, তীর্থঙ্কর ছিলেন। তিনি ছিলেন কামে বীতরাগ (আসক্তিশূন্য)। ব্রাহ্মণ ধার্মিক, অরনেমী শাস্তার অনেক শত শিষ্য ছিল। তিনি শ্রাবকদেরকে ব্রহ্মলোকের সহব্যতার (বা লাভের) ধর্ম শিক্ষা দিতেন। ব্রাহ্মণ ধার্মিক, অরনেমী শাস্তার যে সকল শ্রাবকবৃন্দ ব্রহ্মলোকের সহব্যতার দেশনানুসারে চিত্তকে পবিত্র করতে পারেননি তারা কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায়, দূর্গতি, বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হয়েছিলেন। অপর পক্ষে, যে সকল শ্রাবকেরা তার দেশনানুসারে চিত্তকে প্রসাদিত করেছিলেন, তারা কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি, স্বর্গলোকে পুনর্জন্ম লাভ করেন।

১৬। ব্রাহ্মণ, ধার্মিক, অতীতে কুদ্দাল নামক শাস্তা, তীর্থঙ্কর ছিলেন। তিনি ছিলেন কামে বীতরাগ (আসক্তিশূন্য)। ব্রাহ্মণ ধার্মিক, কুদ্দাল শাস্তার অনেক শত শিষ্য ছিল। তিনি শ্রাবকদেরকে ব্রহ্মলোকের সহব্যতার (বা লাভের) ধর্ম শিক্ষা দিতেন। ব্রাহ্মণ ধার্মিক, কুদ্দাল শাস্তার যে সকল শ্রাবকবৃন্দ

ব্রহ্মলোকের সহব্যতার দেশনানুসারে চিত্তকে পবিত্র করতে পারেননি তারা কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায়, দূর্গতি, বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হয়েছিলেন। অপর পক্ষে, যে সকল শ্রাবকেরা তার দেশনানুসারে চিত্তকে প্রসাদিত করেছিলেন, তারা কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি, স্বর্গলোকে পুনর্জন্ম লাভ করেন।

১৭। ব্রাহ্মণ, ধার্মিক, অতীতে হস্তীপাল নামক শাস্তা, তীর্থঙ্কর ছিলেন। তিনি ছিলেন কামে বীতরাগ (আসক্তিশূন্য)। ব্রাহ্মণ ধার্মিক, হস্তীপাল শাস্তার অনেক শত শিষ্য ছিল। তিনি শ্রাবকদেরকে ব্রহ্মলোকের সহব্যতার (বা লাভের) ধর্ম শিক্ষা দিতেন। ব্রাহ্মণ ধার্মিক, হস্তীপাল শাস্তার যে সকল শ্রাবকবৃন্দ ব্রহ্মলোকের সহব্যতার দেশনানুসারে চিত্তকে পবিত্র করতে পারেননি তারা কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায়, দূর্গতি, বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হয়েছিলেন। অপর পক্ষে, যে সকল শ্রাবকেরা তার দেশনানুসারে চিত্তকে প্রসাদিত করেছিলেন, তারা কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি, স্বর্গলোকে পুনর্জন্ম লাভ করেন।

১৮। ব্রাহ্মণ, ধার্মিক, অতীতে জ্যোতিপাল নামক শাস্তা, তীর্থঙ্কর ছিলেন। তিনি ছিলেন কামে বীতরাগ (আসক্তিশূন্য)। ব্রাহ্মণ ধার্মিক, জ্যোতিপাল শাস্তার অনেক শত শিষ্য ছিল। তিনি শ্রাবকদেরকে ব্রহ্মলোকের সহব্যতার (বা লাভের) ধর্ম শিক্ষা দিতেন। ব্রাহ্মণ ধার্মিক, জ্যোতিপাল শাস্তার যে সকল শ্রাবকবৃন্দ ব্রহ্মলোকের সহব্যতার দেশনানুসারে চিত্তকে পবিত্র করতে পারেননি তারা কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায়, দূর্গতি, বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হয়েছিলেন। অপর পক্ষে, যে সকল শ্রাবকেরা তার দেশনানুসারে চিত্তকে প্রসাদিত করেছিলেন, তারা কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি, স্বর্গলোকে পুনর্জন্ম লাভ করেন।

১৯। ব্রাহ্মণ, ধার্মিক, তা কিরূপ মনে কর, বহুশ্রুত শ্রাবক সংঘ পরিবেষ্টিত এই ছয়জন কামে অবীতরাগ, তীর্থঙ্কর শাস্তাকে যে ব্যক্তি প্রদুষ্ট চিত্তে আক্রোশ করে, দুর্নাম করে, সে কি তৎদরুণ বহু অপুণ্য অর্জন করে?"

"হ্যাঁ ভন্তে, তাই"

"ব্রাহ্মণ ধার্মিক, বহু শত শ্রাবক সংঘ পরিবেষ্টিত কামে অবীতরাগী এই ছয়জন তীর্থঙ্কর শাস্তাকে যে প্রদুষ্ট চিত্ত ব্যক্তি আক্রোশ করে, দুর্নাম করে, সে বহু অপুণ্যই প্রসব করে। কিন্তু যে প্রদুষ্ট চিত্তে একজন মাত্র দৃষ্টিসম্পন্নকে

আক্রোশ করে, দুর্নাম করে, সে তা হতেও অধিকতর অপুণ্য প্রসব করে। তার কারণ কি? ব্রাহ্মণ ধার্মিক, আমি বলছি- আক্রোশ করে সে নিজে বাইরের কারও জন্য তত বৃহৎ কূপ খনন করে না যতটুকু করে সব্রহ্মচারীদের জন্য। তাই, ব্রাহ্মণ ধার্মিক, তোমার এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য- 'সব্রহ্মচারীদের প্রতি আমরা প্রদুষ্ট চিত্ত হব না।' এরূপই হে ব্রাহ্মণ ধার্মিক, তোমার শিক্ষা করা কর্তব্য।"

সুনেত্র, মৃগপক্খ আর অরনেমী ব্রাহ্মণ,
কুদ্দালক, হস্তীপাল মাণব, জ্যোতিপাল ও গোবিন্দ
নামক ছিল সপ্ত পুরোহিত।
অতীতের এই ছয় যশস্বী প্রবক্তারা ছিল অহিংসক,
প্রথিতযশা, করুণাবিহারী, কাম সংযোজন বিমুক্ত;
কামরাগ প্রহানে সবে হলেন ব্রহ্মলোকগত।
অনেকশত শিষ্য তাদের ছিল অগনন,
তারাও ছিল প্রথিতযশা, করুণাবিহারী, কাম সংযোজন বিমুক্ত;
কামরাগ প্রহানে সবে হলেন ব্রহ্মলোকগত।
এরূপ বীতরাগ, সমাহিত ঋষিদের যে প্রদুষ্ট মনে
করে দূর্নাম রটনা;
সে ব্যক্তি বহু অপুণ্যই প্রসব করে।
অধিকন্তু যে বুদ্ধশিষ্য একজন মাত্র দৃষ্টিসম্পন্ন
ভিক্ষুকে পরিভাষণ করে, সে বহুতর অপুণ্যই প্রসব করে;
শুধুমাত্র দৃষ্টিপ্রহানই প্রকৃত সাধু নয়,
আর্য সংঘে একে বলা হয় সপ্তম;
কামে অবীতরাগী, শ্রদ্ধা, স্মৃতি, বীর্য ও শমথ-বিদর্শনরূপ,
যার পঞ্চইন্দ্রিয় মৃদু;
তাদৃশ ভিক্ষু অনুরক্ত হয়ে প্রথমে নিজেরই ক্ষতি করে,
নিজের ক্ষতি করে পরে অপরের ক্ষতি সাধন করে।
তাই নিজকে রক্ষাকারীর হয় বাহিরও সুরক্ষিত,
তদ্ধেতু, পন্ডিতগণ বলেন সদা- 'নিজকে রক্ষা করা উচিৎ সর্বথা'।

ধার্মিক সূত্র সমাপ্ত

ধার্মিক বর্গ সমাপ্ত

তস্সুদ্দানং- স্মারক গাথা

নাগ, মিগশালা, ঋণ আর মহাচুন্দ সূত্র,
দ্বে সন্দৃষ্টিক সূত্র ও ক্ষেম সূত্র হল উক্ত;
ইন্দ্রিয় সংবর, আনন্দ, আর ক্ষত্রিয় সূত্র,
অপ্রমাদ,ধার্মিক সূত্রযোগে বর্গ সমাপ্ত।

২. দ্বিতীয় পঞ্চাশক
৬. মহাবর্গ
(ক) সোণ সুত্তং- সোণ সূত্র

৫৫.১। আমি এরূপ শুনেছি- একসময় ভগবান রাজগৃহের নিকটস্থ গৃধ্রকূট পর্বতে অবস্থান করছিলেন। সেই সময়ে আয়ুষ্মান সোণ[1] রাজগৃহের সন্নিকটস্থ শীতবনে[2] বাস করতেন। অনন্তরঃ আয়ুষ্মান সোণের নির্জনে, একাকী অবস্থানের সময় এরূপ চিত্ত বিতর্ক উৎপন্ন হল- "ভগবানে যে সকল শ্রাবকবৃন্দ আরদ্ধ বীর্য হয়ে অবস্থান করেন তাদের মধ্যে আমি অন্যতর। অথচ আমার চিত্ত আসবরাশি হতে মুক্ত নয় এবং অনাসক্ত নয়। আমার কুল গৃহে ভোগ্য সম্পত্তি বিদ্যমান। আমি তা পরিভোগ করতে এবং তৎ দ্বারা পুণ্য কর্ম করতে সক্ষম। তাহলে অবশ্যই আমি গৃহী জীবনে ফিরে গিয়ে ভোগ্য সম্পত্তি পরিভোগ করতে পারব এবং পুণ্য কর্মও করতে সক্ষম হব।"

২। অতঃপর ভগবান নিজ চিত্ত দ্বারা আয়ুষ্মান সোণের চিত্ত বিতর্ক জ্ঞাত হয়ে বলবান পুরুষের সংকোচিত বাহু প্রসারণের ন্যায় কিংবা প্রসারিত বাহু সংকোচনের ন্যায় গৃধ্রকূট পর্বতে অন্তর্হিত হয়ে শীতবনে আয়ুষ্মান সোণের সম্মুখে আবির্ভূত হলেন। আবির্ভূত হয়ে ভগবান প্রজ্ঞাপ্ত আসনে বসলেন। আয়ুষ্মান সোণও ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। অতঃপর

---

[1] এই স্থবিরের প্রকৃত নাম সোণ কোলিবিস স্থবির। কোলিয় ছিলেন বিধায় ইনি সোণ কোলিবিস নামেই অত্যন্ত পরিচিত ছিলেন (অপদান, প্রথম খণ্ড, ৯৫)। সুখুমাল সোণ নামেও ইনি পরিচিত ছিলেন। ইনি চম্পা নগরীর উসভ শ্রেষ্ঠীর ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেন। বিস্তারিত দেখুন, থেরগাথা, ৩৬৮ পৃ.।

[2] শীতবনে সপ্প শোন্ডিকপব্ভার ছিল যেখানে উপসেন নামক বিক্ষু সর্পঢ দষ্ট হয়ে মারা যান। (সংযুক্ত নিকায়, প্রথম খণ্ড, ২১০; বিনয় গ্রন্থ, দ্বিতীয় খণ্ড, ৭৬ পৃ; ৪র্থ খণ্ড, ১৫৯)। এই স্থানেই সোণ কোলিবিস অরহত্ব লাভে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে আত্মহত্যায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। এই শীতবনে অবস্থানকারী সম্ভূত স্থবিরকে-তো শীতবনীয় নামেই ডাকা হতো তার শীতবন-প্রিয়তার জন্য।

একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান সোণকে ভগবান বললেন :

৩। "হে সোণ, নির্জনে একাকী অবস্থানের সময় তোমার কি এরূপ চিত্ত বিতর্ক উৎপন্ন হয়নি, যথা : ভগবানের যে সকল শ্রাবকবৃন্দ আরদ্ধ বীর্য হয়ে অবস্থান করেন তাদের মধ্যে আমি অন্যতর। অথচ আমার চিত্ত আসবরাশি হতে মুক্ত নয় এবং অনাসক্ত নয়। আমার কুল গৃহে ভোগ্য সম্পত্তি বিদ্যমান। আমি তা পরিভোগ করতে এবং তৎ দ্বারা পুণ্য কর্ম করতে সক্ষম। তাহলে অবশ্যই আমি গৃহী জীবনে ফিরে গিয়ে ভোগ্য সম্পত্তি পরিভোগ করতে পারব এবং পুণ্য কর্মও করতে সক্ষম হব?"

"হ্যাঁ ভন্তে, তা সত্যিই।"

"তা কিরূপ মনে কর, সোণ, তুমি পূর্বে গৃহী অবস্থায় বীণার তন্ত্রীস্বরে সুদক্ষ ছিলে কি?"

"হ্যাঁ ভন্তে"

"সোণ, তা কিরূপ মনে কর, যখন তোমার বীণার তন্ত্রীসমূহ অতিশয় প্রসারিত হলে তখন তোমার বীণা কি স্বরসম্পন্ন কিংবা কর্মক্ষম হত?"

"না ভন্তে,"

"সোণ, তা কিরূপ মনে কর, যখন তোমার বীণার তন্ত্রীসমূহ অতিশয় শিথিল হলে তখন তোমার বীণা কি স্বর সম্পন্ন কিংবা কর্মক্ষম হত?"

"না ভন্তে,"

"সোণ, তা কিরূপ মনে কর, যখন তোমার বীণার তন্ত্রীসমূহ অতিশয় প্রসারিত কিংবা শিথিল নহে, অধিকন্তু মধ্যম ভাব প্রাপ্ত; তখন কি সেই বীণা স্বরসম্পন্ন কিংবা কর্মক্ষম হত?"

"হ্যাঁ ভন্তে, তখনই আমার বীণাটি কর্মক্ষম হত?"

"ঠিক তদ্রূপ, হে সোণ, আরদ্ধ বীর্য উদ্ধত্য বা চঞ্চলতায় পর্যবসিত হয়, আর অতি শিথিল বীর্য পরিণত হয় অলসতায়। তাই, সোণ, তুমি বীর্যের সমথায় দৃঢ়রূপে স্থিত হও এবং ইন্দ্রিয় সমূহের (শ্রদ্ধা, বীর্য প্রভৃতি পঞ্চ ইন্দ্রিয় জ্ঞাতব্য) সমথভাবে স্থিত হয়ে নিমিত্ত (ভাবনার আলম্বন) গ্রহণ কর।"

"তথাস্তু, ভন্তে," বলে আয়ুষ্মান সোণ ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর ভগবান এই উপদেশ দ্বারা আয়ুষ্মান সোণকে অনুশাসন করে বলবান পুরুষের সংকোচিত বাহু প্রসারন কিংবা প্রসারিত বাহু সংকোচনের ন্যায় অল্প সময়ের ব্যবধানে শীতবনে অন্তর্হিত হয়ে গৃধ্রকুট পর্বতে প্রাদূর্ভূত হলেন।

৪। অতঃপর আয়ুষ্মান সোণ পরবর্তী সময়ে বীর্যের সমথভাবে দৃঢ়রূপে স্থিত

হলেন। এবং ইন্দ্রিয় সমূহের সমথভাবে স্থিত হয়ে নিমিত্ত গ্রহণ করলেন। আয়ুষ্মান সোণ একাকী, ধ্যানপরায়ণ, অপ্রমত্ত, বীর্যবান ও তদ্‌গত চিত্তে অবস্থান করতে করতে অচিরেই যার জন্য কুলপুত্রগণ সম্যকরূপে আগার হতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন; সেই অনুত্তর ব্রহ্মচর্যের অবসান ইহজীবনেই স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাত করে, প্রাপ্ত হয়ে বাস করতে লাগলেন। জন্ম ক্ষীণ, ব্রহ্মচর্য ব্রত উদ্‌যাপিত, করণীয় কৃত হয়েছে এবং এর জন্য আর অন্য কোন করণীয় নাই বুঝতে পারলেন। এবং আয়ুষ্মান সোণ অর্হৎগণের অন্যতর হলেন।

৫। অতঃপর অর্হত্ত্ব প্রাপ্তির পর আয়ুষ্মান সোণের এরূপ ভাবের উদয় হল- ''নিশ্চয় আমি ভগবানের নিকট গমন পূর্বক আমার অর্হত্ত্ব প্রাপ্তির বিষয় তুলে ধরব।'' তারপর আয়ুষ্মান সোণ ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে উপবিষ্ট হয়ে আয়ুষ্মান সোণ ভগবানকে এরূপ বললেন :

৬। "ভন্তে, যে ভিক্ষু অর্হৎ, ক্ষীণাস্রব, জন্মক্ষীণ, যার করণীয় কৃত, ভার অপসৃত, নিজ কল্যাণ প্রাপ্ত, যার ভব সংযোজন পরিক্ষীণ এবং সম্যকরূপে বিমুক্ত সে ছয়টি বিষয়ে অনুরক্ত হয়। যথা : সে নৈষ্ক্রম্যে অনুরক্ত হয়, প্রবিবেক, অব্যাপাদ, তৃষ্ণার ক্ষয়ে, উপাদানের ক্ষয়ে এবং অসম্মোহে অনুরক্ত হয়। সম্ভবতঃ ভন্তে, এক্ষেত্রে কোন কোন আয়ুষ্মানের এরূপ চিত্তোদয় হতে পারে। যথা : 'এই আয়ুষ্মান শুধুমাত্র শ্রদ্ধাকে নিশ্রয় করেই নৈষ্ক্রম্যে অনুরক্ত হন।' ভন্তে, তা এরূপ মনে করা অনুচিত। ভন্তে, ক্ষীণাস্রব, ক্ষীণ জন্মা, যার করণীয় কৃত, সে নিজের সম্পাদিত বিষয়ে আরও করণীয় কিংবা সংশ্লিষ্টতার কিছুই দেখতে না পেয়ে রাগাসক্তির ক্ষয়ে বীতরাগ হওতঃ নৈষ্ক্রম্যে অনুরক্ত হন। দ্বেষের ক্ষয়ে বীতদ্বেষ এবং মোহের ক্ষয়ে বীতমোহ (মোহ শূন্য) হয়ে নৈষ্ক্রম্যে অনুরক্ত হন।

সম্ভবতঃ ভন্তে, এক্ষেত্রে কোন কোন আয়ুষ্মানের এরূপ চিত্তোদয় হতে পারে। যথা : 'এই আয়ুষ্মান লাভ-সৎকার ও যশ কামনা করেই প্রতিবেকে অনুরক্ত হন।' ভন্তে, তাদের এরূপ মনে করা অনুচিত। ভন্তে, ক্ষীণাস্রব, ক্ষীণ জন্মা, যার করণীয় কৃত, সে নিজের সম্পাদিত বিষয়ে আরও করণীয় কিংবা সংশ্লি-ষ্টতার কিছুই দেখতে না পেয়ে রাগাসক্তির ক্ষয়ে বীতরাগ হওতঃ প্রবিবেকে অনুরক্ত হন। দ্বেষের ক্ষয়ে বীতদ্বেষ এবং মোহের ক্ষয়ে বীতমোহ (মোহ শূন্য) হয়ে প্রবিবেকে অনুরক্ত হন।

সম্ভবতঃ ভন্তে, এক্ষেত্রে কোন কোন আয়ুষ্মানের এরূপ চিত্তোদয় হতে পারে। যথা : 'এই আয়ুষ্মান সত্যসার হতে পশ্চাৎগামী হয়ে শীল ও ব্রত সংশ্লিষ্ট হয়ে অব্যাপাদে অনুরক্ত হন।' ভন্তে, তাদের এরূপ মনে করা অনুচিত। ভন্তে, ক্ষীণাস্রব, ক্ষীণ জন্মা, যার করণীয় কৃত, সে নিজের সম্পাদিত বিষয়ে আরও করণীয় কিংবা সংশ্লিষ্টতার কিছুই দেখতে না পেয়ে রাগাসক্তির ক্ষয়ে বীতরাগ হওতঃ অব্যাপাদে অনুরক্ত হন। দ্বেষের ক্ষয়ে বীতদ্বেষ এবং মোহের ক্ষয়ে বীতমোহ (মোহ শূন্য) হয়ে অব্যাপাদে অনুরক্ত হন।

৭। রাগাসক্তির ক্ষয়ে বীতরাগ হয়ে তৃষ্ণার ক্ষয়ে অনুরক্ত হন, দ্বেষের ক্ষয়ে বীতদ্বেষ হওতঃ তৃষ্ণার ক্ষয়ে অনুরক্ত হন এবং মোহের ক্ষয়ে বীতমোহ হওতঃ তৃষ্ণার ক্ষয়ে অনুরক্ত হন।

তিনি রাগাসক্তির ক্ষয়ে বীতরাগ হয়ে উপাদানের ক্ষয়ে অনুরক্ত হন, দ্বেষের ক্ষয়ে বীতদ্বেষ হওতঃ উপাদানের ক্ষয়ে অনুরক্ত হন এবং মোহের ক্ষয়ে বীতমোহ হওতঃ উপাদানের ক্ষয়ে অনুরক্ত হন।

তিনি রাগাসক্তির ক্ষয়ে বীতরাগ হয়ে অসম্মোহে অনুরক্ত হন, দ্বেষের ক্ষয়ে বীতদ্বেষ হওতঃ অসম্মোহে অনুরক্ত হন এবং মোহের ক্ষয়ে বীতমোহ হওতঃ অসম্মোহে অনুরক্ত হন।

৮। ভন্তে, এরূপে সম্যকরূপে বিমুক্ত চিত্তসম্পন্ন ভিক্ষুর দৃষ্টিপথে চক্ষুদ্বারা বোধগম্য রূপ ভীষণরূপে আগমন করলেও তা তার চিত্তকে পরাভূত করতে পারে না। তার চিত্ত অসংশ্লিষ্ট[1], দৃঢ় স্থির, সমাহিত ভাব প্রাপ্ত হয় এবং তিনি চিত্তের উদয় ও বিলয়ভাব দর্শন করেন। তার শ্রোত্র পথে কর্ণ দ্বারা বোধগম্য শব্দ ভীষণরূপে আগমন করলেও তা তার চিত্তকে পরাভূত করতে পারে না। তার চিত্ত অসংশ্লিষ্ট, দৃঢ় স্থির, সমাহিত ভাব প্রাপ্ত হয় এবং তিনি চিত্তের উদয় ও বিলয়ভাব দর্শন করেন। সেই বিমুক্ত চিত্তসম্পন্ন ভিক্ষুর ঘ্রাণ পথে নাসিকা দ্বারা বোধগম্য ঘ্রাণ ভীষণরূপে আগমন করলেও তা তার চিত্তকে পরাভূত করতে পারে না। তার চিত্ত অসংশ্লিষ্ট, দৃঢ় স্থির, সমাহিত ভাব প্রাপ্ত হয় এবং তিনি চিত্তের উদয় ও বিলয়ভাব দর্শন করেন। তার জিহ্বা বা রস পথে জিহ্বা দ্বারা বোধগম্য রস ভীষণরূপে আগমন করলেও তা তার চিত্তকে

---

[1] 'অমিস্সীকতন্তি'– ক্লেশসমূহ আরম্বনের সাথে চিত্তকে সংশিণ্টষ্ট করে। তার অভাবেই বলা হয়েছে অসংশিণ্টষ্ট কিংবা অমিস্সীকতং'তি। ইংরেজী বইয়ে শব্দটির অর্থ করা হয়েছে Untroubled।

পরাভূত করতে পারে না। তার চিত্ত অসংশ্লিষ্ট, দৃঢ় স্থির, সমাহিত ভাব প্রাপ্ত হয় এবং তিনি চিত্তের উদয় ও বিলয়ভাব দর্শন করেন। তার কায়িক স্পর্শ পথে কায় দ্বারা বোধগম্য স্পর্শ ভীষণরূপে আগমন করলেও তা তার চিত্তকে পরাভূত করতে পারে না। তার চিত্ত অসংশ্লিষ্ট, দৃঢ় স্থির, সমাহিত ভাব প্রাপ্ত হয় এবং তিনি চিত্তের উদয় ও বিলয়ভাব দর্শন করেন। তার মন পথে মন দ্বারা বোধগম্য ধর্ম বা বিষয় ভীষণরূপে আগমন করলেও তা তার চিত্তকে পরাভূত করতে পারে না। তার চিত্ত অসংশ্লিষ্ট, দৃঢ় স্থির, সমাহিত ভাব প্রাপ্ত হয় এবং তিনি চিত্তের উদয় ও বিলয়ভাব দর্শন করেন। ভন্তে, ছিদ্রহীন, গর্তহীন, নিরেট বা ঘন শিলাময় পর্বত যেমন পূর্বদিক হতে ঝড়ো বাতাস আসলেও কম্পিত হয় না, দেদুল্যমান হয় না, এবং প্রচণ্ডভাবে আন্দোলিত হয় না; এমনকি পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ দিক হতেও তদ্রূপ ঝড়ো বাতাস আসলে শিলাময় পর্বত কম্পিত হয় না, দেদুল্যমান হয় না, এবং প্রচণ্ডভাবে আন্দোলিত হয় না। ঠিক তদ্রূপ, ভন্তে, সম্যকরূপে বিমুক্ত চিত্তাধিকারী ভিক্ষুর দৃষ্টি পথে চক্ষুদ্বারা বোধগম্য রূপ ভীষণরূপে আগমন করলেও তা তার চিত্তকে পরাভূত করতে পারে না। তার চিত্ত অসংশ্লিষ্ট, দৃঢ় স্থির, সমাহিত ভাব প্রাপ্ত হয় এবং তিনি চিত্তের উদয় ও বিলয়ভাব দর্শন করেন। তার শ্রোত্র পথে কর্ণ দ্বারা বোধগম্য শব্দ ভীষণরূপে আগমন করলেও তা তার চিত্তকে পরাভূত করতে পারে না। তার চিত্ত অসংশ্লিষ্ট, দৃঢ় স্থির, সমাহিত ভাব প্রাপ্ত হয় এবং তিনি চিত্তের উদয় ও বিলয়ভাব দর্শন করেন। সেই বিমুক্ত চিত্তসম্পন্ন ভিক্ষুর ঘ্রাণ পথে নাসিকা দ্বারা বোধগম্য ঘ্রাণ ভীষণরূপে আগমন করলেও তা তার চিত্তকে পরাভূত করতে পারে না। তার চিত্ত অসংশ্লিষ্ট, দৃঢ় স্থির, সমাহিত ভাব প্রাপ্ত হয় এবং তিনি চিত্তের উদয় ও বিলয়ভাব দর্শন করেন। তার জিহ্বা বা রস পথে জিহ্বা দ্বারা বোধগম্য রস ভীষণরূপে আগমন করলেও তা তার চিত্তকে পরাভূত করতে পারে না। তার চিত্ত অসংশ্লিষ্ট, দৃঢ় স্থির, সমাহিত ভাব প্রাপ্ত হয় এবং তিনি চিত্তের উদয় ও বিলয়ভাব দর্শন করেন। তার কায়িক স্পর্শ পথে কায় দ্বারা বোধগম্য স্পর্শ ভীষণরূপে আগমন করলেও তা তার চিত্তকে পরাভূত করতে পারে না। তার চিত্ত অসংশ্লিষ্ট, দৃঢ় স্থির, সমাহিত ভাব প্রাপ্ত হয় এবং তিনি চিত্তের উদয় ও বিলয়ভাব দর্শন করেন। তার মন পথে মন দ্বারা বোধগম্য ধর্ম বা বিষয় ভীষণরূপে আগমন করলেও তা তার চিত্তকে পরাভূত করতে পারে না। তার চিত্ত অসংশ্লিষ্ট, দৃঢ় স্থির, সমাহিত ভাব প্রাপ্ত হয় এবং তিনি চিত্তের উদয় ও

বিলয়ভাব দর্শন করেন।”
নৈষ্ক্রম্যে অধিমুক্ত আর প্রবিবেকময় চিত্ত,
হিংসাবিহীন, অব্যাপাদী, যে উপাদান-তৃষ্ণার ক্ষয়ে সুবিমুক্ত;
অসম্মোহ চিত্ত যিনি আয়তন সবের উদয়-ব্যয় করে দর্শন,
চিত্ত তার হয় সম্যকভাবে বিমুক্ত;
সেরূপ বিমুক্ত, প্রশান্ত চিত্ত ভিক্ষুর আর
অন্য করনীয় নাই।
নিরেট শৈল্য যেমন বাতাসে আন্দোলিত নহে কদাচন;
সেরূপে রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ বা ইষ্টানিষ্ট
বিষয়ে তিনি প্রকম্পিত না হন।
চিত্ত তার স্থিত, বিপ্রমুক্ত এবং শুধুমাত্র অনিত্যতা দর্শন করে।

সোণ সূত্র সমাপ্ত

(খ) ফগ্গুন সুত্তং– ফগ্গুন সূত্র

৫৬.১। সেই সময় আয়ুষ্মান ফগ্গুন[1] অসুস্থ, দুঃখীত এবং পীড়াগ্রস্থ ছিলেন। অনন্তর আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবান সকাশে উপনীত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন পূর্বক একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট হয়ে আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে এরূপ বললেন :

২। “ভন্তে, আয়ুষ্মান ফগ্গুন অসুস্থ, দুঃখীত, পীড়াগ্রস্থ। ভন্তে, তা উত্তম হয়, যদি ভগবান অনুকম্পা পূর্বক আয়ুষ্মান ফগ্গুনের নিকট গমন করেন।” ভগবান মৌনভাবে সম্মত হলেন। অতঃপর ভগবান সন্ধ্যায় ধ্যান হতে উত্থিত হয়ে আয়ুষ্মান ফগ্গুনের নিকট গেলেন। আয়ুষ্মান ফগ্গুন দূর হতেই দেখলেন যে ভগবান আগমনরত। দেখে বিছানায় উঠে বসলেন। অতঃপর ভগবান এসে ফগ্গুনকে বললেন, “হে ফগ্গুন, তোমার উঠার প্রয়োজন নেই। অন্য প্রজ্ঞাপ্ত আসন আছে। আমি তাতেই বসব।” ভগবান প্রজ্ঞাপ্ত আসনে বসলেন। আসনে উপবিষ্ট হয়ে ভগবান আয়ুষ্মান ফগ্গুনকে এরূপ বললেন :

৩। “ফগ্গুন তোমার রোগ উপশম হচ্ছে কি? আগের চেয়ে সুস্থ লাগছে কি? তোমার দুঃখ বেদনা বৃদ্ধি না পেয়ে হ্রাস পাচ্ছে কি? তোমার ব্যাধি বৃদ্ধি না

---

[1] সংযুক্ত নিকায়, ৪র্থ খণ্ড, ৫২ পৃষ্ঠায় উক্ত ফগ্গুন আর আলোচ্য গ্রন্থের ফগ্গুন সম্ভবতঃ একই।

পেয়ে হ্রাস পাওয়ার কোন লক্ষণ কি দেখা যাচ্ছে?”

“ভন্তে, আমার রোগ আরোগ্য হচ্ছে না, আগের চেয়েও সুস্থ অনুভব করছি না। আমার রোগের দুঃখ যাতনা না কমে বাড়ছে। হ্রাস পাওয়ার কোন লক্ষণও নাই। বরঞ্চ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ভন্তে, কোন বলবান ব্যক্তি তীক্ষ্ণ তরোয়ার দ্বারা মস্তক বিদীর্ণ করার ন্যায় অধিকমাত্রায় বায়ু আমার শরীরের উর্দ্ধে যন্ত্রণা সৃষ্টি করছে। ভন্তে, আমার রোগ আরোগ্য হচ্ছে না, আগের চেয়েও সুস্থ অনুভব করছি না। আমার রোগের দুঃখ যাতনা না কমে বাড়ছে। হ্রাস পাওয়ার কোন লক্ষণও নাই। বরঞ্চ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ভন্তে, বলবান ব্যক্তি চামড়ার ফালি দ্বারা দৃঢ়রূপে মস্তক বন্ধন করার মতোন অধিক মাত্রায় আমার মাথায় যন্ত্রণা করছে। ভন্তে, আমার রোগ আরোগ্য হচ্ছে না, আগের চেয়েও সুস্থ অনুভব করছি না। আমার রোগের দুঃখ যাতনা না কমে বাড়ছে। হ্রাস পাওয়ার কোন লক্ষণও নাই। বরঞ্চ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ভন্তে, দক্ষ কসাই কিংবা তার শিষ্য যেমন তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা গরুর নাড়িভুঁড়ি বাহির করে; ঠিক তদ্রূপ, আমার পেটে অধিক বায়ু হেতু নিদারুণ যাতনা হচ্ছে। ভন্তে, আমার রোগ আরোগ্য হচ্ছে না, আগের চেয়েও সুস্থ অনুভব করছি না। আমার রোগের দুঃখ যাতনা না কমে বাড়ছে। হ্রাস পাওয়ার কোন লক্ষণও নাই। বরঞ্চ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

যেমন, ভন্তে, দুইজন বলবান ব্যক্তি দুর্বলতর পুরুষকে জোড়পূর্বক ধরে নিয়ে অঙ্গার গর্তে দগ্ধ এবং উত্তপ্ত করার ন্যায় আমার শরীরে অত্যধিক দাহ হচ্ছে (জ্বর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে)। ভন্তে, আমার রোগ আরোগ্য হচ্ছে না, আগের চেয়েও সুস্থ অনুভব করছি না। আমার রোগের দুঃখ যাতনা না কমে বাড়ছে। হ্রাস পাওয়ার কোন লক্ষণও নাই। বরঞ্চ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৪। অতঃপর ভগবান আয়ুষ্মান ফগ্গুনকে ধর্ম কথা বুঝালেন, গ্রহণ করালেন এবং ধর্ম কথার দ্বারা তাকে উৎসাহিত ও পুলকিত করে আসন হতে উঠে প্রস্থান করলেন। ভগবানের প্রস্থানের পর আয়ুষ্মান ফগ্গুন কালগত হলেন। মরণকালে তার ইন্দ্রিয়সমূহ অত্যন্ত নির্মল হয়েছিল। অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন পূর্বক একপাশে বসলেন। একপাশে উপবেশন করে আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে এরূপ বললেন :

৫। "ভন্তে, আয়ুষ্মান ফগ্গুন ভগবানের প্রস্থানের পর পরই মারা গিয়েছিল। মৃত্যুকালে তার ইন্দ্রিয়সমূহ নির্মল দেখাচ্ছিল।"

"হে আনন্দ, ফগ্গুন ভিক্ষুর ইন্দ্রিয় সমূহ কেন নির্মল হবে না, আনন্দ, পঞ্চবিধ নিম্ভাগীয় সংযোজন[1] হতে ফগ্গুন ভিক্ষুর চিত্ত অবিমুক্ত ছিল। কিন্তু, আমা কর্তৃক প্রদত্ত সেই ধর্মদেশনা শ্রবণ করে পঞ্চবিধ নিম্ভাগীয় সংযোজন হতে তার চিত্ত বিমুক্ত হয়।

৬। হে আনন্দ, যথাসময়ে ধর্মশ্রবণ এবং যথাসময়ে ধর্মের নিগূঢ় অর্থ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষার ছয়টি সুফল রয়েছে। সেই ছয় প্রকার সুফল কী কী যথা :

এক্ষেত্রে, আনন্দ, পঞ্চবিধ নিম্ভাগীয় সংযোজন হতে ভিক্ষুর চিত্ত অবিমুক্ত থাকে সে তখন মৃত্যুকালে তথাগতের দর্শন লাভ করে। তাকে তথাগত এমন ধর্ম দেশনা প্রদান করেন যা আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, অন্তে কল্যাণ এবং সার্থক, সব্যঞ্জক ও কেবলমাত্র পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ, ব্রহ্মচর্য প্রকাশ করে। সেই ধর্ম শ্রবণ করে পঞ্চবিধ অধঃভাগীয় সংযোজন হতে তার চিত্ত বিমুক্ত হয়। আনন্দ, ইহা হচ্ছে যথা সময়ে ধর্ম শ্রবণের প্রথম সুফল।

পুনশ্চ, আনন্দ, পঞ্চবিধ অধঃভাগীয় সংযোজন হতে ভিক্ষুর চিত্ত অবিমুক্ত থাকে। সে তখন মৃত্যুকালে তথাগতের দর্শন না পেলেও তথাগতের শ্রাবকের দর্শন লাভ করে। তাকে তথাগতের শ্রাবক এমন ধর্ম দেশনা প্রদান করেন যা আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, অন্তে কল্যাণ এবং সার্থক, সব্যঞ্জক ও কেবলমাত্র পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ, ব্রহ্মচর্য প্রকাশ করে। সেই ধর্ম শ্রবণ করে পঞ্চবিধ অধঃভাগীয় সংযোজন হতে তার চিত্ত বিমুক্ত হয়। আনন্দ, ইহা হচ্ছে যথা সময়ে ধর্ম শ্রবণের দ্বিতীয় সুফল।

পুনশ্চ, আনন্দ, পঞ্চবিধ অধঃভাগীয় সংযোজন হতে ভিক্ষুর চিত্ত অবিমুক্ত থাকে। সে তখন মৃত্যুকালে তথাগত কিংবা তথাগতের শিষ্যের দর্শন পায় না। কিন্তু সে যথাশ্রুত ও অধ্যয়ন কৃত ধর্মসমূহ চিত্তের দ্বারা চিন্তা করে,

---

[1] নিম্নভাগীয় সংযোজন বা ওরম্ভভাগীয় সংযোজনানি। বৌদ্ধ সংস্কৃত দিব্যাবদানে একে 'অবরভাগীয়' বলা হয়েছে। এই নিম্ন বা অধঃ ভাগীয় পঞ্চ সংযোজনগুলো হচ্ছে, ১। সৎকায়দৃষ্টি, ২। বিচিকিৎসা, ৩। শীলব্রত পরামর্শন, ৪। কামচ্ছন্দ, এবং ৫। ব্যাপাদ। থেরী গাথায় এই শব্দের অদ্ভুত সংযোজনা পরিলক্ষিত হয়, যেমন– 'ওরম্ভাগ-মনীয়'। কিন্তু থেরগাথা অথকথা ও টীকায় 'ওরং আগমনীয়' (সম্ভবতঃ ভ অক্ষরের নিষ্প্রয়োজন)।

বিচার করে এবং সাবধানে বিবেচনা করে। পূর্বে শ্রুত ও অধ্যয়ন কৃত ধর্ম সমূহ চিন্তা-বিচার এবং সাবধানে বিবেচনা করতে করতে পঞ্চবিধ অধঃভাগীয় সংযোজন হতে তার চিত্ত বিমুক্ত হয়। আনন্দ, ইহা হচ্ছে যথাসময়ে ধর্মের নিগূঢ় অর্থ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষার তৃতীয় সুফল।

পুনশ্চ, আনন্দ, পঞ্চবিধ অধঃভাগীয় সংযোজন হতে ভিক্ষুর চিত্ত বিমুক্ত হয়। কিন্তু, আসক্তির চরম বিনাশ সাধিত না হওয়ায় তার চিত্ত অবিমুক্ত থাকে। সে মৃত্যুকালে তথাগতের দর্শন লাভ করে। তাকে তথাগত এমন ধর্ম দেশনা প্রদান করেন আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, অন্তে কল্যাণ এবং সার্থক, সব্যঞ্জক ও কেবলমাত্র পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ, ব্রহ্মচর্য প্রকাশ করে। সেই ধর্ম শ্রবণ করে আসক্তির চরম বিনাশ হেতু তার চিত্ত বিমুক্ত হয়। আনন্দ, ইহা হচ্ছে যথা সময়ে ধর্ম শ্রবণের চতুর্থ সুফল।

পুনশ্চ, আনন্দ, পঞ্চবিধ অধঃভাগীয় সংযোজন হতে ভিক্ষুর চিত্ত বিমুক্ত হয়। কিন্তু, আসক্তির চরম বিনাশ সাধিত না হওয়ায় তার চিত্ত অবিমুক্ত থাকে। সে তখন মৃত্যুকালে তথাগতের দর্শন না পেলেও তথাগতের শ্রাবকের দর্শন লাভ করে তাকে তথাগতের শ্রাবক এমন ধর্ম দেশনা প্রদান করেন যা আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, অন্তে কল্যাণ এবং সার্থক, সব্যঞ্জক ও কেবলমাত্র পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ, ব্রহ্মচর্য প্রকাশ করে। সেই ধর্ম শ্রবণ করে আসক্তির চরম বিনাশ হেতু তার চিত্ত বিমুক্ত হয়। আনন্দ, ইহা হচ্ছে যথা সময়ে ধর্ম শ্রবণের পঞ্চম সুফল।

পুনশ্চ, আনন্দ, পঞ্চবিধ অধঃভাগীয় সংযোজন হতে ভিক্ষুর চিত্ত বিমুক্ত হয়। কিন্তু, আসক্তির চরম বিনাশ সাধিত না হওয়ায় তার চিত্ত অবিমুক্ত থাকে। সে তখন মৃত্যুকালে তথাগত কিংবা তথাগতের শ্রাবকের দর্শন পায় না। কিন্তু, সে নিজে যথাশ্রুত ও অধ্যয়ন কৃত ধর্মসমূহ চিত্তের দ্বারা চিন্তা করে, বিচার করে এবং সাবধানে বিবেচনা করে। পূর্বে শ্রুত ও অধ্যয়ন কৃত ধর্মসমূহ চিন্তা-বিচার এবং সাবধানে বিবেচনা করতে করতে আসক্তির চরম বিনাশ হেতু তার চিত্ত বিমুক্ত হয়। আনন্দ, ইহা হচ্ছে যথা সময়ে ধর্ম শ্রবণের ষষ্ঠ সুফল।

হে আনন্দ, যথাসময়ে ধর্মশ্রবণ এবং যথাসময়ে ধর্মের নিগূঢ় অর্থ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষার এই ছয়টি সুফল রয়েছে।”

ফগ্গুন সূত্র সমাপ্ত

(গ) ছল্‌ভিজাতি সুত্তং– ষড়বিধ জাতি সূত্র

৫৭.১। একসময় ভগবান রাজগৃহের নিকটস্থ গৃধ্রকূট পর্বতে অবস্থান করছিলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবান সকাশে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন পূর্বক একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট হয়ে আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে এরূপ বললেন :

২। "ভন্তে, পূরণকশ্যপ[১] ছয় জাতির কথা ঘোষণা করেন। যথা : কৃষ্ণ জাতি, নীলজাতি, লোহিত জাতি, হরিদ্রা জাতি, শ্বেত জাতি এবং পরম শ্বেত (বা পবিত্র) জাতি।

ভন্তে, এক্ষেত্রে, পূরণকশ্যপ কর্তৃক কৃষ্ণ জাতি এরূপে বিঘোষিত, যথা : 'কসাই, শুকর ব্যবসায়ী, পক্ষী শিকারী, ব্যাধ, হিংস্র ব্যক্তি, জেলে, চোর, চোর ঘাতক, কারাপাল (জেলার jailer) এবং যারা নৃশংস কর্ম করে তারা সকলেই কৃষ্ণ জাতি বা শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত।"

ভন্তে, পূরণকশ্যপ কর্তৃক নীল জাতি এরূপে বিঘোষিত, যথা : 'কন্টক বেষ্টিত ভিক্ষু-শ্রামণ কিংবা যারা কর্মবাদী, ক্রিয়াবাদী তারা সকলেই নীলজাতির অন্তর্ভূক্ত।'

ভন্তে, পূরণকশ্যপ কর্তৃক লোহিত জাতি এরূপে বিঘোষিত, যথা : 'নিগ্রন্থ[২] ও লেঙ্টিধারীরা *(loin cloth)* লোহিত জাতির অন্তর্গত।'

ভন্তে, পূরণকশ্যপ কর্তৃক হরিদ্রা জাতি এরূপে বিঘোষিত, যথা : 'শ্বেত বসনধারী গৃহী ও অচেলক শ্রাবকেরা হরিদ্রা জাতির অন্তর্ভূক্ত।'

ভন্তে, পূরণকশ্যপ কর্তৃক শ্বেত জাতি এরূপে ঘোষিত, যথা : 'আজীবক ও আজীবক শ্রাবক শ্বেত জাতির অন্তর্গত।'

ভন্তে, পূরণকশ্যপ কর্তৃক পরম শ্বেত জাতি এরূপে বিঘোষিত, যথা : নন্দ বৎস[১], কৃশ সংকিচ্চ[২] এবং মক্খলি গোসাল[৩] হচ্ছে পরম শ্বেত জাতি।'

---

[১] বুদ্ধেও সমসাময়িক অপর ছয়জন সুপ্রসিদ্ধ লোকনায়ক তথা ধর্ম প্রবক্তাগণের মধ্যে এই পূরণকশ্যপ ছিলেন একজন। তিনি তার দর্শন অক্রিয়াবাদ প্রচার করতেন জনসমাজে (দীর্ঘ নিকায়, প্রথম খণ্ড)। হেতু-প্রত্যয়ে অবিশ্বাসী বিধায় তাকে অহেতুবাদীও বলা হতো (সংযুক্ত নিকায়, তৃতীয় খণ্ড, ৬০; ৫ম খণ্ড, ১২৬পৃ.)।

[২] বর্তমানের জৈন ধর্মকে তৎসময়ে নিগ্রন্থ বলা হতো। নিগ্রন্থ নাথপুত্র ছিলেন এই সন্ন্যাসীদেও প্রবক্তা।

[১] ইনি আজীবক প্রবক্তাদের মধ্যে অন্যতম একজন। আলোচ্য সূত্র সহ দীর্ঘ নিকায় অথকথা, প্রথম খণ্ড, ১৬২; সুত্ত নিপাত অথকথা, প্রথম খণ্ড, ৩৭২ পৃ. প্রভৃতিতে

ভন্তে, পূরণকশ্যপ কর্তৃক এই ছয় প্রকার জাতি বিঘোষিত বা প্রচারিত হয়।
৩। হে আনন্দ, পূরণকশ্যপের এই ছয় প্রকার জাতির শ্রেণী বিন্যাসের সাথে কি জগতের সকলে মতৈক্য আছে?"
"না ভন্তে, তা নেই বটে।"
"আনন্দ, যেমন কোন দরিদ্র, কপর্দকশূন্য, অনাঢ্য ব্যক্তি তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও অন্য মানুষেরা মাংস খণ্ড অস্ত্র দ্বারা বিখণ্ডিত করে এরূপ বলে যে 'মহাশয়, এই মাংস খণ্ড আপনার গ্রহণ করা উচিত, এবং তজ্জন্য মূল্য প্রদান করা কর্তব্য। ঠিক তদ্রূপ, আনন্দ, সেই শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের সম্মতি না নিয়ে তাদের সম্পর্কে এই যে ছয় প্রকার জাতির শ্রেণীর বিভাগ পূরণকশ্যপ দ্বারা প্রজ্ঞাপ্ত হয়েছে; তা সত্যিই মূর্খ, অশিক্ষিত, অক্ষেত্রজ্ঞ, ও অদক্ষজন কর্তৃকই প্রজ্ঞাপিত হয়েছে।
হে আনন্দ, আমি ছয় প্রকার জাতির শ্রেণীবিন্যাস করছি। তা শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোসংযোগ কর। ভাষণ করছি।"
"তথাস্তু, ভন্তে," বলে আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর ভগবান বলতে লাগলেন-
৪। "আনন্দ, ছয় প্রকার জাতি কী কী? যথা : এক্ষেত্রে কোন কোন জন কৃষ্ণজাতি হয়ে কৃষ্ণধর্ম প্রাপ্ত হয়। কোন কোন জন কৃষ্ণজাতি হয়েও শুক্লধর্ম প্রাপ্ত হয়। কোন কোন কৃষ্ণজাতির ব্যক্তি কৃষ্ণ ও শুক্ল ধর্ম প্রাপ্ত না হয়ে নির্বাণ ধর্মই প্রাপ্ত হয়। কেহ কেহ শুক্ল জাতি হয়েও কৃষ্ণধর্ম প্রাপ্ত হয়। আবার, কেহ কেহ শুক্ল জাতি হয়ে শুক্ল ধর্মই প্রাপ্ত হয় এবং কোন কোন জন শুক্ল জাতি হয়েও কৃষ্ণ ও শুক্ল ধর্ম প্রাপ্ত না হয়ে নির্বাণ ধর্মই প্রাপ্ত হয়।
৫। আনন্দ, কিরূপে কোন কোন জন কৃষ্ণজাতির অন্তর্ভূক্ত হয়ে কৃষ্ণ ধর্ম

পূরণকশ্যপ এই **নন্দবৎসকে** পরম শুক্লাভিজাতি বলে মন্তব্য করেন। মধ্যম নিকায়, প্রথম খণ্ড, সচ্চক সূত্রে এই নন্দবৎসের দর্শন, শিক্ষা সম্পর্কে উল্লেখ আছে।

[৪] বুদ্ধের সমসাময়িক জনৈক উলঙ্গ ধর্ম প্রবক্তা ছিলেন এই কৃশ সংকিচ্চ। মধ্যম নিকায় অথকথা, প্রথম খণ্ডে, আচার্য বুদ্ধঘোষ বলেন, কৃশ হচ্ছে তার নিজ নাম এবং সংকিচ্চ হচ্ছে তার গোত্র।

[৫] বিশুদ্ধি লাভে পাপ-পুণ্যেও কোন হাত নেই এরূপ দর্শনে বিশ্বাসী মক্খলি গোসাল। **"মা-খলি"** অর্থাৎ **"স্খলিত হয়ো না"**–এরূপ গৃহকর্তার নির্দেশকে কেন্দ্র করে তার নাম হয় মক্খলি। আর গোয়াল ঘরে জন্মের দরুণ ডাকা হতো তাকে গোসাল (দীর্ঘ নিকায় অথকথা, ১৪৩; মধ্যম নিকায়, প্রথম খণ্ড, ৪২২ পৃ.)।

প্রাপ্ত হয়?

এক্ষেত্রে, আনন্দ, কোন কোন ব্যক্তি নীচ কুলে, যথা : চণ্ডাল কুলে, শিকারী কুলে, ঝুড়ি, রথ, নির্মাতা কুলে, ঝাড়ুদারের কুলে এবং দরিদ্র কুলে জন্ম গ্রহণ করে, যেখানে অন্ন-পান ভোজন দুষ্প্রাপ্য এবং যেখানে অত্যন্ত কষ্টে খাদ্য ও বস্ত্র লাভ হয়। সে হয় দুর্বর্ণ, কুৎসিত, কদাকার, বহু রোগগ্রস্ত, কানা, হস্তহীন, খঞ্জ বা খোঁড়া, ও পঙ্গু। সে অন্ন-পানীয়-বস্ত্র-যান-প্রসাদনী সামগ্রী, মালা, গন্ধ, শয্যা ও প্রদীপ প্রভৃতি লাভ করতে পারে না। সে কায়-বাক্য ও মনো দ্বারে পাপ কর্ম (দুশ্চরিত) সম্পাদন করে। সে তদ্রূপ পাপ কর্ম করে কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায়, দুর্গতি, বিনিপাত, নিরয়ে উৎপন্ন হয়। এরূপেই, আনন্দ, কৃষ্ণ জাতি কৃষ্ণধর্ম প্রাপ্ত হয়।

৬। কিরূপে, আনন্দ, কোন কোন জন কৃষ্ণ জাতির অন্তর্ভূক্ত হয়েও শুক্ল ধর্ম প্রাপ্ত হয়? এক্ষেত্রে, আনন্দ, কোন কোন ব্যক্তি নীচ কুলে, যথা : চণ্ডাল কুলে, শিকারী কুলে, ঝুড়ি, রথ, নির্মাতা কুলে, ঝাড়ুদারের কুলে এবং দরিদ্র কুলে জন্ম গ্রহণ করে, যেখানে অন্ন-পান ভোজন দুষ্প্রাপ্য এবং যেখানে অত্যন্ত কষ্টে খাদ্য ও বস্ত্র লাভ হয়। সে হয় দুর্বর্ণ, কুৎসিত, কদাকার, বহু রোগগ্রস্ত, কানা, হস্তহীন, খঞ্জ বা খোঁড়া, ও পঙ্গু। সে অন্ন-পানীয়-বস্ত্র-যান-প্রসাদনী সামগ্রী, মালা, গন্ধ, শয্যা ও প্রদীপ প্রভৃতি লাভ করতে পারে না। সে কায়-বাক্য ও মনো দ্বারে সদাচরণ করে। সে তদ্রূপ সদাচরণের ফলে কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি, স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। এরূপেই, আনন্দ, কৃষ্ণ জাতি শুক্ল ধর্ম প্রাপ্ত হয়।

৭। কিরূপে, আনন্দ, কোন কোন জন কৃষ্ণজাতির অন্তর্ভূক্ত হয়েও কৃষ্ণ ও শুক্ল ধর্ম প্রাপ্ত না হয়ে নির্বাণ ধর্ম প্রাপ্ত হয়? এক্ষেত্রে, আনন্দ, কোন কোন ব্যক্তি নীচকুলে, যথা : চণ্ডাল কুলে, শিকারী কুলে, ঝুড়ি, রথ, নির্মাতা কুলে, ঝাড়ুদারের কুলে এবং দরিদ্র কুলে জন্ম গ্রহণ করে, যেখানে অন্ন-পান ভোজন দুষ্প্রাপ্য এবং যেখানে অত্যন্ত কষ্টে খাদ্য ও বস্ত্র লাভ হয়। সে হয় দুর্বর্ণ, কুৎসিত, কদাকার। সে কেশ-শ্মশ্রু মুণ্ডণ পূর্বক কাষায় বস্ত্র পরিধান করে আগার হতে অনাগারিক প্রব্রজ্যায় প্রব্রজিত হয়। সে এরূপ প্রব্রজিত হয়ে পঞ্চ নীবরণ[1] পরিত্যাগ করে। প্রজ্ঞার দ্বারা চিত্তের উপক্লেশকে দূর্বল করে

---

[1] কামচ্ছন্দ, ব্যাপাদ, স্ত্যান-মিদ্ধ, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য, ও বিচিকিৎসা। বিশুদ্ধিমার্গ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ.৩০ দ্রষ্টব্য।

চতুর্বিধ স্মৃতি প্রস্থানে[২] নিজ চিত্তকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। এবং বোধ্যঙ্গ[১], যথাযথভাবে ভাবনা করতঃ কৃষ্ণ-শুক্ল ধর্ম প্রাপ্ত না হয়ে নির্বাণধর্মই প্রাপ্ত হয়। এরূপেই, আনন্দ, কৃষ্ণজাতি কৃষ্ণ ও শুক্ল ধর্ম প্রাপ্ত না হয়ে নির্বাণ ধর্ম প্রাপ্ত হয়।

৮। কিরূপে,আনন্দ, কোন কোন শুক্লজাতি কৃষ্ণ ধর্ম প্রাপ্ত হয়?

এক্ষেত্রে, আনন্দ, কোন কোন ব্যক্তি উচ্চ কুল, যথা : মহাসম্পদশালী, আঢ্য, মহাধনী, মহাভোগী, প্রভূত স্বর্ণ-রৌপ্য, বিত্ত-উপকরণ এবং ধন-ধান্যে পরিপূর্ণ ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ কিংবা গৃহপতি কুলে জন্ম গ্রহণ করে। সে হয় অভিরূপ, দর্শনীয়, মনোরম, অতীব সুশ্রী। সে অন্ন-পানীয়, বস্ত্র, যান, মালা-গন্ধ, প্রসাদনী সামগ্রী, শয্যা ও প্রদীপ প্রভৃতি লাভ করে। কিন্তু, সে কায়-বাক্য ও মনের দ্বারা অসদাচরণ করে। ফলে সে কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায়, দুর্গতি, বিনিপাত, নিরয়ে উৎপন্ন হয়। এরূপেই, আনন্দ, শুক্লজাতি কৃষ্ণধর্ম প্রাপ্ত হয়।

৯। কিরূপে, আনন্দ, কোন কোন শুক্লজাতি শুক্লধর্ম প্রাপ্ত হয়?

এক্ষেত্রে, আনন্দ, কোন কোন ব্যক্তি উচ্চকুল, যথা : মহাসম্পদশালী, আঢ্য, মহাধনী, মহাভোগী, প্রভূত স্বর্ণ-রৌপ্য, বিত্ত-উপকরণ এবং ধন-ধান্যে পরিপূর্ণ ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ কিংবা গৃহপতি কুলে জন্ম গ্রহণ করে। সে হয় অভিরূপ, দর্শনীয়, মনোরম, অতীব সুশ্রী। সে অন্ন-পানীয়, বস্ত্র, যান, মালা-গন্ধ, প্রসাদনী সামগ্রী, শয্যা ও প্রদীপ লাভ করে। সে কায়-বাক্য ও মনো দ্বারে পুণ্য কর্মরূপ সদাচরণ করে। সে তদ্রূপ সদাচরণের ফলে কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি, স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। এরূপেই, আনন্দ, শুক্ল জাতি শুক্লধর্ম প্রাপ্ত হয়।

৯। কিরূপে, আনন্দ, কোন কোন ব্যক্তি শুক্লজাতির অন্তর্গত হয়েও কৃষ্ণ ও শুক্ল ধর্ম প্রাপ্ত না হয়ে নির্বাণধর্মই প্রাপ্ত হয়?

এক্ষেত্রে, আনন্দ, কোন কোন ব্যক্তি উচ্চকুল, যথা : মহাসম্পদশালী, আঢ্য,

---

[২] কায়ানুদর্শন, বেদনানুদর্শন, চিত্তানুদর্শন, এবং ধর্মানুদর্শন। দ্রষ্টব্য- দীর্ঘ নিকায়, মহাবর্গ, সতিপট্ঠান সুত্তং, ২০৫পৃ. অনুবাদকঃ ভিক্ষু শীলভদ্র।

[১] †বাধি+অঙ্গ= বোধ্যঙ্গ। বোধ্যঙ্গ হচ্ছে পরমার্থ জ্ঞানের মৌলিক অংশ বিশেষ। বোধ্যঙ্গ সাত প্রকার, যথা- স্মৃতি, ধর্মবিচয়, বীর্য, প্রীতি, প্রশান্তি, সমাধি ও উপেক্ষা। (অনু. ভদন্ত প্রজ্ঞানন্দ শ্রী স্থবির, মহাসতিপট্ঠান টীকা-টীপ্পনী, পৃ. ৩৫ দ্রষ্টব্য)।

মহাধনী, মহাভোগী, প্রভূত স্বর্ণ-রৌপ্য, বিত্ত-উপকরণ এবং ধন-ধান্যে পরিপূর্ণ ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ কিংবা গৃহপতি কুলে জন্ম গ্রহণ করে। সে হয় অভিরূপ, দর্শনীয়, মনোরম, অতীব সুশ্রী। সে অন্ন-পানীয়, বস্ত্র, যান, মালা-গন্ধ, প্রসাদনী সামগ্রী, শয্যা ও প্রদীপ প্রভৃতি লাভ করে। সে কেশ-শ্মশ্রু মুণ্ডণ পূর্বক কাষায় বস্ত্র পরিধান করে আগার হতে অনাগারিক প্রব্রজ্যায় প্রব্রজিত হয়। সে এরূপ প্রব্রজিত হয়ে পঞ্চনীবরণ পরিত্যাগ করে। প্রজ্ঞার দ্বারা চিত্তের উপক্লেশকে দূর্বল করে চতুর্বিধ স্মৃতি প্রস্থানে নিজ চিত্তকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। এবং বোধ্যঙ্গ যথাযথভাবে ভাবনা করতঃ কৃষ্ণ ও শুক্ল ধর্ম প্রাপ্ত না হয়ে নির্বাণ ধর্মই প্রাপ্ত হয়। আনন্দ, এই হচ্ছে ছয় প্রকার জাতির শ্রেণীবিন্যাস।"

ষড়বিধ জাতি সূত্র সমাপ্ত

(ঘ) আসব সুত্তং– আসব সূত্র

৫৮.১। হে ভিক্ষুগণ, ছয় প্রকার ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু আহ্বানীয়, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, শ্রদ্ধাঞ্জলি লাভের যোগ্য বা পূজার যোগ্য এবং জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুন্যক্ষেত্র হন। সেই ছয় প্রকার কী কী? যথা :

২। এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর যে সমস্ত আসব[1] সংবর দ্বারা প্রহাণ যোগ্য, তৎ সমস্ত তার সংবর[2] দ্বারা প্রহীণ হয়। যে সমস্ত আসব প্রতিসেবন[3] দ্বারা প্রহাণ যোগ্য, তৎ সমস্ত তার প্রতিসেবন দ্বারা প্রহীণ হয়। যে সমস্ত আসব সহিষ্ণুতার দ্বারা প্রহাণ যোগ্য, তৎ সমস্ত তার সহিষ্ণুতার দ্বারা প্রহীণ হয়। যে সমস্ত আসব পরিবর্জন দ্বারা প্রহাণ যোগ্য, তৎ সমস্ত তার পরিবর্জন দ্বারা প্রহীণ হয়। যে সমস্ত আসব অপনোদনের দ্বারা প্রহাণ যোগ্য, তৎ সমস্ত তার

---

[1] **আসবন্তী** বা আসবা। সবন্তি পবত্তন্তি (প-সূ)। আস্রাবিত হয় অর্থে আসব বা আস্রব। দীর্ঘ দিন সংরক্ষিত মদ্যাদিকে সাধারণত লোকে আসব (আসক্) বলে জানে। অতএব আসব এমন এক বস্তু যাতে অত্যন্ত মত্ততা বা আসক্তি জন্মে। এস্থলে আসব বলতে এমন এক ধর্মকে বুঝানো হচ্ছে যা হতে দুঃখ ও ক্লেশ স্রাবিত ও প্রসূত হয়।

[2] **সংবর** 'সংবর' অর্থে সংযম। সংবরের পূর্বে কোপ বা উত্তেজিতভাব সূচিত হয়। যথা–"হর, হর! কোপ সংবর সংবর।" অতএব বিষ্কম্ভন বা নিরস্ত করাই সংবরের উদ্দেশ্য।

[3] **'প্রতিসেবন'–** অর্থে জ্ঞান সংবর বা প্রত্যবেক্ষণ সহ প্রতিসেবন, অর্থাৎ ব্যবহার্য দ্রব্যের যথার্থ ব্যবহার।

অপনোদনের দ্বারা প্রহীণ হয়। যে সমস্ত আসব ভাবনার[৪] দ্বারা প্রহাণ যোগ্য, তৎ সমস্ত তার ভাবনার দ্বারা প্রহীণ হয়।

৩। হে ভিক্ষুগণ, কিরূপে আসবরাশি সংবর দ্বারা প্রহাতব্য, যা সংবর দ্বারাই প্রহীণ হয়?

এক্ষেত্রে, ভিক্ষু বিবেচনা পূর্বক জেনে জেনে (প্রতিসম্প্রযুক্ত জ্ঞানে) চক্ষু ইন্দ্রিয় সংবরে সংবৃত হয়ে অবস্থান করে। চক্ষু ইন্দ্রিয় সংযমে অসংযমী হয়ে অবস্থান করলে যে সকল আসব ও ক্লেশ-পরিদাহ উৎপন্ন হয়ে থাকে, চক্ষু ইন্দ্রিয় সংযমে সংযমী হয়ে অবস্থান করলে সে সকল আসব ও ক্লেশ-পরিদাহ উৎপন্ন হয় না। ভিক্ষু বিবেচনা পূর্বক জেনে জেনে শ্রবণ ইন্দ্রিয় সংবরে সংবৃত হয়ে অবস্থান করে। শ্রবণ ইন্দ্রিয় সংযমে অসংযমী হয়ে অবস্থান করলে যে সকল আসব ও ক্লেশ-পরিদাহ উৎপন্ন হয়ে থাকে, শ্রবণ ইন্দ্রিয় সংযমে সংযমী হয়ে অবস্থান করলে সে সকল আসব ও ক্লেশ-পরিদাহ উৎপন্ন হয় না। ভিক্ষু বিবেচনা পূর্বক জেনে জেনে ঘ্রাণ ইন্দ্রিয় সংবরে সংবৃত হয়ে অবস্থান করে। ঘ্রাণ ইন্দ্রিয় সংযমে অসংযমী হয়ে অবস্থান করলে যে সকল আসব ও ক্লেশ-পরিদাহ উৎপন্ন হয়ে থাকে, ঘ্রাণ ইন্দ্রিয় সংযমে সংযমী হয়ে অবস্থান করলে সে সকল আসব ও ক্লেশ-পরিদাহ উৎপন্ন হয় না। ভিক্ষু বিবেচনা পূর্বক জেনে জেনে রসনা ইন্দ্রিয় সংবরে সংবৃত হয়ে অবস্থান করে। রসনা ইন্দ্রিয় সংযমে অসংযমী হয়ে অবস্থান করলে যে সকল আসব ও ক্লেশ-পরিদাহ উৎপন্ন হয়ে থাকে, রসনা ইন্দ্রিয় সংযমে সংযমী হয়ে অবস্থান করলে সে সকল আসব ও ক্লেশ-পরিদাহ উৎপন্ন হয় না। ভিক্ষু বিবেচনা পূর্বক জেনে জেনে ত্বক ইন্দ্রিয় সংবরে সংবৃত হয়ে অবস্থান করে। ত্বক ইন্দ্রিয় সংযমে অসংযমী হয়ে অবস্থান করলে যে সকল আসব ও ক্লেশ-পরিদাহ উৎপন্ন হয়ে থাকে, ত্বক ইন্দ্রিয় সংযমে সংযমী হয়ে অবস্থান করলে সে সকল আসব ও ক্লেশ- পরিদাহ উৎপন্ন হয় না। ভিক্ষু বিবেচনা পূর্বক জেনে জেনে মন ইন্দ্রিয় সংবরে সংবৃত হয়ে অবস্থান করে। মন ইন্দ্রিয় সংযমে অসংযমী হয়ে অবস্থান করলে যে সকল আসব ও ক্লেশ-পরিদাহ উৎপন্ন হয়ে থাকে, মন ইন্দ্রিয় সংযমে সংযমী হয়ে অবস্থান করলে সে সকল আসব ও ক্লেশ- পরিদাহ উৎপন্ন হয় না। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলা হয় সংবর

---

[৪] **ভাবনা–** এস্থলে 'ভাবনা' অর্থে সপ্ত বোধ্যঙ্গ ভাবনা, প্রত্যবেক্ষণ অনুশীলন দ্বারা স্মৃতি, বীর্য, প্রভৃতি সপ্ত বোধ্যঙ্গ বর্ধিত করা।

দ্বারা প্রহাতব্য আসবরাশি। যা সংবর দ্বারাই প্রহীণ হয়।

৪। ভিক্ষুগণ, কোন্ কোন্ আসব প্রতিসেবন দ্বারা পরিত্যজ্য এবং প্রতিসেবন দ্বারাই প্রহীণ হয়?

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু বিবেচনা সহকারে চীবর পরিধান করে, যথা : এই চীবর শুধুমাত্র শীত-উষ্ণতা হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য, ডাঁশ বা গো-মাছি, মশা, বাতাস, রৌদ্র প্রভৃতির স্পর্শ ও দংশন হতে মুক্তির জন্য এবং লজ্জা নিবারণের জন্যই পরিধান করছি।' সে বিবেচনা সহকারে পিণ্ডপাত বা আহার পরিভোগ করে, যথা : 'আমি এই পিণ্ড বা আহার ক্রীড়া, মর্দন, মণ্ডন এবং দেহ সৌষ্ঠব্যের জন্য গ্রহণ করছি না। শুধুমাত্র দেহস্থিতির জন্য, ব্রহ্মচর্যের অনুগ্রহার্থ, উৎপন্ন ও অনুৎপন্ন ক্ষুধা-জ্বালা নিবৃতির জন্য এবং যাতে আমার জীবন যাত্রা অনবদ্য ও স্বাচ্ছন্দ্যময় হয়, সে জন্যই এই আহার গ্রহণ করছি। সে এইভাবে প্রতিসম্প্রযুক্ত জ্ঞানে শয্যাসন পরিভোগ করে, যথা : 'শীতোষ্ণ, ডাঁশ, মশা, বাতাতাপ, সরীসৃপ প্রভৃতির দংশন হতে মুক্তির জন্য, ঋতুভীতি অপনোদন ও নির্জনে সুখ অবস্থানের নিমিত্ত এই শয্যাসন ব্যবহার করছি।' সে বিবেচনা সহকারে গ্লান-প্রত্যয় ভৈষজ্য উপকরণ ব্যবহার করে, যথা : 'আমার উৎপন্ন ব্যথা বেদনা প্রতিহত করার জন্য এবং আরোগ্য লাভের জন্যই এই ভৈষজ্যাদি পরিভোগ করছি।' উক্ত প্রকার ব্যবহার্য বস্তুসমূহ পরিভোগ না করলে ভিক্ষুর নিকট যে সকল আসব ও ক্লেশ-পরিদাহ উৎপন্ন হয়; সে সকল আসব ও ক্লেশ-পরিদাহ তার নিকট উৎপন্ন হয় না, যদি সে উক্ত প্রকার ব্যবহার্য বস্তুসমূহ পরিভোগ করে। ভিক্ষুগণ, একে বলা হয় প্রতিসেবন বা পরিভোগ দ্বারা পরিত্যজ্য আসব, যা পরিভোগের মাধ্যমেই প্রহীণ হয়।

৫। ভিক্ষুগণ, কোন্ কোন্ আসব সহিষ্ণুতার দ্বারা পরিত্যজ্য এবং সহিষ্ণুতার মাধ্যমেই প্রহীণ হয়?

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু বিবেচনার সাথে ধৈর্য ধরে। সে শীতোষ্ণ, ক্ষুধা-তৃষ্ণায়, ডাঁশ, মশা, বাতাস-তাপ, সরীসৃপের সংস্পর্শে ধৈর্যশীল হয়। দুর্বাক্য, অপ্রীতিজনক এবং নিন্দাবাক্য সহ্য করে। সে উৎপন্ন তীব্র, যন্ত্রণাদায়ক, পীড়নকর, অপ্রীতিকর, অমনোজ্ঞ ও প্রাণ হরণকারী কায়িক দুঃখ বেদনা সহিষ্ণু প্রকৃতির হয়। ভিক্ষুগণ, যদি সে সহিষ্ণু প্রকৃতির হয় তাহলে অসহিষ্ণুতার দরুণ যে সকল আসব ও ক্লেশ-পরিদাহ উৎপন্ন হয়, সে সকল আসব ও ক্লেশ-পরিদাহ তার উৎপন্ন হয় না। ভিক্ষুগণ, একে বলা হয়

সহিষ্ণুতার দ্বারা পরিত্যজ্য আসব, যা সহিষ্ণুতার মাধ্যমেই প্রহীণ হয়।

৬। ভিক্ষুগণ, কোন্ কোন্ আসব পরিবর্জন দ্বারা পরিত্যজ্য এবং পরিবর্তনের মাধ্যমেই প্রহীণ হয়?

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু বিবেচনা সহকারে চণ্ড হস্তী, চণ্ড অশ্ব, চণ্ড গরু, চণ্ড সর্প-কুকুর পরিবর্জন করে। সে গোঁজ (কাঁটা গাছের গোড়া), ও কন্টকময় স্থান, গভীর খাদ, প্রপাত, মলকুণ্ড, এবং ডোবা পরিহার করে চলে। যেরূপ অযোগ্য আসনে উপবেশন করলে, যেরূপ অবিচরণযোগ্য স্থানে বিচরণ করলে এবং যাদৃশ পাপী মিত্রের সাহচর্য করলে বিজ্ঞ সব্রহ্মচারীগণ ব্যক্তি বিশেষকে পাপ স্থানগত বলে ধারণা করতে পারেন; সেরূপ অযোগ্য আসন, অবিচরণযোগ্য স্থান, ও তাদৃশ পাপী মিত্রদেরকে সে পরিহার করে চলে। ভিক্ষুগণ, যে সমস্ত বিষয় পরিবর্জন না করলে আসব ও ক্লেশ-পরিদাহ উৎপন্ন হয়, তৎসমস্ত বিষয় পরিহার করার ফলে সে সকল আসব ও ক্লেশ-পরিদাহ উৎপন্ন হয় না। ভিক্ষুগণ, একে বলা হয় পরিবর্জনের দ্বারা পরিত্যজ্য আসব, যা পরিবর্জনের মাধ্যমেই প্রহীণ হয়।

৭। ভিক্ষুগণ, কোন্ কোন্ আসব অপনোদন দ্বারা পরিত্যজ্য এবং অপনোদনের মাধ্যমেই প্রহীণ হয়?

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু বিবেচনা সহকারে উৎপন্ন কাম চিন্তা (বিতক্ক) পোষণ না করে তা পরিত্যাগ করে, অপনোদন করে, বিনাশ সাধন করে এবং চরম নিবৃত্তি ঘটায়। সে বিবেচনা সহকারে উৎপন্ন ব্যাপাদ চিন্তা (দ্বেষ) পোষণ না করে পরিত্যাগ করে, অপনোদন করে, বিনাশ সাধন করে এবং চরম নিবৃত্তি ঘটায়। সে বিবেচনা সহকারে উৎপন্ন বিহিংসা চিন্তা (ক্ষতিকর চিন্তা) পোষণ না করে তা পরিত্যাগ করে, অপনোদন করে, বিনাশ সাধন করে এবং চরম নিবৃত্তি ঘটায়। এমনকি সে উৎপন্ন ও অনুৎপন্ন পাপ অকুশল ধর্মসমূহও পোষণ না করে তা পরিত্যাগ করে, অপনোদন করে, বিনাশ সাধন করে এবং চরম নিবৃত্তি ঘটায়। ভিক্ষুগণ, যে সমস্ত বিষয় অপনোদন না করলে আসব ও ক্লেশ-পরিদাহ উৎপন্ন হয়; সে সমস্ত বিষয় যদি পরিহার করা হয় তবে আসব ও ক্লেশ-পরিদাহ উৎপন্ন হয় না। ভিক্ষুগণ, একে বলা হয় অপনোদন দ্বারা পরিত্যজ্য আসব, যা অপনোদনের মাধ্যমেই প্রহীণ হয়।

৮। ভিক্ষুগণ, কোন্ কোন্ আসব ভাবনার দ্বারা পরিত্যজ্য এবং ভাবনার মাধ্যমেই প্রহীণ হয়?

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু প্রতিসম্প্রযুক্ত জ্ঞান বা বিবেচনা সহকারে বিবেক

নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত, এবং বিমুক্তি পরিনামী স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা করে। সে বিবেচনা সহকারে বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত, এবং বিমুক্তি পরিনামী ধর্ম বিচয় সম্বোধ্যঙ্গ (বা উপদেশাবলী সম্বন্ধে অনুসন্ধান) ভাবনা করে। সে বিবেচনা সহকারে বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত, এবং বিমুক্তি পরিনামী বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা করে। সে বিবেচনা সহকারে বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত, এবং বিমুক্তি পরিনামী প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা করে। সে বিবেচনা সহকারে বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত, এবং বিমুক্তি পরিনামী প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা করে। সে বিবেচনা সহকারে বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত, এবং বিমুক্তি পরিনামী সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা করে। সে বিবেচনা সহকারে বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত, এবং বিমুক্তি পরিনামী উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা করে। ভিক্ষুগণ, যে সমস্ত বিষয় ভাবিত না করলে আসব ও ক্লেশ-পরিদাহ উৎপন্ন হয়, সে সমস্ত বিষয় যদি ভাবিত হয় তাহলে আসব ও ক্লেশ-পরিদাহ আর উৎপন্ন হয় না। ভিক্ষুগণ, একে বলা হয় ভাবনা দ্বারা পরিত্যজ্য আসব যা ভাবনার মাধ্যমেই প্রহীণ হয়।

ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি ধর্মে সমন্নাগত ভিক্ষু আহ্বানীয়, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণা লাভের যোগ্য, অঞ্জলি বা বন্দনার যোগ্য এবং জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র হন।”

আসব সূত্র সমাপ্ত

(ঙ) দারুকম্মিক সুত্তং- দারুকর্মিক সূত্র

৫৯.১। আমি এরূপ শুনেছি– একসময় ভগবান নাতিকের ইষ্টক শালায় অবস্থান করছিলেন। অতঃপর গৃহপতি দারুকর্মিক[১] ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট হওয়ার পর গৃহপতি দারুকর্মিককে ভগবান এরূপ বললেন :

২। “হে গৃহপতি, আপনার কুল গৃহে কি দান দেয়া হয়?”

“হ্যাঁ ভন্তে, আমার গৃহে দান দেয়া হয়। ভন্তে, যে সকল ভিক্ষুরা

---

[১] **দারুকর্মিক-** ইনি মূলতঃ গাছ ব্যবসায়ী ছিলেন। গাছের ব্যবসা করতেন বলে সকলের নিকট ইনি দারুকর্মিক নামেই পরিচিত ছিলেন। অঙ্গুত্তর নিকায়, ৬ষ্ঠ নিপাত অত্থকথা।

আরণ্যিক[২], পিণ্ডপাতিক[৩], পাংশুকুলিক[৪], অর্হৎ কিংবা অর্হত্ত্ব মার্গ লাভের জন্য রত আছেন, তাদেরকেই আমার কুলগৃহে দান দেয়া হয়।"

"গৃহপতি, আপনার ন্যায় কামভোগী, সন্তানাদির দায়-দায়িত্বে অবস্থানকারী, কাশী চন্দন ব্যবহারকারী, মালা-গন্ধ-প্রসাধনী ব্যবহারকারী, স্বর্ণ-রৌপ্য গ্রহণকারী গৃহীর পক্ষে অর্হৎ কিংবা অর্হত্ত্ব মার্গ লাভে প্রয়াসীদের জানা কষ্ট সাধ্য।

৩। গৃহপতি, যদি আরণ্যিক ভিক্ষু উদ্ধত, রূঢ়, চপল, মুখরা, বিক্ষিপ্ত ভাষী, বিস্মরণশীল, অসম্প্রজ্ঞানী, অসমাহিত, বিভ্রান্ত চিত্ত এবং ইন্দ্রিয় পরবশ হন তবে সে কারণে তিনি গর্হিত হন। আবার, গৃহপতি, যদি আরণ্যিক ভিক্ষু অনুদ্ধত, অরূঢ়, অমুখরা, অবিক্ষিপ্তভাষী, অবিস্মরণশীল, সম্প্রজ্ঞানী, সমাহিত, একাগ্রচিত্ত এবং সংযতেন্দ্রিয় হন তবে সেহেতু তিনি হন প্রশংসিত।

গৃহপতি, যদি গ্রামান্ত বিহারী ভিক্ষু উদ্ধত, রূঢ়, চপল, মুখরা, বিক্ষিপ্ত ভাষী, বিস্মরণশীল, অসম্প্রজ্ঞানী, অসমাহিত, বিভ্রান্ত চিত্ত এবং ইন্দ্রিয় পরবশ হন তবে সে কারণে তিনি গর্হিত হন। আবার, গৃহপতি, যদি গ্রামের অন্তে অবস্থানকারী ভিক্ষু অনুদ্ধত, অরূঢ়, অমুখরা, অবিক্ষিপ্তভাষী, অবিস্মরণশীল, সম্প্রজ্ঞানী, সমাহিত, একাগ্রচিত্ত এবং সংযতেন্দ্রিয় হন তবে সেহেতু তিনি হন প্রশংসিত।

গৃহপতি, যদি পিণ্ডচারিক ভিক্ষু উদ্ধত, রূঢ়, চপল, মুখরা, বিক্ষিপ্ত ভাষী,

---

[২] **আরণ্যিক-** গ্রামান্ত শয়নাসন পরিত্যাগ পূর্বক অরণ্যে অবস্থানকারীকে আরণ্যিক বলে। মূলতঃ ১৩ প্রকার ধুতাঙ্গের মধ্যে একটি হচ্ছে এই আরণ্যিক ধুতাঙ্গ ব্রত।

[৩] যে ভিক্ষু দায়ক প্রদত্ত ১৪ প্রকার ভত্ত বা আহার গ্রহণ হতে বিরত হয়ে শুধুমাত্র পিন্ডচরণ লব্ধ আহারে স্থিত থাকে তাকে পিন্ডপাতিক বলা হয়। যদি দায়ক সেরূপ ভিক্ষুকে সংঘভত্ত গ্রহণ করুন ইত্যাদি না বলে আমাদের গৃহে ভিক্ষুসংঘ ভিক্ষা গ্রহণ করছেন আপনিও ভিক্ষা গ্রহণ করুন বলে দান করে তবে সে সকল আহার পিন্ডপাতিক ভিক্ষু গ্রহণ করতে পারে। বিস্তারিত দেখুন- বিশুদ্ধিমার্গ, ধুতাঙ্গ নির্দেশ, ৮১ পৃ. অনুবাদকঃ শ্রমণ পূর্ণানন্দ স্বামী।

[৪] পাংশু শব্দের অর্থ কুৎসিত, বিরূপতা বুঝায়। পাংশুকুল অর্থে যে স্থানে কুৎসিত অপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী ফেলে দেয়া হয় সেস্থানই পাংশুকুল। সেই পরিত্যক্ত আবর্জনা স্তুপ হতে সংগৃহীত বস্ত্রখণ্ড দ্বারা অল্পেচ্ছুতাদি শীল প্রতিপদা পরিপূরণ ইচ্ছায় চীবর তৈরী করে ব্যবহারকারী ভিক্ষুকে বলা হয় পাংশুকুলিক। বিস্তারিত দ্রষ্টব্য– বিশুদ্ধিমার্গ, ধুতাঙ্গ নির্দেশ, ৭৬পৃ. অনু. শ্রমণ পূর্ণানন্দ স্বামী।

বিস্মরণশীল, অসম্প্রজ্ঞানী, অসমাহিত, বিভ্রান্ত চিত্ত এবং ইন্দ্রিয় পরবশ হন তবে সে কারণে তিনি গর্হিত হন। আবার, গৃহপতি, যদি পিণ্ডচারিক ভিক্ষু অনুদ্ধত, অরূঢ়, অমুখরা, অবিক্ষিপ্তভাষী, অবিস্মরণশীল, সম্প্রজ্ঞানী, সমাহিত, একাগ্রচিত্ত এবং সংযতেন্দ্রিয় হন তবে সেহেতু তিনি হন প্রশংসিত।

গৃহপতি, যদি নিমন্ত্রণজীবি[1] ভিক্ষু উদ্ধত, রূঢ়, চপল, মুখরা, বিক্ষিপ্ত ভাষী, বিস্মরণশীল, অসম্প্রজ্ঞানী, অসমাহিত, বিভ্রান্ত চিত্ত এবং ইন্দ্রিয় পরবশ হন তবে সে কারণে তিনি গর্হিত হন। আবার, গৃহপতি, যদি নিমন্ত্রণজীবি ভিক্ষু অনুদ্ধত, অরূঢ়, অমুখরা, অবিক্ষিপ্তভাষী, অবিস্মরণশীল, সম্প্রজ্ঞানী, সমাহিত, একাগ্রচিত্ত এবং সংযতেন্দ্রিয় হন তবে সেহেতু তিনি হন প্রশংসিত।

গৃহপতি, যদি পাংশুকুলিক ভিক্ষু উদ্ধত, রূঢ়, চপল, মুখরা, বিক্ষিপ্ত ভাষী, বিস্মরণশীল, অসম্প্রজ্ঞানী, অসমাহিত, বিভ্রান্ত চিত্ত এবং ইন্দ্রিয় পরবশ হন তবে সে কারণে তিনি গর্হিত হন। আবার, গৃহপতি, যদি পাংশুকুলিক ভিক্ষু অনুদ্ধত, অরূঢ়, অমুখরা, অবিক্ষিপ্তভাষী, অবিস্মরণশীল, সম্প্রজ্ঞানী, সমাহিত, একাগ্রচিত্ত এবং সংযতেন্দ্রিয় হন তবে সেহেতু তিনি হন প্রশংসিত।

গৃহপতি, যদি দায়ক প্রদত্ত চীবর ব্যবহারকারী ভিক্ষু উদ্ধত, রূঢ়, চপল, মুখরা, বিক্ষিপ্ত ভাষী, বিস্মরণশীল, অসম্প্রজ্ঞানী, অসমাহিত, বিভ্রান্ত চিত্ত এবং ইন্দ্রিয় পরবশ হন তবে সে কারণে তিনি গর্হিত হন। আবার, গৃহপতি, যদি দায়ক প্রদত্ত চীবর ব্যবহারকারী ভিক্ষু অনুদ্ধত, অরূঢ়, অমুখরা, অবিক্ষিপ্তভাষী, অবিস্মরণশীল, সম্প্রজ্ঞানী, সমাহিত, একাগ্রচিত্ত এবং সংযতেন্দ্রিয় হন তবে সেহেতু তিনি হন প্রশংসিত।

যা হোক, গৃহপতি, আপনি সংঘের উদ্দেশেই দান দিন। সংঘের উদ্দেশ্যে দান দিলে আপনার চিত্ত প্রসন্ন হবে এবং তাই আপনি প্রসন্ন চিত্ত হয়ে কায় ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গ লোকেই উৎপন্ন হবেন।”

“ভন্তে, তাহলে আজ হতে আমি সংঘের উদ্দেশ্যেই দান দিব।”

---

[1] †নমন্তনিক– যে ভিক্ষু নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন অথবা নিমন্ত্রণের উপর নির্ভর করে জীবন ধারণ করেন (অঙ্গুত্তর নিকায় অথকথা বা মনোরথপূরণী; পালি-বাংলা অভিধান, শান্তরক্ষিত মহাস্থবির)।

দারুকর্মিক সূত্র সমাপ্ত

(চ) হত্থিসারিপুত্ত সুত্তং– হস্তী শারিপুত্র সূত্র

৬০.১। আমি এরূপ শুনেছি– একসময় ভগবান বারাণসীর নিকটস্থ ঋষিপতনের মৃগদায়ে অবস্থান করছিলেন। সেই সময়ে বহু স্থবির ভিক্ষু আহার কৃত্য সমাপনের পর সভাগৃহে একত্রিত হওতঃ অভিধর্ম বিষয়ে আলোচনা করছিলেন। তথায় আয়ুষ্মান চিত্ত হস্তী শারিপুত্র[1] সেই স্থবির ভিক্ষুদের অভিধর্ম বিষয়ক আলোচনার মাঝে মাঝে বিঘ্নতা সৃষ্টি করছিলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান মহাকোট্ঠিক আয়ুষ্মান চিত্ত হস্তী শারিপুত্রকে এরূপ বললেন :

২। "হে আয়ুষ্মান চিত্ত হস্তী শারিপুত্র, স্থবির ভিক্ষুদের অভিধর্ম বিষয়ক আলোচনার মধ্যে অন্তরায় করবেন না। ভিক্ষুদের কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন,"

এরূপ বলা হলে আয়ুষ্মান চিত্ত হস্তী শারিপুত্রের বন্ধুস্থানীয় ভিক্ষুরা আয়ুষ্মান মহাকোট্ঠিককে এরূপ বললেন :

"হে আয়ুষ্মান মহাকোট্ঠিক, আয়ুষ্মান চিত্ত হস্তী শারিপুত্রকে অবজ্ঞা করবেন না। তিনি অত্যন্ত পণ্ডিত। আয়ুষ্মান চিত্ত হস্তী শারিপুত্র স্থবির ভিক্ষুগণের সাথে অভিধর্ম বিষয়ে আলোচনা করতে সক্ষম।"

৩। হে বন্ধুগণ, অপরের চিত্তের অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞাত জনের পক্ষে ইহা জানা অতীব কঠিন। এক্ষেত্রে, (এই জগতে;-অত্থকথা) বন্ধুগণ, কোন কোন পুদ্গল বা ব্যক্তি যাবত শাস্তা কিংবা অন্য গুরুস্থানীয় সব্রহ্মচারীকে উপনিশ্রয় করে অবস্থান করেন তাবত তিনি বিনীতের বিনীত, বিনম্র হতেও বিনম্র এবং উপশান্তের ন্যায় শান্ত হন। পরবর্তীতে যখন তিনি শাস্তা এবং গুরুস্থানীয় সব্রহ্মচারীদের পরিত্যাগপূর্বক অন্য ভিক্ষু-ভিক্ষুণী, উপাসক-উপাসিকা, রাজা, রাজ মহামাত্য, তীর্থিয় এবং তীর্থিয় শ্রাবকদের সাথে সংসর্গিত হয়ে অবস্থান

---

[1] আয়ুষ্মান চিত্ত হস্তী শারিপুত্রের পরিচয় বিশেষ খুঁজে পাই নি। তবে আলোচ্য সূত্রে বহু স্থবিরের অভিধর্ম বিষয়ক ধর্মালোচনার প্রসঙ্গটি উঠে এসেছে ধর্মপদ অত্থকথা, দ্বিতীয় খণ্ড, ৩৭৮ পৃষ্ঠায়। বহু স্থবিরের স্থলে শুধুমাত্র মহামৌদ্গল্যায়ন ও মহাকোট্ঠিকের মধ্যকার ধর্মালোচনার কথা বিধৃত হয়েছে। চিত্ত হস্তী শারিপুত্র স্থবির অতীতে কশ্যপ বুদ্ধের আমলে জনৈক ভিক্ষুকে গৃহী হওয়ার জন্য প্ররোচিত করেছিলেন। অরহত্ব লাভের হেতু থাকার পরও তিনি সেই পূর্বকৃত পাপের দরুণ সাতবার প্রব্রজ্যা জীবনে আসা-যাওয়া করার পর সপ্তমবারে অরহত্ব ফল লাভ করেন- অত্থকথা।

করেন। সংসর্গতা, ঘনিষ্ঠতা, বহুজনের সাথে পরিচিত হওয়া এবং বাজে আলাপে অনুযুক্ত হয়ে অবস্থানের দরুণ রাগ-আসক্তি তার চিত্তকে সর্বদা ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। ফলে তিনি সেরূপ চিত্তের দরুণ শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করে হীন-গার্হস্থ্য জীবনে প্রত্যাবর্তন করেন।

উপমা সরূপ- বন্ধুগণ, মনেকর, শস্যভোজী গরু দড়ি দ্বারা শৃংখলিত বা গোয়াল ঘরে অবরুদ্ধ হয়েছে। যদি কেউ মন্তব্য করে যে 'এই শস্যভোজী গরু এখন আর শস্য খেতে পারবে না।' তবে কি তার মন্তব্য যথার্থ বলে প্রতীত হয়?চ

"না বন্ধু,"

"হে বন্ধুগণ, সত্যিই তদ্রূপ কারণ বিদ্যমান যথা : সেই শস্যভোজী গরু শৃংখল ছিন্ন করে কিংবা গোয়াল ঘর ভেঙ্গে পুনরায় শস্যাদির ক্ষেত্রে গমন করবে। ঠিক তদ্রূপ, বন্ধুগণ, এই জগতে কোন কোন ব্যক্তি আছেন যিনি যাবত শাস্তা কিংবা অন্য গুরুস্থানীয় সব্রহ্মচারীকে উপনিশ্রয় করে অবস্থান করেন তাবত তিনি বিনীতের বিনীত, বিনম্র হতেও বিনম্র এবং উপশান্তের ন্যায় শান্ত হন। পরবর্তীতে যখন তিনি শাস্তা এবং গুরুস্থানীয় সব্রহ্মচারীদের পরিত্যাগ পূর্বক অন্য ভিক্ষু-ভিক্ষুণী, উপাসক-উপাসিকা, রাজা, রাজ মহামাত্য, তীর্থিয় এবং তীর্থিয় শ্রাবকদের সাথে সংসর্গিত হয়ে অবস্থান করেন। সংসর্গতা, ঘনিষ্ঠতা, বহুজনের সাথে পরিচিত হওয়া এবং বাজে আলাপে অনুযুক্ত হয়ে অবস্থানের দরুণ রাগ-আসক্তি তার চিত্তকে সর্বদা ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। ফলে তিনি সেরূপ চিত্তের দরুণ শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করে হীন-গার্হস্থ্য জীবনে প্রত্যাবর্তন করেন।

৪। হে বন্ধুগণ, এই জগতে কোন কোন ব্যক্তি আছেন যিনি কামনা ও অকুশল ধর্ম হতে পৃথক হয়ে বিতর্ক ও বিচার সহিত নির্জনতাজনিত প্রীতি-সুখ মন্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করে অবস্থান করেন। 'আমি প্রথম ধ্যানলাভী'- এরূপ চিন্তা করে তিনি ভিক্ষু-ভিক্ষুণী, উপাসক-উপাসিকা, রাজা, রাজ মহামাত্য, তীর্থিয় এবং তীর্থিয় শ্রাবকদের সাথে সংসর্গিত হয়ে অবস্থান করেন। সংসর্গতা, ঘনিষ্ঠতা, বহুজনের সাথে পরিচিত হওয়া এবং বাজে আলাপে অনুযুক্ত হয়ে অবস্থানের দরুণ রাগ-আসক্তি তার চিত্তকে সর্বদা ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। ফলে তিনি সেরূপ চিত্তের দরুণ শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করে হীন-গার্হস্থ্য জীবনে প্রত্যাবর্তন করেন।

(উপমা সরূপ) বন্ধুগণ, মনেকর, বৃষ্টি দেব প্রচুর বর্ষণের মাধ্যমে চৌরাস্তার

যাবতীয় ময়লারাশি অপসৃত করল এবং কাদা-আবিলতা পরিস্কার করল। যদি কেউ তখন মন্তব্য করে যে 'অমুক চৌরাস্তায় আর ধূলি-ময়লা জমবে না।' তবে কি তার মন্তব্য যথার্থ বলে প্রতীত হয়?"

"না বন্ধু,"

"হে বন্ধুগণ, সত্যিই সেই চৌরাস্তায় মানুষ কিংবা গরু যাতায়ত করবে অথবা রৌদ্র-বাতাস রাস্তার আর্দ্রতা নিশেঃষিত করবে- এরূপ কারণ বিদ্যমান। ফলে রাস্তাটি পুনরায় ধূলি-ময়লাপূর্ণ হবে। ঠিক তদ্রূপ, বন্ধুগণ, এই জগতে কোন কোন ব্যক্তি আছেন যিনি কামনা ও অকুশল ধর্ম হতে পৃথক হয়ে বিতর্ক ও বিচার সহিত নির্জনতাজনিত প্রীতি-সুখ মন্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করে অবস্থান করেন। 'আমি প্রথম ধ্যানলাভী'- এরূপ চিন্তা করে তিনি ভিক্ষু-ভিক্ষুণী, উপাসক-উপাসিকা, রাজা, রাজ মহামাত্য, তীর্থিয় এবং তীর্থিয় শ্রাবকদের সাথে সংসর্গিত হয়ে অবস্থান করেন। সংসর্গতা, ঘনিষ্ঠতা, বহুজনের সাথে পরিচিত হওয়া এবং বাজে আলাপে অনুযুক্ত হয়ে অবস্থানের দরুণ রাগ-আসক্তি তার চিত্তকে সর্বদা ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। ফলে তিনি সেরূপ চিত্তের দরুণ শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করে হীন-গার্হস্থ্য জীবনে প্রত্যাবর্তন করেন।

৫। হে বন্ধুগণ, এই জগতে কোন কোন ব্যক্তি আছেন যিনি বিতর্ক ও বিচার প্রশমিত করে অধ্যাত্মিক সম্প্রসাদ ও একাগ্রতা যুক্ত অবিতর্ক ও বিচার বিহীন সমাধিজনিত প্রীতি-সুখ সমন্বিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করে অবস্থান করেন। 'আমি দ্বিতীয় ধ্যানলাভী'- এরূপ চিন্তা করে তিনি ভিক্ষু-ভিক্ষুণী, উপাসক-উপাসিকা, রাজা, রাজ মহামাত্য, তীর্থিয় এবং তীর্থিয় শ্রাবকদের সাথে সংসর্গিত হয়ে অবস্থান করেন। সংসর্গতা, ঘনিষ্ঠতা, বহুজনের সাথে পরিচিত হওয়া এবং বাজে আলাপে অনুযুক্ত হয়ে অবস্থানের দরুণ রাগ-আসক্তি তার চিত্তকে সর্বদা ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। ফলে তিনি সেরূপ চিত্তের দরুণ শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করে হীন-গার্হস্থ্য জীবনে প্রত্যাবর্তন করেন।

(উপমা স্বরূপ) বন্ধুগণ, মনেকর, গ্রাম বা নিগমের অনতিদূরে বৃহৎ জলাশয় আছে। তথায় বৃষ্টি দেব এমন ভারি বর্ষণ করল যাতে পাড়স্থ শামুক-ঝিনুক, নুড়ি-কঙ্কর সমস্তই পানির নিন্মাভিমুখী টানে জলাশয়ে তলিয়ে গেল। তখন যদি কেউ মন্তব্য করে যে 'অমুক জলাশয়ে আর শামুক-ঝিনুক কিংবা নুড়ি-কঙ্কর দেখা যাবে না।' তবে কি তার মন্তব্য যথার্থই হয়?"

"না বন্ধু,"

"হে বন্ধুগণ, সত্যিই সেই জলাশয়ে গমনপূর্বক মানুষ বা গরু জল পান করবে অথবা বাতাস-রৌদ্র জলাশয়ের আর্দ্রতা কমিয়ে আনবে- এরূপ কারণ বিদ্যমান। ফলে পুনরায় জলাশয়ে শামুক-ঝিনুক কিংবা নুড়ি-কঙ্কর দৃষ্ট হবে। ঠিক সেরূপই বন্ধুগণ, এই জগতে কোন কোন ব্যক্তি আছেন যিনি বিতর্ক ও বিচার প্রশমিত করে আধ্যাত্মিক সম্প্রসাদ ও একাগ্রতা যুক্ত অবিতর্ক ও বিচার বিহীন সমাধিজনিত প্রীতি-সুখ সমন্বিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করে অবস্থান করেন। 'আমি দ্বিতীয় ধ্যানলাভী'- এরূপ চিন্তা করে তিনি ভিক্ষু-ভিক্ষুণী, উপাসক-উপাসিকা, রাজা, রাজ মহামাত্য, তীর্থিয় এবং তীর্থিয় শ্রাবকদের সাথে সংসর্গিত হয়ে অবস্থান করেন। সংসর্গতা, ঘনিষ্ঠতা, বহুজনের সাথে পরিচিত হওয়া এবং বাজে আলাপে অনুযুক্ত হয়ে অবস্থানের দরুণ রাগ-আসক্তি তার চিত্তকে সর্বদা ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। ফলে তিনি সেরূপ চিত্তের দরুণ শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করে হীন-গার্হস্থ্য জীবনে প্রত্যাবর্তন করেন।

৬। হে বন্ধুগণ, এই জগতে কোন কোন ব্যক্তি আছেন যিনি প্রীতিতে বিরাগ উৎপন্ন হওয়ায় উপেক্ষাশীল হয়ে অবস্থান করেন এবং স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হয়ে কায়িক সুখ অনুভব করেন। যে ধ্যান স্তরে উপনীত হলে আর্যগণ 'উপেক্ষক, স্মৃতিমান, সুখবিহারী' বলে অভিহিত করেন, সেই তৃতীয় ধ্যান লাভ করে অবস্থান করেন। 'আমি তৃতীয় ধ্যানলাভী'- এরূপ চিন্তা করে তিনি ভিক্ষু-ভিক্ষুণী, উপাসক-উপসিকা, রাজা, রাজ মহামাত্য, তীর্থিয় এবং তীর্থিয় শ্রাবকদের সাথে সংসর্গিত হয়ে অবস্থান করেন। সংসর্গতা, ঘনিষ্ঠতা, বহুজনের সাথে পরিচিত হওয়া এবং বাজে আলাপে অনুযুক্ত হয়ে অবস্থানের দরুণ রাগ-আসক্তি তার চিত্তকে সর্বদা ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। ফলে তিনি সেরূপ চিত্তের দরুণ শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করে হীন-গার্হস্থ্য জীবনে প্রত্যাবর্তন করেন।

(উপমা স্বরূপ) বন্ধুগণ, মনেকর, উত্তম খাদ্য খেয়েছে এমন ব্যক্তিকে বিগত সন্ধ্যার বাসি খাদ্য আকৃষ্ট করতে পারে না। তখন যদি কেউ বলে যে 'অমুক ব্যক্তিকে আর আহারাদি আকৃষ্ট করতে পারবে না'। তবে কি সেই মন্তব্য যথার্থ বলে প্রতীত হয়?"

"না বন্ধু,"

হে বন্ধুগণ, সত্যিই এরূপ কারণ বিদ্যমান যে উত্তম খাদ্য ভোজী ব্যক্তির যাবত ভূক্ত খাদ্য পরিপাক না হয়, তাবত অন্য খাদ্যে সে আকৃষ্ট হয় না।

কিন্তু যখন তার ভূক্ত খাদ্য রস নিঃশেষিত হয়ে পরে তখনই তার অন্য খাদ্যে আকৃষ্টতা সৃষ্টি হয়। ঠিক তদ্রূপই, বন্ধুগণ, এই জগতে কোন কোন ব্যক্তি আছেন প্রীতিতে বিরাগ উৎপন্ন হওয়ায় উপেক্ষাশীল হয়ে অবস্থান করেন এবং স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হয়ে কায়িক সুখ অনুভব করেন। যে ধ্যান স্তরে উপনীত হলে আর্যগণ 'উপেক্ষক, স্মৃতিমান, সুখবিহারী' বলে অভিহিত করেন, সেই তৃতীয় ধ্যান লাভ করে অবস্থান করেন। 'আমি তৃতীয় ধ্যানলাভী'- এরূপ চিন্তা করে তিনি ভিক্ষু-ভিক্ষুণী, উপাসক-উপসিকা, রাজা, রাজ মহামাত্য, তীর্থিয় এবং তীর্থিয় শ্রাবকদের সাথে সংসর্গিত হয়ে অবস্থান করেন। সংসর্গতা, ঘনিষ্ঠতা, বহুজনের সাথে পরিচিত হওয়া এবং বাজে আলাপে অনুযুক্ত হয়ে অবস্থানের দরুণ রাগ-আসক্তি তার চিত্তকে সর্বদা ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। ফলে তিনি সেরূপ চিত্তের দরুণ শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করে হীন-গার্হস্থ্য জীবনে প্রত্যাবর্তন করেন।

৭। হে বন্ধুগণ, এই জগতে কোন কোন ব্যক্তি আছেন যার শারীরিক সুখ ও দুঃখ প্রহাণের পূর্বেই মানসিক সৌমনস্য ও দৌর্মনস্য অস্তগত হয় এবং তিনি সেই না-সুখ, না-দুঃখরূপ উপেক্ষা-স্মৃতি পরিশুদ্ধি নামক চতুর্থ ধ্যান লাভ করে অবস্থান করেন। 'আমি চতুর্থ ধ্যানলাভী'- এরূপ চিন্তা করে তিনি ভিক্ষু-ভিক্ষুণী, উপাসক-উপসিকা, রাজা, রাজ মহামাত্য, তীর্থিয় এবং তীর্থিয় শ্রাবকদের সাথে সংসর্গিত হয়ে অবস্থান করেন। সংসর্গতা, ঘনিষ্ঠতা, বহুজনের সাথে পরিচিত হওয়া এবং বাজে আলাপে অনুযুক্ত হয়ে অবস্থানের দরুণ রাগ-আসক্তি তার চিত্তকে সর্বদা ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। ফলে তিনি সেরূপ চিত্তের দরুণ শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করে হীন-গার্হস্থ্য জীবনে প্রত্যাবর্তন করেন।

(উপমা স্বরূপ) বন্ধুগণ, মনেকর, পর্বতের সংকীর্ণ উপত্যকায় বায়ু ও ঢেউহীন হ্রদ আছে। তখন যদি কেউ মন্তব্য করে যে 'অমুক হ্রদে আর ঢেউ সৃষ্টি হবে না'। তবে কি তার মন্তব্য যথার্থই হয়?"

"না বন্ধু,"

"হে বন্ধুগণ, সত্যি এমন কারণ বিদ্যমান যাতে পূর্বদিক হতে প্রচণ্ড ঝড়ো বৃষ্টি আসে। তাতে সেই হ্রদে ঢেউয়ের সৃষ্টি হয়। এমনকি পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ দিক হতেও প্রচণ্ড ঝড়ো বৃষ্টি আসে। তার ফলে সেই হ্রদে ঢেউয়ের সৃষ্টি হয়। ঠিক তদ্রূপ, বন্ধুগণ, এই জগতে কোন কোন ব্যক্তি আছেন যার শারীরিক সুখ ও দুঃখ প্রহাণের পূর্বেই মানসিক সৌমনস্য ও দৌর্মনস্য

অস্তগত হয় এবং তিনি সেই না-সুখ, না-দুঃখরূপ উপেক্ষা-স্মৃতি পরিশুদ্ধি নামক চতুর্থ ধ্যান লাভ করে অবস্থান করেন। 'আমি চতুর্থ ধ্যানলাভী'- এরূপ চিন্তা করে তিনি ভিক্ষু-ভিক্ষুণী, উপাসক-উপসিকা, রাজা, রাজ মহামাত্য, তীর্থিয় এবং তীর্থিয় শ্রাবকদের সাথে সংসর্গিত হয়ে অবস্থান করেন। সংসর্গতা, ঘনিষ্ঠতা, বহুজনের সাথে পরিচিত হওয়া এবং বাজে আলাপে অনুযুক্ত হয়ে অবস্থানের দরুণ রাগ-আসক্তি তার চিত্তকে সর্বদা ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। ফলে তিনি সেরূপ চিত্তের দরুণ শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করে হীন-গার্হস্থ্য জীবনে প্রত্যাবর্তন করেন।

৮। "বন্ধুগণ, এই জগতে এমন ব্যক্তি আছেন, যিনি সর্ববিধ নিমিত্তে অমনোযোগ হেতু নিমিত্তহীন চিত্ত সমাধি লাভ করে অবস্থান করেন। 'আমি নিমিত্তহীন চিত্ত সমাধিলাভী'- এরূপ চিন্তা করে তিনি ভিক্ষু-ভিক্ষুণী, উপাসক-উপসিকা, রাজা, রাজ মহামাত্য, তীর্থিয় এবং তীর্থিয় শ্রাবকদের সাথে সংসর্গিত হয়ে অবস্থান করেন। সংসর্গতা, ঘনিষ্ঠতা, বহুজনের সাথে পরিচিত হওয়া এবং বাজে আলাপে অনুযুক্ত হয়ে অবস্থানের দরুণ রাগ-আসক্তি তার চিত্তকে সর্বদা ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। ফলে তিনি সেরূপ চিত্তের দরুণ শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করে হীন-গার্হস্থ্য জীবনে প্রত্যাবর্তন করেন।

(উপমা স্বরূপ) বন্ধুগণ, মনেকর, রাজা কিংবা রাজার মহা আমাত্য চতুরঙ্গী সৈন্য পরিবৃত হয়ে গন্তব্যের অর্ধপথে উপনীত হলেন। অতঃপর অন্যতর বনষণ্ডে একরাত্রি অবস্থানের জন্য স্থিত হলেন। তথায় হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতিক সৈন্যবাহিনী এবং ভেরী, ঢোল ও বাদ্য-শঙ্খের শব্দের দরুণ ঝিঁ ঝিঁ পোকাঁর শব্দ অন্তর্হিত হল। তখন যদি কোন ব্যক্তি বলে যে 'অমুক বনে আর ঝিঁ ঝিঁ পোকাঁর শব্দ শোনা যাবে না।' তবে কি তার বাক্য যথার্থ বলে প্রতীত হয়?"

"না বন্ধু,"

"বন্ধুগণ, সত্যিই সেই রাজা কিংবা রাজ আমাত্য যদি সেই বনষণ্ড হতে প্রস্থান করে, তাহলে পুনরায় ঝিঁ ঝিঁ পোকাঁর শব্দ শ্রুত হবে- এরূপ কারণ বিদ্যমান। ঠিক তদ্রূপ, বন্ধুগণ, এই জগতে এমন ব্যক্তি আছেন, যিনি সর্ববিধ নিমিত্তে অমনোযোগ হেতু নিমিত্তহীন চিত্ত সমাধি লাভ করে অবস্থান করেন। 'আমি নিমিত্তহীন চিত্ত সমাধিলাভী'- এরূপ চিন্তা করে তিনি ভিক্ষু-ভিক্ষুণী, উপাসক-উপসিকা, রাজা, রাজ মহামাত্য, তীর্থিয় এবং তীর্থিয় শ্রাবকদের সাথে সংসর্গিত হয়ে অবস্থান করেন। সংসর্গতা, ঘনিষ্ঠতা,

বহুজনের সাথে পরিচিত হওয়া এবং বাজে আলাপে অনুযুক্ত হয়ে অবস্থানের দরুণ রাগ-আসক্তি তার চিত্তকে সর্বদা ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। ফলে তিনি সেরূপ চিত্তের দরুণ শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করে হীন-গার্হস্থ্য জীবনে প্রত্যাবর্তন করেন।

৯। অতঃপর আয়ুষ্মান চিত্ত হস্তী শারিপুত্র অপর সময়ে শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করে হীন গার্হস্থ্য জীবনে ফিরে গেলেন। তারপর চিত্ত হস্তী শারিপুত্রের বন্ধুস্থানীয় ভিক্ষুরা আয়ুষ্মান মহাকোট্ঠিকের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান মহাকোট্ঠিককে এরূপ বললেন :

১০। "আয়ুষ্মান মহাকোট্ঠিক, আপনি কি নিজ চিত্ত দ্বারা চিত্ত হস্তী শারিপুত্রের চিত্ত (মানসিক অবস্থা) জ্ঞাত বিদিত ছিলেন, যথা : 'চিত্ত হস্তী শারিপুত্র এই এই সমাপত্তি (ধ্যান স্তর) লাভী; কিন্তু সে শিক্ষা পরিত্যাগ করে হীন গৃহাশ্রমে ফিরে যাবে'? কিংবা দেবগণ কি আপনাকে বলেছেন যে 'ভন্তে, চিত্ত হস্তী শারিপুত্র এই এই সমাপত্তি (ধ্যান স্তর) লাভী; কিন্তু সে শিক্ষা পরিত্যাগ করে হীন গৃহাশ্রমে ফিরে যাবে'?"

"হে বন্ধুগণ, আমি নিজ চিত্ত দ্বারা চিত্ত হস্তী শারিপুত্রের চিত্ত জ্ঞাত ছিলাম, যথা : এই এই সমাপত্তিলাভী হলেও চিত্ত হস্তী শারিপুত্র শিক্ষা পরিত্যাগ পূর্বক হীন জীবনে ফিরে যাবে। অধিকন্তু, দেবগণও আমাকে জানিয়েছিলেন যে 'ভন্তে, চিত্ত হস্তী শারিপুত্র এই এই সমাপত্তিলাভী, কিন্তু সে শিক্ষা পরিত্যাগ পূর্বক হীন গার্হস্থ্য জীবনে ফিরে যাবে।'"

১১। "অতঃপর চিত্ত হস্তী শারিপুত্রের বন্ধু স্থানীয় ভিক্ষুবৃন্দ ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট হয়ে সেই ভিক্ষুরা ভগবানকে এরূপ বললেন :

"ভন্তে, চিত্ত হস্তী শারিপুত্র এই এই সমাপত্তিলাভী কিন্তু শিক্ষা পরিত্যাগ পূর্বক হীন গৃহী জীবনে ফিরে গেছেন।"

"হে ভিক্ষুগণ, অচিরেই চিত্ত হস্তী শারিপুত্র নৈষ্ক্রম্যের (প্রব্রজ্যা জীবনের) গুণ স্মরণ করবে।"

১২। অতঃপর চিত্ত হস্তী শারিপুত্র অচিরেই পুন কেশ-শ্মশ্রু মুণ্ডণ করে, কাষায় বস্ত্র পরিধান করে আগার হতে অনাগারিক প্রব্রজ্যায় প্রব্রজ্যিত হলেন। তারপর আয়ুষ্মান চিত্ত হস্তী শারিপুত্র একাকী, ধ্যানপরায়ণ, অপ্রমত্ত, বীর্যবান ও তদ্গত চিত্তে অবস্থান করতে করতে অচিরেই যার জন্য কুলপুত্রগণ সম্যকরূপে আগার হতে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন; সেই

অনুত্তর ব্রহ্মচর্যাবসান ইহ জীবনেই স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাত করে, প্রাপ্ত হয়ে বাস করতে লাগলেন। তিনি বুঝতে পারলেন- 'জন্ম ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য ব্রত উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কৃত হয়েছে এবং আসব ক্ষয়ের নিমিত্ত আর অন্য কোন করণীয় নাই।' আয়ুষ্মান চিত্ত হস্তী শারিপুত্র অন্যতর অর্হৎ হলেন।

হস্তী শারিপুত্র সূত্র সমাপ্ত

(ছ) মজ্ঝে[1] সুত্তং- মধ্য সূত্র

৬১.১। আমি এরূপ শুনেছি– একসময় ভগবান বারাণসীর সন্নিকটস্থ ঋষিপতনের মৃগদায়ে অবস্থান করছিলেন। সেই সময়ে বহু স্থবির ভিক্ষুরা পিণ্ডচারণ হতে প্রত্যাবর্তনের পর আহার কৃত্য সম্পাদন করে বৃত্তাকার চত্ত্বরে (মণ্ডলমাল) একত্রিত হলেন। একত্রিত হলে তাদের মধ্যে এরূপ আলোচনার সূত্রপাত হলো–

২। "বন্ধুগণ, পারায়ণে মৈত্রেয় মানবের প্রশ্নে ভগবান কতৃক ইহা বলা হয়েছে- 'উভয় অন্ত জ্ঞাত হয়ে যে প্রাজ্ঞ মধ্যস্থলে লিপ্ত হয় না; তাকেই আমি বলি মহাপুরুষ, সে-ই ইহলোকে শেলাই অতিক্রম করে।'

৩। বন্ধুগণ, তাহলে প্রথম অন্ত কিরূপ? দ্বিতীয় অন্তই বা কি? এবং মধ্যস্থল কাকে বলে? আর শেলাই-বা কাকে বলে?"

এরূপ ব্যক্ত হলে জনৈক ভিক্ষু স্থবির ভিক্ষুদের বললেন :

৪। "বন্ধুগণ, স্পর্শ হচ্ছে প্রথম অন্ত। স্পর্শের কারণ বা সমুদয় হচ্ছে দ্বিতীয় অন্ত। মধ্যস্থল বলা হয় স্পর্শের নিরোধকে এবং তৃষ্ণাকেই বলা হয় শেলাই। বন্ধুগণ, শেলাই-এর কারণে ভব বা পুনর্জন্মের উৎপত্তি হয়। বন্ধুগণ, এভাবেই একজন ভিক্ষু অভিজ্ঞেয় বিষয় জ্ঞাত হন, পরিজ্ঞেয় বিষয় সম্যকরূপে জানেন। অভিজ্ঞেয় বিষয় সম্পূর্ণভাবে এবং পরিজ্ঞেয় বিষয় সম্যকরূপে জ্ঞাত হয়ে তিনি ইহ জীবনেই দুঃখের অন্ত সাধন করেন।"

এরূপ ব্যক্ত হলে অপর ভিক্ষু স্থবির ভিক্ষুদের বললেন :

৫। "বন্ধুগণ, অতীত হচ্ছে প্রথম অন্ত। অনাগত হচ্ছে দ্বিতীয় অন্ত। মধ্যস্থল বলা হয় বর্তমানকে এবং তৃষ্ণাকেই বলা হয় শেলাই। তৃষ্ণা শেলাই-এর কারণে ভব বা পুনর্জন্মের উৎপত্তি হয়। বন্ধুগণ, এভাবেই একজন ভিক্ষু

---

[1] পালি টেক্সট সোসাইটি *(London)*, কর্তৃক সম্পাদনায় সূত্রটির নাম 'মজ্ঝে' এর স্থলে 'পারাযণ' দেয়া আছে। আমাদের সম্পাদনায় 'মজ্ঝে'- শব্দটি গৃহীত হয়েছে।

অভিজ্ঞেয় বিষয় জ্ঞাত হন, পরিজ্ঞেয় বিষয় সম্যকরূপে জানেন। অভিজ্ঞেয় বিষয় সম্পূর্ণভাবে এবং পরিজ্ঞেয় বিষয় সম্যকরূপে জ্ঞাত হয়ে তিনি ইহ জীবনেই দুঃখের অন্ত সাধন করেন।"

এরূপ ব্যক্ত হলে আরেক ভিক্ষু স্থবির ভিক্ষুদের বললেন :

৬। "বন্ধুগণ, সুখ হচ্ছে প্রথম অন্ত। বেদনা হচ্ছে দ্বিতীয় অন্ত। অদুঃখ-অসুখ বা উপেক্ষা হচ্ছে মধ্যস্থল এবং তৃষ্ণাকেই বলা হয় শেলাই। তৃষ্ণা শেলাই-এর কারণে ভব বা পুনর্জন্মের উৎপত্তি হয়। বন্ধুগণ, এভাবেই একজন ভিক্ষু অভিজ্ঞেয় বিষয় জ্ঞাত হন, পরিজ্ঞেয় বিষয় সম্যকরূপে জানেন। অভিজ্ঞেয় বিষয় সম্পূর্ণভাবে এবং পরিজ্ঞেয় বিষয় সম্যকরূপে জ্ঞাত হয়ে তিনি ইহ জীবনেই দুঃখের অন্ত সাধন করেন।"

এরূপ ব্যক্ত হলে অন্য আরেক ভিক্ষু স্থবির ভিক্ষুদের বললেন :

৭। "বন্ধুগণ, নাম[1] হচ্ছে প্রথম অন্ত। রূপ[2] হচ্ছে দ্বিতীয় অন্তমধ্যস্থল বলা হয় বিজ্ঞানকে এবং তৃষ্ণাকেই বলা হয় শেলাই। তৃষ্ণা শেলাই-এর কারণে ভব বা পুনর্জন্মের উৎপত্তি হয়। বন্ধুগণ, এভাবেই একজন ভিক্ষু অভিজ্ঞেয় বিষয় জ্ঞাত হন, পরিজ্ঞেয় বিষয় সম্যকরূপে জানেন। অভিজ্ঞেয় বিষয় সম্পূর্ণভাবে এবং পরিজ্ঞেয় বিষয় সম্যকরূপে জ্ঞাত হয়ে তিনি ইহ জীবনেই দুঃখের অন্ত সাধন করেন।"

এরূপ ব্যক্ত হলে অন্য অপর ভিক্ষু স্থবির ভিক্ষুদের বললেন :

৮। "বন্ধুগণ, ছয় অধ্যাত্মিক আয়তনকে প্রথম অন্ত বলা হয়। দ্বিতীয় অন্ত হচ্ছে ছয় বাহ্যিক আয়তন। মধ্যস্থল বলা হয় বিজ্ঞানকে এবং তৃষ্ণাকেই বলা হয় শেলাই। তৃষ্ণা শেলাই-এর কারণে ভব বা পুনর্জন্মের উৎপত্তি হয়। বন্ধুগণ, এভাবেই একজন ভিক্ষু অভিজ্ঞেয় বিষয় জ্ঞাত হন, পরিজ্ঞেয় বিষয় সম্যকরূপে জানেন। অভিজ্ঞেয় বিষয় সম্পূর্ণভাবে এবং পরিজ্ঞেয় বিষয় সম্যকরূপে জ্ঞাত হয়ে তিনি ইহ জীবনেই দুঃখের অন্ত সাধন করেন।"

এরূপ ব্যক্ত হলে অন্য ভিক্ষু স্থবির ভিক্ষুদের বললেন :

৯। "বন্ধুগণ, সৎকায় (নিজ দেহ বা আত্মবাদ) হচ্ছে প্রথম অন্ত। সৎকায় সমুদয় বা কারণ হচ্ছে দ্বিতীয় অন্ত। মধ্যস্থল বলা হয় সৎকায় নিরোধকে এবং তৃষ্ণাকেই বলা হয় শেলাই। তৃষ্ণা শেলাই-এর কারণে ভব বা

---

[1] নাম– বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান।

[2] রূপ– ২৮ প্রকার গোচর রূপকেই বস্তুতঃ রূপ বলা হয়েছে।

পুনর্জন্মের উৎপত্তি হয়। বন্ধুগণ, এভাবেই একজন ভিক্ষু অভিজ্ঞেয় বিষয় জ্ঞাত হন, পরিজ্ঞেয় বিষয় সম্যকরূপে জানেন। অভিজ্ঞেয় বিষয় সম্পূর্ণভাবে এবং পরিজ্ঞেয় বিষয় সম্যকরূপে জ্ঞাত হয়ে তিনি ইহ জীবনেই দুঃখের অন্ত সাধন করেন।"

এরূপ বলা হলে জনৈক ভিক্ষু স্থবির ভিক্ষুদের বললেন :

১০। "বন্ধুগণ, এতক্ষণ ধরে আমাদের নিজস্ব মন্তব্যই ব্যক্ত হলো। চলুন, এখন আমরা ভগবানের নিকট গমন পূর্বক এই বিষয় জ্ঞাপন করি। ভগবান আমাদের যেরূপ ব্যাখ্যা করবেন, সেরূপ সিদ্ধান্তই আমরা গ্রহণ করব।"

"হ্যাঁ বন্ধু"- বলে স্থবির ভিক্ষুরা সেই ভিক্ষুকে প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর সেই স্থবির ভিক্ষুরা ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবেশনের পর সেই স্থবির ভিক্ষুরা তাদের মধ্যে যেই যেই বিষয়ে আলোচনা হয়েছে, তৎসমস্তই ভগবানের নিকট খুলে বললেন। তারপর ভগবানকে জিজ্ঞাসা করলেন–

১১। "ভন্তে, আমাদের নিজস্ব মন্তব্যের মধ্যে কার মন্তব্য সবচেয়ে উত্তম?"

"হে ভিক্ষুগণ, তোমাদের সকলের মন্তব্যই সুভাষিত ও উত্তম। অধিকন্তু, (এই পর্যায়ে, এই প্রসঙ্গে) পারায়ণে মৈত্রেয় মানবের প্রশ্নে আমার দ্বারা ভাষিত হয়েছে–

'উভয় অন্ত জ্ঞাত হয়ে যে প্রাজ্ঞ মধ্যস্থলে লিপ্ত হয় না;
তাকেই আমি বলি মহাপুরুষ, সেই ইহলোকে শেলাই মুক্ত।'

তার অর্থ শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর; আমি বলছি।"

"হ্যাঁ ভন্তে,– বলে স্থবির ভিক্ষুরা ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলে ভগবান বলতে লাগলেন–

"ভিক্ষুগণ, স্পর্শ হচ্ছে প্রথম অন্ত। স্পর্শের কারণ বা সমুদয় হচ্ছে দ্বিতীয় অন্ত। মধ্যস্থল বলা হয় স্পর্শের নিরোধকে এবং তৃষ্ণাকেই বলা হয় শেলাই। ভিক্ষুগণ, শেলাই-এর কারণে ভব বা পুনর্জন্মের উৎপত্তি হয়। ভিক্ষুগণ, এভাবেই একজন ভিক্ষু অভিজ্ঞেয় বিষয় জ্ঞাত হন, পরিজ্ঞেয় বিষয় সম্যকরূপে জানেন। অভিজ্ঞেয় বিষয় সম্পূর্ণভাবে এবং পরিজ্ঞেয় বিষয় সম্যকরূপে জ্ঞাত হয়ে তিনি ইহ জীবনেই দুঃখের অন্ত সাধন করেন।"

মধ্য সূত্র সমাপ্ত

(জ) পুরিসিন্দ্রিয ঞান সুত্তং- পুরুষিন্দ্রিয় সূত্র

৬২.১। আমি এরূপ শুনেছি– একসময় ভগবান মহতী ভিক্ষুসংঘের সাথে কোশল রাজ্যে পর্যটন করতে করতে যেখানে দণ্ডকপ্পক[1] নামক কোশলদের গ্রাম সেখানে উপনীত হলেন। অতঃপর ভগবান রাস্তা হতে নেমে এক বৃক্ষতলে প্রজ্ঞাপ্ত আসনে বসলেন। অন্য ভিক্ষুরা বিশ্রামাগার সন্ধানের জন্য দণ্ডকপ্পক গ্রামে প্রবেশ করলেন। অপর দিকে আয়ুষ্মান আনন্দ বহু ভিক্ষুর সাথে অচিরবতী[2] নদীতে স্নানের নিমিত্তে গমন করলেন। অচিরবতী নদীতে স্নান করে উত্থিত হয়ে শরীর শুকানোর জন্য একটি চীবর পরলেন। তারপর জনৈক ভিক্ষু[3] আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন–

২। "বন্ধু আনন্দ, পুরো চিত্তকে একীভূত করেই (ধ্যানের মাধ্যমে জ্ঞাত হয়েই) কি ভগবান দেবদত্তের[4] সম্পর্কে বলেছিলেন যে– 'দেবদত্ত অপায়িক, নারকী, অচিকিৎস্য; সে কল্পস্থায়ী নরক যন্ত্রণা ভোগ করবে।' নাকি কোন দেবতার মাধ্যমে জ্ঞাত হয়ে তা বলেছিলেন[1]?"

"হে বন্ধু, ভগবান কর্তৃক এরূপই বলা হয়েছিল।" অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে বসার পর আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে বললেন :

৩। "ভন্তে, আমি বহু ভিক্ষুর সাথে অচিরবতী নদীতে স্নানের উদ্দেশ্যে গিয়েছিলাম। অচিরবতী নদীতে স্নান করে উত্থিত হয়ে শরীর শুকানোর জন্য

---

[1] অচিরবতী নদীর সন্নিকটস্থ কোশলদের নিগম। কোশল রাজ্যে পর্যটনের সময় তথাগত এস্থানে আগমন করেন।

[2] হিমালয় হতে প্রবাহিত পাঁচটি মহানদীর একটি এই অচিরবতী (বিনয় গ্রন্থ, দ্বিতীয় খণ্ড, ২৩৭ পৃ; সংযুক্ত নিকায়, ৫ম খণ্ড, ৩৯ প্রভৃতি)। গ্রীষ্মকালে এর পানি শুকিয়ে বালুর শয্যায়পরিণত হতো (অঙ্গুত্তর নিকায়, ৪র্থ খণ্ড, ১০১)।

[3] জনৈক ভিক্ষু- বলতে এস্থলে দেবদত্তের পক্ষাবলম্বী এক ভিক্ষুর কথাই বুঝানো হচ্ছে (মনোরথপূরণী)।

[4] বুদ্ধের মামা সুপ্পবুদ্ধ শাক্য ও মামী অমিতার পুত্র ছিল দেবদত্ত। ভদ্রাকচ্চান বা যশোধরা নাম্নী এক বোন ছিল দেবদত্তের যার মসাথে সিদ্ধার্থ পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন (মহাবংস, Edited by Geiger; মহাবংস টীকা, ১৩৬; ধর্মপদ অথকথা, তৃতীয় খণ্ড, ৪৪ প্রভৃতি)। বুদ্ধ সম্বেধি লাভের পর কপিলাবস্তুতে আগমন করলে অন্যান্য কুলপুত্রদের সাথে দেবদত্ত প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন (বিনয় গ্রন্থ, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৮২ পৃ.)।

[1] 'ভগবান জ্ঞাত হয়ে নাকি না জেনে কিংবা বিভেদ সৃষ্টির লক্ষ্যে দেবদত্তের সম্পর্কে এরূপ কঠিন মন্তব্য করেছেন'– এ বিষয় তলিয়ে দেখার জন্যই এ জিজ্ঞাসা (মনোরথপূরণী)।

একটি চীবর পরে দাড়াঁলাম। তখন জনৈক ভিক্ষু আমার নিকট এসে আমাকে এরূপ বললেন :

হে বন্ধু আনন্দ, ভগবান কি ধ্যানের মাধ্যমে জ্ঞাত হয়ে নাকি কোন দেবতার মাধ্যমে জ্ঞাত হয়ে দেবদত্তের সম্পর্কে বলেছিলেন যে– 'দেবদত্ত অপায়িক, নারকী, অচিকিৎস্য; সে কল্পস্থায়ী নরক যন্ত্রণা ভোগ করবে ?'

প্রতুত্তরে আমি সেই ভিক্ষুকে বললাম– "বন্ধু, ভগবান কর্তৃক এরূপই বলা হয়েছে।"

৪। "হে আনন্দ, সেই ভিক্ষু হয়তো নব, অচির প্রব্রজিত হবে। আর স্থবির হলে অবশ্যই সে বাল, মূর্খ। যা আমার দ্বারা সুনির্দিষ্টভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে, তৎবিষয়ে কেন সে দ্বিধান্বিত হবে? আনন্দ, দেবদত্ত ব্যতীত আমি অন্য এক ব্যক্তিও দেখছি না যে আমার দ্বারা সমগ্র চিত্তকে কেন্দ্রীভূত করে ব্যাখ্যাত হয়েছে। আনন্দ, যাবত আমি দেবদত্তের নিকট কেশাগ্র পরিমাণ মাত্র শুক্লধর্ম (কুশল ধর্ম) দেখেছি, তাবত আমি দেবদত্তের সম্পর্কে এরূপ মন্তব্য করি নাই যে 'দেবদত্ত অপায়িক, নারকী, অচিকিৎস্য; সে কল্পস্থায়ী নরক যন্ত্রণা ভোগ করবে।' কিন্তু যখন হতে আমি দেবদত্তের নিকট কেশাগ্র পরিমাণ মাত্র শুক্লধর্ম (কুশল ধর্ম) আর দেখতে পাই নাই, তখনই আমি দেবদত্তের সম্পর্কে এরূপ মন্তব্য করেছি যে 'দেবদত্ত অপায়িক, নারকী, অচিকিৎস্য; সে কল্পস্থায়ী নরক যন্ত্রণা ভোগ করবে।'

যেমন, আনন্দ, মনেকর কানায় কানায় পূর্ণ মানুষ পরিমাণ গভীর মলকুণ্ড আছে। যেখানে কোন ব্যক্তি আপাদমস্তক নিমগ্ন হয়েছে। অতঃপর অন্য কোন ব্যক্তি নিমজ্জিত লোকটির মঙ্গলকামী, হিতকামী, মুক্তিকামী এবং সেই মলকুণ্ড হতে উদ্ধার করতে ইচ্ছুক হয়ে তথায় উপস্থিত হয়। সে সেই মলকুণ্ডের চারিদিকে ঘুরে ফিরে সেই নিমজ্জিত ব্যক্তির যে স্থানে ধরে টেনে তুলা যায় সেরূপ কেশাগ্র প্রমাণ অঙ্গও মলে অলিপ্ত অবস্থায় দেখতে পায় না। ঠিক এরূপেই আনন্দ, যখন হতে আমি দেবদত্তের নিকট কেশাগ্র পরিমাণ মাত্র শুক্লধর্ম (কুশল ধর্ম) আর দেখতে পাইনি, তখনই আমি দেবদত্তের সম্পর্কে এরূপ মন্তব্য করেছি- 'দেবদত্ত অপায়িক, নারকী, অচিকিৎস্য; সে কল্পস্থায়ী নরক যন্ত্রণা ভোগ করবে।' আনন্দ, তোমরা যদি শুনতে চাও, তবে এখন আমি তথাগতের পুরুষ ইন্দ্রিয় জ্ঞান বিশ্লেষণ করব।"

"ভগবান, এখনই সময়, সুগত, এখনই ভগবান কর্তৃক পুরুষ ইন্দ্রিয় জ্ঞান বিশ্লেষণ করার যথার্থ সময়। ভগবানের নিকট হতে তা শ্রবণ করে ভিক্ষুরা

ধারণ করবে।”

“তাহলে, আনন্দ, শ্রবণ কর; উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি বলছি।”

“তথাস্তু ভন্তে,”– বলে আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলে ভগবান বলতে লাগলেন।

৫। “এক্ষেত্রে, আনন্দ, আমি কোন কোন ব্যক্তিকে নিজ চিত্তের দ্বারা অবগত হয়ে প্রকৃষ্টরূপে জানি যে– ‘এই ব্যক্তির নিকট কুশল ও অকুশল উভয় ধর্মই বিদ্যমান।’ তারপর অন্য সময়ে একইরূপে তাকে জানতে পারি যে– ‘এই ব্যক্তির নিকট হতে কুশল ধর্ম অন্তর্হিত হয়েছে এবং অকুশল ধর্ম সম্মুখস্থ হয়েছে। কিন্তু, কুশলের মূল অচ্ছিন্ন রয়েছে বিধায় সেই কুশল মূল হতেই পুনরায় কুশল প্রাদূর্ভূত হবে। এরূপে এই ব্যক্তি ভবিষ্যতে অপরিহানধর্মী হবে।’ যেমন, আনন্দ, মনেকর, অখণ্ড, অবিকৃত, বায়ু-তাপে অবিনষ্ট, শরৎকালে প্রাপ্ত ও জলবায়ুর উপোযোগী বীজসমূহ উত্তম ক্ষেত্রে তথা উত্তমরূপে কর্ষিত ভূমিতে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। তাহলে তুমি কি অনুমান করবে যে– ‘এই বীজসমূহ অঙ্কুরোদ্গম হবে এবং বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধিতা লাভ করবে?”

“হ্যাঁ ভন্তে, আমি তদ্রূপই অনুমান করব।”

“এরূপেই, হে আনন্দ, আমি কোন কোন ব্যক্তিকে নিজ চিত্তের দ্বারা অবগত হয়ে প্রকৃষ্টরূপে জানি যে– ‘এই ব্যক্তির নিকট কুশল ও অকুশল উভয় ধর্মই বিদ্যমান।’ তারপর অন্য সময়ে একইরূপে তাকে জানতে পারি যে– ‘এই ব্যক্তির নিকট হতে কুশল ধর্ম অন্তর্হিত হয়েছে এবং অকুশল ধর্ম সম্মুখস্থ হয়েছে। কিন্তু, কুশলের মূল অচ্ছিন্ন রয়েছে বিধায় সেই কুশল হতেই পুনরায় কুশল প্রাদূর্ভূত হবে। এরূপে এই ব্যক্তি ভবিষ্যতে অপরিহানধর্মী হবে।’ এরূপেই, আনন্দ, তথাগত ব্যক্তি সত্ত্বাকে নিজ চিত্ত দ্বারা অবগত হন। পুরুষিন্দ্রিয় জ্ঞান সম্পর্কেও নিজ চিত্ত দ্বারা অবগত হয়ে বিদিত থাকেন। এবং ধর্ম বা বিষয়াদির ভবিষ্যত উৎপত্তিও নিজ চিত্ত দ্বারা অবগত হয়ে বিদিত থাকেন।

৬। এক্ষেত্রে, আনন্দ, আমি কোন কোন ব্যক্তিকে নিজ চিত্তের দ্বারা অবগত হয়ে প্রকৃষ্টরূপে জানি যে– ‘এই ব্যক্তির নিকট কুশল ও অকুশল উভয় ধর্মই বিদ্যমান।’ তারপর অন্য সময়ে একইরূপে তাকে জানতে পারি যে– ‘এই ব্যক্তির নিকট হতে অকুশল ধর্ম অন্তর্হিত হয়েছে এবং কুশল ধর্ম সম্মুখস্থ হয়েছে। কিন্তু, অকুশলের মূল অচ্ছিন্ন রয়েছে বিধায় সেই অকুশল মূল হতেই পুনরায় অকুশল প্রাদূর্ভূত হবে। এরূপে এই ব্যক্তি ভবিষ্যতে

পরিহানধর্মী হবে।' যেমন, আনন্দ, মনেকর, অখণ্ড, অবিকৃত, বায়ু-তাপে অবিনষ্ট, শরৎকালে প্রাপ্ত ও জলবায়ুর উপোযোগী বীজসমূহ পাথুরে জমিতে (পাথরের উপর) নিক্ষিপ্ত হয়েছে। তাহলে তুমি কি অনুমান করবে যে– 'এই বীজসমূহ অঙ্কুরোদ্গম হবে না এবং বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধিতা লাভ করবে না?"

"হ্যাঁ ভন্তে, আমি তদ্রূপই অনুমান করব।"

"এরূপেই, হে আনন্দ, আমি কোন কোন ব্যক্তিকে নিজ চিত্তের দ্বারা অবগত হয়ে প্রকৃষ্টরূপে জানি যে– 'এই ব্যক্তির নিকট কুশল ও অকুশল উভয় ধর্মই বিদ্যমান।' তারপর অন্য সময়ে একইরূপে তাকে জানতে পারি যে– 'এই ব্যক্তির নিকট হতে অকুশল ধর্ম অন্তর্হিত হয়েছে এবং কুশল ধর্ম সম্মুখস্থ হয়েছে। কিন্তু, অকুশলের মূল অচ্ছিন্ন রয়েছে বিধায় সেই অকুশল মূল হতেই পুনরায় অকুশল প্রাদূর্ভূত হবে। এরূপে এই ব্যক্তি ভবিষ্যতে পরিহানধর্মী হবে।' এরূপেই, আনন্দ, তথাগত ব্যক্তি সত্ত্বাকে নিজ চিত্ত দ্বারা অবগত হন। পুরুষিন্দ্রিয় জ্ঞান সম্পর্কেও নিজ চিত্ত দ্বারা অবগত হয়ে বিদিত থাকেন। এবং ধর্ম বা বিষয়াদির ভবিষ্যত উৎপত্তিও নিজ চিত্ত দ্বারা অবগত হয়ে বিদিত থাকেন।

৭। এক্ষেত্রে, হে আনন্দ, আমি কোন কোন ব্যক্তিকে নিজ চিত্তের দ্বারা অবগত হয়ে প্রকৃষ্টরূপে জানি যে– 'এই ব্যক্তির নিকট কুশল ও অকুশল উভয় ধর্মই বিদ্যমান।' তারপর অন্য সময়ে একইরূপে তাকে জানতে পারি যে– 'এই ব্যক্তির নিকট কেশাগ্র পরিমাণও শুক্লধর্ম নাই। এই ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণ ধর্ম বা অকুশল ধর্মে সমৃদ্ধ হয়ে কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায়, দূর্গতি, বিনিপাত, নিরয়ে উৎপন্ন হবে।' যেমন, আনন্দ, মনেকর, খণ্ডিত, বিকৃত, বায়ুতাপে বিনষ্ট বীজসমূহ উত্তম ক্ষেত্র তথা উত্তমরূপে কর্ষিত ক্ষেত্রে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। তাহলে তুমি কি অনুমান করবে যে– 'এই বীজসমূহ অঙ্কুরোদ্গম হবে না এবং বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধিতা লাভ করবে না?"

"হ্যাঁ ভন্তে, আমি তদ্রূপই অনুমান করব।"

"এরূপেই, আনন্দ, আমি কোন কোন ব্যক্তিকে নিজ চিত্তের দ্বারা অবগত হয়ে প্রকৃষ্টরূপে জানি যে– 'এই ব্যক্তির নিকট কুশল ও অকুশল উভয় ধর্মই বিদ্যমান।' তারপর অন্য সময়ে একইরূপে তাকে জানতে পারি যে– 'এই ব্যক্তির নিকট কেশাগ্র পরিমাণও শুক্লধর্ম নাই। এই ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণ ধর্ম বা অকুশল ধর্মে সমৃদ্ধ হয়ে কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায়, দূর্গতি, বিনিপাত, নিরয়ে উৎপন্ন হবে।' এরূপেই, আনন্দ, তথাগত ব্যক্তি সত্ত্বাকে

নিজ চিত্ত দ্বারা অবগত হন। পুরুষিন্দ্রিয় জ্ঞান সম্পর্কেও নিজ চিত্ত দ্বারা অবগত হয়ে বিদিত থাকেন। এবং ধর্ম বা বিষয়াদির ভবিষ্যত উৎপত্তিও নিজ চিত্ত দ্বারা অবগত হয়ে বিদিত থাকেন।

৮। এরূপ বলা হলে আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে বললেন :

"ভন্তে, এই ত্রিবিধ পুদ্গল বা ব্যক্তির ন্যায় অনুরূপ ত্রিবিধ ব্যক্তির বর্ণনা করা কি সম্ভব?"

"হ্যাঁ আনন্দ, সম্ভব।" এবং ভগবান বলতে লাগলেন–

৯। "এক্ষেত্রে, আনন্দ, আমি কোন কোন ব্যক্তিকে নিজ চিত্তের দ্বারা অবগত হয়ে প্রকৃষ্টরূপে জানি যে– 'এই ব্যক্তির নিকট কুশল ও অকুশল উভয় ধর্মই বিদ্যমান।' তারপর অন্য সময়ে একইরূপে তাকে জানতে পারি যে– 'এই ব্যক্তির নিকট হতে কুশল ধর্ম অন্তর্হিত হয়েছে এবং অকুশল ধর্ম সম্মুখস্থ হয়েছে। কিন্তু, যে সমস্ত কুশলের মূল অচ্ছিন্ন আছে, তৎসমস্তেরও মূলোৎপাটন হচ্ছে। এভাবে এই ব্যক্তি ভবিষ্যতে পরিহানধর্মী হবে।' যেমন, আনন্দ, মনেকর, জলন্ত, প্রজ্জ্বলিত, প্রদীপ্ত কয়লা পাথরের উপর নিক্ষেপ করা হয়েছে। তাহলে কি তুমি অনুমান করবে যে– 'এই জলন্ত অঙ্গারসমূহ বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি ও বিস্তার লাভ করবে না?'"

"হ্যাঁ ভন্তে, আমি তদ্রূপই অনুমান করব।"

"যেমন, আনন্দ, তুমি কি মনেকর যে সন্ধ্যায় সূর্য অস্ত গেলে আলো অন্তর্হিত হয়ে অন্ধকার ঘনিয়ে আসবে?"

"হ্যাঁ ভন্তে,"

"যেমন, আনন্দ, তুমি কি মনেকর যখন সন্ধ্যার পর অর্দ্ধরাত্রিতে মানুষদের আহারের সময় হয়, তখন সম্পূর্ণরূপে আলোক অন্তর্হিত হয়ে অন্ধকার নেমে আসে?"

"হ্যাঁ ভন্তে,"

"ঠিক তদ্রূপ, আনন্দ, আমি কোন কোন ব্যক্তিকে নিজ চিত্তের দ্বারা অবগত হয়ে প্রকৃষ্টরূপে জানি যে– 'এই ব্যক্তির নিকট কুশল ও অকুশল উভয় ধর্মই বিদ্যমান।' তারপর অন্য সময়ে একইরূপে তাকে জানতে পারি যে– 'এই ব্যক্তির নিকট হতে কুশল ধর্ম অন্তর্হিত হয়েছে এবং অকুশল ধর্ম সম্মুখস্থ হয়েছে। কিন্তু, যে সমস্ত কুশলের মূল অচ্ছিন্ন আছে, তৎসমস্তেরও মূলোৎপাটন হচ্ছে। এভাবে এই ব্যক্তি ভবিষ্যতে পরিহানধর্মী হবে।' এরূপেই, আনন্দ, তথাগত ব্যক্তি সত্ত্বাকে নিজ চিত্ত দ্বারা অবগত হন।

পুরুষিন্দ্রিয় জ্ঞান সম্পর্কেও নিজ চিত্ত দ্বারা অবগত হয়ে বিদিত থাকেন। এবং ধর্ম বা বিষয়াদির ভবিষ্যত উৎপত্তিও নিজ চিত্ত দ্বারা অবগত হয়ে বিদিত থাকেন।

১০। এক্ষেত্রে, আনন্দ, আমি কোন কোন ব্যক্তিকে নিজ চিত্তের দ্বারা অবগত হয়ে প্রকৃষ্টরূপে জানি যে– 'এই ব্যক্তির নিকট কুশল ও অকুশল উভয় ধর্মই বিদ্যমান।' তারপর অন্য সময়ে একইরূপে তাকে জানতে পারি যে– 'এই ব্যক্তির নিকট হতে অকুশল ধর্ম অন্তর্হিত হয়েছে এবং কুশল ধর্ম সম্মুখস্থ হয়েছে। অধিকন্তু, যে সমস্ত অকুশলের মূল অচ্ছিন্ন রয়েছে, তৎসমস্তেরও মূলোৎপাটন হচ্ছে। এভাবে এই ব্যক্তি ভবিষ্যতে অপরিহানধর্মী হবে।' যেমন, আনন্দ, মনেকর, জলন্ত, প্রজ্জ্বলিত, প্রদীপ্ত কয়লা শুষ্ক তৃণ স্তুপ কিংবা কাষ্ঠ স্তুপে নিক্ষেপ করা হয়েছে। তাহলে কি তুমি অনুমান করবে যে– 'এই জলন্ত অঙ্গারসমূহ বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি ও বিস্তার লাভ করবে?'"

"হ্যাঁ ভন্তে, আমি তদ্রূপই অনুমান করব।"

"যেমন, আনন্দ, তুমি কি মনেকর যে রাত্রির অবসানে সূর্যোদয় হলে অন্ধকার দূরীভূত হওতঃ আলোক প্রাদূর্ভূত হবে?"

"হ্যাঁ ভন্তে,"

"যেমন, আনন্দ, তুমি কি মনেকর যখন মধ্যাহ্নের পর মানুষদের আহারের সময় হয়, তখন সম্পূর্ণরূপে অন্ধকার দূরীভূত হয়ে আলোক প্রাদূর্ভূত হয়?"

"হ্যাঁ ভন্তে,"

ঠিক তদ্রূপ, আনন্দ, আমি কোন কোন ব্যক্তিকে নিজ চিত্তের দ্বারা অবগত হয়ে প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারি যে– 'এই ব্যক্তির নিকট কুশল ও অকুশল উভয় ধর্মই বিদ্যমান।' তারপর অন্য সময়ে একইরূপে তাকে জানতে পারি যে– 'এই ব্যক্তির নিকট হতে অকুশল ধর্ম অন্তর্হিত হয়েছে এবং কুশল ধর্ম সম্মুখস্থ হয়েছে। অধিকন্তু, যে সমস্ত অকুশলের মূল অচ্ছিন্ন রয়েছে, তৎসমস্তেরও মূলোৎপাটন হচ্ছে। এভাবে এই ব্যক্তি ভবিষ্যতে অপরিহানধর্মী হবে।' এরূপেই, আনন্দ, তথাগত ব্যক্তি সত্ত্বাকে নিজ চিত্ত দ্বারা অবগত হন। পুরুষিন্দ্রিয় জ্ঞান সম্পর্কেও নিজ চিত্ত দ্বারা অবগত হয়ে বিদিত থাকেন। এবং ধর্ম বা বিষয়াদির ভবিষ্যত উৎপত্তিও নিজ চিত্ত দ্বারা অবগত হয়ে বিদিত থাকেন।

১১। এক্ষেত্রে, আনন্দ, আমি কোন কোন ব্যক্তিকে নিজ চিত্তের দ্বারা অবগত হয়ে প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারি যে– 'এই ব্যক্তির নিকট কেশাগ্র পরিমাণও

অকুশল ধর্ম বিদ্যমান নাই। এই ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে অনবদ্য শুক্লধর্মে সমৃদ্ধ হয়ে ইহ জীবনেই পরিনির্বাণপ্রাপ্ত হবে।' যেমন, আনন্দ, মনেকর শীতল, নির্বাপিত অঙ্গার শুষ্ক তৃণ কিংবা কাষ্ঠ স্তুপে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। তাহলে তুমি কি অনুমান করবে যে– 'এই কয়লাসমূহ বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি ও বিস্তার লাভ করবে না?'"

"হ্যাঁ ভন্তে, আমি তদ্রূপই অনুমান করব।"

"ঠিক তদ্রূপই, আনন্দ, আমি কোন কোন ব্যক্তিকে নিজ চিত্তের দ্বারা অবগত হয়ে প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারি যে– 'এই ব্যক্তির নিকট কেশাগ্র পরিমাণও অকুশল ধর্ম বিদ্যমান নাই। এই ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে অনবদ্য শুক্লধর্মে সমৃদ্ধ হয়ে ইহ জীবনেই পরিনির্বাণপ্রাপ্ত হবে।' এরূপেই, আনন্দ, তথাগত ব্যক্তি সত্ত্বাকে নিজ চিত্ত দ্বারা অবগত হন। পুরুষিন্দ্রিয় জ্ঞান সম্পর্কেও নিজ চিত্ত দ্বারা অবগত হয়ে বিদিত থাকেন। এবং ধর্ম বা বিষয়াদির ভবিষ্যত উৎপত্তিও নিজ চিত্ত দ্বারা অবগত হয়ে বিদিত থাকেন।

১২। সেক্ষেত্রে, আনন্দ, প্রথম ত্রিবিধ পুদ্গালের মধ্যে একজন অপরিহানধর্মী, একজন পরিহানধর্মী এবং আরেক জন অপায়িক, নারকী। এবং আনন্দ, শেষ তিন জন ব্যক্তির মধ্যে একজন পরিহানধর্মী, একজন অপরিহানধর্মী এবং আরেক জন পরিনির্বানধর্মী।"

পুরুষিন্দ্রিয় জ্ঞান সূত্র সমাপ্ত

(ঝ) নিব্বেধিক সুত্তং- অন্তর্ভেদী সূত্র

৬৩.১। "হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদের অন্তর্ভেদী (বা সূক্ষ পর্যায়) তথা ধর্ম পর্যায় দেশনা করব। তা শ্রবণ কর; উত্তরূপে মনোযোগ দাও। আমি ভাষণ করব।"

"হ্যাঁ ভন্তে,"– বলে সেই ভিক্ষুরা ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলে ভগবান বলতে লাগলেন।–

২। হে ভিক্ষুগণ, সেই সূক্ষ পর্যায় তথা ধর্ম পর্যায় কিরূপ? যথা :

ভিক্ষুগণ, কামসমূহ জ্ঞাতব্য, কাম সমূহের আদি কারণও (উৎপত্তি স্থান) জ্ঞাতব্য, কামাদির পার্থক্যও জানা উচিত, কামসমূহের পরিণাম, কামসমূহের নিরোধ এবং কামসমূহ নিরোধের উপায়ও জ্ঞাতব্য।

ভিক্ষুগণ, বেদনাসমূহ জ্ঞাতব্য, বেদনাসমূহের আদি কারণও (উৎপত্তি স্থান) জ্ঞাতব্য, বেদনাদির পার্থক্যও জানা উচিত, বেদনাসমূহের পরিণাম, বেদনাসমূহের নিরোধ এবং বেদনাসমূহ নিরোধের উপায়ও জ্ঞাতব্য।

ভিক্ষুগণ, সংজ্ঞাসমূহ জ্ঞাতব্য, সংজ্ঞাসমূহের আদি কারণও (উৎপত্তি স্থান) জ্ঞাতব্য, সংজ্ঞাদির পার্থক্যও জানা উচিত, সংজ্ঞাসমূহের পরিণাম, সংজ্ঞাসমূহের নিরোধ এবং সংজ্ঞাসমূহ নিরোধের উপায়ও জ্ঞাতব্য।
ভিক্ষুগণ, আসবসমূহ জ্ঞাতব্য, আসবসমূহের আদি কারণও (উৎপত্তি স্থান) জ্ঞাতব্য, আসবাদির পার্থক্যও জানা উচিত, আসবসমূহের পরিণাম, আসবসমূহের নিরোধ এবং আসবসমূহ নিরোধের উপায়ও জ্ঞাতব্য।
ভিক্ষুগণ, কর্মাদি জ্ঞাতব্য, কর্মসমূহের আদি কারণও (উৎপত্তি স্থান) জ্ঞাতব্য, কর্মাদির পার্থক্যও জানা উচিত, কর্মসমূহের পরিণাম, কর্মসমূহের নিরোধ এবং কর্মসমূহ নিরোধের উপায়ও জ্ঞাতব্য।
ভিক্ষুগণ, দুঃখসমূহ জ্ঞাতব্য, দুঃখসমূহের আদি কারণও (উৎপত্তি স্থান) জ্ঞাতব্য, দুঃখাদির পার্থক্যও জানা উচিত, দুঃখসমূহের পরিণাম, দুঃখসমূহের নিরোধ এবং দুঃখসমূহ নিরোধের উপায়ও জ্ঞাতব্য।
৩। ভিক্ষুগণ, এই যে বলা হয়েছে কামসমূহ জ্ঞাতব্য, কাম সমূহের আদি কারণও (উৎপত্তি স্থান) জ্ঞাতব্য, কামাদির পার্থক্যও জানা উচিত, কামসমূহের পরিণাম, কামসমূহের নিরোধ এবং কামসমূহ নিরোধের উপায়ও জ্ঞাতব্য। তা কিজন্য বলা হয়েছে? ভিক্ষুগণ, কামগুণ পাঁচ প্রকার। যথা : চক্ষু দ্বারা দর্শনযোগ্য রূপ, কর্ণ দ্বারা শ্রবণযোগ্য শব্দ, নাসিকা দ্বারা আঘ্রাণ যোগ্য গন্ধ, জিহ্বা দ্বারা আস্বাদন যোগ্য রস এবং কায় দ্বারা অনুভূতি যোগ্য স্পর্শ। সে সমস্তই ইষ্ঠ, কান্ত, মনোজ্ঞ, প্রিয়রূপ (দৃষ্টির আকর্ষণীয় বস্তু), কামোদ্দীপক এবং প্রলোভনকারী। কিন্তু, ভিক্ষুগণ, এইসব কাম নহে। আর্য-বিনয়ে এসবকে কামগুণ নামে অভিহিত করা হয়।
.....গাথা হবে.....
ভিক্ষুগণ, কামসমূহের আদি কারণ কি? যথা :
ভিক্ষুগণ, স্পর্শই কামসমূহের আদি কারণ।
ভিক্ষুগণ, কামাদির পার্থক্য কি? যথা :
ভিক্ষুগণ, একপ্রকার কাম রূপের প্রতি, শব্দের প্রতি অন্য প্রকার কাম, গন্ধের প্রতি অন্য, রসের প্রতি অন্য এবং স্পর্শের প্রতি অন্য প্রকার কাম (বা ইন্দ্রিয়পরতা) আছে। আর একেই বলা হয় কামাদির পার্থক্য।
ভিক্ষুগণ, কামসমূহের পরিণতি কি? যথা :
ভিক্ষুগণ, পুণ্যভাগী কিংবা অপুণ্যভাগী কামভোগী জন সেই হেতু হতে জাত আত্ম প্রকৃতি লাভ করে। আর একেই বলা হয় কামসমূহের পরিনাম।

ভিক্ষুগণ, কামসমূহের নিরোধ কিরূপ? যথা :
ভিক্ষুগণ, স্পর্শের নিরোধই কামসমূহের নিরোধ হয়। এবং কামাদি নিরোধের উপায় হচ্ছে এই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। যেমন- সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি এবং সম্যক সমাধি।
যেহেতু ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবক এরূপে কামসমূহকে প্রকৃষ্টরূপে জানে, কামাদির আদি কারণ, পার্থক্য, পরিণতি, নিরোধ এবং নিরোধের উপায়ও প্রকৃষ্টরূপে জানে; তাই সে এই অন্তর্ভেদী ব্রহ্মচর্যায় কামসমূহের নিরোধকে প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারে। ভিক্ষুগণ, এই কারণে বলা হয়েছে যে 'কামসমূহ জ্ঞাতব্য, কাম সমূহের আদি কারণও (উৎপত্তি স্থান) জ্ঞাতব্য, কামাদির পার্থক্যও জানা উচিত, কামসমূহের পরিণাম, কামসমূহের নিরোধ এবং কামসমূহ নিরোধের উপায়ও জ্ঞাতব্য।'
৪। ভিক্ষুগণ, বেদনাসমূহ (অনুভূতি) জ্ঞাতব্য, বেদনাসমূহের আদি কারণও (উৎপত্তি স্থান) জ্ঞাতব্য, বেদনাদির পার্থক্যও জানা উচিত, বেদনাসমূহের পরিণাম, বেদনাসমূহের নিরোধ এবং বেদনাসমূহ নিরোধের উপায়ও জ্ঞাতব্য।' তা কিজন্য বলা হয়েছে? ভিক্ষুগণ, বেদনা ত্রিবিধ। যথা : সুখ বেদনা (সুখানুভূতি), দুঃখ বেদনা এবং অদুঃখ-অসুখ বা উপেক্ষা অনুভূতি।
ভিক্ষুগণ, বেদনাসমূহের আদি কারণ কি? যথা :
ভিক্ষুগণ, স্পর্শই হচ্ছে বেদনাদির আদি কারণ।
ভিক্ষুগণ, বেদনাদির পার্থক্য কি? যথা :
ভিক্ষুগণ, আমিষ সুখ বেদনা (আসক্তিপূর্ণ সুখানুভূতি) আছে। নিরামিষ সুখ বেদনাও রয়েছে। আমিষ দুঃখ বেদনা এবং নিরামিষ দুঃখ বেদনা আছে। আবার, আমিষ উপেক্ষা বেদনা ও নিরামিষ উপেক্ষা বেদনাও রয়েছে। আর একই বলা হয় বেদনাদির পার্থক্য।
ভিক্ষুগণ, বেদনাসমূহের পরিণতি কি? যথা :
ভিক্ষুগণ, পুণ্যভাগী কিংবা অপুণ্যভাগী অনুভূতিশীল ব্যক্তি সেই হেতু হতে জাত আত্ম অবস্থা বা প্রকৃতি লাভ করে। একেই বলা হয় বেদনাসমূহের পরিণাম।
ভিক্ষুগণ, বেদনাসমূহের নিরোধ কিরূপ? যথা :
ভিক্ষুগণ, স্পর্শের নিরোধেই বেদনা সমূহের নিরোধ হয়। এবং বেদনাদি নিরোধের উপায় হচ্ছে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। যেমন- সম্যক দৃষ্টি, সম্যক

সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি এবং সম্যক সমাধি।

যেহেতু ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবক এরূপে বেদনাসমূহকে প্রকৃষ্টরূপে জানে, বেদনাদির আদি কারণ, পার্থক্য, পরিণতি, নিরোধ এবং নিরোধের উপায়ও প্রকৃষ্টরূপে জানে; তাই সে এই অন্তর্ভেদী ব্রহ্মচর্যায় বেদনাসমূহের নিরোধকে প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারে। ভিক্ষুগণ, এই কারণে বলা হয়েছে যে 'বেদনাসমূহ জ্ঞাতব্য, বেদনাসমূহের আদি কারণও (উৎপত্তি স্থান) জ্ঞাতব্য, বেদনাদির পার্থক্যও জানা উচিত, বেদনাসমূহের পরিণাম, বেদনাসমূহের নিরোধ এবং বেদনাসমূহ নিরোধের উপায়ও জ্ঞাতব্য।'

৫। ভিক্ষুগণ, সংজ্ঞাসমূহ জ্ঞাতব্য, সংজ্ঞাসমূহের আদি কারণও (উৎপত্তি স্থান) জ্ঞাতব্য, সংজ্ঞাদির পার্থক্যও জানা উচিত, সংজ্ঞাসমূহের পরিণাম, সংজ্ঞাসমূহের নিরোধ এবং সংজ্ঞাসমূহ নিরোধের উপায়ও জ্ঞাতব্য।' তা কিজন্য বলা হয়েছে? ভিক্ষুগণ, সংজ্ঞা ছয় প্রকার। যথা : রূপ সংজ্ঞা, শব্দ সংজ্ঞা, গন্ধ সংজ্ঞা, রস সংজ্ঞা, স্পর্শ সংজ্ঞা, এবং ধর্ম সংজ্ঞা।

ভিক্ষুগণ, সংজ্ঞাসমূহের উৎপত্তিস্থল তথা আদি কারণ কি? যথা :

ভিক্ষুগণ, স্পর্শ হচ্ছে সংজ্ঞাসমূহের আদি কারণ।

ভিক্ষুগণ, সংজ্ঞাসমূহের পার্থক্য কি? যথা :

ভিক্ষুগণ, রূপের প্রতি পৃথক সংজ্ঞা, শব্দের প্রতিও পৃথক সংজ্ঞা, এভাবে গন্ধ, রস, স্পর্শ ও ধর্মের (বা মন দ্বারা বিজ্ঞাত বিষয়) প্রতিও পৃথক পৃথক সংজ্ঞা হয়। আর একেই বলা হয় সংজ্ঞাসমূহের পার্থক্য।

ভিক্ষুগণ, সংজ্ঞাসমূহের পরিনাম কি? যথা :

ভিক্ষুগণ, বোহার বা অভ্যাসের পরিণামকে আমি সংজ্ঞা বলি। যেমন কেউ কোন কিছু জ্ঞাত হলে, সে অন্যকে বলে যে 'আমি এরূপ সংজ্ঞী।' একেই বলা হয় সংজ্ঞাদির পরিনাম।

ভিক্ষুগণ, সংজ্ঞাসমূহের নিরোাধ কিরূপ? যথা :

ভিক্ষুগণ, স্পর্শের নিরোধেই সংজ্ঞাসমূহের নিরোধ হয়। এবং সংজ্ঞাসমূহ নিরোধের উপায় হচ্ছে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। যেমন- সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি এবং সম্যক সমাধি।

যেহেতু ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবক এরূপে সংজ্ঞাসমূহকে প্রকৃষ্টরূপে জানে, সংজ্ঞাদির আদি কারণ, পার্থক্য, পরিণতি, নিরোধ এবং নিরোধের উপায়ও

প্রকৃষ্টরূপে জানে; তাই সে এই অন্তর্ভেদী ব্রহ্মচর্যায় সংজ্ঞাসমূহের নিরোধকে প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারে। ভিক্ষুগণ, এই কারণে বলা হয়েছে যে 'সংজ্ঞাসমূহ জ্ঞাতব্য, সংজ্ঞাসমূহের আদি কারণও (উৎপত্তি স্থান) জ্ঞাতব্য, সংজ্ঞাদির পার্থক্যও জানা উচিত, সংজ্ঞাসমূহের পরিণাম, সংজ্ঞাসমূহের নিরোধ এবং সংজ্ঞাসমূহ নিরোধের উপায়ও জ্ঞাতব্য।'

৬। ভিক্ষুগণ, আসবসমূহ জ্ঞাতব্য, আসবসমূহের আদি কারণও জ্ঞাতব্য, আসবাদির পার্থক্যও জানা উচিত, আসবসমূহের পরিণাম, আসবসমূহের নিরোধ এবং আসবসমূহ নিরোধের উপায়ও জ্ঞাতব্য।' তা কিজন্য বলা হয়েছে? ভিক্ষুগণ, আসব তিন প্রকার। যথা : কাম আসব, ভব আসব, এবং অবিদ্যা আসব।

ভিক্ষুগণ, আসবসমূহের আদি কারণ কি? যথা :

ভিক্ষুগণ, অবিদ্যাই আসবসমূহের আদি কারণ।

ভিক্ষুগণ, আসবসমূহের পার্থক্য কি? যথা :

ভিক্ষুগণ, কোন কোন আসব আছে যা নিরয় গমনের কারণ হয়, কোন কোন আস্রবের জন্য তীর্যক গতি হয়, কোন কোন আস্রবের জন্য প্রেত গতি হয়, কোন কোন আসব আছে যদ্দরুণ মনুষ্য গতি লাভ হয় এবং কোন কোন আসব আছে যা দেবলোকে গমনের কারণ হয়। একেই বলা হয় আসবসমূহের পার্থক্য।

ভিক্ষুগণ, আসবসমূহের পরিণতি কি? যথা :

ভিক্ষুগণ, পুণ্যভাগী কিংবা অপুণ্যভাগী অবিদ্যাচ্ছন্ন ব্যক্তি সেই হেতু হতে জাত আত্ম-প্রকৃতি লাভ করে। একেই বলা হয় আসবসমূহের পরিণাম।

ভিক্ষুগণ, আসবসমূহের নিরোধ কিরূপ? যথা :

ভিক্ষুগণ, অবিদ্যার নিরোধেই আসবসমূহের নিরোধ হয়। এবং আসবসমূহ নিরোধের উপায় হচ্ছে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। যেমন- সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি এবং সম্যক সমাধি।

যেহেতু ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবক এরূপে আসবসমূহকে প্রকৃষ্টরূপে জানে, আসবসমূহের আদি কারণ, পার্থক্য, পরিণতি, নিরোধ এবং নিরোধের উপায়ও প্রকৃষ্টরূপে জানে; তাই সে এই অন্তর্ভেদী ব্রহ্মচর্যায় আসবসমূহের নিরোধকে প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারে। ভিক্ষুগণ, এই কারণে বলা হয়েছে যে 'আসবসমূহ জ্ঞাতব্য, আসবসমূহের আদি কারণও (উৎপত্তি স্থান) জ্ঞাতব্য,

আসবাদির পার্থক্যও জানা উচিত, আসবসমূহের পরিণাম, আসবসমূহের নিরোধ এবং আসবসমূহ নিরোধের উপায়ও জ্ঞাতব্য।'

৭। ভিক্ষুগণ, কর্মাদি জ্ঞাতব্য, কর্মসমূহের আদি কারণও (উৎপত্তি স্থান) জ্ঞাতব্য, কর্মাদির পার্থক্যও জানা উচিত, কর্মসমূহের পরিণাম, কর্মসমূহের নিরোধ এবং কর্মসমূহ নিরোধের উপায়ও জ্ঞাতব্য।' তা কিজন্য বলা হয়েছে? ভিক্ষুগণ, আমি চেতনাকেই কর্ম বলি। কারও কোন চেতনা জাগ্রত হলেই সে কায়-বাক্য ও মনের দ্বারা কর্ম সম্পাদন করে।

ভিক্ষুগণ, কর্মসমূহের আদি কারণ কি? যথা :

ভিক্ষুগণ, স্পর্শই হচ্ছে কর্মাদির আদি কারণ।

ভিক্ষুগণ, কর্মাদির পার্থক্য কি? যথা :

ভিক্ষুগণ, কোন কোন কর্মের কারণে নরক যাতনা ভোগ করতে হয়, কোন কোন কর্মের কারণে তীর্যক কুলে জন্ম হতে হয়, কোন কোন কর্মের কারণে প্রেত জন্ম লাভ হয়, কোন কোন কর্মের দরুণ মনুষ্য লোকে জন্ম হতে হয় এবং কোন কোন কর্ম দেবলোকে উৎপত্তির কারণ হয়। এক বলা হয় কর্মাদির পার্থক্য।

ভিক্ষুগণ, কর্মাদির পরিণতি কি? যথা :

ভিক্ষুগণ, আমি কর্মাদির ত্রিবিধ পরিণতির কথা ঘোষণা করি। যথা : কোন কোন কর্মের ফল ইহ জীবনেই দিবে, নয়তো অপর সময়ে বিপাক প্রদান করবে, কিংবা অনুক্রমে ফল দিবে। একে বলা হয় কর্মাদির পরিণাম।

ভিক্ষুগণ, কর্মাদির নিরোধ কিরূপ? যথা :

স্পর্শের নিরোধেই কর্মাদির নিরোধ হয়। আর কর্মাদি নিরোধের উপায় হচ্ছে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। যেমন- সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি এবং সম্যক সমাধি।

যেহেতু ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবক এরূপে কর্মসমূহকে প্রকৃষ্টরূপে জানে, কর্মসমূহের আদি কারণ, পার্থক্য, পরিণতি, নিরোধ এবং নিরোধের উপায়ও প্রকৃষ্টরূপে জানে; তাই সে এই অন্তর্ভেদী ব্রহ্মচর্যায় কর্মসমূহের নিরোধকে প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারে। ভিক্ষুগণ, এই কারণে বলা হয়েছে যে 'কর্মসমূহ জ্ঞাতব্য, কর্মসমূহের আদি কারণও (উৎপত্তি স্থান) জ্ঞাতব্য, কর্মাদির পার্থক্যও জানা উচিত, কর্মসমূহের পরিণাম, কর্মসমূহের নিরোধ এবং কর্মসমূহ নিরোধের উপায়ও জ্ঞাতব্য।'

৮। ভিক্ষুগণ, দুঃখসমূহ জ্ঞাতব্য, দুঃখসমূহের আদি কারণও (উৎপত্তি স্থান)

জ্ঞাতব্য, দুঃখাদির পার্থক্যও জানা উচিত, দুঃখসমূহের পরিণাম, দুঃখসমূহের নিরোধ এবং দুঃখসমূহ নিরোধের উপায়ও জ্ঞাতব্য।' তা কিজন্য বলা হয়েছে? ভিক্ষুগণ, জন্ম দুঃখ, জরা দুঃখ, ব্যাধিও দুঃখ, মৃত্যু দুঃখ, শোক-পরিদেবন দুঃখ, দৌর্মনস্য (মানসিক বিষাদ) ও উপায়াস (মানসিক যন্ত্রণা) দুঃখ, যা আকাঙ্খা করা হয় তা অলাভে দুঃখ এবং সংক্ষেপে পঞ্চ উপাদান স্কন্ধই দুঃখ।

ভিক্ষুগণ, দুঃখের আদি কারণ কি? যথা :

ভিক্ষুগণ, তৃষ্ণাই দুঃখের আদি কারণ।

ভিক্ষুগণ, দুঃখের পার্থক্য কি? যথা :

ভিক্ষুগণ, অধিক মাত্রায় দুঃখ রয়েছে, অল্পমাত্র বা অকিঞ্চিৎকর দুঃখও আছে, ধীরে ধীরে পরিবর্তন হয় এরূপ দুঃখ আছে এবং দ্রুত পরিবর্তন হয় এরূপ দুঃখও রয়েছে। একে বলা হয় দুঃখের পার্থক্য।

ভিক্ষুগণ, দুঃখের পরিণতি বা বিপাক কি? যথা :

ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে, কোন কোন ব্যক্তি যেই দুঃখের দ্বারা অভিভূত, নিঃশেষিত চিত্ত হয়ে শোক করে, অবসন্ন হয়, পরিদেবন করে, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করে, সম্মোহ প্রাপ্ত হয়; সে সেই দুঃখের দ্বারা অভিভূত ও নিঃশেষিত চিত্ত হয়ে অন্যত্র তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়ায় যে 'আমার এই দুঃখের সমাপ্তি বা নিরোধ সম্পর্কে এক পদ বা দুই পদ মাত্রও কে জানে?' ভিক্ষুগণ, আমি এই সম্মোহ অবস্থা ও অন্বেষণ অবস্থাকেই দুঃখ বলি। একেই বলা হয় দুঃখের বিপাক বা পরিণতি।

ভিক্ষুগণ, দুঃখ নিরোধ কিরূপ? যথা :

ভিক্ষুগণ, তৃষ্ণা নিরোধেই দুঃখের নিরোধ হয়। আর দুঃখ নিরোধের উপায় হচ্ছে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। যেমন- সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি এবং সম্যক সমাধি। যেহেতু ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবক এরূপে দুঃখসমূহকে প্রকৃষ্টরূপে জানে, দুঃখসমূহের আদি কারণ, পার্থক্য, পরিণতি, নিরোধ এবং নিরোধের উপায়ও প্রকৃষ্টরূপে জানে; তাই সে এই অন্তর্ভেদী ব্রহ্মচর্যায় দুঃখসমূহের নিরোধকে প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারে। ভিক্ষুগণ, এই কারণে বলা হয়েছে যে 'দুঃখসমূহ জ্ঞাতব্য, দুঃখসমূহের আদি কারণও (উৎপত্তি স্থান) জ্ঞাতব্য, দুঃখাদির পার্থক্যও জানা উচিত, দুঃখসমূহের পরিণাম, দুঃখসমূহের নিরোধ এবং দুঃখসমূহ নিরোধের উপায়ও জ্ঞাতব্য।'

হে ভিক্ষুগণ, ইহা হচ্ছে সেই অন্তর্ভেদী বা সূক্ষ্ম পর্যায় তথা ধর্মপর্যায়।"

অন্তর্ভেদী সূত্র সমাপ্ত

(ঞ) সীহনাদ সুত্তং- সিংহনাদ সূত্র

৬৪.১। "ভিক্ষুগণ, ছয় প্রকার বল বা ক্ষমতা আছে; যে সমস্ত বলে সমৃদ্ধ তথাগত শ্রেষ্ঠ স্থান বিশেষভাবে জ্ঞাত থাকেন, পরিষদের মধ্যে সিংহনাদের ন্যায় নিনাদ করেন এবং ব্রহ্মচক্র প্রবর্তন করেন। সেই ছয় প্রকার বল কী কী? যথা :

২। এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, তথাগত স্থানকে স্থানরূপে যথার্থভাবে জানেন। এবং অস্থানকেও অস্থানরূপে যথার্থভাবে জানেন। ভিক্ষুগণ, এই যে তথাগত স্থানকে স্থানরূপে এবং অস্থানকে অস্থানরূপে যথার্থভাবে জানেন; ইহাও হচ্ছে তথাগতের বল বা ক্ষমতা। যে ক্ষমতার দরুণ তথাগত শ্রেষ্ঠ স্থান বিশেষভাবে জ্ঞাত থাকেন, পরিষদের মধ্যে সিংহনাদের ন্যায় নিনাদ করেন এবং ব্রহ্মচক্র প্রবর্তন করেন।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, তথাগত অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের যেকোনো বিষয়ে কর্ম প্রাপ্তির হেতু-প্রত্যয়সহ বিপাক যথার্থরূপে জানেন। ভিক্ষুগণ, এই যে তথাগত অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের যেকোনো বিষয়ে কর্মপ্রাপ্তির (সমাদানানং) হেতু-প্রত্যয়সহ বিপাক যথার্থরূপে জানেন ইহাও হচ্ছে তথাগতের বল বা ক্ষমতা। যে ক্ষমতার দরুণ তথাগত শ্রেষ্ঠ স্থান বিশেষভাবে জ্ঞাত থাকেন, পরিষদের মধ্যে সিংহনাদের ন্যায় নিনাদ করেন এবং ব্রহ্মচক্র প্রবর্তন করেন।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, তথাগত ধ্যান, বিমোক্ষ, সমাধি ও সমাপত্তির সংক্লেশ (হানিকর ধর্ম), পবিত্রতা (বিসেসভাগীয় ধর্ম), এবং উত্থানকে যথার্থরূপে জানেন। ভিক্ষুগণ, এই যে তথাগত ধ্যান, বিমোক্ষ, সমাধি ও সমাপত্তির সংক্লেশ (হানিকর ধর্ম), পবিত্রতা (বিসেসভাগীয় ধর্ম), এবং উত্থানকে যথার্থরূপে জানেন ইহাও হচ্ছে তথাগতের বল বা ক্ষমতা। যে ক্ষমতার দরুণ তথাগত শ্রেষ্ঠ স্থান বিশেষভাবে জ্ঞাত থাকেন, পরিষদের মধ্যে সিংহনাদের ন্যায় নিনাদ করেন এবং ব্রহ্মচক্র প্রবর্তন করেন।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, তথাগত বহু প্রকারে বহুবিধ পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করেন। যেমন- এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন জন্ম, চার জন্ম, পাঁচ জন্ম, দশ জন্ম, বিশ জন্ম, ত্রিশ জন্ম, চলিশ জন্ম, পঞ্চাশ জন্ম, শত জন্ম, সহস্র জন্ম, শত-সহস্র (লক্ষ) জন্ম, এমনকি বহু সংবর্ত কল্প, বহু বিবর্ত কল্প, বহু সংবর্ত-বিবর্ত

কল্পে অমুক জন্মে আমার এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এইরূপ আহার, এইরূপ ছিল সুখ-দুঃখ ভোগ, এই পরিমাণ ছিল আয়ু। সেখান হতে চ্যুত হয়ে ঐ স্থানে জন্ম গ্রহণ করেছি। সেখানেও এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এইরূপ আহার, এইরূপ ছিল সুখ-দুঃখ ভোগ, এই পরিমাণ ছিল আয়ু। আবার সেই স্থান হতে চ্যুত হয়ে এখানে জন্ম হয়েছি।'Íএই প্রকারে আকার ও গতিসহ বহুবিধ পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করতে পারেন। ভিক্ষুগণ, এই যে তথাগত বহু প্রকারে বহুবিধ পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করেন। যেমন- এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন জন্ম, চার জন্ম, পাঁচ জন্ম, দশ জন্ম, বিশ জন্ম, ত্রিশ জন্ম, চলিশ জন্ম, পঞ্চাশ জন্ম, শত জন্ম, সহস্র জন্ম, শত-সহস্র (লক্ষ) জন্ম, এমনকি বহু সংবর্ত কল্প, বহু বিবর্ত কল্প, বহু সংবর্ত-বিবর্ত কল্পে অমুক জন্মে আমার এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এইরূপ আহার, এইরূপ ছিল সুখ-দুঃখ ভোগ, এই পরিমাণ ছিল আয়ু। সেখান হতে চ্যুত হয়ে ঐ স্থানে জন্ম গ্রহণ করেছি। সেখানেও এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এইরূপ আহার, এইরূপ ছিল সুখ-দুঃখ ভোগ, এই পরিমাণ ছিল আয়ু। আবার সেই স্থান হতে চ্যুত হয়ে এখানে জন্ম হয়েছি।'Íএই প্রকারে আকার ও গতিসহ বহুবিধ পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করতে পারেন; ইহাও হচ্ছে তথাগতের বল বা ক্ষমতা। যে ক্ষমতার দরুণ তথাগত শ্রেষ্ঠ স্থান বিশেষভাবে জ্ঞাত থাকেন, পরিষদের মধ্যে সিংহনাদের ন্যায় নিনাদ করেন এবং ব্রহ্মচক্র প্রবর্তন করেন।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, তথাগত বিশুদ্ধ, লোকাতীত দিব্যচক্ষুর দ্বারা হীন-প্রণীত, সুবর্ণ-দুর্বর্ণ, সুগত-দুর্গত সত্ত্বদেরকে চ্যুতির সময় ও উৎপত্তির সময় দেখতে পান। তথাগত তাদের এরূপে জানতে পারেন যে 'এই সকল সত্ত্বগণ কায়-বাক্য ও মন দুশ্চরিত্র সমন্বিত, আর্যগণের নিন্দুক, মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন, মিথ্যাদৃষ্টি সম্ভূত কর্ম পরিগ্রাহী হওয়ার দরুণ দেহান্তে বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়েছেন। পক্ষান্তরে, এই সকল সত্ত্বগণ কায়-বাক্য ও মন সুচরিত সমন্বিত, আর্যগণের প্রশংসাকারী, সম্যকদৃষ্টি পরায়ণ, সম্যকদৃষ্টি জাত কর্ম সম্পাদন করার ফলে কায় ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়েছেন। স্ব-স্ব কর্মানুসারে গতি প্রাপ্ত, হীনোৎকৃষ্ট, সুবর্ণ-দুর্বর্ণ, সুগত-দুর্গত সত্ত্বদের চ্যুতি ও উৎপত্তির সময় বিশুদ্ধ, লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা তথাগত প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত হন। ভিক্ষুগণ, এই যে তথাগত বিশুদ্ধ, লোকাতীত দিব্যচক্ষুর দ্বারা হীন-প্রণীত, সুবর্ণ-দুর্বর্ণ, সুগত-দুর্গত সত্ত্বদেরকে চ্যুতির সময় ও উৎপত্তির সময় দেখতে পান। তথাগত তাদের এরূপে জানতে পারেন যে 'এই সকল সত্ত্বগণ

কায়-বাক্য ও মন দুশ্চরিত্র সমন্বিত, আর্যগণের নিন্দুক, মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন, মিথ্যাদৃষ্টি সম্ভূত কর্ম পরিগ্রাহী হওয়ার দরুণ দেহান্তে বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়েছেন। পক্ষান্তরে, এই সকল সত্ত্বগণ কায়-বাক্য ও মন সুচরিত সমন্বিত, আর্যগণের প্রশংসাকারী, সম্যকদৃষ্টি পরায়ণ, সম্যকদৃষ্টি জাত কর্ম সম্পাদন করার ফলে কায় ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়েছেন। স্ব-স্ব কর্মানুসারে গতি প্রাপ্ত, হীনোৎকৃষ্ট, সুবর্ণ-দুর্বর্ণ, সুগত-দুর্গত সত্ত্বদের চ্যুতি ও উৎপত্তির সময় বিশুদ্ধ, লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা তথাগত প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত হন; ইহাও হচ্ছে তথাগতের বল বা ক্ষমতা। যে ক্ষমতার দরুণ তথাগত শ্রেষ্ঠ স্থান বিশেষভাবে জ্ঞাত থাকেন, পরিষদের মধ্যে সিংহনাদের ন্যায় নিনাদ করেন এবং ব্রহ্মচক্র প্রবর্তন করেন।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, তথাগত ইহ জীবনেই আসব ক্ষয়ে অনাসব এবং স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি প্রত্যক্ষ করে, লাভ করে অবস্থান করেন। ভিক্ষুগণ, এই যে তথাগত ইহ জীবনেই আসব ক্ষয়ে অনাসব এবং স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি প্রত্যক্ষ করে, লাভ করে অবস্থান করেন; ইহাও হচ্ছে তথাগতের বল বা ক্ষমতা। যে ক্ষমতার দরুণ তথাগত শ্রেষ্ঠ স্থান বিশেষভাবে জ্ঞাত থাকেন, পরিষদের মধ্যে সিংহনাদের ন্যায় নিনাদ করেন এবং ব্রহ্মচক্র প্রবর্তন করেন।

ভিক্ষুগণ, এই ছয় প্রকার হচ্ছে তথাগত বল। যে সমস্ত বলে সমৃদ্ধ তথাগত শ্রেষ্ঠ স্থান বিশেষভাবে জ্ঞাত থাকেন, পরিষদের মধ্যে সিংহনাদের ন্যায় নিনাদ করেন এবং ব্রহ্মচক্র প্রবর্তন করেন।

৩। তথায়, ভিক্ষুগণ, স্থান বা অস্থানের উপর তথাগতের জ্ঞানের দরুণ যদি অপরেরা তথাগতের নিকট উপস্থিত হয়ে তথাগতকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, তবে তথাগত যেরূপ যেরূপ স্থান বা অস্থানের সম্পর্কে যথাভূত জ্ঞানে বিদিত; ঠিক সেরূপ সেরূপেই তাদের জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর যথাভূত জ্ঞানের দ্বারা ব্যাখ্যা করেন।

তথায়, ভিক্ষুগণ, তথাগত অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের যেকোনো বিষয়ে কর্ম প্রাপ্তির হেতু-প্রত্যয়সহ বিপাক যথার্থরূপে জানেন। তখন যদি অন্যরা তথাগতের নিকট উপস্থিত হয়ে তথাগতকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, তাহলে তথাগত যেরূপ যেরূপ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতে যেকোনো বিষয়ে কর্ম প্রাপ্তির হেতু-প্রত্যয়সহ বিপাক সম্বন্ধে জানেন; ঠিক সেরূপ সেরূপেই তাদের জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর যথাভূত জ্ঞানের দ্বারা ব্যাখ্যা করেন।

তথায়, ভিক্ষুগণ, তথাগত ধ্যান, বিমোক্ষ, সমাধি, সমাপত্তির সংক্লেশ, পবিত্রতা এবং উত্থান সম্বন্ধে যথার্থরূপে জানেন। তখন যদি অন্যরা তথাগতের নিকট উপস্থিত হয়ে তথাগতকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, তাহলে তথাগত যেরূপ যেরূপ ধ্যান, বিমোক্ষ, সমাধি, সমাপত্তির সংক্লেশ, পবিত্রতা এবং উত্থান সম্বন্ধে যথার্থরূপে জানেন; ঠিক সেরূপ সেরূপেই তাদের জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর যথাভূত জ্ঞানের দ্বারা ব্যাখ্যা করেন।

তথায়, ভিক্ষুগণ, তথাগত পূর্ব নিবাস সম্পর্কে যথার্থরূপে জানেন। তখন যদি অন্যরা তথাগতের নিকট উপস্থিত হয়ে তথাগতকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, তাহলে তথাগত যেরূপ যেরূপ পূর্ব নিবাস সম্পর্কে যথার্থরূপে জানেন; ঠিক সেরূপ সেরূপেই তাদের জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর যথাভূত জ্ঞানের দ্বারা ব্যাখ্যা করেন।

তথায়, ভিক্ষুগণ, তথাগত সত্ত্বগণের চ্যুতি-উৎপত্তি সম্পর্কে যথার্থরূপে জানেন। তখন যদি অন্যরা তথাগতের নিকট উপস্থিত হয়ে তথাগতকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, তাহলে তথাগত যেরূপ যেরূপ সত্ত্বগণের চ্যুতি-উৎপত্তি সম্পর্কে যথার্থরূপে জানেন; ঠিক সেরূপ সেরূপেই তাদের জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর যথাভূত জ্ঞানের দ্বারা ব্যাখ্যা করেন।

তথায়, ভিক্ষুগণ, তথাগত ইহ জীবনেই আসব ক্ষয়ে অনাসব এবং স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি প্রত্যক্ষ করে, লাভ করে অবস্থান করেন এবং তৎসম্বন্ধে জানেন। তখন যদি অন্যরা তথাগতের নিকট উপস্থিত হয়ে তথাগতকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, তাহলে তথাগত যেরূপ যেরূপ ইহ জীবনেই আসব ক্ষয়ে অনাসব এবং স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি প্রত্যক্ষ করে, লাভ করে অবস্থান করেন এবং তৎসম্বন্ধে জানেন; ঠিক সেরূপ সেরূপেই তাদের জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর যথাভূত জ্ঞানের দ্বারা ব্যাখ্যা করেন।

তথায়, ভিক্ষুগণ, এই যে স্থানকে স্থানরূপে এবং অস্থানকে অস্থানরূপে যথাভূত জ্ঞান, আমি বলি তা সমাহিতেরই (সম্পত্তি) অসমাহিতের নয়। এই যে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের যেকোনো বিষয়ে কর্ম প্রাপ্তির হেতু-প্রত্যয়সহ বিপাক সম্বন্ধে যথাভূত জ্ঞান; আমি বলি তা শুধুমাত্র সমাহিতেরই সম্পত্তি, অসমাহিতের নয়। এই যে ধ্যান, বিমোক্ষ, সমাধি ও সমাপত্তির সংক্লেশ, পবিত্রতা এবং উত্থান সম্বন্ধে যথাভূত জ্ঞান; আমি বলি তা শুধুমাত্র সমাহিতেরই সম্পত্তি, অসমাহিতের নয়। এই যে পূর্ব নিবাস সম্বন্ধীয়

যথাভূত জ্ঞান; আমি বলি তা সমাহিতেরই, অসমাহিতের নয়। এই যে সত্ত্বগণের চ্যুতি-উৎপত্তি সম্বন্ধীয় জ্ঞান; আমি বলি তা শুধুমাত্র সমাহিত জনেরই সম্পত্তি, অসমাহিতের নহে। এই যে আসবসমূহ ক্ষয়কর জ্ঞান; আমি বলি তা শুধুমাত্র সমাহিত জনেরই সম্পত্তি, অসমাহিত জনের নয়। ভিক্ষুগণ, এরূপেই সমাধি হচ্ছে মার্গ আর অসমাধি হচ্ছে অমার্গ।"

সিংহনাদ সূত্র সমাপ্ত

মহাবর্গ সমাপ্ত

তস্সুদ্দানং- সূত্রসূচি

সোণ, ফগ্গুন, ষড়ভিজাতি, আর আসব সূত্র,
দারুকর্মিক ও হস্তী শারিপুত্র হলো বিবৃত;
মধ্য সূত্র আরও পুরুষ ইন্দ্রিয় জ্ঞান সূত্র,
অন্তর্ভেদী, সিংহনাদ যুক্তে মহাবর্গ সমাপ্ত।

৭. দেবতা বর্গ

(ক) অনাগামি ফল সুত্তং- অনাগামী ফল সূত্র

৬৫.১। হে ভিক্ষুগণ, কোন কেউ ছয়টি বিষয় ত্যাগ না করে অনাগামী ফল সম্যকরূপে উপলব্ধি করতে অক্ষম। সেই ছয় প্রকার কী কী? যথা :

২। অশ্রদ্ধা, নির্লজ্জতা, নির্ভয়তা, অলসতা, অমনোযোগীতা এবং দুষ্প্রাজ্ঞতা। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি বিষয় ত্যাগ না করে অনাগামী ফল সম্যকরূপে উপলব্ধি করতে অক্ষম।

৩। ভিক্ষুগণ, কোন কেউ ছয়টি বিষয় ত্যাগ করে অনাগামী ফল সম্যকরূপে উপলব্ধি করতে সক্ষম। সেই ছয় প্রকার কী কী? যথা :

৪। অশ্রদ্ধা, নির্লজ্জতা, নির্ভয়তা, অলসতা, অমনোযোগীতা এবং দুষ্প্রাজ্ঞতা। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি বিষয় ত্যাগ করে অনাগামী ফল সম্যকরূপে উপলব্ধি করতে সক্ষম।

অনাগামী ফল সূত্র সমাপ্ত

(খ) অরহত্ত সুত্তং- অর্হত্ত্ব সূত্র

৬৬.১। "হে ভিক্ষুগণ, কোন কেউ ছয়টি বিষয় ত্যাগ না করে অর্হত্ত্ব সম্যকরূপে উপলব্ধি করতে অক্ষম। সেই ছয় প্রকার কী কী? যথা :

২। আলস্য-তন্দ্রা, ঔদ্ধত্ব, মনস্তাপ, অশ্রদ্ধা এবং প্রমাদ। এই ছয়টি বিষয় ত্যাগ না করে কোন কেউ অর্হত্ত্ব সম্যকরূপে উপলব্ধি করতে অক্ষম।

৩। ভিক্ষুগণ, কোন কেউ ছয়টি বিষয় ত্যাগ করে অর্হত্ত্ব সম্যকরূপে উপলব্ধি করতে সক্ষম। সেই ছয় প্রকার কী কী? যথা :

৪। আলস্য-তন্দ্রা, ঔদ্ধত্ব, মনস্তাপ, অশ্রদ্ধা এবং প্রমাদ। এই ছয়টি বিষয় ত্যাগ করে কোন কেউ অর্হত্ত্ব সম্যকরূপে উপলব্ধি করতে সক্ষম।"

অর্হত্ত্ব সূত্র সমাপ্ত

(গ) মিত্ত সুত্তং- মিত্র সূত্র

৬৭.১। "হে ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু পাপী মিত্র, পাপী সহায়, পাপী সঙ্গী হয়ে পাপী মিত্রদের সাহচর্যে অবস্থান করার সময়, ভজনা ও শ্রদ্ধা করার সময় এবং তাদের দেখাদেখি আচরণ শিক্ষা করার সময় উত্তম আচরণ যুক্ত ধর্মাদি পরিপূর্ণ করবে, তা অসম্ভব। উত্তম আচরণ যুক্ত ধর্ম পরিপূর্ণ না করে শৈক্ষ্যধর্ম পূর্ণ করবে, তা অসম্ভব। শৈক্ষ্যধর্ম পরিপূর্ণ না করে শীলাদি পরিপূর্ণ করবে, তা অসম্ভব। শীলাদি পরিপূর্ণ না করে কামরাগ, বা রূপরাগ কিংবা অরূপরাগ পরিত্যাগ করবে, তা অসম্ভব।

২। ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু কল্যাণমিত্র, কল্যাণ সহায়, কল্যাণ সঙ্গী হয়ে কল্যাণ মিত্রদের সাহচর্যে অবস্থান করার সময়, ভজনা ও শ্রদ্ধা করার সময় এবং তাদের দেখাদেখি আচরণ শিক্ষা করার সময় উত্তম আচরণ যুক্ত ধর্মাদি পরিপূর্ণ করবে, তা সম্ভব। উত্তম আচরণযুক্ত ধর্ম পরিপূর্ণ করে শৈক্ষ্যধর্ম পূর্ণ করবে, তা সম্ভব। শৈক্ষ্যধর্ম পরিপূর্ণ করে শীলাদি পরিপূর্ণ করবে, তা সম্ভব। শীলাদি পরিপূর্ণ করে কামরাগ বা রূপরাগ কিংবা অরূপরাগ পরিত্যাগ করবে, তা সম্ভব।"

মিত্র সূত্র সমাপ্ত

(ঘ) সঙ্গনিকারাম সুত্তং- সঙ্গপ্রিয় সূত্র

৬৮.১। "হে ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু সঙ্গপ্রিয়, সামাজিক আনন্দোপভোগী, সামাজিক সঙ্গানন্দে আসক্ত, জনতা প্রেমী, জনসংস্রবে আনন্দলাভী এবং জনপ্রীতি সম্পন্ন হয়ে একাকী প্রবিবেক বা নির্জনতায় অভিরমিত হবে, তা অসম্ভব। একাকী নির্জনতায় অভিরমিত না হয়ে চিত্তের নিমিত্ত গ্রহণ করবে, তা অসম্ভব। চিত্তের নিমিত্ত গ্রহণ না করে সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হবে, তা অসম্ভব। সম্যক দৃষ্টি সম্পন্ন না হয়ে সম্যক সমাধি অর্জন করবে, তা অসম্ভব। সম্যক সমাধি অর্জন না করে সংযোজন সমূহ পরিত্যাগ করবে, তা অসম্ভব। সংযোজন সমূহ ত্যাগ না করে নির্বাণ সম্যকভাবে উপলব্ধি করবে, তা অসম্ভব।

২। ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু সঙ্গপ্রিয় নয়, সামাজিক আনন্দোপভোগী নয়, সামাজিক সঙ্গানন্দে অনাসক্ত, জনতাপ্রেমী নয়, জনসংস্রবে আনন্দলাভী নয় এবং জনপ্রীতি হীন; সে একাকী প্রবিবেক বা নির্জনতায় অভিরমিত হবে, তা সম্ভব। একাকী নির্জনতায় অভিরমিত হয়ে চিত্তের নিমিত্ত গ্রহণ করবে, তা সম্ভব। চিত্তের নিমিত্ত গ্রহণ করে সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হবে, তা সম্ভব। সম্যক দৃষ্টি সম্পন্ন হয়ে সম্যক সমাধি অর্জন করবে, তা সম্ভব। সম্যক সমাধি অর্জন করে সংযোজনসমূহ পরিত্যাগ করবে, তা সম্ভব। সংযোজন সমূহ ত্যাগ করে নির্বাণসম্যকভাবে উপলব্ধি করবে, তা সম্ভব।"

সঙ্গপ্রিয় সূত্র সমাপ্ত

(ঙ) দেবতা সুত্তং- দেবতা সূত্র

৬৯.১। অতঃপর জনৈক দেবতা রাত্রির শেষভাগে কমনীয়রূপে সমগ্র জেতবন উদ্ভাসিত করে ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে এক পার্শ্বে দাড়ালেন। অতঃপর এক পাশে স্থিত হয়ে সেই দেবতা ভগবানকে এরূপ বললেন :

২। "হে ভন্তে, ছয় প্রকার ধর্ম ভিক্ষুর অপরিহানির জন্য চালিত হয়। সেই ছয় প্রকার ধর্ম সমূহ কী কী? যথা : শাস্তার প্রতি গৌরবতা, ধর্মের প্রতি গৌরবতা, সংঘের প্রতি গৌরবতা, শিক্ষার প্রতি গৌরবতা, সাদর সম্ভাষণ করা এবং কল্যাণ মিত্রতা। ভন্তে, এই ছয় প্রকার ধর্ম ভিক্ষুর অপরিহানির জন্য চালিত হয়।"

সেই দেবতা এইরূপ বললে শাস্তা তা অনুমোদন করেন। 'শাস্তা আমার ভাষণ অনুমোদন করেছেন'Íতা জানতে পেরে সেই দেবতা ভগবানকে অভিবাদন করতঃ প্রদক্ষিণ করে সেখানেই অন্তর্হিত হলেন।

অতঃপর ভগবান সেই রাত্রির অবসানে ভিক্ষুদের আহ্বান করে বললেন :

৩। "হে ভিক্ষুগণ, অদ্য রাত্রির শেষ সময়ে জনৈক দেবতা কমনীয়রূপে সমগ্র জেতবন উদ্ভাসিত করে আমার নিকট উপস্থিত হয়েছিল। উপস্থিত হয়ে আমাকে অভিবাদন করার পর একপাশে দাড়াঁল। একপাশে স্থিত হয়ে সেই দেবতা আমাকে এরূপ বলল :

'ভন্তে, ছয় প্রকার ধর্ম ভিক্ষুর অপরিহানির জন্য চালিত হয়। সেই ছয় প্রকার ধর্ম সমূহ কী কী? যথা : শাস্তার প্রতি গৌরবতা, ধর্মের প্রতি গৌরবতা, সংঘের প্রতি গৌরবতা, শিক্ষার প্রতি গৌরবতা, সাদর সম্ভাষণ করা এবং কল্যাণ মিত্রতা। ভন্তে, এই ছয় প্রকার ধর্ম ভিক্ষুর অপরিহানির জন্য চালিত

হয়।' ভিক্ষুগণ, সেই দেবতা এরূপ বলে আমাকে অভিবাদন করতঃ প্রদক্ষিণ করে সেস্থানেই অন্তর্হিত হল।"

এরূপ ব্যক্ত হলে আয়ুষ্মান শারিপুত্র ভগবানকে অভিবাদন করে বললেন :

৪। "ভন্তে, আমি ভগবান কর্তৃক এই সংক্ষিপ্ত ভাষণের বিস্তৃত অর্থ এরূপে জ্ঞাত আছি। এক্ষেত্রে, ভন্তে, ভিক্ষু নিজে শাস্তাকে গৌরব করে এবং শাস্তার প্রতি গৌরবতার প্রশংসা করে। যে সকল ভিক্ষুরা শাস্তার প্রতি গৌরবহীন, তাদেরকে শাস্তায় গৌরবী হওয়ার জন্য সে প্ররোচিত (উদ্বুদ্ধ) করে। এবং যে সকল ভিক্ষুরা শাস্তায় গৌরবী, তাদের সম্পর্কে সে যথাযথভাবে, ন্যায় সংগতভাবে এবং যথাসময়ে প্রশংসা করে। ভিক্ষু নিজে ধর্মকে গৌরব করে এবং ধর্মের প্রতি গৌরবতার প্রশংসা করে। যে সকল ভিক্ষুরা ধর্মের প্রতি গৌরবহীন, তাদেরকে ধর্মে গৌরবী হওয়ার জন্য সে প্ররোচিত (উদ্বুদ্ধ) করে। এবং যে সকল ভিক্ষুরা ধর্মে গৌরবী, তাদের সম্পর্কে সে যথাযথভাবে, ন্যায় সংগতভাবে এবং যথাসময়ে প্রশংসা করে। ভিক্ষু নিজে সংঘকে গৌরব করে এবং সংঘের প্রতি গৌরবতার প্রশংসা করে। যে সকল ভিক্ষুরা সংঘের প্রতি গৌরবহীন, তাদেরকে সংঘে গৌরবী হওয়ার জন্য সে প্ররোচিত (উদ্বুদ্ধ) করে। এবং যে সকল ভিক্ষুরা সংঘে গৌরবী, তাদের সম্পর্কে সে যথাযথভাবে, ন্যায় সংগতভাবে এবং যথাসময়ে প্রশংসা করে। ভিক্ষু নিজে শিক্ষাকে গৌরব করে এবং শিক্ষার প্রতি গৌরবতার প্রশংসা করে। যে সকল ভিক্ষুরা শিক্ষার প্রতি গৌরবহীন, তাদেরকে শিক্ষায় গৌরবী হওয়ার জন্য সে প্ররোচিত (উদ্বুদ্ধ) করে। এবং যে সকল ভিক্ষুরা শিক্ষায় গৌরবী, তাদের সম্পর্কে সে যথাযথভাবে, ন্যায় সংগতভাবে এবং যথাসময়ে প্রশংসা করে। ভিক্ষু নিজে সাদর সম্ভাষণকারী হয় এবং সাদর সম্ভাষণের প্রশংসা করে। যে সকল ভিক্ষুরা সাদর সম্ভাষণ করে না, তাদেরকে সাদর সম্ভাষণ করার জন্য সে উদ্বুদ্ধ করে। এবং যে সকল ভিক্ষুরা সাদর সম্ভাষণ করে, তাদের সম্পর্কে সে যথাযথভাবে, ন্যায় সংগতভাবে এবং যথাসময়ে প্রশংসা করে। ভিক্ষু নিজে কল্যাণমিত্র হয় এবং কল্যাণ মিত্রতার প্রশংসা করে। যে সকল ভিক্ষুরা কল্যাণ মিত্র নয়, তাদেরকে কল্যাণ মিত্র হওয়ার জন্য সে উদ্বুদ্ধ করে। এবং যে সকল ভিক্ষুরা কল্যাণ মিত্র, তাদের সম্পর্কে সে যথাযথভাবে, ন্যায় সংগতভাবে এবং যথাসময়ে প্রশংসা করে। ভন্তে, আমি এরূপ বিস্তারিতভাবেই ভগবান কর্তৃক সংক্ষিপ্ত ভাষণের অর্থ জ্ঞাত হই।"

৫। "সাধু, শারিপুত্র, সাধু, এই যে তুমি আমার দ্বারা সংক্ষিপ্ত ভাষণের বিস্তারিত অর্থ এরূপে জ্ঞাত আছো; তা সত্যিই উত্তম। এক্ষেত্রে, শারিপুত্র, ভিক্ষু নিজে শাস্তাকে গৌরব করে এবং শাস্তার প্রতি গৌরবতার প্রশংসা করে। যে সকল ভিক্ষুরা শাস্তার প্রতি গৌরবহীন, তাদেরকে শাস্তায় গৌরবী হওয়ার জন্য সে প্ররোচিত (উদ্বুদ্ধ) করে। এবং যে সকল ভিক্ষুরা শাস্তায় গৌরবী, তাদের সম্পর্কে সে যথাযথভাবে, ন্যায় সংগতভাবে এবং যথাসময়ে প্রশংসা করে। ভিক্ষু নিজে ধর্মকে গৌরব করে এবং ধর্মের প্রতি গৌরবতার প্রশংসা করে। যে সকল ভিক্ষুরা ধর্মের প্রতি গৌরবহীন, তাদেরকে ধর্মে গৌরবী হওয়ার জন্য সে প্ররোচিত (উদ্বুদ্ধ) করে। এবং যে সকল ভিক্ষুরা ধর্মে গৌরবী, তাদের সম্পর্কে সে যথাযথভাবে, ন্যায় সংগতভাবে এবং যথাসময়ে প্রশংসা করে। ভিক্ষু নিজে সংঘকে গৌরব করে এবং সংঘের প্রতি গৌরবতার প্রশংসা করে। যে সকল ভিক্ষুরা সংঘের প্রতি গৌরবহীন, তাদেরকে সংঘে গৌরবী হওয়ার জন্য সে প্ররোচিত (উদ্বুদ্ধ) করে। এবং যে সকল ভিক্ষুরা সংঘে গৌরবী, তাদের সম্পর্কে সে যথাযথভাবে, ন্যায় সংগতভাবে এবং যথাসময়ে প্রশংসা করে। ভিক্ষু নিজে শিক্ষাকে গৌরব করে এবং শিক্ষার প্রতি গৌরবতার প্রশংসা করে। যে সকল ভিক্ষুরা শিক্ষার প্রতি গৌরবহীন, তাদেরকে শিক্ষায় গৌরবী হওয়ার জন্য সে প্ররোচিত (উদ্বুদ্ধ) করে। এবং যে সকল ভিক্ষুরা শিক্ষায় গৌরবী, তাদের সম্পর্কে সে যথাযথভাবে, ন্যায় সংগতভাবে এবং যথাসময়ে প্রশংসা করে। ভিক্ষু নিজে সাদর সম্ভাষণকারী হয় এবং সাদর সম্ভাষণের প্রশংসা করে। যে সকল ভিক্ষুরা সাদর সম্ভাষণ করে না, তাদেরকে সাদর সম্ভাষণ করার জন্য সে উদ্বুদ্ধ করে। এবং যে সকল ভিক্ষুরা সাদর সম্ভাষণ করে, তাদের সম্পর্কে সে যথাযথভাবে, ন্যায় সংগতভাবে এবং যথাসময়ে প্রশংসা করে। ভিক্ষু নিজে কল্যাণমিত্র হয় এবং কল্যাণ মিত্রতার প্রশংসা করে। যে সকল ভিক্ষুরা কল্যাণ মিত্র নয়, তাদেরকে কল্যাণ মিত্র হওয়ার জন্য সে উদ্বুদ্ধ করে। এবং যে সকল ভিক্ষুরা কল্যাণ মিত্র, তাদের সম্পর্কে সে যথাযথভাবে, ন্যায় সংগতভাবে এবং যথাসময়ে প্রশংসা করে। শারিপুত্র, আমার দ্বারা ভাষিত সংক্ষিপ্ত বিষয়ের অর্থ এরূপ বিস্তারিতভাবেই জ্ঞাতব্য।"

দেবতা সূত্র সমাপ্ত

(চ) সমাধি সুত্তং- সমাধি সূত্র

৭০.১। "হে ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু শান্ত, প্রণীত সমাধি ব্যতীত, প্রশান্তি অর্জন

এবং একাগ্রতা ব্যতীত বহুবিধ ঋদ্ধি অনুভব করবে, যথা : এক হয়েও বহু হবে, বহুবিধ হয়েও পুনঃ এক হবে, আর্বিভাব, তিরোভাব (অর্ন্তধান) করবে; দেয়াল, প্রাকার বা প্রাচীর এবং পর্বতে আকাশের ন্যায় অসংলগ্নভাবে গমন করবে; মাটিতেও জলের ন্যায় ভাসবে ও ডুববে, মাটির ন্যায় জলে অনার্দ্রভাবে গমন করবে; পক্ষীর ন্যায় আকাশে পর্য্যঙ্কাবদ্ধ (বীরাসন) হয়ে ভ্রমণ করবে, এরূপ মহাঋদ্ধিসম্পন্ন ও মহানুভব সম্পন্ন চন্দ্র-সূর্যকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ ও পরিমর্দন করবে এবং যতদূর ব্রহ্মলোক রয়েছে ততদূর পর্যন্ত আপন বশে রাখবে-তা অসম্ভব। বিশুদ্ধ, লোকাতীত, দিব্যকর্ণ দ্বারা দিব্য-মনুষ্য, দূরবর্তী ও সমীপবর্তী উভয়বিধ শব্দ শ্রবণ করবে, তা অসম্ভব। অপর সত্ত্ব, অপর পুদ্গালের চিত্ত স্ব-চিত্ত দ্বারা সর্বথা জানতে পারবে; সরাগ চিত্তকে (কাম লালসাপূর্ণ চিত্ত) সরাগ চিত্ত হিসাবে জানবে, বীতরাগ (কাম লালসাহীন) চিত্তকে বীতরাগ চিত্ত হিসাবে জানবে, সদ্বেষ চিত্তকে সদ্বেষ চিত্ত হিসাবে জানবে, বীতদ্বেষ (দ্বেষহীন) চিত্তকে বীতদ্বেষ চিত্ত হিসাবে জানবে, মোহ (মোহাচ্ছন্ন) চিত্তকে সমোহ চিত্ত হিসাবে জানবে, বীতমোহ (মোহহীন) চিত্তকে বীতমোহ চিত্ত হিসাবে জানবে, বিক্ষিপ্ত চিত্তকে বিক্ষিপ্ত চিত্ত হিসাবে জানবে, সংক্ষিপ্ত (একাগ্রচিত্ত) চিত্তকে সংক্ষিপ্ত চিত্ত হিসাবে জানবে, মহদ্গত বা অত্যুচ্চ চিত্তকে মহদ্গত চিত্ত হিসাবে জানবে, অমহদ্গত চিত্তকে অমহদ্গত চিত্ত হিসাবে জানবে, সউত্তর (উচ্চতর) চিত্তকে সউত্তর চিত্ত হিসাবে জানবে, অনুত্তর (অতুল্য) চিত্তকে অনুত্তর চিত্ত হিসাবে জানবে, সমাহিত চিত্তকে সমাহিত চিত্তরূপে জানবে এবং অসমাহিত চিত্তকে অসমাহিত চিত্তরূপে জানবে, বিমুক্ত চিত্তকে বিমুক্তরূপে জানবে এবং অবিমুক্ত চিত্তকে অবিমুক্ত চিত্তরূপে জানতে পারবে, তা অসম্ভব। ভিক্ষু অনেক প্রকারে পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করতে পারবে। যেমন- এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন জন্ম, চার জন্ম, পাঁচ জন্ম, দশ জন্ম, বিশ জন্ম, ত্রিশ জন্ম, চল্লিশ জন্ম, পঞ্চাশ জন্ম, শত জন্ম, সহস্র জন্ম, শত-সহস্র (লক্ষ) জন্ম, এমনকি বহু সংবর্ত কল্প, বহু বিবর্ত কল্প, বহু সংবর্ত-বিবর্ত কল্পে অমুক জন্মে আমার এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এইরূপ আহার, এইরূপ ছিল সুখ-দুঃখ ভোগ, এই পরিমাণ ছিল আয়ু। সেখান হতে চ্যুত হয়ে ঐ স্থানে জন্ম গ্রহণ করেছি। সেখানেও এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এইরূপ আহার, এইরূপ ছিল সুখ-দুঃখ ভোগ, এই পরিমাণ ছিল আয়ু। আবার সেই স্থান হতে চ্যুত হয়ে এখানে জন্ম হয়েছি।' এই প্রকারে আকার ও গতিসহ বহুবিধ পূর্বজন্ম

অনুস্মরণ করতে পারবে, তা অসম্ভব। সে বিশুদ্ধ, লোকাতীত, দিব্যচক্ষু দ্বারা হীন-প্রণীত, সুবর্ণ-দুর্বর্ণ, সুগত-দুর্গত সত্ত্বদেরকে চ্যুতির সময় ও উৎপত্তির সময় দেখতে পাবে। সে তাদের এরূপে জানতে পারবে যে 'এই সকল সত্ত্বগণ কায়-বাক্য ও মন দুশ্চরিত্র সমন্বিত, আর্যগণের নিন্দুক, মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন, মিথ্যাদৃষ্টি সম্ভূত কর্ম পরিগ্রাহী হওয়ার দরুণ দেহান্তে বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়েছেন। পক্ষান্তরে, এই সকল সত্ত্বগণ কায়-বাক্য ও মন সুচরিত সমন্বিত, আর্যগণের প্রশংসাকারী, সম্যকদৃষ্টি পরায়ণ, সম্যকদৃষ্টি জাত কর্ম সম্পাদন করার ফলে কায় ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়েছেন। স্ব-স্ব কর্মানুসারে গতি প্রাপ্ত, হীনোৎকৃষ্ট, সুবর্ণ-দুর্বর্ণ, সুগত-দুর্গত সত্ত্বদের চ্যুতি ও উৎপত্তির সময় বিশুদ্ধ, লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা সে প্রকৃষ্টরূপে জানবে, তা অসম্ভব। সে আসবসমূহের ক্ষয়ে অনাসব এবং ইহ জীবনেই স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি প্রত্যক্ষ করে প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করবে, তা অসম্ভব।

২। ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু শান্ত, প্রণীত সমাধির দ্বারা, প্রশান্তি অর্জন এবং একাগ্রতার মাধ্যমে বহুবিধ ঋদ্ধি অনুভব করবে, যথা : এক হয়েও বহু হবে, বহুবিধ হয়েও পুনঃ এক হবে, আর্বিভাব, তিরোভাব (অর্ন্তধান) করবে; দেয়াল, প্রাকার বা প্রাচীর এবং পর্বতে আকাশের ন্যায় অসংলগ্নভাবে গমন করবে; মাটিতেও জলের ন্যায় ভাসবে ও ডুববে, মাটির ন্যায় জলে অনার্দ্রভাবে গমন করবে; পক্ষীর ন্যায় আকাশে পর্য্যঙ্কাবদ্ধ (বীরাসন) হয়ে ভ্রমণ করবে, এরূপ মহাঋদ্ধিসম্পন্ন ও মহানুভব সম্পন্ন চন্দ্র-সূর্যকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ ও পরিমর্দন করবে এবং যতদূর ব্রহ্মলোক রয়েছে ততদূর পর্যন্ত আপন বশে রাখবে, তা সম্ভব। বিশুদ্ধ, লোকাতীত, দিব্যকর্ণ দ্বারা দিব্য-মনুষ্য, দূরবর্তী ও সমীপবর্তী উভয়বিধ শব্দ শ্রবণ করবে, তা সম্ভব। অপর সত্ত্ব, অপর পুদ্গালের চিত্ত স্ব-চিত্ত দ্বারা সর্বথা জানতে পারবে; সরাগ চিত্তকে (কাম লালসাপূর্ণ চিত্ত) সরাগ চিত্ত হিসাবে জানবে, বীতরাগ (কাম লালসাহীন) চিত্তকে বীতরাগ চিত্ত হিসাবে জানবে, সদ্বেষ চিত্তকে সদ্বেষ চিত্ত হিসাবে জানবে, বীতদ্বেষ (দ্বেষহীন) চিত্তকে বীতদ্বেষ চিত্ত হিসাবে জানবে, মোহ (মোহাচ্ছন্ন) চিত্তকে সমোহ চিত্ত হিসাবে জানবে, বীতমোহ (মোহহীন) চিত্তকে বীতমোহ চিত্ত হিসাবে জানবে, বিক্ষিপ্ত চিত্তকে বিক্ষিপ্ত চিত্ত হিসাবে জানবে, সংক্ষিপ্ত (একাগ্রচিত্ত) চিত্তকে সংক্ষিপ্ত চিত্ত হিসাবে জানবে, মহদ্গত বা অত্যুচ্চ চিত্তকে মহদ্গত চিত্ত হিসাবে জানবে, অমহদ্গত চিত্তকে

অমহদ্গত চিত্ত হিসাবে জানবে, সউত্তর (উচ্চতর) চিত্তকে সউত্তর চিত্ত হিসাবে জানবে, অনুত্তর (অতুল্য) চিত্তকে অনুত্তর চিত্ত হিসাবে জানবে, সমাহিত চিত্তকে সমাহিত চিত্তরূপে জানবে এবং অসমাহিত চিত্তকে অসমাহিত চিত্তরূপে জানবে, বিমুক্ত চিত্তকে বিমুক্তরূপে জানবে এবং অবিমুক্ত চিত্তকে অবিমুক্ত চিত্তরূপে জানতে পারবে, তা সম্ভব। ভিক্ষু অনেক প্রকারে পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করতে পারবে। যেমন- এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন জন্ম, চার জন্ম, পাঁচ জন্ম, দশ জন্ম, বিশ জন্ম, ত্রিশ জন্ম, চল্লিশ জন্ম, পঞ্চাশ জন্ম, শত জন্ম, সহস্র জন্ম, শত-সহস্র (লক্ষ) জন্ম, এমনকি বহু সংবর্ত কল্প, বহু বিবর্ত কল্প, বহু সংবর্ত-বিবর্ত কল্পে অমুক জন্মে আমার এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এইরূপ আহার, এইরূপ ছিল সুখ-দুঃখ ভোগ, এই পরিমাণ ছিল আয়ু। সেখান হতে চ্যুত হয়ে ঐ স্থানে জন্ম গ্রহণ করেছি। সেখানেও এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এইরূপ আহার, এইরূপ ছিল সুখ-দুঃখ ভোগ, এই পরিমাণ ছিল আয়ু। আবার সেই স্থান হতে চ্যুত হয়ে এখানে জন্ম হয়েছি।'– এই প্রকারে আকার ও গতিসহ বহুবিধ পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করতে পারবে, তা সম্ভব। সে বিশুদ্ধ, লোকাতীত, দিব্যচক্ষু দ্বারা হীন-প্রণীত, সুবর্ণ-দুর্বর্ণ, সুগত-দুর্গত সত্ত্বদেরকে চ্যুতির সময় ও উৎপত্তির সময় দেখতে পাবে। সে তাদের এরূপে জানতে পারবে যে 'এই সকল সত্ত্বগণ কায়-বাক্য ও মন দুশ্চরিত্র সমন্বিত, আর্যগণের নিন্দুক, মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন, মিথ্যাদৃষ্টি সম্ভূত কর্ম পরিগ্রাহী হওয়ার দরুণ দেহান্তে বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়েছেন। পক্ষান্তরে, এই সকল সত্ত্বগণ কায়-বাক্য ও মন সুচরিত সমন্বিত, আর্যগণের প্রশংসাকারী, সম্যকদৃষ্টি পরায়ণ, সম্যকদৃষ্টি জাত কর্ম সম্পাদন করার ফলে কায় ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়েছেন। স্ব স্ব কর্মানুসারে গতি প্রাপ্ত, হীনোৎকৃষ্ট, সুবর্ণ-দুর্বর্ণ, সুগত-দুর্গত সত্ত্বদের চ্যুতি ও উৎপত্তির সময় বিশুদ্ধ, লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা সে প্রকৃষ্টরূপে জানবে, তা সম্ভব। সে আসবসমূহের ক্ষয়ে অনাসব এবং ইহ জীবনেই স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি প্রত্যক্ষ করে প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করবে, তা সম্ভব।

সমাধি সূত্র সমাপ্ত

(ছ) সক্খিভব্ব সুত্তং- প্রত্যক্ষভাব সূত্র

৭১.১। "হে ভিক্ষুগণ, ছয় প্রকার ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু সেই সেই সফলতার কারণ প্রত্যক্ষ করতে অক্ষম। সেই ছয় প্রকার কী কী? যথা :

২। ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে, ভিক্ষু 'ইহা হানিভাগীয় ধর্ম'; 'ইহা স্থিতিভাগীয় ধর্ম'; 'ইহা বিসেসভাগীয় ধর্ম'; 'ইহা নির্বেধ বা অন্তর্দৃষ্টিভাগীয় ধর্ম'- এরূপে যথাভূতরূপে জানে না; সে সুকৃতকারী (সাবধান কর্মী) হয় না এবং পরোপকারী হয় না। ভিক্ষুগণ, এই ছয় প্রকার ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু সেই সেই সফলতার কারণ প্রত্যক্ষ করতে অক্ষম।

৩। ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুগণ, ছয় প্রকার ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু সেই সেই সফলতার কারণ প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম। সেই ছয় প্রকার কী কী? যথা :

৪। ভিক্ষুগণ, এক্ষেত্রে, ভিক্ষু 'ইহা হানিভাগীয় ধর্ম'; 'ইহা স্থিতিভাগীয় ধর্ম'; 'ইহা বিসেসভাগীয় ধর্ম'; 'ইহা নির্বেধ বা অন্তর্দৃষ্টিভাগীয় ধর্ম'- এরূপে যথাভূতরূপে জানে; সে সুকৃতকারী (সাবধান কর্মী) হয় এবং পরোপকারী হয়। ভিক্ষুগণ, এই ছয় প্রকার ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু সেই সেই সফলতার কারণ প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম।

প্রত্যক্ষভাব সূত্র সমাপ্ত

(জ) বল সুত্তং- বল বা ক্ষমতা সূত্র

৭২.১। "হে ভিক্ষুগণ, ছয় প্রকার ধর্মে সমন্নাগত ভিক্ষু সমাধিতে বল বা ক্ষমতা লাভ করতে অক্ষম। সেই ছয় প্রকার কী কী? যথা :

২। এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু সমাধির সমাপত্তিতে কুশল (দক্ষ) হয় না; সমাধির স্থিতিতে কুশল হয় না; সমাধির উত্থানে কুশল হয় না; সুকৃতিকারী হয় না; অধ্যবসায়ী হয় না এবং পরোপকারী হয় না। ভিক্ষুগণ, এই ছয় প্রকার ধর্মে সমন্নাগত ভিক্ষু সমাধিতে বল বা ক্ষমতা লাভ করতে অক্ষম।

৩। ভিক্ষুগণ, ছয় প্রকার ধর্মে সমন্নাগত ভিক্ষু সমাধিতে বল বা ক্ষমতা লাভ করতে সক্ষম। সেই ছয় প্রকার কী কী? যথা :

৪। এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু সমাধির সমাপত্তিতে দক্ষ হয়; সমাধির স্থিতিতে দক্ষ হয়; সমাধির উত্থানে দক্ষ হয়; সুকৃতিকারী; অধ্যবসায়ী এবং পরোপকারী হয়। ভিক্ষুগণ, এই ছয় প্রকার ধর্মে সমন্নাগত ভিক্ষু সমাধিতে বল বা ক্ষমতা লাভ করতে সক্ষম।"

বল সূত্র সমাপ্ত

(ঝ) পঠম তজ্ঝান সুত্তং- প্রথম অনুধ্যান সূত্র

৭৩.১। "হে ভিক্ষুগণ, কোন কেউ ছয়টি ধর্ম ত্যাগ না করে প্রথম ধ্যান লাভ করতে সক্ষম নয়। সেই ছয়টি ধর্ম কী কী? যথা :

২। কামচ্ছন্দ, ব্যাপাদ, আলস্য-তন্দ্রা, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য, বিচিকিৎসা বা

সন্দেহভাব, এবং কামসমূহের জন্য যথাযথভাবে সম্যক প্রজ্ঞা সুদৃষ্ট হয় না। ভিক্ষুগণ, এই ছয় প্রকার ধর্ম ত্যাগ না করে কোন কেউ প্রথম ধ্যান লাভ করতে সক্ষম নয়।

৩। ভিক্ষুগণ, কোন কেউ ছয়টি ধর্ম ত্যাগ করে প্রথম ধ্যান লাভ করতে সক্ষম। সেই ছয়টি ধর্ম কী কী? যথা :

২। কামচ্ছন্দ, ব্যাপাদ, আলস্য-তন্দ্রা, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য, সন্দেহভাব, এবং কামসমূহের জন্য যথাযথভাবে সম্যক প্রজ্ঞা সুদৃষ্ট হয় না। ভিক্ষুগণ, এই ছয় প্রকার ধর্ম ত্যাগ করে কোন কেউ প্রথম ধ্যান লাভ করতে সক্ষম।"

প্রথম অনুধ্যান সূত্র সমাপ্ত

(ঞ) দুতিয তজ্ঝান সুত্তং- দ্বিতীয় অনুধ্যান সূত্র

৭৪.১। "হে ভিক্ষুগণ, কোন কেউ ছয়টি ধর্ম ত্যাগ না করে প্রথম ধ্যান লাভ করতে সক্ষম নয়। সেই ছয়টি ধর্ম কী কী? যথা :

২। কাম বিতর্ক, ব্যাপাদ বিতর্ক, বিহিংসা বিতর্ক, কাম সংজ্ঞা, ব্যাপাদ সংজ্ঞা, এবং বিহিংসা সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, এই ছয় প্রকার ধর্ম ত্যাগ না করে কোন কেউ প্রথম ধ্যান লাভ করতে সক্ষম নয়।

৩। ভিক্ষুগণ, কোন কেউ ছয়টি ধর্ম ত্যাগ করে প্রথম ধ্যান লাভ করতে সক্ষম। সেই ছয়টি ধর্ম কী কী? যথা :

২। কাম বিতর্ক, ব্যাপাদ বিতর্ক, বিহিংসা বিতর্ক, কাম সংজ্ঞা, ব্যাপাদ সংজ্ঞা, এবং বিহিংসা সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, এই ছয় প্রকার ধর্ম ত্যাগ করে কোন কেউ প্রথম ধ্যান লাভ করতে সক্ষম।"

দ্বিতীয় অনুধ্যান সূত্র সমাপ্ত

দেবতা বর্গ সমাপ্ত

তস্সুদ্দানং- সূত্রসূচি

অনাগামী ফল, অর্হত্ত্ব আর মিত্র সূত্র,
সঙ্গ প্রিয়, দেবতা, সমাধি হল বিবৃত;
প্রত্যক্ষ, বল, আর দ্বে অনুধ্যান সূত্র,
দশ সূত্রে দেবতা বর্গ হল সমাপ্ত।

৮. অর্হত্ত্ব বর্গ

(ক) দুক্খ সুত্তং- দুঃখ সূত্র

৭৫.১। "হে ভিক্ষুগণ, ছয়টি ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু ইহজীবনেই দুঃখ, দূর্দশা,

মানসিক যন্ত্রণা ও বিরক্তিতে অবস্থান করে এবং কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায় দূর্গতিই তার জন্য অবধারিত। সেই ছয় প্রকার কী কী? যথা :

২। কাম বিতর্ক, ব্যাপাদ বিতর্ক, বিহিংসা বিতর্ক, কাম সংজ্ঞা, ব্যাপাদ সংজ্ঞা, এবং বিহিংসা সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু ইহ জীবনেই দুঃখ, দূর্দশা, মানসিক যন্ত্রণা ও বিরক্তিতে অবস্থান করে এবং কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায় দূর্গতিই তার জন্য অবধারিত।

৩। হে ভিক্ষুগণ, ছয়টি ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু ইহজীবনেই সুখে, দূর্দশাহীন, মানসিক যন্ত্রণাহীন ও বিরক্তিহীন হয়ে অবস্থান করে এবং কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গভূমিই তার জন্য অবধারিত। সেই ছয় প্রকার কী কী? যথা :

৪। নৈষ্ক্রম্য বিতর্ক, অব্যাপাদ বিতর্ক, অবিহিংসা বিতর্ক, নৈষ্ক্রম্য সংজ্ঞা, অব্যাপাদ সংজ্ঞা, এবং অবিহিংসা সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু ইহ জীবনেই সুখে, দূর্দশাহীন, মানসিক যন্ত্রণাহীন ও বিরক্তিহীন হয়ে অবস্থান করে এবং কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গভূমিই তার জন্য অবধারিত।"

দুঃখ সূত্র সমাপ্ত

(খ) অরহত্ত সুত্তং- অর্হত্ত্ব সূত্র

৭৬.১। "হে ভিক্ষুগণ, ছয়টি ধর্ম ত্যাগ না করে অর্হত্ত্ব লাভ করা অসম্ভব। সেই ছয়টি ধর্ম কী কী? যথা :

২। মান, ওমান (নিজেকে হীন ভাবা), অতিশয় অহঙ্কার, অধিকমান, ক্রোধে স্তম্ভিত হওয়া, এবং নিজেকে হীন হতেও হীন ভাবা। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি ধর্ম ত্যাগ না করে অর্হত্ত্ব লাভ করা অসম্ভব।

৩। ভিক্ষুগণ, ছয়টি ধর্ম ত্যাগ করে অর্হত্ত্ব লাভ করা সম্ভব। সেই ছয়টি ধর্ম কী কী? যথা :

৪। মান, ওমান (নিজেকে হীন ভাবা), অতিশয় অহঙ্কার, অধিকমান, ক্রোধে স্তম্ভিত হওয়া, এবং নিজেকে হীন হতেও হীন ভাবা। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি ধর্ম ত্যাগ করে অর্হত্ত্ব লাভ করা সম্ভব।"

অর্হত্ত্ব সূত্র সমাপ্ত

(গ) উত্তরি মনুস্সধম্ম সুত্তং- লোকত্তর ধর্ম সূত্র

৭৭.১। "হে ভিক্ষুগণ, ছয় প্রকার ধর্ম পরিত্যাগ না করে লোকত্তর ধর্ম এবং আর্যসত্য জ্ঞান-দর্শন উপলব্ধি করা অসম্ভব। সেই ছয় প্রকার ধর্ম কী কী? যথা :

২। বিস্মরণশীলতা, অসম্প্রজ্ঞান, ইন্দ্রিয়সমূহে অগুপ্তদ্বারতা, ভোজনে অমাত্রাজ্ঞতা, ভণ্ডামি (কুহন) এবং লপনতা। ভিক্ষুগণ, এই ছয় প্রকার ধর্ম পরিত্যাগ না করে লোকত্তর ধর্ম এবং আর্যসত্য জ্ঞান-দর্শন উপলব্ধি করা অসম্ভব।

৩। ভিক্ষুগণ, ছয় প্রকার ধর্ম পরিত্যাগ করে লোকত্তর ধর্ম এবং আর্যসত্য জ্ঞান-দর্শন উপলব্ধি করা সম্ভব। সেই ছয় প্রকার ধর্ম কী কী? যথা :

৪। বিস্মরণশীলতা, অসম্প্রজ্ঞান, ইন্দ্রিয়সমূহে অগুপ্তদ্বারতা, ভোজনে অমাত্রাজ্ঞতা, ভণ্ডামি (কুহন) এবং লপনতা। ভিক্ষুগণ, এই ছয় প্রকার ধর্ম পরিত্যাগ করে লোকত্তর ধর্ম এবং আর্যসত্য জ্ঞান-দর্শন উপলব্ধি করা সম্ভব।"

লোকত্তর ধর্ম সূত্র সমাপ্ত

(ঘ) সুখ সোমনস্স সুত্তং- সুখ সৌমনস্য সূত্র

৭৮.১। "হে ভিক্ষুগণ, ছয় প্রকার ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু ইহ জীবনে সুখ-সৌমনস্যপূর্ণ হয়ে অবস্থান করে এবং আসবসমূহ ক্ষয়ের জন্য তার নিকট নৈতিক আদর্শ গঠিত হয়। সেই ছয় প্রকার ধর্ম কী কী? যথা :

২। এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু ধর্মারাম (বা ধর্মে আনন্দ লাভ), ভাবনায় আনন্দ লাভ, প্রহাণারাম (প্রহাণ বা পরিত্যাগে আনন্দ লাভ), প্রবিবেকে আনন্দ লাভ, অব্যাপাদে আনন্দ লাভ, এবং নিষ্প্রপঞ্চে আনন্দ লাভ করে। ভিক্ষুগণ, এই ছয় প্রকার ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু ইহ জীবনে সুখ-সৌমনস্যপূর্ণ হয়ে অবস্থান করে এবং আসবসমূহ ক্ষয়ের জন্য তার নিকট নৈতিক আদর্শ গঠিত হয়।"

সুখ সৌমনস্য সূত্র সমাপ্ত

(ঙ) অধিগম সুত্তং- অধিগম সূত্র

৭৯.১। "হে ভিক্ষুগণ, ছয়টি ধর্মে সমন্নাগত ভিক্ষু অনধিগত কুশল ধর্ম লাভ করতে কিংবা অধিগত কুশল ধর্ম প্রবৃদ্ধি করতে অক্ষম। সেই ছয় প্রকার ধর্ম কী কী? যথা :

২। এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু আগমনে অদক্ষ হয়, প্রস্থানেও অনিপুন হয়, উপায় কুশলী হয় না, অনধিগত কুশল ধর্মসমূহ লাভের জন্য আগ্রহ সৃষ্টি করে না, অধিগত কুশল ধর্মসমূহ রক্ষা করে না এবং অধ্যবসায়ের সাথে (কর্মাদি) সম্পাদন করে না। ভিক্ষুগণ, এই ছয় প্রকার ধর্মে সমন্নাগত ভিক্ষু অনধিগত কুশল ধর্ম লাভ করতে কিংবা অধিগত কুশল ধর্ম প্রবৃদ্ধি করতে

অক্ষম।

৩। ভিক্ষুগণ, ছয়টি ধর্মে সমন্নাগত ভিক্ষু অনধিগত কুশল ধর্ম লাভ করতে কিংবা অধিগত কুশল ধর্ম প্রবৃদ্ধি করতে সক্ষম। সেই ছয় প্রকার ধর্ম কী কী? যথা :

২। এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু আগমনে দক্ষ হয়, প্রস্থানেও নিপুন হয়, উপায় কুশলী হয়, অনধিগত কুশল ধর্মসমূহ লাভের জন্য আগ্রহ সৃষ্টি করে, অধিগত কুশল ধর্মসমূহ রক্ষা করে এবং অধ্যবসায়ের সাথে (কর্মাদি) সম্পাদন করে। ভিক্ষুগণ, এই ছয় প্রকার ধর্মে সমন্নাগত ভিক্ষু অনধিগত কুশল ধর্ম লাভ করতে কিংবা অধিগত কুশল ধর্ম প্রবৃদ্ধি করতে সক্ষম।"

অধিগম সূত্র সমাপ্ত

(চ) মহন্তত্ত সুত্তং- মহানতা সূত্র

৮০.১। "হে ভিক্ষুগণ, ছয়টি ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু অচিরেই ধর্মসমূহে মহানতা ও বৈপুলতা লাভ করে। সেই ছয় প্রকার ধর্ম কী কী? যথা :

২। এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু আলোক বহুল[1] হয়, যোগ বহুল[2] হয়, বেদ বহুল[3] হয়, অসন্তুষ্টি বহুল হয় (কুশল ধর্মসমূহে অতৃপ্তি), কুশল ধর্মসমূহের দায়িত্ব ত্যাগ করে না এবং অধিক উৎসাহের সহিত তা সম্পাদন করে। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু অচিরেই ধর্মসমূহে মহানতা ও বৈপুল-তা লাভ করে।"

মহানতা সূত্র সমাপ্ত

(ছ) পঠম নিরয সুত্তং- প্রথম নরক সূত্র

৮১.১। "হে ভিক্ষুগণ, ছয়টি বিষয়ে সমৃদ্ধ জন যথাসময়ে নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। সেই ছয় প্রকার বিষয় সমূহ কী কী? যথা :

২। সে প্রাণী হত্যাকারী হয়, অদত্ত দ্রব্য চুরি করে, মিথ্যা কামাচার (অবৈধ্য শারীরিক সম্পর্ক) করে, মিথ্যা ভাষণ করে, পাপেচ্ছুক হয় এবং মিথ্যাদৃষ্টি

---

[1] আলোকবহুল বলতে এক্ষেত্রে জ্ঞানালোককেই বুঝতে হবে (মনোরথপূরণী)।

[2] †যাগবহুল বলতে– বারংবার যোগ সাধনা বা স্মৃতিসাধনা অভ্যাস করা (মনোরথপূরণী)।

[3] †বদ শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে– ধর্মীয় আবেগ; অনুভূতি; সংবেদন; জ্ঞান ইত্যাদি। কিন্তু মনোরথপূরণী বা অত্থকথায় এর অর্থ করা হয়েছে, বেদবহুলো'তি পীতিপামোজ্জবহুলো। অর্থাৎ বেদ বহুল বলতে প্রীতি পরমানন্দের আধিক্যতাই জ্ঞাতব্য।

সম্পন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি বিষয়ে সমৃদ্ধ জন যথাসময়ে নরকে নিক্ষিপ্ত হয়।

৩। ভিক্ষুগণ, ছয়টি বিষয়ে সমৃদ্ধ জন যথাসময়ে স্বর্গে গমন করে। সেই ছয় প্রকার বিষয় সমূহ কী কী? যথা :

৪। সে প্রাণী হত্যা হতে প্রতিবিরত হয়, অদত্ত দ্রব্য গ্রহণ হতে বিরত হয়, মিথ্যা কামাচার (অবৈধ্য শারীরিক সম্পর্ক) হতে বিরত হয়, মিথ্যা কথন হতে বিরত হয়, অল্পেচ্ছুক হয় এবং সম্যকদৃষ্টি সম্পন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি বিষয়ে সমৃদ্ধ জন যথাসময়ে স্বর্গে গমন করে।"

প্রথম নরক সূত্র সমাপ্ত

(জ) দুতিয নিরয সুত্তং- দ্বিতীয় নরক সূত্র

৮২.১। "হে ভিক্ষুগণ, ছয়টি বিষয়ে সমৃদ্ধ জন যথাসময়ে নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। সেই ছয় প্রকার বিষয় সমূহ কী কী? যথা :

২। সে প্রাণী হত্যাকারী হয়, অদত্ত দ্রব্য চুরি করে, মিথ্যা কামাচার (অবৈধ্য শারীরিক সম্পর্ক) করে, মিথ্যা ভাষণ করে, সে লোভী এবং প্রগল্‌ভ হয়। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি বিষয়ে সমৃদ্ধ জন যথাসময়ে নরকে নিক্ষিপ্ত হয়।

৩। ভিক্ষুগণ, ছয়টি বিষয়ে সমৃদ্ধ জন যথাসময়ে স্বর্গে গমন করে। সেই ছয় প্রকার বিষয় সমূহ কী কী? যথা :

৪। সে প্রাণী হত্যা হতে প্রতিবিরত হয়, অদত্ত দ্রব্য গ্রহণ হতে বিরত হয়, মিথ্যা কামাচার বা অবৈধ্য শারীরিক সম্পর্ক হতে বিরত হয়, মিথ্যা কথন হতে বিরত হয়, সে নির্লোভী এবং অপ্রগল্‌ভ হয়। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি বিষয়ে সমৃদ্ধ জন যথাসময়ে স্বর্গে গমন করে।"

দ্বিতীয় নরক সূত্র সমাপ্ত

(ঝ) অগ্গধম্ম সুত্তং- শ্রেষ্ঠ ধর্ম সূত্র

৮৩.১। "হে ভিক্ষুগণ, ছয়টি বিষয়ে সমৃদ্ধ ভিক্ষু শ্রেষ্ঠ ধর্ম যথা অর্হত্ত্ব লাভ করতে অক্ষম। সেই ছয়টি বিষয় কী কী? যথা :

২। এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু শ্রদ্ধাহীন, পাপে লজ্জাহীন, পাপের প্রতি ভয়হীন, অলস, দুষ্প্রাজ্ঞ এবং কায় ও জীবনের প্রতি স্পৃহাযুক্ত হয়। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি বিষয়ে সমৃদ্ধ ভিক্ষু শ্রেষ্ঠ ধর্ম যথা অর্হত্ত্ব লাভ করতে অক্ষম।

৩। ভিক্ষুগণ, ছয়টি বিষয়ে সমৃদ্ধ ভিক্ষু শ্রেষ্ঠ ধর্ম যথা অর্হত্ত্ব লাভ করতে সক্ষম। সেই ছয়টি বিষয় কী কী? যথা :

৪। এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান হয়, পাপের প্রতি লজ্জাসম্পন্ন, ভয়সম্পন্ন, আরদ্ধ বীর্য (উৎসাহী), প্রজ্ঞাবান হয় এবং কায় ও জীবনের প্রতি স্পৃহাহীন হয়। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি বিষয়ে সমৃদ্ধ ভিক্ষু শ্রেষ্ঠ ধর্ম যথা অর্হত্ত্ব লাভ করতে সক্ষম।"

শ্রেষ্ঠ ধর্ম সূত্র সমাপ্ত

(ঞ) রত্তি দিবস সুত্তং- দিবারাত্র সূত্র

৮৪.১। "হে ভিক্ষুগণ, ছয়টি বিষয়ে সমৃদ্ধ ভিক্ষুর দিবারাত্র যতই যাপিত হয় ততই কুশল ধর্মসমূহে তার পরিহানি অবধারিত, উন্নতি নহে। সেই ছয় প্রকার কী কী? যথা :

২। এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু অত্যধিক ইচ্ছাসম্পন্ন হয় (বা মহেচ্ছুক), খিটখিটে মেজাজী হয়, চীবর-পিন্ডপাত, শয্যাসন, গ্লান-প্রত্যয় ভৈষ্যজ্যাদি প্রয়োজনীয় দ্রব্য যথালাভে সন্তুষ্ট হয় না, শ্রদ্ধাহীন ও দুঃশীল হয়, অলস, অসম্প্রজ্ঞানী এবং দুষ্প্রাজ্ঞ হয়। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি বিষয়ে সমৃদ্ধ ভিক্ষুর দিবারাত্র যতই যাপিত হয় ততই কুশল ধর্মসমূহে তার পরিহানি অবধারিত, উন্নতি নহে।

৩। ভিক্ষুগণ, ছয়টি গুণে গুণান্বিত ভিক্ষুর দিবারাত্র যতই যাপিত হয় ততই কুশল ধর্মসমূহে তার উন্নতিই অবধারিত, পরিহানি নহে। সেই ছয় প্রকার কী কী? যথা :

৪। এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু মহেচ্ছুক হয় না, খিটখিটে মেজাজী হয় না, যথালব্ধ চীবর-পিন্ডপাত, শয্যাসন, গ্লান-প্রত্যয় ভৈষ্যজ্যাদি প্রয়োজনীয় দ্রব্যে সন্তুষ্ট থাকে, শ্রদ্ধাবান ও শীলবান হয়, পরিশ্রমী, স্মৃতিমান এবং প্রজ্ঞাবান হয়। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি গুণে গুণান্বিত ভিক্ষুর দিবারাত্র যতই যাপিত হয় ততই কুশল ধর্মসমূহে তার উন্নতিই অবধারিত, পরিহানি নহে।"

দিবারাত্র সূত্র সমাপ্ত

অর্হৎ বর্গ সমাপ্ত

তস্সুদ্দানং– সূত্রসূচি

দুঃখ, অর্হত্ত্ব, আর লোকত্তর ধর্ম সূত্র,
সুখ, সৌমনস্য, অধিগম হলো বিবৃত;
মহানতা, দ্বে নরক, আরও শ্রেষ্ঠধর্ম সূত্র,
দিবারাত্র সূত্র যোগে বর্গ হলো সমাপ্ত।

৯. শান্ত বর্গ

(ক) সীতিভাব সুত্তং– শান্ত সূত্র

৮৫.১। "হে ভিক্ষুগণ, ছয়টি ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু অনুত্তর প্রশান্তভাব অর্জন করতে অক্ষম। সেই ছয় প্রকার কী কী? যথা :

২। এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু নিজ চিত্তকে যখন নিগ্রহ করা উচিত তখন নিগ্রহ করে না, যে সময়ে চিত্তকে উদ্যমী করা উচিত তখন তা করে না, যে সময়ে ভিক্ষুর নিজ চিত্তকে পুলকিত করা উচিত তখন পুলকিত করে না, যে সময়ে নিজ চিত্ত সংরক্ষণে প্রযত্নবান হওয়া উচিত সে সময়ে চিত্ত সংরক্ষণে প্রযত্নবান হয় না এবং হীন বিষয় সংশ্লিষ্ট হয় ও সৎকায়ে (আত্ম ধারণায়) অনুরক্ত হয়। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু অনুত্তর প্রশান্তভাব অর্জন করতে অক্ষম।

৩। ভিক্ষুগণ, ছয়টি গুণধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু অনুত্তর প্রশান্তভাব অর্জন করতে সক্ষম। সেই ছয় প্রকার কী কী? যথা :

৪। এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু নিজ চিত্তকে যখন নিগ্রহ করা উচিত তখন নিগ্রহ করে, যে সময়ে চিত্তকে উদ্যমী করা উচিত তখন তা করে, যে সময়ে ভিক্ষুর নিজ চিত্তকে পুলকিত করা উচিত তখন পুলকিত করে, যে সময়ে নিজ চিত্ত সংরক্ষণে প্রযত্নবান হওয়া উচিত সে সময়ে চিত্ত সংরক্ষণে প্রযত্নবান হয় এবং শ্রেষ্ঠ বিষয় সংশ্লিষ্ট হয় ও নির্বাণে অনুরক্ত হয়। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি গুণধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু অনুত্তর প্রশান্তভাব অর্জন করতে সক্ষম।"

শান্ত সূত্র সমাপ্ত

(খ) আবরণ সুত্তং– আবরণ সূত্র

৮৬.১। "হে ভিক্ষুগণ, ছয়টি ধর্মে সমৃদ্ধজন সদ্ধর্ম শ্রবণ করলেও কুশল ধর্মসমূহের পথে প্রবেশ করতে অক্ষম। সেই ছয় প্রকার কী কী? যথা :

২। সে কর্ম আবরণে আবৃত হয়, ক্লেশ আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত হয়, কর্মের বিপাক বা পরিণতিরূপ আবরণে আবৃত হয় এবং সে হয় শ্রদ্ধাহীন, কুশল কর্মে ছন্দ বা ঔৎসুকহীন ও প্রজ্ঞাহীন। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি ধর্মে সমৃদ্ধজন সদ্ধর্ম শ্রবণ করলেও কুশল ধর্মসমূহের পথে প্রবেশ করতে অক্ষম।

৩। ভিক্ষুগণ, ছয়টি ধর্মে সমৃদ্ধজন সদ্ধর্ম শ্রবণ করে কুশল ধর্মসমূহের পথে প্রবেশ করতে সক্ষম। সেই ছয় প্রকার কী কী? যথা :

৪। সে কর্ম আবরণে আবৃত হয় না, ক্লেশ আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত হয় না, কর্মের বিপাক বা পরিণতিরূপ আবরণে আবৃত হয় না এবং সে হয় শ্রদ্ধাবান,

কুশল কর্মে আগ্রহী ও প্রজ্ঞাবান। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি ধর্মে সমৃদ্ধজন সদ্ধর্ম শ্রবণ করে কুশল ধর্মসমূহের পথে প্রবেশ করতে সক্ষম।"

আবরণ সূত্র সমাপ্ত

(গ) বোরোপিত সুত্তং– হত্যা সূত্র

৮৭.১। "হে ভিক্ষুগণ, ছয়টি ধর্মে সমৃদ্ধজন সদ্ধর্ম শ্রবণ করলেও কুশল ধর্মসমূহের পথে প্রবেশ করতে অক্ষম। সেই ছয় প্রকার কী কী? যথা :

২। সে নিজ মাতৃ হত্যাকারী হয়, নিজ পিতৃ হত্যা করে, অর্হত্ত্বলাভীকে হত্যা করে, প্রদুষ্ট চিত্তে তথাগতের দেহ হতে রক্তপাত ঘটায়, সংঘভেদ বা সংঘ মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে এবং সে হয় দুষ্প্রাজ্ঞ, জড়বুদ্ধিসম্পন্ন ও নির্বোধ। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি ধর্মে সমৃদ্ধজন সদ্ধর্ম শ্রবণ করলেও কুশল ধর্মসমূহের পথে প্রবেশ করতে অক্ষম।

৩। ভিক্ষুগণ, ছয়টি ধর্মে সমৃদ্ধজন সদ্ধর্ম শ্রবণ করে কুশল ধর্মসমূহের পথে প্রবেশ করতে সক্ষম। সেই ছয় প্রকার কী কী? যথা :

৪। সে নিজ মাতৃ হত্যাকারী হয় না, নিজ পিতৃ হত্যা করে না, অর্হত্ত্বলাভীকে হত্যা করে না, প্রদুষ্ট চিত্তে তথাগতের দেহ হতে রক্তপাত ঘটায় না, সংঘভেদ বা সংঘ মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে না এবং সে হয় প্রাজ্ঞ, তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ও জ্ঞানী। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি ধর্মে সমৃদ্ধজন সদ্ধর্ম শ্রবণ করে কুশল ধর্মসমূহের পথে প্রবেশ করতে সক্ষম।"

হত্যা সূত্র সমাপ্ত

(ঘ) সুস্সূসতি সুত্তং– শ্রবণ করা সূত্র

৮৮.১। "হে ভিক্ষুগণ, ছয়টি ধর্মে সমৃদ্ধজন সদ্ধর্ম শ্রবণ করলেও কুশল ধর্মসমূহের পথে প্রবেশ করতে অক্ষম। সেই ছয় প্রকার কী কী? যথা :

২। তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয় উপদেশকালে সে তা শ্রবণ করে না, উৎকর্ণ হয়ে শোনে না, বিশেষভাবে চিত্তকে উপস্থাপিত করে না (বা উপলব্ধির জন্য মনোযোগ দেয় না), সে অর্থহীন বিষয় গ্রহণ করে, অর্থপূর্ণ বিষয় গ্রহণ করে না এবং সে বুদ্ধ শাসনের স্বভাব বিরূদ্ধ[1] ক্ষান্তিগুণে গুণান্বিত হয়। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি ধর্মে সমৃদ্ধজন সদ্ধর্ম শ্রবণ করলেও কুশল ধর্মসমূহের পথে প্রবেশ

---

[1] স্বভাব বিরূদ্ধ এর পালি হচ্ছে অননুলোমিকায। অথকথায় অননুলোমিকাযাতি- সাসনস্স অননুলোমিকায দেয়া আছে। এক্ষেত্রে আমি মূলের সাথে অথকথার সংগতি চিন্তা করে সাসনস্স শব্দটিতে বন্ধনী যুক্ত করেছি।

করতে অক্ষম।

৩। ভিক্ষুগণ, ছয়টি ধর্মে সমৃদ্ধজন সদ্ধর্ম শ্রবণ করে কুশল ধর্মসমূহের পথে প্রবেশ করতে সক্ষম। সেই ছয় প্রকার কী কী? যথা :

৪। সে তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয় উপদেশকালে শ্রবণ করে, উৎকর্ণ হয়ে শোনে, উপলব্ধির জন্য মনোযোগ দেয়, সে অর্থপূর্ণ বিষয় গ্রহণ করে, অর্থহীন বিষয় ত্যাগ করে এবং সে বুদ্ধ শাসনের স্বভাব সিদ্ধ ক্ষান্তিগুণে গুণান্বিত হয়। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি ধর্মে সমৃদ্ধজন সদ্ধর্ম শ্রবণ করে কুশল ধর্মসমূহের পথে প্রবেশ করতে সক্ষম।"

শ্রবণ করা সূত্র সমাপ্ত

(ঙ)অপ্পহায সুত্তং– ত্যাগ না করে সূত্র

৮৯.১। "হে ভিক্ষুগণ, ছয়টি বিষয় ত্যাগ না করে কোন কেউ দৃষ্টি সম্পদ লাভ করতে সক্ষম নয়। সেই ছয়টি বিষয় কী কী? যথা :

২। সৎকায় দৃষ্টি[1], বিচিকিৎসা (সন্দেহভাব), শীলব্রত পরামর্শন[2], অপায় গতি লাভ হয় এরূপ লোভ, দ্বেষ, ও মোহ। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি বিষয় ত্যাগ না করে কোন কেউ দৃষ্টি সম্পদ লাভ করতে সক্ষম নয়।

৩। ভিক্ষুগণ, ছয়টি বিষয় ত্যাগ করে যে কেউ দৃষ্টি সম্পদ লাভ করতে সক্ষম। সেই ছয়টি বিষয় কী কী? যথা :

২। সৎকায় দৃষ্টি, বিচিকিৎসা (সন্দেহভাব), শীলব্রত পরামর্শন, অপায় গতি লাভ হয় এরূপ লোভ, দ্বেষ, ও মোহ। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি বিষয় ত্যাগ করে যে কেউ দৃষ্টি সম্পদ লাভ করতে সক্ষম।"

ত্যাগ না করে সূত্র সমাপ্ত

(চ) পহীন সুত্তং– প্রহীণ সূত্র

৯০.১। "হে ভিক্ষুগণ, দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির ছয়টি বিষয় প্রহীণ হয়। সেই ছয়টি বিষয় কী কী? যথা :

২। সৎকায় দৃষ্টি, বিচিকিৎসা (সন্দেহভাব), শীলব্রত পরামর্শন, অপায় গতি লাভ হয় এরূপ লোভ, দ্বেষ, ও মোহ। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি বিষয় দৃষ্টিসম্পন্ন

---

[1] **সৎকায়দৃষ্টি–** ব্যক্তি স্বাতন্ত্রে বিশ্বাসী, আত্মবাদী বা আত্মায় বিশ্বাসী (ভিক্ষু শীলভদ্র, পালি-বাংলা অভিধান)।

[2] **শীলব্রত পরামর্শন–** মানত বা বিভিন্ন ব্রত পালনে শুদ্ধি লাভ তথা অভীষ্ট সিদ্ধিকে শীল ব্রত পরামর্শন বলে (প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির, মহাসতিপট্ঠান ভাবনা)।

ব্যক্তির ছয়টি বিষয় প্রহীণ হয়।”

প্রহীণ সূত্র সমাপ্ত

(ছ) অভব্ব সুত্তং– অক্ষম সূত্র

৯১.১। “হে ভিক্ষুগণ, দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি নিজ মধ্যে ছয়টি বিষয় উৎপন্ন করতে অক্ষম। সেই ছয়টি বিষয় কী কী? যথা :

২। সৎকায় দৃষ্টি, বিচিকিৎসা (সন্দেহভাব), শীলব্রত পরামর্শন, অপায় গতি লাভ হয় এরূপ লোভ, দ্বেষ, ও মোহ। ভিক্ষুগণ, দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি নিজ মধ্যে এই ছয়টি বিষয় উৎপন্ন করতে অক্ষম।”

অক্ষম সূত্র সমাপ্ত

(জ) পঠম অভব্বট্‌ঠান সুত্তং– প্রথম অসম্ভব বিষয় সূত্র

৯২.১। “হে ভিক্ষুগণ, ছয় প্রকার অসম্ভব বিষয় আছে। সেই ছয় প্রকার কী কী? যথা :

২। দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি শাস্তার প্রতি অগৌরবী ও অবাধ্য হয়ে অবস্থান করতে অক্ষম, দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি ধর্মের প্রতি অগৌরবী ও অবাধ্য হয়ে অবস্থান করতে অক্ষম, দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি সংঘের প্রতি অগৌরবী ও অবাধ্য হয়ে অবস্থান করতে অক্ষম, দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি শিক্ষার প্রতি অগৌরবী ও অবাধ্য হয়ে অবস্থান করতে অক্ষম, দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি অনাগম্য বিষয় ফিরিয়ে আনতে অক্ষম[১], এবং দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি এই ভব সংসারে আর অষ্টমবার জন্ম গ্রহণ করতে সক্ষম নয়[১]। ভিক্ষুগণ, এই ছয় প্রকার বিষয় হচ্ছে অসম্ভব।”

প্রথম অসম্ভব বিষয় সূত্র সমাপ্ত

(ঝ) দুতিয অভব্বট্‌ঠান সুত্তং– দ্বিতীয় অসম্ভব বিষয় সূত্র

৯৩.১। “হে ভিক্ষুগণ, ছয় প্রকার অসম্ভব বিষয় আছে। সেই ছয় প্রকার কী কী? যথা :

---

[১] অনাগমনিযং বত্থুং পচ্চাগন্তুং অর্থাৎ অনাগম্য বিষয় ফিরিয়ে আনা। অত্থকথামতে, দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে ৬২ প্রকার মিথ্যাদৃষ্টি ফিরিয়ে আনা অসম্ভব। দেখুন- অঙ্গুত্তর নিকায়ের ৫ম নিপাতের ১৪৭ নং সূত্র, ১ নিপাতের ২৭ নং সূত্র প্রভৃতি।

[১] অত্থকথামতে, অট্‌ঠমং ভাবং বলতে কামবচরে অট্‌ঠমং পটিসন্ধিং। দৃষ্টিসম্পন্ন বা স্রোতাপন্ন ব্যক্তির পঞ্চবিধ সংযোজন ও ৬২ প্রকার মিথ্যাদৃষ্টি ধ্বংস হয়। তাই পুনরায় সেরূপ ধারণা ফিরিয়ে আনতে সে অক্ষম হয়।

২। ভিক্ষুগণ, দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি কিঞ্চিৎমাত্র সংস্কারকে নিত্যরূপে গ্রহণ করবে, তা অসম্ভব; দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি কিঞ্চিৎমাত্র সংস্কারকে সুখরূপে গ্রহণ করবে, তা অসম্ভব; দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি কিঞ্চিৎমাত্র বিষয়কে আত্মরূপে গ্রহণ করবে, তা অসম্ভব; দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি আনন্তরিক কর্ম[২] করবে, তা অসম্ভব; দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি বিশুদ্ধিতার জন্য উৎসবের প্রতি আগ্রহ দেখাবে, তা অসম্ভব; এবং দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি সংঘক্ষেত্র ব্যতীত অন্য দক্ষিণার যোগ্য পাত্র অন্বেষণ করবে, তা অসম্ভব। ভিক্ষুগণ, এই ছয় প্রকার বিষয় হচ্ছে অসম্ভব।"

দ্বিতীয় অসম্ভব বিষয় সূত্র সমাপ্ত

(ঞ) ততিয অভব্বট্‌ঠান সুত্তং– তৃতীয় অসম্ভব বিষয় সূত্র

৯৪.১। "হে ভিক্ষুগণ, ছয় প্রকার অসম্ভব বিষয় আছে। সেই ছয় প্রকার কী কী? যথা :

২। ভিক্ষুগণ, দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি নিজ মাতৃ হত্যা করতে অক্ষম, দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি নিজ পিতৃ হত্যা করতে অক্ষম, দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি অর্হত্ত্বলাভীকে হত্যা করতে অক্ষম, দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি প্রদুষ্ট চিত্তে তথাগতের দেহ হতে রক্তপাত ঘটাতে অক্ষম, দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি সংঘভেদ বা সংঘ মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে অক্ষম, এবং দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি অন্য (ধর্মাবলম্বী) কোন শাস্তা বা গুরু অন্বেষণ করবে, তা অসম্ভব। ভিক্ষুগণ, এই ছয় প্রকার বিষয় হচ্ছে অসম্ভব।"

তৃতীয় অসম্ভব বিষয় সূত্র সমাপ্ত

(ট) চতুত্থ অভব্বট্‌ঠান সুত্তং– চতুর্থ অসম্ভব বিষয় সূত্র

৯৫.১। "হে ভিক্ষুগণ, ছয় প্রকার অসম্ভব বিষয় আছে। সেই ছয় প্রকার কী কী? যথা :

২। ভিক্ষুগণ, দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি সুখ-দুঃখকে আত্ম ধারণায়[১] গ্রহণ করতে অক্ষম, দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি সুখ-দুঃখকে পর ধারণায় গ্রহণ করতে অক্ষম, দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি সুখ-দুঃখকে আত্ম ও পর ধারণায় গ্রহণ করতে অক্ষম, দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি সুখ-দুঃখকে আত্ম ধারণায় নয় কিন্তু বিনা কারণে উৎপন্ন

---

[২] ৯৪ নং সূত্রে আলোচিত ছয়টি অসম্ভব বিষয়ের মধ্যে প্রথম পাঁচটি বিষয়কে আনন্তরিক কর্ম বলা হয়। আনন্তরিক কর্ম এমন ঘোরতর অকুশল, যদ্দরুণ ইহজীবনে নির্বাণ সাক্ষাতের হেতুও বিনষ্ট হয়ে যায়।

[১] **আত্ম ধারণা বা সযংকতং**। সযংকতন্তি আদীনি অত্তদিট্‌ঠিবসেন বুত্তানি। অর্থাৎ সযংকতং শব্দটি আত্ম ধারণা বশে বলা হয়েছে।

এরূপ ধারণায় গ্রহণ করতে অক্ষম, দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি সুখ-দুঃখকে পর ধারণায় নয় কিন্তু বিনা কারণে উৎপন্ন এরূপ ধারণায় গ্রহণ করতে অক্ষম, দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি সুখ-দুঃখকে আত্ম ও পর ধারণায় নয় কিন্তু বিনা কারণে উৎপন্ন এরূপ ধারণায় গ্রহণ করতে অক্ষম। তার কারণ কি? কারণ, ভিক্ষুগণ, দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট হেতু এবং হেতুজাত ধর্মাদি উত্তমরূপে দৃষ্ট। ভিক্ষুগণ, এই হচ্ছে ছয় প্রকার অসম্ভব বিষয়।"

তৃতীয় অসম্ভব বিষয় সূত্র সমাপ্ত

শান্ত বর্গ সমাপ্ত

তস্সুদ্দানং–সূত্রসূচি

শান্ত, আবরণ, হত্যা, আর শ্রবণ সূত্র,
ত্যাগ না করা, প্রহীণ সূত্র হলো বিবৃত;
অক্ষম আর চারি অসম্ভব সূত্র যোগে,
শান্ত বর্গ এথায় হলো সমাপ্ত।

১০. আনিশংস বর্গ

(ক) পাতুভাব সুত্তং– প্রাদূর্ভাব সূত্র

৯৬.১। "হে ভিক্ষুগণ, ছয় প্রকার প্রাদূর্ভাব জগতে দূর্লভ। সেই ছয় প্রকার কী কী? যথা :

২। তথাগত অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধের প্রাদূর্ভাব জগতে দূর্লভ; তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ের দেশনাকারী ব্যক্তি জগতে দূর্লভ; আর্য আয়তন বা মধ্য প্রদেশে জন্ম লাভ করাও জগতে দূর্লভ; পরিপূর্ণ ইন্দ্রিয় লাভ করাও জগতে দূর্লভ; জগতে পন্ডিত, জ্ঞানী হয়ে জন্ম লাভ করা দূর্লভ; এবং পুণ্য বা কুশল কর্মে উৎসাহী ব্যক্তিও জগতে দূর্লভ। ভিক্ষুগণ, এই ছয় প্রকার প্রাদূর্ভাব জগতে দূর্লভ।"

প্রাদূর্ভাব সূত্র সমাপ্ত

(খ) আনিসংস সুত্তং– আনিশংস বা সুফল সূত্র

৯৭.১। "হে ভিক্ষুগণ, স্রোতাপত্তিফল লাভের ছয় প্রকার আনিশংস বা সুফল আছে। সেই ছয় প্রকার কী কী? যথা :

২। স্রোতাপত্তিফললাভী ব্যক্তি নিয়ত সদ্ধর্ম বা সম্বোধি পরায়ণ হয়,

অপরিহানধর্মী হয়, দুঃখ পেলেও তা সীমিত হয়, অসাধারণ জ্ঞান সমৃদ্ধ হয়, তার নিকট হেতু বা কারণ সুদৃষ্ট হয় এবং কারণজাত বিষয়সমূহও সুদৃষ্ট হয়। ভিক্ষুগণ, স্রোতাপত্তিফল লাভের এই ছয় প্রকার আনিশংস বা সুফল আছে।"

আনিশংস বা সুফল সূত্র সমাপ্ত

(গ) অনিচ্চ সুত্তং– অনিত্য সূত্র

৯৮.১। "সত্যিই হে ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু কিঞ্চিৎমাত্র সংস্কারকে নিত্যরূপে দর্শন করে সে শাসনের অনূকুল ক্ষান্তিগুণে বিমন্ডিত হবে, তা অসম্ভব। শাসন শোভন ক্ষমাগুণে বিমন্ডিত না হয়ে সম্যকমার্গে অগ্রসর হবে, তা অসম্ভব। সম্যকমার্গে অগ্রসর না হয়ে স্রোতাপত্তি ফল বা সকৃদাগামী ফল কিংবা অনাগামী ফল অথবা অর্হত্ত্ব ফল লাভ করবে, তা অসম্ভব।

২। সত্যিই ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু সর্ব সংস্কারে অনিত্যানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, সে শাসনের অনূকূল ক্ষান্তিগুণে বিমন্ডিত হবে তা সম্ভব। শাসন অনূকুল ক্ষমাগুণে বিমন্ডিত হয়ে সম্যকমার্গে অগ্রসর হবে, তা সম্ভব। সম্যকমার্গে অগ্রসর হয়ে স্রোতাপত্তি ফল বা সকৃদাগামী ফল কিংবা অনাগামী ফল অথবা অর্হত্ত্ব ফল লাভ করবে, তা সম্ভব।"

অনিত্য সূত্র সমাপ্ত

(ঘ) দুক্খ সুত্তং– দুঃখ সূত্র

৯৯.১। "সত্যিই হে ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু কিঞ্চিৎমাত্র সংস্কারকে সুখরূপে দর্শন করে সে শাসনের অনূকুল ক্ষান্তিগুণে বিমন্ডিত হবে, তা অসম্ভব। শাসন শোভন ক্ষমাগুণে বিমন্ডিত না হয়ে সম্যকমার্গে অগ্রসর হবে, তা অসম্ভব। সম্যকমার্গে অগ্রসর না হয়ে স্রোতাপত্তি ফল বা সকৃদাগামী ফল কিংবা অনাগামী ফল অথবা অর্হত্ত্ব ফল লাভ করবে, তা অসম্ভব।

২। সত্যিই ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু সর্ব সংস্কারে দুঃখানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, সে শাসনের অনূকূল ক্ষান্তিগুণে বিমন্ডিত হবে তা সম্ভব। শাসন অনূকুল ক্ষমাগুণে বিমন্ডিত হয়ে সম্যকমার্গে অগ্রসর হবে, তা সম্ভব। সম্যকমার্গে অগ্রসর হয়ে স্রোতাপত্তি ফল বা সকৃদাগামী ফল কিংবা অনাগামী ফল অথবা অর্হত্ত্ব ফল লাভ করবে, তা সম্ভব।"

দুঃখ সূত্র সমাপ্ত

(ঙ) অনত্ত সুত্তং– অনাত্ম সূত্র

১০০.১। "সত্যিই হে ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু কিঞ্চিৎমাত্র ধর্মকে আত্মরূপে দর্শন করে সে শাসনের অনূকুল ক্ষান্তিগুণে বিমন্ডিত হবে, তা অসম্ভব। শাসন

শোভন ক্ষমাগুণে বিমন্ডিত না হয়ে সম্যকমার্গে অগ্রসর হবে, তা অসম্ভব। সম্যকমার্গে অগ্রসর না হয়ে স্রোতাপত্তি ফল বা সকৃদাগামী ফল কিংবা অনাগামী ফল অথবা অর্হত্ত্ব ফল লাভ করবে, তা অসম্ভব।

২। সত্যিই ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু সর্ব ধর্মে অনাত্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, সে শাসনের অনূকূল ক্ষান্তিগুণে বিমন্ডিত হবে তা সম্ভব। শাসন অনূকুল ক্ষমাগুণে বিমন্ডিত হয়ে সম্যকমার্গে অগ্রসর হবে, তা সম্ভব। সম্যকমার্গে অগ্রসর হয়ে স্রোতাপত্তি ফল বা সকৃদাগামী ফল কিংবা অনাগামী ফল অথবা অর্হত্ত্ব ফল লাভ করবে, তা সম্ভব।"

অনাত্ম সূত্র সমাপ্ত

(চ) নিব্বান সুত্তং– নির্বাণ সূত্র

১০১.১। "সত্যিই হে ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু নির্বাণকে দুঃখরূপে দর্শন করে সে শাসনের অনূকুল ক্ষান্তিগুণে বিমন্ডিত হবে, তা অসম্ভব। শাসন শোভন ক্ষমাগুণে বিমন্ডিত না হয়ে সম্যকমার্গে অগ্রসর হবে, তা অসম্ভব। সম্যকমার্গে অগ্রসর না হয়ে স্রোতাপত্তি ফল বা সকৃদাগামী ফল কিংবা অনাগামী ফল অথবা অর্হত্ত্ব ফল লাভ করবে, তা অসম্ভব।

২। সত্যিই ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু নির্বাণকে সুখরূপে দর্শন করে, সে শাসনের অনূকূল ক্ষান্তিগুণে বিমন্ডিত হবে তা সম্ভব। শাসন অনূকুল ক্ষমাগুণে বিমন্ডিত হয়ে সম্যকমার্গে অগ্রসর হবে, তা সম্ভব। সম্যকমার্গে অগ্রসর হয়ে স্রোতাপত্তি ফল বা সকৃদাগামী ফল কিংবা অনাগামী ফল অথবা অর্হত্ত্ব ফল লাভ করবে, তা সম্ভব।"

নির্বাণ সূত্র সমাপ্ত

(ছ) অনবথিত সুত্তং– পরিবর্তনশীল সূত্র

১০২.১। "হে ভিক্ষুগণ, সর্ব সংস্কারকে অপ্রমাণরূপে অনিত্য সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত করার জন্য একজন ভিক্ষুর ছয়টি সুফল বা আনিশংস বিবেচনা করাই যথেষ্ট। সেই ছয় প্রকার সুফল কী কী? যথা :

২। আমার নিকট সকল সংস্কারই পরিবর্তনশীলরূপে প্রতীত হবে, আমার মন কোন জগতেই অভিরমিত হবে না, জাগতিক বিষয়ে আমার মন অসংশ্লিষ্ট থাকবে, আমার অভিপ্রায় হবে নির্বাণমুখী, আমার যাবতীয় সংযোজন প্রহীণ হবে এবং আমি চরম শ্রামণ্যফল লাভ করব।' ভিক্ষুগণ, সর্ব সংস্কারকে অপ্রমাণরূপে অনিত্য সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত করার জন্য একজন ভিক্ষুর ছয়টি সুফল বা আনিশংস বিবেচনা করাই যথেষ্ট।"

পরিবর্তনশীল সূত্র সমাপ্ত

(জ) উক্খিত্তাসিক সুত্তং– উক্ষিৎপ্ত অসি সূত্র

১০৩.১। "হে ভিক্ষুগণ, সর্ব সংস্কারকে অপ্রমাণরূপে দুঃখ সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত করার জন্য একজন ভিক্ষুর ছয়টি সুফল বা আনিশংস বিবেচনা করাই যথেষ্ট। সেই ছয় প্রকার সুফল কী কী? যথা :

২। উর্ধে অসি উত্তোলনকারী হতোদ্যত ব্যক্তির ন্যায় সর্বসংস্কারের প্রতি আমার নির্বেদসংজ্ঞা[1] বিদ্যমান থাকবে, আমার মন সকল জগত হতে উত্থিত হবে, আমি নির্বাণকেই শান্তিপূর্ণরূপে দর্শনকারী হব, আমার অনুশয়সমূহ লোপ পাবে, আমার করণীয় কৃত হবে এবং আমার আন্তরিক পরিচর্যার দরুণ শাস্তা আমাকে অবগত হবেন। ভিক্ষুগণ, সর্ব সংস্কারকে অপ্রমাণরূপে দুঃখ সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত করার জন্য একজন ভিক্ষুর এই ছয়টি সুফল বা আনিশংস বিবেচনা করাই যথেষ্ট।"

উক্ষিৎপ্ত অসি সূত্র সমাপ্ত

(ঝ) অতম্ময সুত্তং– অতন্ময় সূত্র

১০৪.১। "হে ভিক্ষুগণ, সর্ব সংস্কারকে অপ্রমাণরূপে অনাত্ম সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত করার জন্য একজন ভিক্ষুর ছয়টি সুফল বা আনিশংস বিবেচনা করাই যথেষ্ট। সেই ছয় প্রকার সুফল কী কী? যথা :

২। আমি সকল জগতে অতন্ময় হব, আমার যাবতীয় অহংকার নিরূদ্ধ হবে, মমঙ্কার সমূহও লোপ পাবে, অসাধারণ জ্ঞানে সমৃদ্ধ হব, হেতু (বা কার্য কারণ) উত্তমরূপে দৃষ্ট হবে এবং হেতুজাত ধর্মসমূহও দৃষ্ট হবে। ভিক্ষুগণ, সর্ব সংস্কারকে অপ্রমাণরূপে অনাত্ম সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত করার জন্য একজন ভিক্ষুর এই ছয়টি সুফল বা আনিশংস বিবেচনা করাই যথেষ্ট।"

অতন্ময় সূত্র সমাপ্ত

(ঞ) ভব সুত্তং– ভব সূত্র

১০৫.১। "হে ভিক্ষুগণ, তিন প্রকার ভব প্রহাণ করা উচিত এবং ত্রিবিধ শিক্ষা শিক্ষণীয়। কোন তিন প্রকার ভব প্রহাণ করা উচিত? যথা : কাম ভব, রূপ ভব এবং অরূপ ভব। এই তিন প্রকার ভব প্রহাণ করা উচিত। কোন ত্রিবিধ শিক্ষণীয়? যথা : অধিশীল শিক্ষা, অধিচিত্ত শিক্ষা এবং অধিপ্রজ্ঞা

---

[1] ইংরেজী অনুবাদে নির্বেদসংজ্ঞার স্থলে নির্বাণ সংজ্ঞা লেখা হয়েছে। দেখুন– *The Book of Gradual sayings, vol.3. page, 309. by E.M.Hare.*

শিক্ষা। এই ত্রিবিধ শিক্ষা শিক্ষণীয়। ভিক্ষুগণ, যখন ভিক্ষুর এই ত্রিবিধ ভব প্রহীণ হয় এবং ত্রিবিধ শিক্ষায় সে শিক্ষিত হয়, তখন তার প্রতি এরূপ মন্তব্য করা চলে যে– 'ভিক্ষু তৃষ্ণাকে পৃথক করেছে, সংযোজন সমূহকে পেছনে আবর্তিত করেছে, সম্যকরূপে মানকে উপলব্ধি করেছে এবং দুঃখের অন্ত সাধন করেছে'।"

ভব সূত্র সমাপ্ত

(ট) তন্‌হা সুত্তং– তৃষ্ণা সূত্র

১০৬.১। "হে ভিক্ষুগণ, তিন প্রকার তৃষ্ণা ও ত্রিবিধ মান প্রহাণ করা উচিত। কোন তিন প্রকার তৃষ্ণা প্রহাণ করা উচিত? যথা : কাম তৃষ্ণা, রূপ তৃষ্ণা এবং অরূপ তৃষ্ণা। এই তিন প্রকার তৃষ্ণা প্রহাতব্য। কোন তিন প্রকার মান পরিত্যাগ করা কর্তব্য? যথা : মান, ওমান এবং অতিমান। এই তিন প্রকার মান পরিত্যাগ করা কর্তব্য। ভিক্ষুগণ, যখন ভিক্ষুর এই ত্রিবিধ তৃষ্ণা ও ত্রিবিধ মান প্রহীণ হয়, তখন তার প্রতি এরূপ মন্তব্য করা চলে যে– 'ভিক্ষু তৃষ্ণাকে পৃথক করেছে, সংযোজন সমূহকে পেছনে আবর্তিত করেছে, সম্যকরূপে মানকে উপলব্ধি করেছে এবং দুঃখের অন্ত সাধন করেছে'।"

তৃষ্ণা সূত্র সমাপ্ত

আনিশংস বর্গ সমাপ্ত

তস্‌সুদ্দানং– সূত্রসূচি

প্রাদূর্ভাব, সুফল আর অনিত্য, দুঃখ সূত্র,
অনাত্ম, নির্বাণ ও পরিবর্তনশীল হলো বিবৃত;
উৎক্ষিপ্ত অসি, অতন্ময় আর ভব সূত্র,
তৃষ্ণা সূত্র যুক্তে এগারতে বর্গ সমাপ্ত।

দ্বিতীয় পঞ্চাশক সমাপ্ত

১১. তিন বর্গ

(ক) রাগ সুত্তং– রাগ সূত্র

১০৭.১। "হে ভিক্ষুগণ, তিন প্রকার ধর্ম রয়েছে। যথা : রাগাসক্তি, দ্বেষ, মোহ। ভিক্ষুগণ, এই তিনটি ধর্ম পরিত্যাগের জন্য তিন প্রকার বিষয় ভাবনা করা উচিত। সেই তিন কী কী? যথা : রাগাসক্তি প্রহাণের জন্য অশুভ

ভাবনা, দ্বেষ পরিত্যাগের জন্য মৈত্রী ভাবনা এবং মোহ প্রহাণের জন্য প্রজ্ঞা ভাবনা করা উচিত। ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তি, দ্বেষ, ও মোহ পরিত্যাগের জন্য এই তিন প্রকার বিষয় ভাবনা করা উচিত।"

রাগ সূত্র সমাপ্ত

(খ) দুচ্চরিত সুত্তং– দুশ্চরিত্র সূত্র

১০৮.১। "হে ভিক্ষুগণ, তিন প্রকার ধর্ম রয়েছে। যথা : কায় দুশ্চরিত্র, বাক্য দুশ্চরিত্র, এবং মনোদুশ্চরিত্র। ভিক্ষুগণ, এই তিনটি ধর্ম পরিত্যাগের জন্য তিন প্রকার বিষয় ভাবনা করা উচিত। সেই তিন কী কী? যথা : কায় দুশ্চরিত্র প্রহাণের জন্য কায় সুচরিত, বাক্য দুশ্চরিত্র পরিত্যাগের জন্য বাক্য সুচরিত এবং মনোদুশ্চরিত্র প্রহাণের জন্য মনো সুচরিত অনুশীলন করা উচিত। ভিক্ষুগণ, কায় দুশ্চরিত্র, বাক্য দুশ্চরিত্র, এবং মনোদুশ্চরিত্র পরিত্যাগের জন্য এই তিন প্রকার বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

দুশ্চরিত্র সূত্র সমাপ্ত

(গ) বিতক্ক সুত্তং– বিতর্ক সূত্র

১০৯.১। "হে ভিক্ষুগণ, তিন প্রকার ধর্ম রয়েছে। যথা : কাম বিতর্ক, ব্যাপাদ বিতর্ক এবং বিহিংসা বিতর্ক। ভিক্ষুগণ, এই তিনটি ধর্ম পরিত্যাগের জন্য তিন প্রকার বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই তিন কী কী? যথা : কাম বিতর্ক প্রহাণের জন্য নৈষ্ক্রম্য বিতর্ক, ব্যাপাদ বিতর্ক পরিত্যাগের জন্য অব্যাপাদ বিতর্ক এবং বিহিংসা বিতর্ক প্রহাণের জন্য অবিহিংসা বিতর্ক অনুশীলন করা উচিত। ভিক্ষুগণ, কাম বিতর্ক, ব্যাপাদ বিতর্ক এবং বিহিংসা বিতর্ক পরিত্যাগের জন্য এই তিন প্রকার বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

বিতর্ক সূত্র সমাপ্ত

(ঘ) সঞ্ঞা সুত্তং– সংজ্ঞা সূত্র

১১০.১। "হে ভিক্ষুগণ, তিন প্রকার ধর্ম রয়েছে। যথা : কাম সংজ্ঞা, ব্যাপাদ সংজ্ঞা এবং বিহিংসা সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, এই তিনটি ধর্ম পরিত্যাগের জন্য তিন প্রকার বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই তিন কী কী? যথা : কাম সংজ্ঞা প্রহাণের জন্য নৈষ্ক্রম্য সংজ্ঞা, ব্যাপাদ সংজ্ঞা পরিত্যাগের জন্য অব্যাপাদ সংজ্ঞা এবং বিহিংসা সংজ্ঞা প্রহাণের জন্য অবিহিংসা সংজ্ঞা অনুশীলন করা উচিত। ভিক্ষুগণ, কাম সংজ্ঞা, ব্যাপাদ সংজ্ঞা এবং বিহিংসা সংজ্ঞা পরিত্যাগের জন্য এই তিন প্রকার বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

সংজ্ঞা সূত্র সমাপ্ত

(ঙ) ধাতু সুত্তং– ধাতু সূত্র

১১১.১। "হে ভিক্ষুগণ, তিন প্রকার ধর্ম রয়েছে। যথা : কাম ধাতু, ব্যাপাদ ধাতু এবং বিহিংসা ধাতু। ভিক্ষুগণ, এই তিনটি ধর্ম পরিত্যাগের জন্য তিন প্রকার বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই তিন কী কী? যথা : কাম ধাতু প্রহাণের জন্য নৈষ্ক্রম্য ধাতু, ব্যাপাদ ধাতু পরিত্যাগের জন্য অব্যাপাদ ধাতু এবং বিহিংসা ধাতু প্রহাণের জন্য অবিহিংসা ধাতু অনুশীলন করা উচিত। ভিক্ষুগণ, কাম ধাতু, ব্যাপাদ ধাতু এবং বিহিংসা ধাতু পরিত্যাগের জন্য এই তিন প্রকার বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

ধাতু সূত্র সমাপ্ত

(চ) অস্সাদ সুত্তং– আস্বাদন সূত্র

১১২.১। "হে ভিক্ষুগণ, তিন প্রকার ধর্ম রয়েছে। যথা : আস্বাদন বা ভোগ দৃষ্টি, আত্মদৃষ্টি, এবং মিথ্যাদৃষ্টি। ভিক্ষুগণ, এই তিনটি ধর্ম পরিত্যাগের জন্য তিন প্রকার বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই তিন কী কী? যথা : ভোগ দৃষ্টি প্রহাণের জন্য অনিত্য সংজ্ঞা, আত্মদৃষ্টি পরিত্যাগের জন্য অনাত্ম সংজ্ঞা এবং মিথ্যাদৃষ্টি প্রহাণের জন্য সম্যকদৃষ্টি অনুশীলন করা উচিত। ভিক্ষুগণ, ভোগ দৃষ্টি, আত্মদৃষ্টি, এবং মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগের জন্য এই তিন প্রকার বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

আস্বাদন সূত্র সমাপ্ত

(ছ) অরতি সুত্তং– অরতি সূত্র

১১৩.১। "হে ভিক্ষুগণ, তিন প্রকার ধর্ম রয়েছে। যথা : অরতি, বিহিংসা এবং অধর্মচর্যা। ভিক্ষুগণ, এই তিনটি ধর্ম পরিত্যাগের জন্য তিন প্রকার বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই তিন কী কী? যথা : অরতি প্রহাণের জন্য মুদিতা (অপরের সুখে সুখী হওয়া), বিহিংসা পরিত্যাগের জন্য অবিহিংসা এবং অধর্মচর্যা প্রহাণের জন্য ধর্মচর্যা অনুশীলন করা উচিত। ভিক্ষুগণ, অরতি, বিহিংসা এবং অধর্মচর্যা পরিত্যাগের জন্য এই তিন প্রকার বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

অরতি সূত্র সমাপ্ত

(জ) সন্তুট্ঠিতা সুত্তং– সন্তুষ্টিতা সূত্র

১১৪.১। "হে ভিক্ষুগণ, তিন প্রকার ধর্ম রয়েছে। যথা : অসন্তুষ্টিতা, অসম্প্রজ্ঞানতা এবং মহেচ্ছুকতা। ভিক্ষুগণ, এই তিনটি ধর্ম পরিত্যাগের জন্য তিন প্রকার বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই তিন কী কী? যথা :

অসন্তুষ্টিতা প্রহাণের জন্য সন্তুষ্টিতা, অসম্প্রজ্ঞানতা পরিত্যাগের জন্য সম্প্রজ্ঞানতা এবং মহেচ্ছুকতা প্রহাণের জন্য অল্পেচ্ছুকতা অনুশীলন করা উচিত। ভিক্ষুগণ, অসন্তুষ্টিতা, অসম্প্রজ্ঞানতা এবং মহেচ্ছুকতা পরিত্যাগের জন্য এই তিন প্রকার বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

সন্তুষ্টিতা সূত্র সমাপ্ত

(ঝ) দোবচস্সতা সুত্তং– অশিষ্টতা সূত্র

১১৫.১। "হে ভিক্ষুগণ, তিন প্রকার ধর্ম রয়েছে। যথা : অশিষ্টতা, অসৎ সঙ্গ এবং চিত্তের বিক্ষেপ। ভিক্ষুগণ, এই তিনটি ধর্ম পরিত্যাগের জন্য তিন প্রকার বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই তিন কী কী? যথা : অশিষ্টতা প্রহাণের জন্য শিষ্টতা, অসৎ সঙ্গ পরিত্যাগের জন্য কল্যাণমিত্রের সাহচর্য করা এবং চিত্তের বিক্ষেপ প্রহাণের জন্য আনাপান ভাবনা অনুশীলন করা উচিত। ভিক্ষুগণ, অশিষ্টতা, অসৎ সঙ্গ এবং চিত্তের বিক্ষেপ পরিত্যাগের জন্য এই তিন প্রকার বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

অশিষ্টতা সূত্র সমাপ্ত

(ঞ) উদ্ধচ্চ সুত্তং– ঔদ্ধত্য সূত্র

১১৬.১। । "হে ভিক্ষুগণ, তিন প্রকার ধর্ম রয়েছে। যথা : ঔদ্ধত্য, অসংবর এবং প্রমাদ। ভিক্ষুগণ, এই তিনটি ধর্ম পরিত্যাগের জন্য তিন প্রকার বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই তিন কী কী? যথা : ঔদ্ধত্য প্রহাণের জন্য প্রশান্তিভাব, অসংবর পরিত্যাগের জন্য সংবর এবং প্রমাদ প্রহাণের জন্য অপ্রমাদ অনুশীলন করা উচিত। ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্য, অসংবর এবং প্রমাদ পরিত্যাগের জন্য এই তিন প্রকার বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

ঔদ্ধত্য সূত্র সমাপ্ত

তিন বর্গ সমাপ্ত

তস্সুদ্দানং– সূত্রসূচি

রাগ, দুশ্চরিত্র সূত্র আর বিতর্ক, সংজ্ঞা,
ধাতু, আস্বাদন, অরতি, সূত্র সন্তুষ্টিতা;
অশিষ্টতা, ঔদ্ধত্য সূত্রে তিন বর্গ সমাপ্ত।

১২. শ্রামণ্য বর্গ

(ক) কাযানুপস্সী সুত্তং– কায়ানুদর্শী সূত্র

১১৭.১। "হে ভিক্ষুগণ, ছয়টি বিষয় ত্যাগ না করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা অসম্ভব। সেই ছয় প্রকার কী কী? যথা :

২। কর্মপ্রিয়তা, বাজে আলাপে আসক্তি, নিদ্রাপ্রিয়তা, সঙ্গপ্রিয়তা, ইন্দ্রিয়ে অগুপ্তদ্বার, এবং ভোজনে অমাত্রাজ্ঞতা। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি বিষয় ত্যাগ না করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা অসম্ভব।

৩। ভিক্ষুগণ, ছয়টি বিষয় ত্যাগ করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা সম্ভব। সেই ছয় প্রকার কী কী? যথা :

৪। কর্মপ্রিয়তা, বাজে আলাপে আসক্তি, নিদ্রাপ্রিয়তা, সঙ্গপ্রিয়তা, ইন্দ্রিয়ে অগুপ্তদ্বার, এবং ভোজনে অমাত্রাজ্ঞতা। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি বিষয় ত্যাগ করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা সম্ভব।"

কায়ানুদর্শী সূত্র সমাপ্ত

(খ) ধম্মানুপস্সী সুত্তং– ধর্মানুদর্শী সূত্র

১১৮.১। "হে ভিক্ষুগণ, ছয়টি বিষয় ত্যাগ না করে নিজ (অধ্যাত্ম) কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা অসম্ভব। সেই ছয় প্রকার কী কী? যথা :

২। কর্মপ্রিয়তা, বাজে আলাপে আসক্তি, নিদ্রাপ্রিয়তা, সঙ্গপ্রিয়তা, ইন্দ্রিয়ে অগুপ্তদ্বার, এবং ভোজনে অমাত্রাজ্ঞতা। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি বিষয় ত্যাগ না করে নিজ কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা অসম্ভব।

৩। ভিক্ষুগণ, ছয়টি বিষয় ত্যাগ করে নিজ কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা সম্ভব। সেই ছয় প্রকার কী কী? যথা :

৪। কর্মপ্রিয়তা, বাজে আলাপে আসক্তি, নিদ্রাপ্রিয়তা, সঙ্গপ্রিয়তা, ইন্দ্রিয়ে অগুপ্তদ্বার, এবং ভোজনে অমাত্রাজ্ঞতা। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি বিষয় ত্যাগ করে নিজ কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা সম্ভব।

১১৯.১। হে ভিক্ষুগণ, ছয়টি বিষয় ত্যাগ না করে অপর (বহিদ্ধা) কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা অসম্ভব। সেই ছয় প্রকার কী কী? যথা :

২। কর্মপ্রিয়তা, বাজে আলাপে আসক্তি, নিদ্রাপ্রিয়তা, সঙ্গপ্রিয়তা, ইন্দ্রিয়ে অগুপ্তদ্বার, এবং ভোজনে অমাত্রাজ্ঞতা। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি বিষয় ত্যাগ না করে অপর কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা অসম্ভব।

৩। ভিক্ষুগণ, ছয়টি বিষয় ত্যাগ করে অপর কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা সম্ভব। সেই ছয় প্রকার কী কী? যথা :

৪। কর্মপ্রিয়তা, বাজে আলাপে আসক্তি, নিদ্রাপ্রিয়তা, সঙ্গপ্রিয়তা, ইন্দ্রিয়ে অগুপ্তদ্বার, এবং ভোজনে অমাত্রাজ্ঞতা। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি বিষয় ত্যাগ করে অপর কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা সম্ভব।

১২০.১। হে ভিক্ষুগণ, ছয়টি বিষয় ত্যাগ না করে নিজ ও অপর কায়ে

কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা অসম্ভব। সেই ছয় প্রকার কী কী? যথা :
২। কর্মপ্রিয়তা, বাজে আলাপে আসক্তি, নিদ্রাপ্রিয়তা, সঙ্গপ্রিয়তা, ইন্দ্রিয়ে অগুপ্তদ্বার, এবং ভোজনে অমাত্রাজ্ঞতা। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি বিষয় ত্যাগ না করে নিজ ও অপর কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা অসম্ভব।
৩। ভিক্ষুগণ, ছয়টি বিষয় ত্যাগ করে নিজ ও অপর কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা সম্ভব। সেই ছয় প্রকার কী কী? যথা :
৪। কর্মপ্রিয়তা, বাজে আলাপে আসক্তি, নিদ্রাপ্রিয়তা, সঙ্গপ্রিয়তা, ইন্দ্রিয়ে অগুপ্তদ্বার, এবং ভোজনে অমাত্রাজ্ঞতা। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি বিষয় ত্যাগ করে নিজ ও অপর কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা সম্ভব।
১২১.১। হে ভিক্ষুগণ, ছয়টি বিষয় ত্যাগ না করে নিজ বেদনায় বেদনানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা অসম্ভব। সেই ছয় প্রকার কী কী? যথা :
২। কর্মপ্রিয়তা, বাজে আলাপে আসক্তি, নিদ্রাপ্রিয়তা, সঙ্গপ্রিয়তা, ইন্দ্রিয়ে অগুপ্তদ্বার, এবং ভোজনে অমাত্রাজ্ঞতা। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি বিষয় ত্যাগ না করে নিজ বেদনায় বেদনানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা অসম্ভব।
৩। ভিক্ষুগণ, ছয়টি বিষয় ত্যাগ করে নিজ বেদনায় বেদনানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা সম্ভব। সেই ছয় প্রকার কী কী? যথা :
৪। কর্মপ্রিয়তা, বাজে আলাপে আসক্তি, নিদ্রাপ্রিয়তা, সঙ্গপ্রিয়তা, ইন্দ্রিয়ে অগুপ্তদ্বার, এবং ভোজনে অমাত্রাজ্ঞতা। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি বিষয় ত্যাগ করে নিজ বেদনায় বেদনানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা সম্ভব।
১২২.১। হে ভিক্ষুগণ, ছয়টি বিষয় ত্যাগ না করে অপরের বেদনায় বেদনানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা অসম্ভব। সেই ছয় প্রকার কী কী? যথা :
২। কর্মপ্রিয়তা, বাজে আলাপে আসক্তি, নিদ্রাপ্রিয়তা, সঙ্গপ্রিয়তা, ইন্দ্রিয়ে অগুপ্তদ্বার, এবং ভোজনে অমাত্রাজ্ঞতা। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি বিষয় ত্যাগ না করে অপরের বেদনায় বেদনানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা অসম্ভব।
৩। ভিক্ষুগণ, ছয়টি বিষয় ত্যাগ করে অপরের বেদনায় বেদনানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা সম্ভব। সেই ছয় প্রকার কী কী? যথা :
৪। কর্মপ্রিয়তা, বাজে আলাপে আসক্তি, নিদ্রাপ্রিয়তা, সঙ্গপ্রিয়তা, ইন্দ্রিয়ে অগুপ্তদ্বার, এবং ভোজনে অমাত্রাজ্ঞতা। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি বিষয় ত্যাগ করে অপরের বেদনায় বেদনানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা সম্ভব।
১২৩.১। হে ভিক্ষুগণ, ছয়টি বিষয় ত্যাগ না করে নিজ ও অপরের বেদনায় বেদনানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা অসম্ভব। সেই ছয় প্রকার কী কী? যথা :

২। কর্মপ্রিয়তা, বাজে আলাপে আসক্তি, নিদ্রাপ্রিয়তা, সঙ্গপ্রিয়তা, ইন্দ্রিয়ে অগুপ্তদ্বার, এবং ভোজনে অমাত্রাজ্ঞতা। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি বিষয় ত্যাগ না করে নিজ ও অপরের বেদনায় বেদনানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা অসম্ভব।

৩। ভিক্ষুগণ, ছয়টি বিষয় ত্যাগ করে নিজ ও অপরের বেদনায় বেদনানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা সম্ভব। সেই ছয় প্রকার কী কী? যথা :

৪। কর্মপ্রিয়তা, বাজে আলাপে আসক্তি, নিদ্রাপ্রিয়তা, সঙ্গপ্রিয়তা, ইন্দ্রিয়ে অগুপ্তদ্বার, এবং ভোজনে অমাত্রাজ্ঞতা। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি বিষয় ত্যাগ করে নিজ ও অপরের বেদনায় বেদনানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা সম্ভব।

১২৪.১। ভিক্ষুগণ, ছয়টি বিষয় ত্যাগ না করে নিজ চিত্তে চিত্তানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা অসম্ভব। সেই ছয় প্রকার কী কী? যথা :

২। কর্মপ্রিয়তা, বাজে আলাপে আসক্তি, নিদ্রাপ্রিয়তা, সঙ্গপ্রিয়তা, ইন্দ্রিয়ে অগুপ্তদ্বার, এবং ভোজনে অমাত্রাজ্ঞতা। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি বিষয় ত্যাগ না করে নিজ চিত্তে চিত্তানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা অসম্ভব।

৩। ভিক্ষুগণ, ছয়টি বিষয় ত্যাগ করে নিজ চিত্তে চিত্তানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা সম্ভব। সেই ছয় প্রকার কী কী? যথা :

৪। কর্মপ্রিয়তা, বাজে আলাপে আসক্তি, নিদ্রাপ্রিয়তা, সঙ্গপ্রিয়তা, ইন্দ্রিয়ে অগুপ্তদ্বার, এবং ভোজনে অমাত্রাজ্ঞতা। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি বিষয় ত্যাগ করে নিজ চিত্তে চিত্তানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা সম্ভব।

১২৫.১। হে ভিক্ষুগণ, ছয়টি বিষয় ত্যাগ না করে অপর চিত্তে চিত্তানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা অসম্ভব। সেই ছয় প্রকার কী কী? যথা :

২। কর্মপ্রিয়তা, বাজে আলাপে আসক্তি, নিদ্রাপ্রিয়তা, সঙ্গপ্রিয়তা, ইন্দ্রিয়ে অগুপ্তদ্বার, এবং ভোজনে অমাত্রাজ্ঞতা। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি বিষয় ত্যাগ না করে অপর চিত্তে চিত্তানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা অসম্ভব।

৩। ভিক্ষুগণ, ছয়টি বিষয় ত্যাগ করে অপর চিত্তে চিত্তানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা সম্ভব। সেই ছয় প্রকার কী কী? যথা :

৪। কর্মপ্রিয়তা, বাজে আলাপে আসক্তি, নিদ্রাপ্রিয়তা, সঙ্গপ্রিয়তা, ইন্দ্রিয়ে অগুপ্তদ্বার, এবং ভোজনে অমাত্রাজ্ঞতা। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি বিষয় ত্যাগ করে অপর চিত্তে চিত্তানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা সম্ভব।

১২৬.১। হে ভিক্ষুগণ, ছয়টি বিষয় ত্যাগ না করে নিজ ও অপর চিত্তে চিত্তানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা অসম্ভব। সেই ছয় প্রকার কী কী? যথা :

২। কর্মপ্রিয়তা, বাজে আলাপে আসক্তি, নিদ্রাপ্রিয়তা, সঙ্গপ্রিয়তা, ইন্দ্রিয়ে

অগুপ্তদ্বার, এবং ভোজনে অমাত্রাজ্ঞতা। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি বিষয় ত্যাগ না করে নিজ ও অপর চিত্তে চিত্তানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা অসম্ভব।

৩। ভিক্ষুগণ, ছয়টি বিষয় ত্যাগ করে নিজ ও অপর চিত্তে চিত্তানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা সম্ভব। সেই ছয় প্রকার কী কী? যথা :

৪। কর্মপ্রিয়তা, বাজে আলাপাসক্তি, নিদ্রাপ্রিয়তা, সঙ্গপ্রিয়তা, ইন্দ্রিয়ে অগুপ্তদ্বার, এবং ভোজনে অমাত্রাজ্ঞতা। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি বিষয় ত্যাগ করে নিজ ও অপর চিত্তে চিত্তানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা সম্ভব।

১২৭.১। ভিক্ষুগণ, ছয়টি বিষয় ত্যাগ না করে নিজ ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা অসম্ভব। সেই ছয় প্রকার কী কী? যথা :

২। কর্মপ্রিয়তা, বাজে আলাপে আসক্তি, নিদ্রাপ্রিয়তা, সঙ্গপ্রিয়তা, ইন্দ্রিয়ে অগুপ্তদ্বার, এবং ভোজনে অমাত্রাজ্ঞতা। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি বিষয় ত্যাগ না করে নিজ ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা অসম্ভব।

৩। ভিক্ষুগণ, ছয়টি বিষয় ত্যাগ করে নিজ ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা সম্ভব। সেই ছয় প্রকার কী কী? যথা :

৪। কর্মপ্রিয়তা, বাজে আলাপে আসক্তি, নিদ্রাপ্রিয়তা, সঙ্গপ্রিয়তা, ইন্দ্রিয়ে অগুপ্তদ্বার, এবং ভোজনে অমাত্রাজ্ঞতা। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি বিষয় ত্যাগ করে নিজ ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা সম্ভব।

১২৮.১। হে ভিক্ষুগণ, ছয়টি বিষয় ত্যাগ না করে অপর ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা অসম্ভব। সেই ছয় প্রকার কী কী? যথা :

২। কর্মপ্রিয়তা, বাজে আলাপে আসক্তি, নিদ্রাপ্রিয়তা, সঙ্গপ্রিয়তা, ইন্দ্রিয়ে অগুপ্তদ্বার, এবং ভোজনে অমাত্রাজ্ঞতা। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি বিষয় ত্যাগ না করে অপর ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা অসম্ভব।

৩। ভিক্ষুগণ, ছয়টি বিষয় ত্যাগ করে অপর ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা সম্ভব। সেই ছয় প্রকার কী কী? যথা :

৪। কর্মপ্রিয়তা, বাজে আলাপে আসক্তি, নিদ্রাপ্রিয়তা, সঙ্গপ্রিয়তা, ইন্দ্রিয়ে অগুপ্তদ্বার, এবং ভোজনে অমাত্রাজ্ঞতা। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি বিষয় ত্যাগ করে অপর ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা সম্ভব।

১২৯.১। হে ভিক্ষুগণ, ছয়টি বিষয় ত্যাগ না করে নিজ ও অপর ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা অসম্ভব। সেই ছয় প্রকার কী কী? যথা :

২। কর্মপ্রিয়তা, বাজে আলাপে আসক্তি, নিদ্রাপ্রিয়তা, সঙ্গপ্রিয়তা, ইন্দ্রিয়ে অগুপ্তদ্বার, এবং ভোজনে অমাত্রাজ্ঞতা। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি বিষয় ত্যাগ না

করে নিজ ও অপর ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা অসম্ভব।
৩। ভিক্ষুগণ, ছয়টি বিষয় ত্যাগ করে নিজ ও অপর ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা সম্ভব। সেই ছয় প্রকার কী কী? যথা :
৪। কর্মপ্রিয়তা, বাজে আলাপে আসক্তি, নিদ্রাপ্রিয়তা, সঙ্গপ্রিয়তা, ইন্দ্রিয়ে অগুপ্তদ্বার, এবং ভোজনে অমাত্রাজ্ঞতা। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি বিষয় ত্যাগ করে নিজ ও অপর ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা সম্ভব।"

ধর্মানুদর্শী সূত্র সমাপ্ত

(গ) তপস্‌সু সুত্তং– তপস্যু সূত্র

১৩০.১। হে ভিক্ষুগণ, ছয়টি গুণে গুণান্বিত গৃহপতি তপস্যু[1] তথাগতের কৃপায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন, অমৃত লাভ করেছেন এবং অমৃত প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করছেন। সেই ছয় কী কী? যথা :
২। বুদ্ধের প্রতি অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, ধর্মে অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, সংঘে অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, আর্যশীল, আর্যজ্ঞান, এবং আর্যবিমুক্তিগুণে গুণান্বিত। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি গুণে গুণান্বিত গৃহপতি তপস্যু তথাগতের কৃপায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন, অমৃত লাভ করেছেন এবং অমৃত প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করছেন ।"

তপস্যু সূত্র সমাপ্ত

গ– ভল্লিকাদি সুত্তানি– ভল্লিক প্রভৃতি সূত্র

১৩১.১। "হে ভিক্ষুগণ, ছয়টি গুণে গুণান্বিত গৃহপতি ভল্লিক তথাগতের কৃপায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন, অমৃত লাভ করেছেন এবং অমৃত প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করছেন। সেই ছয় কী কী? যথা :
২। বুদ্ধের প্রতি অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, ধর্মে অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, সংঘে অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, আর্যশীল, আর্যজ্ঞান, এবং আর্যবিমুক্তিগুণে গুণান্বিত। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি গুণে গুণান্বিত গৃহপতি ভল্লিক তথাগতের কৃপায় পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছেন, অমৃত লাভ করেছেন এবং অমৃতপ্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করছেন।"
১৩২.১। "হে ভিক্ষুগণ, ছয়টি গুণে গুণান্বিত গৃহপতি অনাথপিন্ডিক সুদত্ত তথাগতের কৃপায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন, অমৃত লাভ করেছেন এবং অমৃত প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করছেন। সেই ছয় কী কী? যথা :

---

[1] উক্কলার পোক্‌খরাবতী বণিক সর্দারের পুত্র ছিলেন এই তপস্যু। অঙ্গুত্তর নিকায় অথকথা, প্রথম খণ্ড মতে, তার জন্মস্থান হচ্ছে অসিতঞ্জনে। তিনি এবং তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভল্লিক রাজায়তন বৃক্ষমূলে

২। বুদ্ধের প্রতি অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, ধর্মে অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, সংঘে অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, আর্যশীল, আর্যজ্ঞান, এবং আর্যবিমুক্তিগুণে গুণান্বিত। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি গুণে গুণান্বিত গৃহপতি অনাথপিন্ডিক সুদত্ত তথাগতের কৃপায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন, অমৃত লাভ করেছেন এবং অমৃত প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করছেন।"

১৩৩.১। "হে ভিক্ষুগণ, ছয়টি গুণে গুণান্বিত মচ্ছিকাসন্ডিকের গৃহপতি চিত্ত তথাগতের কৃপায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন, অমৃত লাভ করেছেন এবং অমৃত প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করছেন। সেই ছয় কী কী? যথা :

২। বুদ্ধের প্রতি অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, ধর্মে অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, সংঘে অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, আর্যশীল, আর্যজ্ঞান, এবং আর্যবিমুক্তিগুণে গুণান্বিত। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি গুণে গুণান্বিত মচ্ছিকাসন্ডিকের গৃহপতি চিত্ত তথাগতের কৃপায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন, অমৃত লাভ করেছেন এবং অমৃত প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করছেন।"

১৩৪.১। "হে ভিক্ষুগণ, ছয়টি গুণে গুণান্বিত আলবকের গৃহপতি হত্থক তথাগতের কৃপায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন, অমৃত লাভ করেছেন এবং অমৃত প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করছেন। সেই ছয় কী কী? যথা :

২। বুদ্ধের প্রতি অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, ধর্মে অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, সংঘে অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, আর্যশীল, আর্যজ্ঞান, এবং আর্যবিমুক্তিগুণে গুণান্বিত। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি গুণে গুণান্বিত আলবকের গৃহপতি হত্থক তথাগতের কৃপায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন, অমৃত লাভ করেছেন এবং অমৃত প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করছেন।"

১৩৫.১। "হে ভিক্ষুগণ, ছয়টি গুণে গুণান্বিত গৃহপতি মহানাম শাক্য তথাগতের কৃপায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন, অমৃত লাভ করেছেন এবং অমৃত প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করছেন। সেই ছয় কী কী? যথা :

২। বুদ্ধের প্রতি অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, ধর্মে অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, সংঘে অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, আর্যশীল, আর্যজ্ঞান, এবং আর্যবিমুক্তিগুণে গুণান্বিত। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি গুণে গুণান্বিত গৃহপতি মহানাম শাক্য তথাগতের কৃপায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন, অমৃত লাভ করেছেন এবং অমৃত প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করছেন।"

১৩৬.১। "হে ভিক্ষুগণ, ছয়টি গুণে গুণান্বিত বৈশালীর গৃহপতি উগ্গ তথাগতের কৃপায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন, অমৃত লাভ করেছেন এবং অমৃত

প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করছেন। সেই ছয় কী কী? যথা :

২। বুদ্ধের প্রতি অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, ধর্মে অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, সংঘে অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, আর্যশীল, আর্যজ্ঞান, এবং আর্যবিমুক্তিগুণে গুণান্বিত। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি গুণে গুণান্বিত বৈশালীর গৃহপতি উগ্গ তথাগতের কৃপায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন, অমৃত লাভ করেছেন এবং অমৃত প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করছেন।"

১৩৭.১। "হে ভিক্ষুগণ, ছয়টি গুণে গুণান্বিত গৃহপতি উগ্গত তথাগতের কৃপায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন, অমৃত লাভ করেছেন এবং অমৃত প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করছেন। সেই ছয় কী কী? যথা :

২। বুদ্ধের প্রতি অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, ধর্মে অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, সংঘে অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, আর্যশীল, আর্যজ্ঞান, এবং আর্যবিমুক্তিগুণে গুণান্বিত। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি গুণে গুণান্বিত গৃহপতি উগ্গত তথাগতের কৃপায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন, অমৃত লাভ করেছেন এবং অমৃত প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করছেন।"

১৩৮.১। "হে ভিক্ষুগণ, ছয়টি গুণে গুণান্বিত সূর অম্বট্ঠ তথাগতের কৃপায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন, অমৃত লাভ করেছেন এবং অমৃত প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করছেন। সেই ছয় কী কী? যথা :

২। বুদ্ধের প্রতি অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, ধর্মে অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, সংঘে অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, আর্যশীল, আর্যজ্ঞান, এবং আর্যবিমুক্তিগুণে গুণান্বিত। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি গুণে গুণান্বিত সূর অম্বট্ঠ তথাগতের কৃপায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন, অমৃত লাভ করেছেন এবং অমৃত প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করছেন।"

১৩৯.১। "হে ভিক্ষুগণ, ছয়টি গুণে গুণান্বিত কুমারভৃত্য জীবক তথাগতের কৃপায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন, অমৃত লাভ করেছেন এবং অমৃত প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করছেন। সেই ছয় কী কী? যথা :

২। বুদ্ধের প্রতি অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, ধর্মে অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, সংঘে অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, আর্যশীল, আর্যজ্ঞান, এবং আর্যবিমুক্তিগুণে গুণান্বিত। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি গুণে গুণান্বিত কুমারভৃত্য জীবক তথাগতের কৃপায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন, অমৃত লাভ করেছেন এবং অমৃত প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করছেন।"

১৪০.১। "হে ভিক্ষুগণ, ছয়টি গুণে গুণান্বিত গৃহপতি নকুলপিতা তথাগতের কৃপায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন, অমৃত লাভ করেছেন এবং অমৃত প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করছেন। সেই ছয় কী কী? যথা :

২। বুদ্ধের প্রতি অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, ধর্মে অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, সংঘে অচলা

শ্রদ্ধাসম্পন্ন, আর্যশীল, আর্যজ্ঞান, এবং আর্যবিমুক্তিগুণে গুণান্বিত। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি গুণে গুণান্বিত গৃহপতি নকুলপিতা তথাগতের কৃপায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন, অমৃত লাভ করেছেন এবং অমৃত প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করছেন।"

১৪১.১। "হে ভিক্ষুগণ, ছয়টি গুণে গুণান্বিত গৃহপতি তম্বকর্ণিক তথাগতের কৃপায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন, অমৃত লাভ করেছেন এবং অমৃত প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করছেন। সেই ছয় কী কী? যথা :

২। বুদ্ধের প্রতি অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, ধর্মে অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, সংঘে অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, আর্যশীল, আর্যজ্ঞান, এবং আর্যবিমুক্তিগুণে গুণান্বিত। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি গুণে গুণান্বিত গৃহপতি তম্বকর্ণিক তথাগতের কৃপায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন, অমৃত লাভ করেছেন এবং অমৃত প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করছেন।"

১৪২.১। "হে ভিক্ষুগণ, ছয়টি গুণে গুণান্বিত গৃহপতি পূরণো তথাগতের কৃপায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন, অমৃত লাভ করেছেন এবং অমৃত প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করছেন। সেই ছয় কী কী? যথা :

২। বুদ্ধের প্রতি অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, ধর্মে অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, সংঘে অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, আর্যশীল, আর্যজ্ঞান, এবং আর্যবিমুক্তিগুণে গুণান্বিত। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি গুণে গুণান্বিত গৃহপতি পূরণো তথাগতের কৃপায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন, অমৃত লাভ করেছেন এবং অমৃত প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করছেন।"

১৪৩.১। "হে ভিক্ষুগণ, ছয়টি গুণে গুণান্বিত গৃহপতি ঋষিদত্ত তথাগতের কৃপায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন, অমৃত লাভ করেছেন এবং অমৃত প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করছেন। সেই ছয় কী কী? যথা :

২। বুদ্ধের প্রতি অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, ধর্মে অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, সংঘে অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, আর্যশীল, আর্যজ্ঞান, এবং আর্যবিমুক্তিগুণে গুণান্বিত। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি গুণে গুণান্বিত গৃহপতি ঋষিদত্ত তথাগতের কৃপায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন, অমৃত লাভ করেছেন এবং অমৃত প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করছেন।"

১৪৪.১। "হে ভিক্ষুগণ, ছয়টি গুণে গুণান্বিত গৃহপতি সন্ধানো তথাগতের কৃপায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন, অমৃত লাভ করেছেন এবং অমৃত প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করছেন। সেই ছয় কী কী? যথা :

২। বুদ্ধের প্রতি অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, ধর্মে অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, সংঘে অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, আর্যশীল, আর্যজ্ঞান, এবং আর্যবিমুক্তিগুণে গুণান্বিত। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি গুণে গুণান্বিত গৃহপতি সন্ধানো তথাগতের কৃপায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন, অমৃত লাভ করেছেন এবং অমৃত প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করছেন।"

১৪৫.১। "হে ভিক্ষুগণ, ছয়টি গুণে গুণান্বিত গৃহপতি বিচয়ো তথাগতের কৃপায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন, অমৃত লাভ করেছেন এবং অমৃত প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করছেন। সেই ছয় কী কী? যথা :

২। বুদ্ধের প্রতি অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, ধর্মে অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, সংঘে অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, আর্যশীল, আর্যজ্ঞান, এবং আর্যবিমুক্তিগুণে গুণান্বিত। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি গুণে গুণান্বিত গৃহপতি বিচয়ো তথাগতের কৃপায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন, অমৃত লাভ করেছেন এবং অমৃত প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করছেন।"

১৪৬.১। "হে ভিক্ষুগণ, ছয়টি গুণে গুণান্বিত গৃহপতি বিজয় মাহিকো তথাগতের কৃপায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন, অমৃত লাভ করেছেন এবং অমৃত প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করছেন। সেই ছয় কী কী? যথা :

২। বুদ্ধের প্রতি অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, ধর্মে অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, সংঘে অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, আর্যশীল, আর্যজ্ঞান, এবং আর্যবিমুক্তিগুণে গুণান্বিত। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি গুণে গুণান্বিত গৃহপতি বিজয় মাহিকো তথাগতের কৃপায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন, অমৃত লাভ করেছেন এবং অমৃত প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করছেন।"

১৪৭.১। "হে ভিক্ষুগণ, ছয়টি গুণে গুণান্বিত গৃহপতি মেণ্ডক তথাগতের কৃপায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন, অমৃত লাভ করেছেন এবং অমৃত প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করছেন। সেই ছয় কী কী? যথা :

২। বুদ্ধের প্রতি অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, ধর্মে অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, সংঘে অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, আর্যশীল, আর্যজ্ঞান, এবং আর্যবিমুক্তিগুণে গুণান্বিত। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি গুণে গুণান্বিত গৃহপতি মেণ্ডক তথাগতের কৃপায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন, অমৃত লাভ করেছেন এবং অমৃত প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করছেন।"

১৪৮.১। "হে ভিক্ষুগণ, ছয়টি গুণে গুণান্বিত উপাসক বাশেষ্ঠ তথাগতের কৃপায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন, অমৃত লাভ করেছেন এবং অমৃত প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করছেন। সেই ছয় কী কী? যথা :

২। বুদ্ধের প্রতি অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, ধর্মে অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, সংঘে অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, আর্যশীল, আর্যজ্ঞান, এবং আর্যবিমুক্তিগুণে গুণান্বিত। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি গুণে গুণান্বিত গৃহপতি বাশেষ্ঠ তথাগতের কৃপায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন, অমৃত লাভ করেছেন এবং অমৃত প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করছেন।"

১৪৯.১। "হে ভিক্ষুগণ, ছয়টি গুণে গুণান্বিত উপাসক অরিষ্ঠ তথাগতের কৃপায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন, অমৃত লাভ করেছেন এবং অমৃত প্রাপ্ত হয়ে

অবস্থান করছেন। সেই ছয় কী কী? যথা :

২। বুদ্ধের প্রতি অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, ধর্মে অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, সংঘে অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, আর্যশীল, আর্যজ্ঞান, এবং আর্যবিমুক্তিগুণে গুণান্বিত। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি গুণে গুণান্বিত উপাসক অরিষ্ঠ তথাগতের কৃপায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন, অমৃত লাভ করেছেন এবং অমৃত প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করছেন।"

১৫০.১। "হে ভিক্ষুগণ, ছয়টি গুণে গুণান্বিত উপাসক সারগ্ন তথাগতের কৃপায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন, অমৃত লাভ করেছেন এবং অমৃত প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করছেন। সেই ছয় কী কী? যথা :

২। বুদ্ধের প্রতি অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, ধর্মে অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, সংঘে অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, আর্যশীল, আর্যজ্ঞান, এবং আর্যবিমুক্তিগুণে গুণান্বিত। ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি গুণে গুণান্বিত উপাসক সারগ্ন তথাগতের কৃপায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন, অমৃত লাভ করেছেন এবং অমৃত প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করছেন।"

শ্রামণ বর্গ সমাপ্ত

১৩. রাগ পেয্যালং– রাগ ইত্যাদি

১৫২। "হে ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তি অভিজ্ঞা বা সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তি সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

১৫৩। "হে ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তি সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তি সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

১৫৪। "হে ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তি সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তি সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

১৫৫। "হে ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তি সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর

দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তি সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

১৫৬। "হে ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তি সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তি সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

১৫৭। "হে ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তি সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তি সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

১৫৮। "হে ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তির পরিক্ষয় বা ধ্বংস সাধনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তির পরিক্ষয় বা ধ্বংস সাধনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

১৫৯। "হে ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তির পরিক্ষয় বা ধ্বংস সাধনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তির পরিক্ষয় বা ধ্বংস সাধনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

১৬০। "হে ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তির পরিক্ষয় বা ধ্বংস সাধনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তির পরিক্ষয় বা ধ্বংস সাধনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

১৬১। "হে ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তি প্রহাণের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তি প্রহাণের

জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

১৬২। "হে ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তি প্রহাণের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তি প্রহাণের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

১৬৩। "হে ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তি প্রহাণের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তি প্রহাণের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

১৬৪। "হে ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তি ক্ষয়ের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তি ক্ষয়ের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

১৬৫। "হে ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তি ক্ষয়ের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তি ক্ষয়ের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

১৬৬। "হে ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তি ক্ষয়ের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তি ক্ষয়ের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

১৬৭। "হে ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তি ব্যয় বা বিনাশের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তি ব্যয় বা বিনাশের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

১৬৮। "হে ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তি ব্যয় বা বিনাশের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তি ব্যয় বা বিনাশের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

১৬৯। "হে ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তি ব্যয় বা বিনাশের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে

দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তি ব্যয় বা বিনাশের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

১৭০। "হে ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তির বিরাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তির বিরাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

১৭১। "হে ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তির বিরাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তির বিরাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

১৭২। "হে ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তির বিরাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তির বিরাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

১৭৩। "হে ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তি নিরোধের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তি নিরোধের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

১৭৪। "হে ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তি নিরোধের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তি নিরোধের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

১৭৫। "হে ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তি নিরোধের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তি নিরোধের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

১৭৬। "হে ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তি ত্যাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তি ত্যাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

১৭৭। "হে ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তি ত্যাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তি ত্যাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

১৭৮। "হে ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তি ত্যাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তি ত্যাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

১৭৯। "হে ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তি বিসর্জনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তি বিসর্জনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

১৮০। "হে ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তি বিসর্জনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তি বিসর্জনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

১৮১। "হে ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তি বিসর্জনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তি বিসর্জনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

১৮২। "হে ভিক্ষুগণ, দ্বেষ সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার (অভিজ্ঞা) জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, দ্বেষ সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

১৮৩। "হে ভিক্ষুগণ, দ্বেষ সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, দ্বেষ সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

১৮৪। "হে ভিক্ষুগণ, দ্বেষ সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে

দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, দ্বেষ সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

১৮৫। "হে ভিক্ষুগণ, দ্বেষ সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, দ্বেষ সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

১৮৬। "হে ভিক্ষুগণ, দ্বেষ সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা :বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, দ্বেষ সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

১৮৭। "হে ভিক্ষুগণ, দ্বেষ সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, দ্বেষ সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

১৮৮। "হে ভিক্ষুগণ, দ্বেষের পরিক্ষয় বা ধ্বংস সাধনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, দ্বেষের পরিক্ষয় বা ধ্বংস সাধনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

১৮৯। "হে ভিক্ষুগণ, দ্বেষের পরিক্ষয় বা ধ্বংস সাধনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, দ্বেষের পরিক্ষয় বা ধ্বংস সাধনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

১৯০। "হে ভিক্ষুগণ, দ্বেষের পরিক্ষয় বা ধ্বংস সাধনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ

সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, দ্বেষের পরিক্ষয় বা ধ্বংস সাধনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

১৯১। "হে ভিক্ষুগণ, দ্বেষের প্রহাণের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, দ্বেষের প্রহাণের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

১৯২। "হে ভিক্ষুগণ, দ্বেষের প্রহাণের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, দ্বেষের প্রহাণের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

১৯৩। "হে ভিক্ষুগণ, দ্বেষের প্রহাণের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, দ্বেষের প্রহাণের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

১৯৪। "হে ভিক্ষুগণ, দ্বেষের ক্ষয়ের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, দ্বেষের ক্ষয়ের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

১৯৫। "হে ভিক্ষুগণ, দ্বেষের ক্ষয়ের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, দ্বেষের ক্ষয়ের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

১৯৬। "হে ভিক্ষুগণ, দ্বেষের ক্ষয়ের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, দ্বেষের ক্ষয়ের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

১৯৭। "হে ভিক্ষুগণ, দ্বেষের ব্যয় বা বিনাশের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, দ্বেষের ব্যয় বা বিনাশের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

১৯৮। "হে ভিক্ষুগণ, দ্বেষের ব্যয় বা বিনাশের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন

করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, দ্বেষের ব্যয় বা বিনাশের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

১৯৯। "হে ভিক্ষুগণ, দ্বেষের ব্যয় বা বিনাশের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, দ্বেষের ব্যয় বা বিনাশের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

২০০। "হে ভিক্ষুগণ, দ্বেষের বিরাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, দ্বেষের বিরাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

২০১। "হে ভিক্ষুগণ, দ্বেষের বিরাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, দ্বেষের বিরাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

২০২। "হে ভিক্ষুগণ, দ্বেষের বিরাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, দ্বেষের বিরাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

২০৩। "হে ভিক্ষুগণ, দ্বেষ নিরোধের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, দ্বেষ নিরোধের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

২০৪। "হে ভিক্ষুগণ, দ্বেষ নিরোধের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, দ্বেষ নিরোধের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

২০৫। "হে ভিক্ষুগণ, দ্বেষ নিরোধের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ,

দ্বেষ নিরোধের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

২০৬। "হে ভিক্ষুগণ, দ্বেষ ত্যাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, দ্বেষ ত্যাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

২০৭। "হে ভিক্ষুগণ, দ্বেষ ত্যাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, দ্বেষ ত্যাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

২০৮। "হে ভিক্ষুগণ, দ্বেষ ত্যাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, দ্বেষ ত্যাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

২০৯। "হে ভিক্ষুগণ, দ্বেষ বিসর্জনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, দ্বেষ বিসর্জনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

২১০। "হে ভিক্ষুগণ, দ্বেষ বিসর্জনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, দ্বেষ বিসর্জনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

২১১। "হে ভিক্ষুগণ, দ্বেষ বিসর্জনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, দ্বেষ বিসর্জনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

২১২। "হে ভিক্ষুগণ, মোহ সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার (অভিজ্ঞা) জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, মোহ সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

২১৩। "হে ভিক্ষুগণ, মোহ সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য ছয়টি বিষয়

অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, মোহ সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

২১৪। "হে ভিক্ষুগণ, মোহ সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, মোহ সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

২১৫। "হে ভিক্ষুগণ, মোহ সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, মোহ সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

২১৬। "হে ভিক্ষুগণ, মোহ সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা :বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, মোহ সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

২১৭। "হে ভিক্ষুগণ, মোহ সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, মোহ সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

২১৮। "হে ভিক্ষুগণ, মোহের পরিক্ষয় বা ধ্বংস সাধনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, মোহের পরিক্ষয় বা ধ্বংস সাধনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

২১৯। "হে ভিক্ষুগণ, মোহের পরিক্ষয় বা ধ্বংস সাধনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ,

মোহের পরিক্ষয় বা ধ্বংস সাধনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

২২০। "হে ভিক্ষুগণ, মোহের পরিক্ষয় বা ধ্বংস সাধনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, মোহের পরিক্ষয় বা ধ্বংস সাধনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

২২১। "হে ভিক্ষুগণ, মোহের প্রহাণের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, মোহের প্রহাণের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

২২২। "হে ভিক্ষুগণ, মোহের প্রহাণের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, মোহের প্রহাণের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

২২৩। "হে ভিক্ষুগণ, মোহের প্রহাণের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, মোহের প্রহাণের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

২২৪। "হে ভিক্ষুগণ, মোহের ক্ষয়ের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, মোহের ক্ষয়ের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

২২৫। "হে ভিক্ষুগণ, মোহের ক্ষয়ের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, মোহের ক্ষয়ের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

২২৬। "হে ভিক্ষুগণ, মোহের ক্ষয়ের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, মোহের ক্ষয়ের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

২২৭। "হে ভিক্ষুগণ, মোহের ব্যয় বা বিনাশের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, মোহের ব্যয় বা বিনাশের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

২২৮। "হে ভিক্ষুগণ, মোহের ব্যয় বা বিনাশের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, মোহের ব্যয় বা বিনাশের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

২২৯। "হে ভিক্ষুগণ, মোহের ব্যয় বা বিনাশের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, মোহের ব্যয় বা বিনাশের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৩০। "হে ভিক্ষুগণ, মোহের বিরাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, মোহের বিরাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৩১। "হে ভিক্ষুগণ, মোহের বিরাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, মোহের বিরাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৩২। "হে ভিক্ষুগণ, মোহের বিরাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, মোহের বিরাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৩৩। "হে ভিক্ষুগণ, মোহ নিরোধের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, মোহ নিরোধের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৩৪। "হে ভিক্ষুগণ, মোহ নিরোধের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি,

শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, মোহ নিরোধের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৩৫। "হে ভিক্ষুগণ, মোহ নিরোধের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, মোহ নিরোধের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৩৬। "হে ভিক্ষুগণ, মোহ ত্যাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, মোহ ত্যাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৩৭। "হে ভিক্ষুগণ, মোহ ত্যাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, মোহ ত্যাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৩৮। "হে ভিক্ষুগণ, মোহ ত্যাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, মোহ ত্যাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৩৯। "হে ভিক্ষুগণ, মোহ বিসর্জনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, মোহ বিসর্জনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৪০। "হে ভিক্ষুগণ, মোহ বিসর্জনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, মোহ বিসর্জনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৪১। "হে ভিক্ষুগণ, মোহ বিসর্জনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, মোহ বিসর্জনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৪২। "হে ভিক্ষুগণ, ক্রোধ অভিজ্ঞার বা সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য

ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, ক্রোধ সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৪৩। "হে ভিক্ষুগণ, ক্রোধ সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, ক্রোধ সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৪৪। "হে ভিক্ষুগণ, ক্রোধ সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, ক্রোধ সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৪৫। "হে ভিক্ষুগণ, ক্রোধ সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, ক্রোধ সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৪৬। "হে ভিক্ষুগণ, ক্রোধ সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা :বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, ক্রোধ সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৪৭। "হে ভিক্ষুগণ, ক্রোধ সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, ক্রোধ সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৪৮। "হে ভিক্ষুগণ, ক্রোধের পরিক্ষয় বা ধ্বংস সাধনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ,

ক্রোধের পরিক্ষয় বা ধ্বংস সাধনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৪৯। "হে ভিক্ষুগণ, ক্রোধের পরিক্ষয় বা ধ্বংস সাধনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, ক্রোধের পরিক্ষয় বা ধ্বংস সাধনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৫০। "হে ভিক্ষুগণ, ক্রোধের পরিক্ষয় বা ধ্বংস সাধনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, ক্রোধের পরিক্ষয় বা ধ্বংস সাধনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৫১। "হে ভিক্ষুগণ, ক্রোধের প্রহাণের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, ক্রোধের প্রহাণের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৫২। "হে ভিক্ষুগণ, ক্রোধের প্রহাণের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, ক্রোধের প্রহাণের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৫৩। "হে ভিক্ষুগণ, ক্রোধের প্রহাণের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, ক্রোধের প্রহাণের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৫৪। "হে ভিক্ষুগণ, ক্রোধের ক্ষয়ের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, ক্রোধের ক্ষয়ের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৫৫। "হে ভিক্ষুগণ, ক্রোধের ক্ষয়ের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, ক্রোধের ক্ষয়ের

জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৫৬। "হে ভিক্ষুগণ, ক্রোধের ক্ষয়ের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, ক্রোধের ক্ষয়ের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৫৭। "হে ভিক্ষুগণ, ক্রোধের ব্যয় বা বিনাশের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, ক্রোধের ব্যয় বা বিনাশের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৫৮। "হে ভিক্ষুগণ, ক্রোধের ব্যয় বা বিনাশের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, ক্রোধের ব্যয় বা বিনাশের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৫৯। "হে ভিক্ষুগণ, ক্রোধের ব্যয় বা বিনাশের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, ক্রোধের ব্যয় বা বিনাশের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

১৬০। "হে ভিক্ষুগণ, ক্রোধের বিরাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, ক্রোধের বিরাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৬১। "হে ভিক্ষুগণ, ক্রোধের বিরাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, ক্রোধের বিরাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৬২। "হে ভিক্ষুগণ, ক্রোধের বিরাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, ক্রোধের বিরাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৬৩। "হে ভিক্ষুগণ, ক্রোধ নিরোধের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা

উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, ক্রোধ নিরোধের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৬৪। "হে ভিক্ষুগণ, ক্রোধ নিরোধের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, ক্রোধ নিরোধের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৬৫। "হে ভিক্ষুগণ, ক্রোধ নিরোধের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, ক্রোধ নিরোধের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৬৬। "হে ভিক্ষুগণ, ক্রোধ ত্যাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, ক্রোধ ত্যাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৬৭। "হে ভিক্ষুগণ, ক্রোধ ত্যাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, ক্রোধ ত্যাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৬৮। "হে ভিক্ষুগণ, ক্রোধ ত্যাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, ক্রোধ ত্যাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৬৯। "হে ভিক্ষুগণ, ক্রোধ বিসর্জনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, ক্রোধ বিসর্জনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৭০। "হে ভিক্ষুগণ, ক্রোধ বিসর্জনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, ক্রোধ বিসর্জনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৭১। "হে ভিক্ষুগণ, ক্রোধ বিসর্জনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, ক্রোধ বিসর্জনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৭২। "হে ভিক্ষুগণ, উপনাহ বা দোষান্বেণকে সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, রাগাসক্তি সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৭৩। "হে ভিক্ষুগণ, উপনাহকে বা দোষান্বেণকে সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা :বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, উপনাহকে সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৭৪। "হে ভিক্ষুগণ, উপনাহকে সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, উপনাহকে সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৭৫। "হে ভিক্ষুগণ, উপনাহ সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, উপনাহ সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৭৬। "হে ভিক্ষুগণ, উপনাহ সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা :বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, উপনাহ সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৭৭। "হে ভিক্ষুগণ, উপনাহ সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা,

অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, উপনাহ সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৭৮। "হে ভিক্ষুগণ, উপনাহের পরিক্ষয় বা ধ্বংস সাধনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, উপনাহের পরিক্ষয় বা ধ্বংস সাধনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৭৯। "হে ভিক্ষুগণ, উপনাহের পরিক্ষয় বা ধ্বংস সাধনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, উপনাহের পরিক্ষয় বা ধ্বংস সাধনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৮০। "হে ভিক্ষুগণ, উপনাহের পরিক্ষয় বা ধ্বংস সাধনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, উপনাহের পরিক্ষয় বা ধ্বংস সাধনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৮১। "হে ভিক্ষুগণ, উপনাহ প্রহাণের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, উপনাহ প্রহাণের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৮২। "হে ভিক্ষুগণ, উপনাহ প্রহাণের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, উপনাহ প্রহাণের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৮৩। "হে ভিক্ষুগণ, উপনাহ প্রহাণের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, উপনাহ প্রহাণের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৮৪। "হে ভিক্ষুগণ, উপনাহ ক্ষয়ের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা

উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, উপনাহ ক্ষয়ের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৮৫। "হে ভিক্ষুগণ, উপনাহ ক্ষয়ের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, উপনাহ ক্ষয়ের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৮৬। "হে ভিক্ষুগণ, উপনাহ ক্ষয়ের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, উপনাহ ক্ষয়ের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৮৭। "হে ভিক্ষুগণ, উপনাহের ব্যয় বা বিনাশের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, উপনাহের ব্যয় বা বিনাশের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৮৮। "হে ভিক্ষুগণ, উপনাহের ব্যয় বা বিনাশের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, উপনাহের ব্যয় বা বিনাশের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৮৯। "হে ভিক্ষুগণ, উপনাহের ব্যয় বা বিনাশের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, উপনাহের ব্যয় বা বিনাশের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৯০। "হে ভিক্ষুগণ, উপনাহের বিরাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, উপনাহের বিরাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৯১। "হে ভিক্ষুগণ, উপনাহের বিরাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, উপনাহের বিরাগের

জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৯২। "হে ভিক্ষুগণ, উপনাহের বিরাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, উপনাহের বিরাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৯৩। "হে ভিক্ষুগণ, উপনাহ নিরোধের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, উপনাহ নিরোধের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৯৪। "হে ভিক্ষুগণ, উপনাহ নিরোধের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, উপনাহ নিরোধের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৯৫। "হে ভিক্ষুগণ, উপনাহ নিরোধের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, উপনাহ নিরোধের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৯৬। "হে ভিক্ষুগণ, উপনাহ ত্যাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, উপনাহ ত্যাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৯৭। "হে ভিক্ষুগণ, উপনাহ ত্যাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, উপনাহ ত্যাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৯৮। "হে ভিক্ষুগণ, উপনাহ ত্যাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, উপনাহ ত্যাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৩৯৯। "হে ভিক্ষুগণ, উপনাহ বিসর্জনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ

শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, উপনাহ বিসর্জনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪০০। "হে ভিক্ষুগণ, উপনাহ বিসর্জনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, উপনাহ বিসর্জনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪০১। "হে ভিক্ষুগণ, উপনাহ বিসর্জনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, উপনাহ বিসর্জনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪০২। "হে ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষ বা পরনিন্দা সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষ বা পরনিন্দা সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪০৩। "হে ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষ সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষ সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪০৪। "হে ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষ সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষ সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪০৫। "হে ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষ সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষ সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪০৬। "হে ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষ সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা :বুদ্ধানুস্মৃতি,

ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষ সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪০৭। "হে ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষ সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষ সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪০৮। "হে ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষের পরিক্ষয় বা ধ্বংস সাধনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষের পরিক্ষয় বা ধ্বংস সাধনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪০৯। "হে ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষের পরিক্ষয় বা ধ্বংস সাধনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষের পরিক্ষয় বা ধ্বংস সাধনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪১০। "হে ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষের পরিক্ষয় বা ধ্বংস সাধনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষের পরিক্ষয় বা ধ্বংস সাধনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪১১। "হে ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষ প্রহাণের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষ প্রহাণের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪১২। "হে ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষ প্রহাণের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষ প্রহাণের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪১৩। "হে ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষ প্রহাণের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষ প্রহাণের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪১৪। "হে ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষের ক্ষয়ের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষ ক্ষয়ের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪১৫। "হে ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষ ক্ষয়ের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষ ক্ষয়ের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪১৬। "হে ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষ ক্ষয়ের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষ ক্ষয়ের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪১৭। "হে ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষের ব্যয় বা বিনাশের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষের ব্যয় বা বিনাশের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪১৮। "হে ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষের ব্যয় বা বিনাশের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষের ব্যয় বা বিনাশের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪১৯। "হে ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষের ব্যয় বা বিনাশের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষের ব্যয় বা বিনাশের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪২০। "হে ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষের বিরাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ

শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষের বিরাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪২১। "হে ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষের বিরাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষের বিরাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪২২। "হে ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষের বিরাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষের বিরাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪২৩। "হে ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষ নিরোধের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষ নিরোধের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪২৪। "হে ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষ নিরোধের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষ নিরোধের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪২৫। "হে ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষ নিরোধের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষ নিরোধের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪২৬। "হে ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষ ত্যাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষ ত্যাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪২৭। "হে ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষ ত্যাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষ ত্যাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪২৮। "হে ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষ ত্যাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।

সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষ ত্যাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪২৯। "হে ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষ বিসর্জনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষ বিসর্জনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪৩০। "হে ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষ বিসর্জনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষ বিসর্জনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪৩১। "হে ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষ বিসর্জনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, ম্রক্ষ বিসর্জনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪৩২। "হে ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাবকে সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাবকে সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪৩৩। "হে ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাবকে সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাবকে সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪৩৪। "হে ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাবকে সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাবকে সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪৩৫। "হে ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাব সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের

জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাব সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪৩৬। "হে ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাব সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাব সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪৩৭। "হে ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাব সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাব সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪৩৮। "হে ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাব পরিক্ষয় বা ধ্বংস সাধনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাব পরিক্ষয় বা ধ্বংস সাধনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪৩৯। "হে ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাব পরিক্ষয় বা ধ্বংস সাধনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাব পরিক্ষয় বা ধ্বংস সাধনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪৪০। "হে ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাব পরিক্ষয় বা ধ্বংস সাধনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাব পরিক্ষয় বা ধ্বংস সাধনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪৪১। "হে ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাব প্রহাণের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ

শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাব প্রহাণের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪৪২। "হে ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাব প্রহাণের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাব প্রহাণের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪৪৩। "হে ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাব প্রহাণের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাব প্রহাণের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪৪৪। "হে ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাব ক্ষয়ের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাব ক্ষয়ের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪৪৫। "হে ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাব ক্ষয়ের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাব ক্ষয়ের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪৪৬। "হে ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাব ক্ষয়ের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাব ক্ষয়ের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪৪৭। "হে ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাব ব্যয় বা বিনাশের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাব ব্যয় বা বিনাশের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪৪৮। "হে ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাব ব্যয় বা বিনাশের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাব ব্যয় বা বিনাশের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪৪৯। "হে ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাব ব্যয় বা বিনাশের জন্য ছয়টি বিষয়

অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাব ব্যয় বা বিনাশের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪৫০। "হে ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাবের বিরাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাবের বিরাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪৫১। "হে ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাবের বিরাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাবের বিরাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪৫২। "হে ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাবের বিরাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাবের বিরাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪৫৩। "হে ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাব নিরোধের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাব নিরোধের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪৫৪। "হে ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাব নিরোধের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাব নিরোধের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪৫৫। "হে ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাব নিরোধের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাব নিরোধের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪৫৬। "হে ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাব ত্যাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ

শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাব ত্যাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪৫৭। "হে ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাব ত্যাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাব ত্যাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪৫৮। "হে ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাব ত্যাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাব ত্যাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪৫৯। "হে ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাব বিসর্জনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাব বিসর্জনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪৬০। "হে ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাব বিসর্জনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাব বিসর্জনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪৬১। "হে ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাব বিসর্জনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, বিদ্বেষভাব বিসর্জনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪৬২। "হে ভিক্ষুগণ, ঈর্ষাকে সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, ঈর্ষাকে সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪৬৩। "হে ভিক্ষুগণ, ঈর্ষাকে সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, ঈর্ষাকে সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা

উচিত।”

৪৬৪। “হে ভিক্ষুগণ, ঈর্ষাকে সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, ঈর্ষাকে সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।”

৪৬৫। “হে ভিক্ষুগণ, ঈর্ষা সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, ঈর্ষা সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।”

৪৬৬। “হে ভিক্ষুগণ, ঈর্ষা সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, ঈর্ষা সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।”

৪৬৭। “হে ভিক্ষুগণ, ঈর্ষা সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, ঈর্ষা সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।”

৪৬৮। “হে ভিক্ষুগণ, ঈর্ষার পরিক্ষয় বা ধ্বংস সাধনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, ঈর্ষার পরিক্ষয় বা ধ্বংস সাধনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।”

৪৬৯। “হে ভিক্ষুগণ, ঈর্ষার পরিক্ষয় বা ধ্বংস সাধনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, ঈর্ষার পরিক্ষয় বা ধ্বংস সাধনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।”

৪৭০। “হে ভিক্ষুগণ, ঈর্ষার পরিক্ষয় বা ধ্বংস সাধনের জন্য ছয়টি বিষয়

অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, ঈর্ষার পরিক্ষয় বা ধ্বংস সাধনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪৭১। "হে ভিক্ষুগণ, ঈর্ষা প্রহাণের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, ঈর্ষা প্রহাণের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪৭২। "হে ভিক্ষুগণ, ঈর্ষা প্রহাণের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, ঈর্ষা প্রহাণের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪৭৩। "হে ভিক্ষুগণ, ঈর্ষা প্রহাণের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, ঈর্ষা প্রহাণের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪৭৪। "হে ভিক্ষুগণ, ঈর্ষা ক্ষয়ের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, ঈর্ষা ক্ষয়ের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪৭৫। "হে ভিক্ষুগণ, ঈর্ষা ক্ষয়ের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, ঈর্ষা ক্ষয়ের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪৭৬। "হে ভিক্ষুগণ, ঈর্ষা ক্ষয়ের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, ঈর্ষা ক্ষয়ের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪৭৭। "হে ভিক্ষুগণ, ঈর্ষার ব্যয় বা বিনাশের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, ঈর্ষার ব্যয় বা

বিনাশের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪৭৮। "হে ভিক্ষুগণ, ঈর্ষার ব্যয় বা বিনাশের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, ঈর্ষার ব্যয় বা বিনাশের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪৭৯। "হে ভিক্ষুগণ, ঈর্ষার ব্যয় বা বিনাশের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, ঈর্ষার ব্যয় বা বিনাশের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪৮০। "হে ভিক্ষুগণ, ঈর্ষার বিরাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, ঈর্ষার বিরাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪৮১। "হে ভিক্ষুগণ, ঈর্ষার বিরাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, ঈর্ষার বিরাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪৮২। "হে ভিক্ষুগণ, ঈর্ষার বিরাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, ঈর্ষার বিরাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪৮৩। "হে ভিক্ষুগণ, ঈর্ষা নিরোধের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, ঈর্ষা নিরোধের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪৮৪। "হে ভিক্ষুগণ, ঈর্ষা নিরোধের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, ঈর্ষা নিরোধের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪৮৫। "হে ভিক্ষুগণ, ঈর্ষা নিরোধের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা

উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, ঈর্ষা নিরোধের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪৮৬। "হে ভিক্ষুগণ, ঈর্ষা ত্যাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, ঈর্ষা ত্যাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪৮৭। "হে ভিক্ষুগণ, ঈর্ষা ত্যাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, ঈর্ষা ত্যাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪৮৮। "হে ভিক্ষুগণ, ঈর্ষা ত্যাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, ঈর্ষা ত্যাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪৮৯। "হে ভিক্ষুগণ, ঈর্ষা বিসর্জনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, ঈর্ষা বিসর্জনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪৯০। "হে ভিক্ষুগণ, ঈর্ষা বিসর্জনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, ঈর্ষা বিসর্জনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪৯১। "হে ভিক্ষুগণ, ঈর্ষা বিসর্জনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, ঈর্ষা বিসর্জনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪৯২। "হে ভিক্ষুগণ, মাৎসর্যকে (কৃপনতা) সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, মাৎসর্যকে সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য এই ছয়টি বিষয়

অনুশীলন করা উচিত।"

৪৯৩। "হে ভিক্ষুগণ, মাৎসর্যকে সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, মাৎসর্যকে সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪৯৪। "হে ভিক্ষুগণ, মাৎসর্যকে সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, মাৎসর্যকে সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪৯৫। "হে ভিক্ষুগণ, মাৎসর্য সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, মাৎসর্য সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪৯৬। "হে ভিক্ষুগণ, মাৎসর্য সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, মাৎসর্য সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪৯৭। "হে ভিক্ষুগণ, মাৎসর্য সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, মাৎসর্য সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪৯৮। "হে ভিক্ষুগণ, মাৎসর্যের পরিক্ষয় বা ধ্বংস সাধনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, মাৎসর্যের পরিক্ষয় বা ধ্বংস সাধনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৪৯৯। "হে ভিক্ষুগণ, মাৎসর্যের পরিক্ষয় বা ধ্বংস সাধনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, মাৎসর্যের পরিক্ষয় বা ধ্বংস সাধনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫০০। "হে ভিক্ষুগণ, মাৎসর্যের পরিক্ষয় বা ধ্বংস সাধনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, মাৎসর্যের পরিক্ষয় বা ধ্বংস সাধনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫০১। "হে ভিক্ষুগণ, মাৎসর্য প্রহাণের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, মাৎসর্য প্রহাণের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫০২। "হে ভিক্ষুগণ, মাৎসর্য প্রহাণের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, মাৎসর্য প্রহাণের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫০৩। "হে ভিক্ষুগণ, মাৎসর্য প্রহাণের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, মাৎসর্য প্রহাণের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫০৪। "হে ভিক্ষুগণ, মাৎসর্য ক্ষয়ের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, মাৎসর্য ক্ষয়ের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫০৫। "হে ভিক্ষুগণ, মাৎসর্য ক্ষয়ের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, মাৎসর্য ক্ষয়ের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫০৬। "হে ভিক্ষুগণ, মাৎসর্য ক্ষয়ের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা

উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, মাৎসর্য ক্ষয়ের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫০৭। "হে ভিক্ষুগণ, মাৎসর্য ব্যয় বা বিনাশের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, মাৎসর্য ব্যয় বা বিনাশের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫০৮। "হে ভিক্ষুগণ, মাৎসর্য ব্যয় বা বিনাশের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, মাৎসর্য ব্যয় বা বিনাশের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫০৯। "হে ভিক্ষুগণ, মাৎসর্য ব্যয় বা বিনাশের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, মাৎসর্য ব্যয় বা বিনাশের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫১০। "হে ভিক্ষুগণ, মাৎসর্যের বিরাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, মাৎসর্যের বিরাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫১১। "হে ভিক্ষুগণ, মাৎসর্যের বিরাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, মাৎসর্যের বিরাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫১২। "হে ভিক্ষুগণ, মাৎসর্যের বিরাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, মাৎসর্যের বিরাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫১৩। "হে ভিক্ষুগণ, মাৎসর্য নিরোধের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, মাৎসর্য নিরোধের

জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫১৪। "হে ভিক্ষুগণ, মাৎসর্য নিরোধের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, মাৎসর্য নিরোধের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫১৫। "হে ভিক্ষুগণ, মাৎসর্য নিরোধের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, মাৎসর্য নিরোধের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫১৬। "হে ভিক্ষুগণ, মাৎসর্য ত্যাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, মাৎসর্য ত্যাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫১৭। "হে ভিক্ষুগণ, মাৎসর্য ত্যাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, মাৎসর্য ত্যাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫১৮। "হে ভিক্ষুগণ, মাৎসর্য ত্যাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, মাৎসর্য ত্যাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫১৯। "হে ভিক্ষুগণ, মাৎসর্য বিসর্জনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, মাৎসর্য বিসর্জনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫২০। "হে ভিক্ষুগণ, মাৎসর্য বিসর্জনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, মাৎসর্য বিসর্জনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫২১। "হে ভিক্ষুগণ, মাৎসর্য বিসর্জনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে

অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, মাৎসর্য বিসর্জনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫২২। "হে ভিক্ষুগণ, মায়া বা বিভ্রমকে সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, বিভ্রমকে সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫২৩। "হে ভিক্ষুগণ, বিভ্রমকে সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, বিভ্রমকে সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫২৪। "হে ভিক্ষুগণ, বিভ্রমকে সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, বিভ্রমকে সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫২৫। "হে ভিক্ষুগণ, বিভ্রম সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, বিভ্রম সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫২৬। "হে ভিক্ষুগণ, বিভ্রম সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, বিভ্রম সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫২৭। "হে ভিক্ষুগণ, বিভ্রম সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, বিভ্রম সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের

জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫২৮। "হে ভিক্ষুগণ, বিভ্রমের পরিক্ষয় বা ধ্বংস সাধনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, বিভ্রমের পরিক্ষয় বা ধ্বংস সাধনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫২৯। "হে ভিক্ষুগণ, বিভ্রমের পরিক্ষয় বা ধ্বংস সাধনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, বিভ্রমের পরিক্ষয় বা ধ্বংস সাধনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৩০। "হে ভিক্ষুগণ, বিভ্রমের পরিক্ষয় বা ধ্বংস সাধনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, বিভ্রমের পরিক্ষয় বা ধ্বংস সাধনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৩১। "হে ভিক্ষুগণ, বিভ্রম প্রহাণের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, বিভ্রম প্রহাণের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৩২। "হে ভিক্ষুগণ, বিভ্রম প্রহাণের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, বিভ্রম প্রহাণের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৩৩। "হে ভিক্ষুগণ, বিভ্রম প্রহাণের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, বিভ্রম প্রহাণের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৩৪। "হে ভিক্ষুগণ, বিভ্রম ক্ষয়ের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, বিভ্রম ক্ষয়ের জন্য এই

ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৩৫। "হে ভিক্ষুগণ, বিভ্রম ক্ষয়ের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, বিভ্রম ক্ষয়ের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৩৬। "হে ভিক্ষুগণ, বিভ্রম ক্ষয়ের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, বিভ্রম ক্ষয়ের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৩৭। "হে ভিক্ষুগণ, বিভ্রম ব্যয় বা বিনাশের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, বিভ্রম ব্যয় বা বিনাশের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৩৮। "হে ভিক্ষুগণ, বিভ্রম ব্যয় বা বিনাশের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, বিভ্রম ব্যয় বা বিনাশের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৩৯। "হে ভিক্ষুগণ, বিভ্রম ব্যয় বা বিনাশের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, বিভ্রম ব্যয় বা বিনাশের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৪০। "হে ভিক্ষুগণ, বিভ্রমের বিরাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, বিভ্রমের বিরাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৪১। "হে ভিক্ষুগণ, বিভ্রমের বিরাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, বিভ্রমের বিরাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৪২। "হে ভিক্ষুগণ, বিভ্রমের বিরাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা

উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, বিভ্রমের বিরাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৪৩। "হে ভিক্ষুগণ, বিভ্রম নিরোধের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, বিভ্রম নিরোধের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৪৪। "হে ভিক্ষুগণ, বিভ্রম নিরোধের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, বিভ্রম নিরোধের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৪৫। "হে ভিক্ষুগণ, বিভ্রম নিরোধের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, বিভ্রম নিরোধের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৪৬। "হে ভিক্ষুগণ, বিভ্রম ত্যাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, বিভ্রম ত্যাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৪৭। "হে ভিক্ষুগণ, বিভ্রম ত্যাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, বিভ্রম ত্যাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৪৮। "হে ভিক্ষুগণ, বিভ্রম ত্যাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, বিভ্রম ত্যাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৪৯। "হে ভিক্ষুগণ, বিভ্রম বিসর্জনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, বিভ্রম বিসর্জনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৫০। "হে ভিক্ষুগণ, বিভ্রম বিসর্জনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, বিভ্রম বিসর্জনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৫১। "হে ভিক্ষুগণ, বিভ্রম বিসর্জনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, বিভ্রম বিসর্জনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৫২। "হে ভিক্ষুগণ, শঠতাকে সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, শঠতাকে সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৫৩। "হে ভিক্ষুগণ, শঠতাকে সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, শঠতাকে সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৫৪। "হে ভিক্ষুগণ, শঠতাকে সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, শঠতাকে সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৫৫। "হে ভিক্ষুগণ, শঠতা সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, শঠতা সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৫৬। "হে ভিক্ষুগণ, শঠতা সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি।

ভিক্ষুগণ, শঠতা সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৫৭। "হে ভিক্ষুগণ, শঠতা সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, শঠতা সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৫৮। "হে ভিক্ষুগণ, শঠতার পরিক্ষয় বা ধ্বংস সাধনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, শঠতার পরিক্ষয় বা ধ্বংস সাধনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৫৯। "হে ভিক্ষুগণ, শঠতার পরিক্ষয় বা ধ্বংস সাধনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, শঠতার পরিক্ষয় বা ধ্বংস সাধনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৬০। "হে ভিক্ষুগণ, শঠতার পরিক্ষয় বা ধ্বংস সাধনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, শঠতার পরিক্ষয় বা ধ্বংস সাধনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৬১। "হে ভিক্ষুগণ, শঠতা প্রহাণের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, শঠতা প্রহাণের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৬২। "হে ভিক্ষুগণ, শঠতা প্রহাণের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, শঠতা প্রহাণের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৬৩। "হে ভিক্ষুগণ, শঠতা প্রহাণের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা

উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, শঠতা প্রহাণের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৬৪। "হে ভিক্ষুগণ, শঠতা ক্ষয়ের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, শঠতা ক্ষয়ের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৬৫। "হে ভিক্ষুগণ, শঠতা ক্ষয়ের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, শঠতা ক্ষয়ের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৬৬। "হে ভিক্ষুগণ, শঠতা ক্ষয়ের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, শঠতা ক্ষয়ের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৬৭। "হে ভিক্ষুগণ, শঠতা ব্যয় বা বিনাশের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, শঠতা ব্যয় বা বিনাশের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৬৮। "হে ভিক্ষুগণ, শঠতা ব্যয় বা বিনাশের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, শঠতা ব্যয় বা বিনাশের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৬৯। "হে ভিক্ষুগণ, শঠতা ব্যয় বা বিনাশের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, শঠতা ব্যয় বা বিনাশের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৭০। "হে ভিক্ষুগণ, শঠতার বিরাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, শঠতার বিরাগের

জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৭১। "হে ভিক্ষুগণ, শঠতার বিরাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, শঠতার বিরাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৭২। "হে ভিক্ষুগণ, শঠতার বিরাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, শঠতার বিরাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৭৩। "হে ভিক্ষুগণ, শঠতা নিরোধের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, শঠতা নিরোধের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৭৪। "হে ভিক্ষুগণ, শঠতা নিরোধের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, শঠতা নিরোধের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৭৫। "হে ভিক্ষুগণ, শঠতা নিরোধের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, শঠতা নিরোধের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৭৬। "হে ভিক্ষুগণ, শঠতা ত্যাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, শঠতা ত্যাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৭৭। "হে ভিক্ষুগণ, শঠতা ত্যাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, শঠতা ত্যাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৭৮। "হে ভিক্ষুগণ, শঠতা ত্যাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে

অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, শঠতা ত্যাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৭৯। "হে ভিক্ষুগণ, শঠতা বিসর্জনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, শঠতা বিসর্জনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৮০। "হে ভিক্ষুগণ, শঠতা বিসর্জনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, শঠতা বিসর্জনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৮১। "হে ভিক্ষুগণ, শঠতা বিসর্জনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, শঠতা বিসর্জনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৮২। "হে ভিক্ষুগণ, একগুয়েমিতা বা (থম্ভ) সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, একগুয়েমিতা সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৮৩। "হে ভিক্ষুগণ, একগুয়েমিতা সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, একগুয়েমিতা সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৮৪। "হে ভিক্ষুগণ, একগুয়েমিতা সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, একগুয়েমিতা সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৮৫। "হে ভিক্ষুগণ, একগুয়েমিতা সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা :

অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, একগুয়েমিতা সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৮৬। "হে ভিক্ষুগণ, একগুয়েমিতা সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, একগুয়েমিতা সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৮৭। "হে ভিক্ষুগণ, একগুয়েমিতা সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, একগুয়েমিতা সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৮৮। "হে ভিক্ষুগণ, একগুয়েমিতার পরিক্ষয় বা ধ্বংস সাধনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, একগুয়েমিতার পরিক্ষয় বা ধ্বংস সাধনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৮৯। "হে ভিক্ষুগণ, একগুয়েমিতার পরিক্ষয় বা ধ্বংস সাধনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, একগুয়েমিতার পরিক্ষয় বা ধ্বংস সাধনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৯০। "হে ভিক্ষুগণ, একগুয়েমিতার পরিক্ষয় বা ধ্বংস সাধনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, একগুয়েমিতার পরিক্ষয় বা ধ্বংস সাধনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৯১। "হে ভিক্ষুগণ, একগুয়েমিতা প্রহাণের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ,

শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, একগুয়েমিতা প্রহাণের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৯২। "হে ভিক্ষুগণ, একগুয়েমিতা প্রহাণের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, একগুয়েমিতা প্রহাণের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৯৩। "হে ভিক্ষুগণ, একগুয়েমিতা প্রহাণের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, একগুয়েমিতা প্রহাণের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৯৪। "হে ভিক্ষুগণ, একগুয়েমিতা ক্ষয়ের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, একগুয়েমিতা ক্ষয়ের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৯৫। "হে ভিক্ষুগণ, একগুয়েমিতা ক্ষয়ের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, একগুয়েমিতা ক্ষয়ের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৯৬। "হে ভিক্ষুগণ, একগুয়েমিতা ক্ষয়ের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, একগুয়েমিতা ক্ষয়ের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৯৭। "হে ভিক্ষুগণ, একগুয়েমিতা ব্যয় বা বিনাশের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, একগুয়েমিতা ব্যয় বা বিনাশের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৯৮। "হে ভিক্ষুগণ, একগুয়েমিতা ব্যয় বা বিনাশের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ,

একগুয়েমিতা ব্যয় বা বিনাশের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৫৯৯। "হে ভিক্ষুগণ, একগুয়েমিতা ব্যয় বা বিনাশের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, একগুয়েমিতা ব্যয় বা বিনাশের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬০০। "হে ভিক্ষুগণ, একগুয়েমিতার বিরাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, একগুয়েমিতার বিরাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬০১। "হে ভিক্ষুগণ, একগুয়েমিতার বিরাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, একগুয়েমিতার বিরাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬০২। "হে ভিক্ষুগণ, একগুয়েমিতার বিরাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, একগুয়েমিতার বিরাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬০৩। "হে ভিক্ষুগণ, একগুয়েমিতা নিরোধের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, একগুয়েমিতা নিরোধের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬০৪। "হে ভিক্ষুগণ, একগুয়েমিতা নিরোধের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, একগুয়েমিতা নিরোধের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬০৫। "হে ভিক্ষুগণ, একগুয়েমিতা নিরোধের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা।

ভিক্ষুগণ, একগুয়েমিতা নিরোধের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬০৬। "হে ভিক্ষুগণ, একগুয়েমিতা ত্যাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, একগুয়েমিতা ত্যাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬০৭। "হে ভিক্ষুগণ, একগুয়েমিতা ত্যাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, একগুয়েমিতা ত্যাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬০৮। "হে ভিক্ষুগণ, একগুয়েমিতা ত্যাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, একগুয়েমিতা ত্যাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬০৯। "হে ভিক্ষুগণ, একগুয়েমিতা বিসর্জনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, একগুয়েমিতা বিসর্জনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬১০। "হে ভিক্ষুগণ, একগুয়েমিতা বিসর্জনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, একগুয়েমিতা বিসর্জনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬১১। "হে ভিক্ষুগণ, একগুয়েমিতা বিসর্জনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, একগুয়েমিতা বিসর্জনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬১২। "হে ভিক্ষুগণ, রোষ বা (থম্ভ) সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ।

ভিক্ষুগণ, রোষ সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬১৩। "হে ভিক্ষুগণ, রোষ সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, রোষ সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬১৪। "হে ভিক্ষুগণ, রোষ সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, রোষ সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬১৫। "হে ভিক্ষুগণ, রোষ সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, রোষ সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬১৬। "হে ভিক্ষুগণ, রোষ সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, রোষ সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬১৭। "হে ভিক্ষুগণ, রোষ সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, রোষ সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬১৮। "হে ভিক্ষুগণ, রোষের পরিক্ষয় বা ধ্বংস সাধনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, রোষের পরিক্ষয় বা ধ্বংস সাধনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬১৯। "হে ভিক্ষুগণ, রোষের পরিক্ষয় বা ধ্বংস সাধনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, রোষের পরিক্ষয় বা ধ্বংস সাধনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬২০। "হে ভিক্ষুগণ, রোষের পরিক্ষয় বা ধ্বংস সাধনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, রোষের পরিক্ষয় বা ধ্বংস সাধনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬২১। "হে ভিক্ষুগণ, রোষ প্রহাণের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, রোষ প্রহাণের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬২২। "হে ভিক্ষুগণ, রোষ প্রহাণের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, রোষ প্রহাণের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬২৩। "হে ভিক্ষুগণ, রোষ প্রহাণের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, রোষ প্রহাণের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬২৪। "হে ভিক্ষুগণ, রোষ ক্ষয়ের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, রোষ ক্ষয়ের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬২৫। "হে ভিক্ষুগণ, রোষ ক্ষয়ের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, রোষ ক্ষয়ের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬২৬। "হে ভিক্ষুগণ, রোষ ক্ষয়ের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।

সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, রোষ ক্ষয়ের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬২৭। "হে ভিক্ষুগণ, রোষ ব্যয় বা বিনাশের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, রোষ ব্যয় বা বিনাশের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬২৮। "হে ভিক্ষুগণ, রোষ ব্যয় বা বিনাশের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, রোষ ব্যয় বা বিনাশের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬২৯। "হে ভিক্ষুগণ, রোষ ব্যয় বা বিনাশের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, রোষ ব্যয় বা বিনাশের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬৩০। "হে ভিক্ষুগণ, রোষের বিরাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, রোষের বিরাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬৩১। "হে ভিক্ষুগণ, রোষের বিরাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, রোষের বিরাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬৩২। "হে ভিক্ষুগণ, রোষের বিরাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, রোষের বিরাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬৩৩। "হে ভিক্ষুগণ, রোষ নিরোধের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, রোষ নিরোধের

জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।”

৬৩৪। “হে ভিক্ষুগণ, রোষ নিরোধের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, রোষ নিরোধের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।”

৬৩৫। “হে ভিক্ষুগণ, রোষ নিরোধের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, রোষ নিরোধের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।”

৬৩৬। “হে ভিক্ষুগণ, রোষ ত্যাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, রোষ ত্যাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।”

৬৩৭। “হে ভিক্ষুগণ, রোষ ত্যাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, রোষ ত্যাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।”

৬৩৮। “হে ভিক্ষুগণ, রোষ ত্যাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, রোষ ত্যাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।”

৬৩৯। “হে ভিক্ষুগণ, রোষ বিসর্জনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, রোষ বিসর্জনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।”

৬৪০। “হে ভিক্ষুগণ, রোষ বিসর্জনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, রোষ বিসর্জনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।”

৬৪১। “হে ভিক্ষুগণ, রোষ বিসর্জনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে

অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, রোষ বিসর্জনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬৪২। "হে ভিক্ষুগণ, মান সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, মান সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬৪৩। "হে ভিক্ষুগণ, মান সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, মান সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬৪৪। "হে ভিক্ষুগণ, মান সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, মান সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬৪৫। "হে ভিক্ষুগণ, মান সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, মান সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬৪৬। "হে ভিক্ষুগণ, মান সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, মান সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬৪৭। "হে ভিক্ষুগণ, মান সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, মান সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬৪৮। "হে ভিক্ষুগণ, মানের পরিক্ষয় বা ধ্বংস সাধনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, মানের পরিক্ষয় বা ধ্বংস সাধনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬৪৯। "হে ভিক্ষুগণ, মানের পরিক্ষয় বা ধ্বংস সাধনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, মানের পরিক্ষয় বা ধ্বংস সাধনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬৫০। "হে ভিক্ষুগণ, মানের পরিক্ষয় বা ধ্বংস সাধনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, মানের পরিক্ষয় বা ধ্বংস সাধনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬৫১। "হে ভিক্ষুগণ, মান প্রহাণের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, মান প্রহাণের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬৫২। "হে ভিক্ষুগণ, মান প্রহাণের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, মান প্রহাণের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬৫৩। "হে ভিক্ষুগণ, মান প্রহাণের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, মান প্রহাণের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬৫৪। "হে ভিক্ষুগণ, মান ক্ষয়ের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, মান ক্ষয়ের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬৫৫। "হে ভিক্ষুগণ, মান ক্ষয়ের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, মান ক্ষয়ের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬৫৬। "হে ভিক্ষুগণ, মান ক্ষয়ের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, মান ক্ষয়ের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬৫৭। "হে ভিক্ষুগণ, মান ব্যয় বা বিনাশের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, মান ব্যয় বা বিনাশের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬৫৮। "হে ভিক্ষুগণ, মান ব্যয় বা বিনাশের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, মান ব্যয় বা বিনাশের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬৫৯। "হে ভিক্ষুগণ, মান ব্যয় বা বিনাশের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, মান ব্যয় বা বিনাশের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬৬০। "হে ভিক্ষুগণ, মানের বিরাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, মানের বিরাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬৬১। "হে ভিক্ষুগণ, মানের বিরাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, মানের বিরাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬৬২। "হে ভিক্ষুগণ, মানের বিরাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে

অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, মানের বিরাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬৬৩। "হে ভিক্ষুগণ, মান নিরোধের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, মান নিরোধের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬৬৪। "হে ভিক্ষুগণ, মান নিরোধের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, মান নিরোধের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬৬৫। "হে ভিক্ষুগণ, মান নিরোধের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, মান নিরোধের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬৬৬। "হে ভিক্ষুগণ, মান ত্যাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, মান ত্যাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬৬৭। "হে ভিক্ষুগণ, মান ত্যাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, মান ত্যাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬৬৮। "হে ভিক্ষুগণ, মান ত্যাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, মান ত্যাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬৬৯। "হে ভিক্ষুগণ, মান বিসর্জনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, মান বিসর্জনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬৭০। "হে ভিক্ষুগণ, মান বিসর্জনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা

উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, মান বিসর্জনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬৭১। "হে ভিক্ষুগণ, মান বিসর্জনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, মান বিসর্জনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬৭২। "হে ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্য সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্য সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬৭৩। "হে ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্য সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্য সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬৭৪। "হে ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্য সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্য সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬৭৫। "হে ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্য সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্য সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬৭৬। "হে ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্য সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্য সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য এই ছয়টি

বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬৭৭। "হে ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্য সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্য সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬৭৮। "হে ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্যের পরিক্ষয় বা ধ্বংস সাধনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্যের পরিক্ষয় বা ধ্বংস সাধনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬৭৯। "হে ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্যের পরিক্ষয় বা ধ্বংস সাধনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্যের পরিক্ষয় বা ধ্বংস সাধনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬৮০। "হে ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্যের পরিক্ষয় বা ধ্বংস সাধনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্যের পরিক্ষয় বা ধ্বংস সাধনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬৮১। "হে ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্য প্রহাণের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্য প্রহাণের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬৮২। "হে ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্য প্রহাণের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্য প্রহাণের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬৮৩। "হে ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্য প্রহাণের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে

অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্য প্রহাণের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬৮৪। "হে ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্য ক্ষয়ের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্য ক্ষয়ের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬৮৫। "হে ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্য ক্ষয়ের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্য ক্ষয়ের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬৮৬। "হে ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্য ক্ষয়ের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্য ক্ষয়ের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬৮৭। "হে ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্য ব্যয় বা বিনাশের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্য ব্যয় বা বিনাশের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬৮৮। "হে ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্য ব্যয় বা বিনাশের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্য ব্যয় বা বিনাশের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬৮৯। "হে ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্য ব্যয় বা বিনাশের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্য ব্যয় বা বিনাশের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬৯০। "হে ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্যের বিরাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্যের বিরাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬৯১। "হে ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্যের বিরাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্যের বিরাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬৯২। "হে ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্যের বিরাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্যের বিরাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬৯৩। "হে ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্য নিরোধের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্য নিরোধের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬৯৪। "হে ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্য নিরোধের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্য নিরোধের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬৯৫। "হে ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্য নিরোধের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্য নিরোধের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬৯৬। "হে ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্য ত্যাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্য ত্যাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬৯৭। "হে ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্য ত্যাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্য ত্যাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬৯৮। "হে ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্য ত্যাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ,

ঔদ্ধত্য ত্যাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৬৯৯। "হে ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্য বিসর্জনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্য বিসর্জনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৭০০। "হে ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্য বিসর্জনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্য বিসর্জনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৭০১। "হে ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্য বিসর্জনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, ঔদ্ধত্য বিসর্জনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৭০২। "হে ভিক্ষুগণ, অহমিকা সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, অহমিকা সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৭০৩। "হে ভিক্ষুগণ, অহমিকা সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, অহমিকা সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৭০৪। "হে ভিক্ষুগণ, অহমিকা সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, অহমিকা সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৭০৫। "হে ভিক্ষুগণ, অহমিকা সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ

অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, অহমিকা সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৭০৬। "হে ভিক্ষুগণ, অহমিকা সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, অহমিকা সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৭০৭। "হে ভিক্ষুগণ, অহমিকা সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, অহমিকা সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৭০৮। "হে ভিক্ষুগণ, অহমিকার পরিক্ষয় বা ধ্বংস সাধনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, অহমিকার পরিক্ষয় বা ধ্বংস সাধনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৭০৯। "হে ভিক্ষুগণ, অহমিকার পরিক্ষয় বা ধ্বংস সাধনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, অহমিকার পরিক্ষয় বা ধ্বংস সাধনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৭১০। "হে ভিক্ষুগণ, অহমিকার পরিক্ষয় বা ধ্বংস সাধনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, অহমিকার পরিক্ষয় বা ধ্বংস সাধনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৭১১। "হে ভিক্ষুগণ, অহমিকা প্রহাণের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, অহমিকা প্রহাণের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৭১২। "হে ভিক্ষুগণ, অহমিকা প্রহাণের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, অহমিকা প্রহাণের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৭১৩। "হে ভিক্ষুগণ, অহমিকা প্রহাণের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, অহমিকা প্রহাণের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৭১৪। "হে ভিক্ষুগণ, অহমিকা ক্ষয়ের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, অহমিকা ক্ষয়ের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৭১৫। "হে ভিক্ষুগণ, অহমিকা ক্ষয়ের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, অহমিকা ক্ষয়ের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৭১৬। "হে ভিক্ষুগণ, অহমিকা ক্ষয়ের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, অহমিকা ক্ষয়ের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৭১৭। "হে ভিক্ষুগণ, অহমিকা ব্যয় বা বিনাশের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, অহমিকা ব্যয় বা বিনাশের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৭১৮। "হে ভিক্ষুগণ, অহমিকা ব্যয় বা বিনাশের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, অহমিকা ব্যয় বা বিনাশের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৭১৯। "হে ভিক্ষুগণ, অহমিকা ব্যয় বা বিনাশের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা।

ভিক্ষুগণ, অহমিকা ব্যয় বা বিনাশের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৭২০। "হে ভিক্ষুগণ, অহমিকার বিরাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, অহমিকার বিরাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৭২১। "হে ভিক্ষুগণ, অহমিকার বিরাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, অহমিকার বিরাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৭২২। "হে ভিক্ষুগণ, অহমিকার বিরাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, অহমিকার বিরাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৭২৩। "হে ভিক্ষুগণ, অহমিকা নিরোধের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, অহমিকা নিরোধের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৭২৪। "হে ভিক্ষুগণ, অহমিকা নিরোধের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, অহমিকা নিরোধের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৭২৫। "হে ভিক্ষুগণ, অহমিকা নিরোধের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, অহমিকা নিরোধের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৭২৬। "হে ভিক্ষুগণ, অহমিকা ত্যাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, অহমিকা ত্যাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৭২৭। "হে ভিক্ষুগণ, অহমিকা ত্যাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা

উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, অহমিকা ত্যাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৭২৮। "হে ভিক্ষুগণ, অহমিকা ত্যাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, অহমিকা ত্যাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৭২৯। "হে ভিক্ষুগণ, অহমিকা বিসর্জনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, অহমিকা বিসর্জনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৭৩০। "হে ভিক্ষুগণ, অহমিকা বিসর্জনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, অহমিকা বিসর্জনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৭৩১। "হে ভিক্ষুগণ, অহমিকা বিসর্জনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, অহমিকা বিসর্জনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৭৩২। "হে ভিক্ষুগণ, প্রমাদ সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, প্রমাদ সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৭৩৩। "হে ভিক্ষুগণ, প্রমাদ সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, প্রমাদ সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৭৩৪। "হে ভিক্ষুগণ, প্রমাদ সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ

সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, প্রমাদ সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়ার জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৭৩৫। "হে ভিক্ষুগণ, প্রমাদ সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, প্রমাদ সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৭৩৬। "হে ভিক্ষুগণ, প্রমাদ সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, প্রমাদ সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৭৩৭। "হে ভিক্ষুগণ, প্রমাদ সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, প্রমাদ সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৭৩৮। "হে ভিক্ষুগণ, প্রমাদের পরিক্ষয় বা ধ্বংস সাধনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, প্রমাদের পরিক্ষয় বা ধ্বংস সাধনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৭৩৯। "হে ভিক্ষুগণ, প্রমাদের পরিক্ষয় বা ধ্বংস সাধনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, প্রমাদের পরিক্ষয় বা ধ্বংস সাধনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৭৪০। "হে ভিক্ষুগণ, প্রমাদের পরিক্ষয় বা ধ্বংস সাধনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, প্রমাদের পরিক্ষয় বা ধ্বংস সাধনের জন্য এই ছয়টি বিষয়

অনুশীলন করা উচিত।"

৭৪১। "হে ভিক্ষুগণ, প্রমাদ প্রহাণের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, প্রমাদ প্রহাণের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৭৪২। "হে ভিক্ষুগণ, প্রমাদ প্রহাণের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, প্রমাদ প্রহাণের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৭৪৩। "হে ভিক্ষুগণ, প্রমাদ প্রহাণের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, প্রমাদ প্রহাণের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৭৪৪। "হে ভিক্ষুগণ, প্রমাদ ক্ষয়ের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, প্রমাদ ক্ষয়ের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৭৪৫। "হে ভিক্ষুগণ, প্রমাদ ক্ষয়ের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, প্রমাদ ক্ষয়ের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৭৪৬। "হে ভিক্ষুগণ, প্রমাদ ক্ষয়ের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, প্রমাদ ক্ষয়ের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৭৪৭। "হে ভিক্ষুগণ, প্রমাদ ব্যয় বা বিনাশের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, প্রমাদ ব্যয় বা বিনাশের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৭৪৮। "হে ভিক্ষুগণ, প্রমাদ ব্যয় বা বিনাশের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি,

শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, প্রমাদ ব্যয় বা বিনাশের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৭৪৯। "হে ভিক্ষুগণ, প্রমাদ ব্যয় বা বিনাশের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, প্রমাদ ব্যয় বা বিনাশের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৭৫০। "হে ভিক্ষুগণ, প্রমাদের বিরাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, প্রমাদের বিরাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৭৫১। "হে ভিক্ষুগণ, প্রমাদের বিরাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, প্রমাদের বিরাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৭৫২। "হে ভিক্ষুগণ, প্রমাদের বিরাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, প্রমাদের বিরাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৭৫৩। "হে ভিক্ষুগণ, প্রমাদ নিরোধের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, প্রমাদ নিরোধের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৭৫৪। "হে ভিক্ষুগণ, প্রমাদ নিরোধের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, প্রমাদ নিরোধের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৭৫৫। "হে ভিক্ষুগণ, প্রমাদ নিরোধের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, প্রমাদ নিরোধের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৭৫৬। "হে ভিক্ষুগণ, প্রমাদ ত্যাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, প্রমাদ ত্যাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৭৫৭। "হে ভিক্ষুগণ, প্রমাদ ত্যাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, প্রমাদ ত্যাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৭৫৮। "হে ভিক্ষুগণ, প্রমাদ ত্যাগের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, প্রমাদ ত্যাগের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৭৫৯। "হে ভিক্ষুগণ, প্রমাদ বিসর্জনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনুত্তর দর্শন, শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রেষ্ঠ লাভ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ পরিচর্যা এবং শ্রেষ্ঠ গুণ অনুস্মরণ। ভিক্ষুগণ, প্রমাদ বিসর্জনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৭৬০। "হে ভিক্ষুগণ, প্রমাদ বিসর্জনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি এবং দেবতানুস্মৃতি। ভিক্ষুগণ, প্রমাদ বিসর্জনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।"

৭৬১। "হে ভিক্ষুগণ, প্রমাদ বিসর্জনের জন্য ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত। সেই ছয় কী কী? যথা : অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহাণ সংজ্ঞা, বিরাগ সংজ্ঞা, এবং নিরোধ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ, প্রমাদ বিসর্জনের জন্য এই ছয়টি বিষয় অনুশীলন করা উচিত।" ভগবান এরূপ বললে উপস্থিত ভিক্ষুরা ভগবানের ভাষণ সন্তুষ্ট চিত্তে অনুমোদন করলেন।

রাগ ইত্যাদি সমাপ্ত

৬ষ্ঠ নিপাত বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত

গ্রন্থপঞ্জি

অনুদিত গ্রন্থসমূহ :

১. দীর্ঘ নিকায় (অখণ্ড সংস্করণ); অনুবাদক শীলভদ্র ভিক্ষু।
২. দীর্ঘ নিকায়, শীলস্কন্ধ বর্গ; অনুবাদক শ্রীমৎ ধর্মরত্ন মহাথেরো।
৩. মধ্যম নিকায়, প্রথম খণ্ড, অনুবাদক বেণীমাধব বড়ুয়া।
৪. মধ্যম নিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড, অনুবাদক ধর্মাধার মহাথেরো।
৫. মধ্যম নিকায়, তৃতীয় খণ্ড, অনুবাদক বিনেয়ন্দ্রনাথ চৌধুরী।
৬. অঙ্গুত্তর নিকায় (১,২,৩ নিপাত), অনুবাদক সুমঙ্গল বড়ুয়া।
৭. অঙ্গুত্তর নিকায় (৭,৮,৯ নিপাত), অনুবাদক সুমঙ্গল বড়ুয়া।
৮. অঙ্গুত্তর নিকায় (৫ নিপাত), অনুবাদক প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু।
৯. মহাপরিনিব্বাণ সুত্তং; অনুবাদক শ্রীমৎ ধর্মরত্ন মহাথেরো।
১০. জাতক ৬ খণ্ড; অনুবাদক ঈষাণচন্দ্র ঘোষ।
১১. বিশুদ্ধিমার্গ; অনুবাদক শ্রমণ পূর্ণানন্দ স্বামী।

পালি গ্রন্থসমূহ :

১. বিনযো পিটকো চ অত্থকথা।
২. দীঘ নিকাযো অত্থকথা।
৩. মজ্ঝিম নিকাযো অত্থকথা।
৪. অঙ্গুত্তর নিকাযো অত্থকথা।
৫. ধম্মপদ অত্থকথা।
৬. সুত্ত নিপাত অত্থকথা।
৭. পটিসম্ভিদামগ্গ অত্থকথা।

English Translateted books :

1. The path of purification- by Ñanamoli Bhikku.
2. The book of gradual sayings by **E.M. Hare**.
3. Dictionary of Pali proper names by G.P. Malalasekara.

অন্যান্য সংকলিত গ্রন্থাবলী :

১. সদ্ধর্ম রত্নাকর, ধর্মতিলক স্থবির।
২. বৌদ্ধ গ্রন্থকোষ, বেণীমাধব বড়ুয়া।